শব্দে শব্দে
আল কুরআন
তৃতীয় খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

তৃতীয় খণ্ড

সূরা আল মায়েদা ও সূরা আল আনআম

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৪০

২য় প্রকাশ
রজব ১৪৩৫
জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
মে ২০১৪

বিনিময় ঃ ২২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 3rd Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 220.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল করীম—

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের ৩য় খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তাহলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

সূচীপত্র

সূরা আল মায়েদা
আয়াত ঃ ১২০
রুকূ' ঃ ১৬

আল মায়েদা ভূমিকা

নামকরণ ঃ কুরআন মাজীদের বেশীর ভাগ সূরার নামকরণ শুধুমাত্র আলাদা সূরা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই করা হয়েছে, বিষয়বস্তুর আলোকে করা হয়নি। এ সূরার নামকরণও তদ্রূপ। সূরার ১১২ আয়াতের অংশ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَـائِدَةً مِنَ السَّمَـاءِ থেকে مَـائِدَةً শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বিষয়বস্তুর সাথে নামের সম্পর্ক নিতান্ত গৌণ।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ হিজরী ৬ষ্ঠ সালের শেষ দিকে 'সুলহে হুদায়বিয়ার পর অথবা হিজরী ৭ম সালের প্রথমদিকে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরার আলোচনা ও বিষয়বস্তু থেকে এবং হাদীসের বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ এ সূরায় নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে—

(১) মুসলমানদের দীনী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কিছু নির্দেশ প্রদান প্রসংগে হজ্জের সফরের নীতি-পদ্ধতি এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। ইসলামী নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কা'বা শরীফ যিয়ারতকারীদেরকে কোনো প্রকার বাধা না দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতপর পানাহারের হালাল-হারামের সীমা প্রবর্তন ; জাহেলী যুগের মনগড়া বাধা-নিষেধ দূরীকরণ ; আহলি কিতাবের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান ; গোসল ও তায়াম্মুমের রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ ; বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি-ডাকাতির শাস্তি প্রবর্তন ; মদ-জুয়াকে চূড়ান্ত ও নিষিদ্ধকরণ। কসমের কাফ্ফারা নির্ধারণ এবং সাক্ষ্য প্রদান আইনের আরো কয়েকটি ধারা এ সূরায় সংজোযিত হয়েছে।

(২) শাসন দণ্ড মুসলমানদের হাতে আসায় তাদেরকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। কারণ শাসন শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে অতীতে অনেক জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মুসলমানরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিধায় তাদেরকে পূর্ববর্তী আহলি কিতাবের মানসিকতা ও নিয়মনীতি পরিহার করে ন্যায়-ইনসাফ ও মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলার অংগীকারের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মতো সীমালংঘন করলে তাদের পরিণতির শিকার হবে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য আল্লাহর কিতাবের

শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অতপর মুনাফিকীর নীতি পরিহার করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

(৩) অবশেষে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাদের ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে স্মরণ করে দিয়ে তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথে আসার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। আরব ও আশেপাশের দেশগুলোতে ইসলামী দাওয়াতের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে খৃস্টানদের ভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দিয়ে তাদেরকে শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

❒

① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۬ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ

১. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা পূর্ণ করো অঙ্গীকারসমূহ;[১]
তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে[২] চতুষ্পদ পশুসমূহ

اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○

তাছাড়া, যা তোমাদের কাছে উল্লিখিত হচ্ছে, তবে তোমাদের ইহরাম অবস্থা শিকার হালালকারী নয় ;[৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তা আদেশ করেন।[৪]

① يٰٓاَيُّهَا -হে ; الَّذِيْنَ -যারা ; اٰمَنُوْٓا -ঈমান এনেছো ; اَوْفُوْا -তোমরা পূর্ণ করো ; بِالْعُقُوْدِ -(ب+ال+عقود)-অঙ্গীকারসমূহ ; اُحِلَّتْ -হালাল করা হয়েছে ; لَكُمْ -তোমাদের জন্য ; بَهِيْمَةُ -চতুষ্পদ ; الْاَنْعَامِ -(ال+انعام)-পশুসমূহ ; اِلَّا -তাছাড়া ; مَا -যা ; يُتْلٰى -উল্লেখিত হচ্ছে ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের কাছে ; غَيْرَ مُحِلِّى -(غير+محلى)-তবে হালালকারী নয় ; الصَّيْدِ -(ال+صيد)- শিকার ; وَ -এমতাবস্থায় যে ; اَنْتُمْ -তোমরা ; حُرُمٌ -ইহরামকারী ; اِنَّ -নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ -আল্লাহ ; يَحْكُمُ -আদেশ করেন ; مَا -যা ; يُرِيْدُ -তিনি চান।

১. অঙ্গীকার পূরণ দ্বারা এখানে সকল প্রকার চুক্তি বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদাত সম্পর্কে এবং তাঁর নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল-হারাম সম্পর্কে যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন তা বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া মানুষে মানুষে যেসব চুক্তি-অঙ্গীকার হয়ে থাকে, এর দ্বারা তা-ও বুঝানো হয়েছে। মোটকথা চুক্তির যত প্রকার রয়েছে সবই العقود শব্দের মধ্যে শামিল। এ চুক্তি বা অঙ্গীকারের প্রাথমিক প্রকার তিনটি-(১) আল্লাহর সাথে বান্দাহর অঙ্গীকার। যেমন ইবাদাত করা ও হালাল-হারাম মেনে চলার অঙ্গীকার। (২) নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন মান্নত মানা অথবা নিজের উপর শপথের মাধ্যমে আবশ্যক করে নেয়া। (৩) মানুষের সাথে মানুষের কৃত চুক্তি-অঙ্গীকার। যেমন দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কৃত চুক্তি-অঙ্গীকার।

২. 'বাহীমাতুল আনআম' দ্বারা এখানে বিচরণশীল তৃণভোজী শিকারী দন্তহীন অহিংস্র পশু বুঝানো হয়েছে। এর বিপরীতে শিকারী দাঁত বিশিষ্ট যেসব পশু অন্য প্রাণী শিকার করে খায় সেগুলো হারাম। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স) এমন সব

② يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ

২. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা পবিত্রতা হানী করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের,[৫] আর না পবিত্র মাসের এবং না কা'বার প্রেরিত কুরবানীর পশুর

②يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছো ; لَاتُحِلُّوْا-তোমরা পবিত্রতাহানী করো না ; شَعَائِرَ-নিদর্শন সমূহের ; اللّٰه -আল্লাহর ; وَ -আর ; لَا -না ; الشَّهْرَ-(ال+شهر)-মাসের ; الْحَرَامَ-(الَ+حرام)-পবিত্র ; وَ-এবং ; لَا-না ; الْهَدْىَ-(ال+هدى)-কা'বায় প্রেরিত কুরবানীর পশুর ;

পাখিকেও হারাম গণ্য করেছেন যেগুলোর শিকারী থাবা রয়েছে এবং অন্য প্রাণী শিকার করে খায়।

৩. কা'বাঘর যিয়ারতের জন্য সেলাইবিহীন যে সাধারণ পোশাক পরতে হয়, তাকে 'ইহরাম' বলা হয়। কা'বার চারিদিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি করে সীমানা দেয়া আছে, ইহরামের পোশাক না পরে এ সীমানা অতিক্রম করার অনুমতি কোনো যিয়ারতকারীর জন্য নেই। একে 'ইহরাম' বলার কারণ হলো—এ পোশাক পরিধান করার সাথে সাথে মানুষের জন্য অনেক হালাল কাজ হারাম হয়ে যায়। যেমন—সুগন্ধি ব্যবহার, ক্ষৌরকাজ, যৌনাচার ও সব ধরনের সাজ-সজ্জা ইত্যাদি। ইহরাম অবস্থায় কোনো প্রাণী শিকার করা, শিকারের খোঁজ দেয়া বা কোনো প্রাণী হত্যা করা যায় না।

৪. আল্লাহ সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। তাঁর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে কারো কোনো ওজর-আপত্তি করার কোনো অধিকার সৃষ্টিজগতের কারো নেই। তাঁর সকল বিধান ও নির্দেশ যুক্তিপূর্ণ, কল্যাণকর, ন্যায়ানুগ বলেই মু'মিনরা তার আনুগত্য করে না। বরং তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু বলেই তার আনুগত্য করে। একইভাবে তাঁর হারামকৃত বস্তু ও কাজ তিনি হারাম করেছেন বলেই হারাম। আবার তিনি যা হালাল করেছেন তা এজন্যই হালাল যেহেতু তিনি তা হালাল করেছেন। এর পেছনে অন্য কোনো কারণ বা যুক্তির আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। বৈধ-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদির জন্য আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানদণ্ড নেই এবং তার কোনো প্রয়োজনীয়তাও নেই।

৫. যেসব জিনিস কোনো আদর্শ, মতবাদ, চিন্তা-চেতনা, কর্মনীতি, ধর্ম এবং আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলোকে 'শেয়ার' বা নিদর্শন বলা হয়ে থাকে। কোনো দেশের পতাকা, সৈনিক ও পুলিশের ইউনিফর্ম, মুদ্রা, ডাক টিকিট ইত্যাদি সেই দেশের 'শেয়ার' বা নিদর্শন। গীর্জা, ফাঁসিকাষ্ঠ, ক্রুশ, খৃষ্টবাদের নিদর্শন। মন্দির ও পৈতা ব্রাহ্মণ্যবাদের নিদর্শন। মাথায় চুলের ঝুঁটি বাঁধা, হাতে বালা পরা ও কৃপাণ শিখ ধর্মের নিদর্শন। হাতুড়ি ও কাস্তে সমাজতন্ত্রের নিদর্শন। প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ধর্মের নিদর্শন দেখেই বুঝতে পারে যে, এগুলো তাদের ধর্মের নিদর্শন এবং কেউ তার

وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ

আর না গলায় চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং না সেসব যাত্রীর যারা তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ সন্ধানে পবিত্র ঘরের অভিমুখী ;[৬]

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ

আর যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পারো ;[৭] আর কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনো এমন উত্তেজিত না করে

أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

সীমাংলঘনে তোমাদেরকে বাধা দেয়ায় মাসজিদে হারাম থেকে ;[৮] আর তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে নেক কাজে

وَ–আর ; لَا–না ; الْقَلَائِدَ–(ال+قلائد)–গলায় চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর ; وَ–এবং ; لَا–না ; آمِّينَ–সেসব যাত্রীর যারা অভিমুখী ; الْبَيْتَ–(ال+بيت)–ঘরের ; الْحَرَامَ–(ال+حرم)–পবিত্র ; يَبْتَغُونَ–যারা সন্ধান করে ; فَضْلًا–অনুগ্রহ ; مِّن رَّبِّهِمْ–(من+رب+هم)–তাদের প্রতিপালকের ; وَ–ও ; رِضْوَانًا–সন্তোষ ; وَ–আর ; إِذَا–যখন ; حَلَلْتُمْ–তোমরা ইহরামমুক্ত হবে ; فَاصْطَادُوا–(ف+اصطادوا)–তখন তোমরা শিকার করতে পারো ; وَ–আর ; لَا يَجْرِمَنَّكُمْ–(لايجرمن+كم)–তোমাদেরকে কখনো এমন উত্তেজিত না করে ; شَنَآنُ–শত্রুতা ; قَوْمٍ–কোনো সম্প্রদায়ের ; أَن صَدُّوكُمْ–(ان+صدو+كم)–তোমাদেরকে বাধা দেয়ায় ; عَنِ–থেকে ; الْمَسْجِدِ–(ال+مسجد)–মাসজিদে ; الْحَرَامِ–(ال+حرام)–হারাম ; أَن تَعْتَدُوا–সীমালংঘনে ; وَ–আর ; تَعَاوَنُوا–তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে ; عَلَى الْبِرِّ–(على+ال+بر)–নেক কাজে ;

অবমাননা করলে তা এ আচরণ সেই ধর্মের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ বলে ধরে নেয়া হয়। এখানে 'শেয়ার' শব্দের বহুবচনে 'শায়ায়ির' উল্লেখিত হয়েছে। 'শায়ায়িরুল্লাহ' দ্বারা এমন সব নিদর্শন বুঝানো হয়েছে, যা শিরক, কুফর ও নাস্তিকতার পরিবর্তে নির্ভেজাল তাওহীদের পরিচয় বহন করে। এ ধরনের নিদর্শনের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানকে সম্মান দেখাতে বলা হয়েছে। কোনো অমুসলিমের বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যেকার কোনো নিদর্শন পাওয়া গেলে তার সেই নিদর্শনের প্রতি সম্মান দেখানো মুসলমানদের উচিত।

৬. এখানে যে কয়টি নিদর্শনের নাম উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহর নিদর্শন কেবলমাত্র এ কয়টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে এ কয়টির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ

وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ

ও তাকওয়া অবলম্বনে ; আর পরস্পর সহযোগিতা করো না পাপকর্মে ও সীমালংঘনে এবং ভয় করো আল্লাহকে

اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

অবশ্যই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। ৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত জীব[৯] ও রক্ত

وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ

আর শূকরের গোশত এবং যা যবেহ করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে,[১০] আর শ্বাসরোধে মৃত জীব ও আঘাতে মৃত জীব

وَ –ও ; التَّقْوٰى–(ال+تقوى)–তাকওয়া অবলম্বনে ; وَ –আর ; لَا تَعَاوَنُوْا –পরস্পর সহযোগিতা করো না ; عَلَى الْاِثْمِ –(على+ال+اثم)–পাপ কর্মে ; وَ –ও ; الْعُدْوَانِ –(ال+عدوان)–সীমালংঘনে ; وَ –এবং ; اتَّقُوا –তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ –আল্লাহকে ; اِنَّ –অবশ্যই ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; شَدِيْدُ –অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ –(ال+عقاب) শাস্তিদানে। ③ حُرِّمَتْ –হারাম করা হয়েছে ; عَلَيْكُمُ –তোমাদের উপর ; الْمَيْتَةُ –(ال+ميتة)–মৃত জীব ; وَالدَّمُ –(و+ال+دم) ও রক্ত ; وَ –আর ; لَحْمُ –গোশত ; الْخِنْزِيْرِ –(ال+خنزير)–শূকরের ; وَ –এবং ; مَا –যা ; اُهِلَّ –নামে যবেহ করা হয়েছে ; لِغَيْرِ –(ل+غير)–অন্যের ; اللّٰهِ –আল্লাহ ছাড়া ; بِهٖ –তাও ; وَ –আর ; الْمُنْخَنِقَةُ –(ال+منخنقة) শ্বাসরোধে মৃত জীব ; وَ –ও ; الْمَوْقُوْذَةُ –(ال+موقوذة)– আঘাতে মৃত জীব ;

এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মুসলমানদের হাতে এ কয়টি নিদর্শনের অবমাননার আশংকা ছিলো।

৭. ইহরামের ব্যাপারে যে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তার যে কোনো একটি ভঙ্গ করাও ইহরাম অবমাননার শামিল। তাই আল্লাহর নিদর্শন প্রসঙ্গে এটা বলে দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ শিকার করা দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত সংক্রান্ত নিদর্শনের অবমাননা বুঝাবে। তবে শরীআতের বিধান মতে ইহরামের সীমা শেষ হয়ে গেলে শিকার করার অনুমতি রয়েছে।

৮. কা'বা যিয়ারতে বাধা দেয়া আরবের প্রাচীন রীতিরও বিরোধী ছিলো অথচ কাফেররা চিরাচরিত রীতি অবমাননা করে মুসলমানদেরকে কা'বা যিয়ারতে বাধা দিয়েছিলো, তাই মুসলমানদের মনেও এমন চিন্তা আসলো যে, যেসব কাফের মুসলিম

وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

আর উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জীব ও শিং-এর আঘাতে মৃত জীব এবং যা ভক্ষণ করেছে হিংস্র পশু, তবে যা তোমরা যবেহ করেছো তাছাড়া[১১]

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

আর যা বলি দেয়া হয়েছে[১২] পূজার বেদীতে[১৩] এবং যা তোমরা বণ্টন করো লটারীর তীর দ্বারা ;[১৪] তোমাদের এসব কাজ পাপ ;

وَ–আর ; الْمُتَرَدِّيَةُ–(ال+متردية)-উঁচুস্থান থেকে পতনে মৃত জীব ; وَ–ও ; النَّطِيحَةُ-শিং-এর আঘাতে মৃত জীব ; وَ–এবং ; مَا–যা ; أَكَلَ–ভক্ষণ করেছে ; السَّبُعُ-(ال+سبع)-হিংস্র পশু ; إِلَّا–তবে তা ছাড়া; مَا –যা ; ذَكَّيْتُمْ–তোমরা যবেহ করেছো ; وَ–আর ; مَا–যা ; ذُبِحَ–বলি দেয়া হয়েছে ; عَلَى النُّصُبِ–(على+ال+نصب)-পূজোর বেদীতে ; وَ–এবং ; أَنْ تَسْتَقْسِمُوا–যা তোমরা বণ্টন করো ; بِالْأَزْلَامِ–(بِ+ال+ازلام)-লটারীর তীর দ্বারা ; ذَٰلِكُمْ–তোমাদের এসব কাজ ; فِسْقٌ –পাপ ;

অধ্যুষিত এলাকার কাছ দিয়ে যাতায়াত করে তাদেরকেও কা'বা যিয়ারতে বাধা প্রদান করবে এবং হজ্জের মৌসুমে কাফেরদের হজ্জ কাফেলার উপর আচানক আক্রমণ চালিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে তাদেরকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখলেন।

৯. মৃত জীব দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বাভাবিকভাবে মৃত প্রাণী।

১০. অর্থাৎ যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নাম নেয়া হয়। অথবা এরূপ নিয়ত করা হয় যে, অমুক মহান ব্যক্তি বা অমুক দেবী বা দেবতার নামে উৎসর্গীত।

১১. অর্থাৎ যে পশু উপরোক্ত দুর্ঘটনাসমূহের পরও মরে যায়নি ; এ ধরনের পশুকে যবেহ করার পর তার গোশত খাওয়া যেতে পারে। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হালার পশুর গোশত একমাত্র যবেহর মাধ্যমে হালাল হতে পারে, এছাড়া তার গোশত হালাল হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। রক্ত যেহেতু হারাম, তাই যবেহর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

১২. 'নুসুব' শব্দের দ্বারা এমন সব স্থান বুঝায় যেসব স্থান লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে বলি দেয়া বা নযরানা পেশ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। সেখানে কোনো মূর্তী থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা এটাকে বেদী বা আস্তানা বলে থাকি। এরূপ স্থান কোনো দেবতা, মহাপুরুষ বা শিরকী আকীদার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে।

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ

আজ তারা নিরাশ হয়ে গেছে, যারা কুফরী করেছে তোমাদের দীনের (বিরোধিতা) থেকে ; সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় করো না, বরং ভয় করো আমাকে[১৫]

اَلْيَوْمَ –(ال+يوم)-আজ ; يَئِسَ –নিরাশ হয়ে গেছে তারা ; الَّذِيْنَ –যারা ; كَفَرُوْا –কুফরী করেছে ; مِنْ –থেকে ; دِيْنِكُمْ –(دين+كم)-তোমাদের দীনের (বিরোধীতা) ; فَلَا تَخْشَوْهُمْ –(ف+لاتخشو+هم)-সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় করো না ; وَ-এবং ; اخْشَوْنِ –আমাকেই ভয় করো ;

১৩. এখানে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, হালাল-হারাম নির্ধারিত হয়েছে নৈতিক লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে। কোনো দ্রব্যের ভেষজ গুণ তথা উপকার বা ক্ষতির ভিত্তিতে নয়। উপকার ক্ষতির ব্যাপার নির্ণয় করার দায়িত্ব মানুষের নিজের। শরীআত এ দায়িত্ব নিলে সর্বাগ্রে বিষকে হারাম বলে ঘোষণা দিতো এবং যেসব মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেসব পদার্থ হারাম বলে ঘোষণা দিতো ; কিন্তু কুরআন-হাদীসে এমনটি দেখা যায় না। কুরআন হাদীসে সেসব বিষয় বা দ্রব্যই হারাম ঘোষিত হয়েছে, যেগুলো নৈতিক দিক থেকে মানুষের উপর মন্দ প্রভাব ফেলে অথবা পবিত্রতার বিরোধী অথবা কোনো মন্দ আকীদার সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে সেসব জিনিসই শরীআতে হালাল ঘোষিত হয়েছে যেগুলো উপরোক্ত দোষে দুষ্ট নয়।

১৪. এ আয়াতে দুনিয়ায় প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন লটারী ও ফাল গ্রহণের তিনটি ধরণকে হারাম ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমান দুনিয়াতেও এ তিন ধরনের লটারী ও ফাল গ্রহণের প্রচলন বিভিন্ন আঙ্গিকে জারী রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে এগুলোর পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

(১) কোনো দেব-দেবীর কাছে ভাগ্যের ফায়সালা জানার জন্য মুশরিকদের মতো ফাল গ্রহণ করা। মক্কার কাফেরদের মতো দেব-দেবীর মূর্তীর সামনে তীর দ্বারা ভাগ্যের ফায়সালা জানার 'ফাল' গ্রহণ করা।

(২) অমূলক ধারণা-কল্পনা বা কোনো আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের মীমাংসা করা অথবা গায়েব জানার উপায় হিসেবে এমন সব উপায় অবলম্বন করা যা কোনো তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়। যেমন–হস্তরেখা গণনা, নক্ষত্র গণনা বা রমল করা এবং বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও ফালনামা ইত্যাদি।

(৩) জুয়ার যাবতীয় ধরণ। যেমন লটারীতে হাজার হাজার ব্যক্তির টাকা এক ব্যক্তির অধিকারে চলে আসা। এসব পদ্ধতিতে কোনো যুক্তিসংগত প্রচেষ্টার ফলে নয়, বরং ঘটনাক্রমে অনেকের সম্পদ এক ব্যক্তির মালিকানায় চলে আসে, তাই এ ধরনের সকল প্রকারই জুয়া এবং এসব হারাম।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ

আজ আমি পূর্ণাংগ করে দিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর মনোনীত করলাম

لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ

তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে[১৬] তবে কেউ যদি বাধ্য হয়ে পড়ে ক্ষুধার তাড়নায়, গোনাহর প্রতি ঝুঁকে পড়া ছাড়া

اَلْيَوْمَ –আজ; اَكْمَلْتُ–আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম ; لَكُمْ –তোমাদের জন্য ; دِيْنَكُمْ –(دين+كم)-তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে ; وَ–এবং ; اَتْمَمْتُ –পরিপূর্ণ করে দিলাম ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের প্রতি ; نِعْمَتِيْ –(نعمة+ى)-আমার নিয়ামতকে ; وَ –আর ; رَضِيْتُ –মনোনীত করলাম ; لَكُمُ –তোমাদের জন্য ; الْاِسْلَامَ-(ال+اسلام) ইসলামকে ; دِيْنًا–জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ; فَمَنِ –(ف+من) তবে কেউ যদি ; اضْطُرَّ –বাধ্য হয়ে পড়ে ; فِيْ مَخْمَصَةٍ –(فى+مخمصة)-ক্ষুধার তাড়নায় ; غَيْرَ–ছাড়া ; مُتَجَانِفٍ –ঝুঁকে পড়া ; لِّاِثْمٍ –(ل+اثم)-গুনাহর প্রতি ;

তবে ইসলামে 'কুরআ' বা লটারীর যে সরল পদ্ধতিকে জায়েয রেখেছে তাহলো—দুটো সমান বৈধ কাজের বা দুটো সমপর্যায়ের বৈধ অধিকারের মধ্যে ফায়সালা করার প্রশ্নে এটাকে জায়েয রেখেছে। যেমন—একটি দ্রব্যের উপর দুজনের সবদিক থেকে সমান সমান অধিকার রয়েছে, এতে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তিসংগত কোনো কারণ নেই এবং দুজনের কেউ তাদের অধিকার ছাড়তে রাজী নয়। এমতাবস্থায় তাদের দুজনের সম্মতিতে লটারী দ্বারা ফায়সালা করা এটি জায়েয ও সঠিক কাজ। রাসূলুল্লাহ (স) এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান দিতেন।

১৫. অর্থাৎ কাফেররা এতোদিন তোমাদের দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধার সৃষ্টি করতো, এখন যেহেতু তোমাদের দীন তথা নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাই বাধা দিয়ে তারা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। তারা এটা বুঝতে পেরে নিরাশ হতে বাধ্য হয়েছে। এখন ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। তাই এখন কোনো মানুষকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। এখন তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধান কার্যকরী করবে। এতে তোমরা ত্রুটি করলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার তোমাদের কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৬. দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। দীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার অর্থ আলাদা চিন্তা, কাজ এবং পরিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একটি ব্যবস্থায় পরিণত করে দেয়া। আর নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেয়া অর্থ হিদায়াতের

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④ يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ

তবে আল্লাহ তো অবশ্যই অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১৭] ৪. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি কি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ; আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে

الطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ

পবিত্র জিনিসসমূহ[১৮] এবং যেসব শিকারী পশু-পাখিকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছো, যেগুলোকে তোমরা শিকার করা শিখিয়েছো যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ;

فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

ওরা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা তোমরা খাও[১৯] এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো ;[২০] আর ভয় করো আল্লাহকে

فَإِنَّ–তবে অবশ্যই ; اللَّهَ–আল্লাহতো ; غَفُورٌ–অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ–পরম দয়ালু ④ يَسْـَٔلُونَكَ–(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; مَاذَآ–কি কি ; أُحِلَّ–হালাল করা হয়েছে ; لَهُمْ–তাদের জন্য ; قُلْ–আপনি বলে দিন ; أُحِلَّ-হালাল করা হয়েছে ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য ; الطَّيِّبَٰتُ–(ال+طيبت) পবিত্র জিনিসসমূহ ; وَ–এবং ; مَا–যেসব ; عَلَّمْتُمْ–তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছো ; مِنَ–থেকে ; الْجَوَارِحِ–(ال+جوارح) -শিকারী পশু-পাখিকে ; مُكَلِّبِينَ–শিকারের প্রশিক্ষণদাতা ; تُعَلِّمُونَهُنَّ–তোমরা শিখিয়েছো সেগুলোকে ; مِمَّا–(من+ما)-যেভাবে ; عَلَّمَكُمْ–(علم+كم)-শিখিয়েছেন তোমাদেরকে ; اللَّهُ–আল্লাহ ; فَكُلُوا–(ف+كلوا)-অতএব তোমরা খাও ; مِمَّآ–তা থেকে, যা ; أَمْسَكْنَ–ওরা ধরে আনে ; عَلَيْكُمْ–তোমাদের জন্য ; وَ–এবং ; اذْكُرُوا–উচ্চারণ করো ; اسْمَ–নাম ; اللَّهِ–আল্লাহর ; عَلَيْهِ–তার উপর ; وَ–আর ; اتَّقُوا–তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ–আল্লাহকে ;

নিয়ামতকে পূর্ণ করে দেয়া। ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করার অর্থ–তোমরা আমার আনুগত্য ও ইবাদাত করার যে অঙ্গীকার করেছিলে তা যেহেতু তোমরা নিজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কাজের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছো, সেহেতু আমি তা গ্রহণ করে নিয়েছি এবং তোমাদেরকে সকল প্রকার আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দিয়েছি। এখন তোমরা আকীদা-বিশ্বাসে যেমন 'মুসলিম', কার্যতও তোমরা 'মুসলিম' হয়ে থাকবে। এখন তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করতে বাধ্য নও।

১৭. সূরা আল বাকারার ১৭৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۖ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ৫. আজ তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হলো পবিত্র জিনিসসমূহ ;

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ

আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল ;[২১]

اِنَّ–নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; سَرِيْعُ–অত্যন্ত তৎপর ; الْحِسَابِ–(ال+حساب)-হিসেব গ্রহণে। ۝ اَلْيَوْمَ–(ال+يوم)-আজ ; اُحِلَّ–হালাল করে দেয়া হলো ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য ; الطَّيِّبٰتُ–পবিত্র জিনিসসমূহ ; وَ–আর ; طَعَامُ–খাদ্য ; الَّذِيْنَ–যাদেরকে ; اُوْتُوا–দেয়া হয়েছিলো ; الْكِتٰبَ–কিতাব ; حِلٌّ–হালাল ; لَّكُمْ–তোমাদের জন্য ; وَ-এবং ; طَعَامُكُمْ-(طعام+كم)-তোমাদের খাদ্যও ; حِلٌّ-হালাল; لَّهُمْ-তাদের জন্য ;

১৮. ইতিপূর্বেকার ধর্মগুলোর হালাল-হারামের বিধান ছিলো—শরীআত যে কয়টি হালাল গণ্য করেছে সেগুলো ছাড়া অন্য সবগুলোই হারাম। অপরদিকে কুরআন মাজীদ হারাম বস্তুগুলোর নাম উল্লেখ করে দিয়ে বাকী সবকিছুই হালাল গণ্য করেছে। এতে ইসলাম হালাল-হারামের ব্যাপারে প্রশস্ততা এনে দিয়েছে। হালালের জন্য অবশ্য পাক-পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই পাক-পবিত্রতা কিভাবে নির্ধারিত হবে সে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক। এর জবাব হলো—যেসব জিনিস শরীআতের কোনো একটি মূলনীতির অধিনে অপবিত্র বলে গণ্য সেগুলো অপবিত্র। এছাড়া ভারসাম্য রুচিশীলতা যা অপসন্দ করে বা যথার্থ ভদ্র সংস্কারমুক্ত মানুষ যেসব জিনিসকে পরিচ্ছন্নতার বিরোধী মনে করে সেগুলো ছাড়া বাকী সবই পবিত্র বলে মনে করতে হবে।

১৯. শিকারী প্রাণীগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় তারা শিকার ধরে খেয়ে ফেলে না ; বরং মালিকের জন্য রেখে দেয়। তাই এসব প্রাণীর শিকার করা জীব হালাল। এসব প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বাঘ, সিংহ, বাজ পাখি ইত্যাদি। এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শিকারী পশু যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে বাকী অংশ হারাম হয়ে যাবে। আর শিকারী পাখি যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে বাকী অংশ হারাম হবে না। অপরদিকে হযরত আলী (রা)-এর মতে শিকারী পাখির শিকার আদৌ হালাল নয়, কারণ শিকারী পশুকে নিজে না খেয়ে মালিকের জন্য শিকার ধরে রাখার প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব ; কিন্তু শিকারী পাখিকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়।

২০. অর্থাৎ শিকারী পশুকে শিকারের জন্য ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে, নচেৎ শিকার খাওয়া হালাল হবে না। আর শিকারকে জীবিত পাওয়া গেলে যবেহ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

আর (তোমাদের জন্য হালাল) সচ্চরিত্রা মু'মিনা নারীগণ এবং তাদের সচ্চরিত্রা নারী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে[২২]

مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ

তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা স্ত্রীরূপে গ্রহণের জন্য পরিশোধ করে দেবে তাদের মোহরানা—প্রকাশ্য ব্যভিচারের জন্য নয়,

وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز

আর না গোপন প্রেমিকা রূপে ; আর যে ঈমানকে অস্বীকার করবে, নিসন্দেহে নিষ্ফল হয়ে যাবে তার কর্ম

وَ–আর (তোমাদের জন্য হালাল) ; اَلْمُحْصَنٰتُ–(ال+محصنت)-সচ্চরিত্রা ; مِنَ–(من+ال+مؤمنت)-اَلْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিনা নারীগণ ; وَ–এবং ; اَلْمُحْصَنٰتُ–সচ্চরিত্রা নারীগণ ; مِنَ الَّذِيْنَ–তাদের, যাদেরকে ; اُوْتُوا–দেয়া হয়েছিলো ; اَلْكِتٰبَ–কিতাব ; مِنْ قَبْلِكُمْ–(من+قبل+كم)-তোমাদের পূর্বে ; اِذَآ-যখন ; اٰتَيْتُمُوْهُنَّ–(اتيتمو+هن)-তোমরা পরিশোধ করে দেবে ; اُجُوْرَهُنَّ–(اجور+هن)-তাদের মোহরানা ; مُحْصِنِيْنَ–স্ত্রী রূপে গ্রহণের জন্য ; غَيْرَ–নয় ; مُسٰفِحِيْنَ–প্রকাশ্যে ব্যভিচারের জন্য ; وَ-আর ; لَا–না ; مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ–গোপন প্রেমিকারূপে ; وَ–আর ; مَنْ–যে ; يَّكْفُرْ–অস্বীকার করবে ; بِالْاِيْمَانِ–(ب+ال+ايمان)-ঈমানকে ; فَقَدْ–(ف+قد)-নিসন্দেহে ; حَبِطَ–নিষ্ফল হয়ে যাবে ; عَمَلُهٗ–(عمل+ه)-তার কর্ম ;

করতে হবে। জীবিত পাওয়া না গেলে যবেহ করা ছাড়াই হালাল। কারণ শুরুতে শিকারী পশুকে তার উপর ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছিলো। তীর দ্বারা শিকার করারও একই হুকুম।

২১. আহলি কিতাবের খাদ্য ও তাদের যবেহ করা প্রাণীর ব্যাপারে বিধান হলো—তারা যদি পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে শরীআতের অপরিহার্য বিধানসমূহ মেনে না চলে এবং তাদের খাদ্যের মধ্যে যদি হারাম বস্তু মিশ্রিত থাকে তাহলে তা খাওয়া জায়েয হবে না। একইভাবে তাদের খাদ্যের মধ্যে মদ, শূকরের গোশত বা অন্য কোনো হারাম বস্তু থাকে তাহলে তাদের সাথে একই দস্তরখানে খাওয়া জায়েয নয়।

আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের ব্যাপারেও একই হুকুম। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, আহলি কিতাব যদি যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে থাকে তাহলে

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[২৩]

وَ-এবং هُوَ-সে ; فِى الْاٰخِرَةِ-(فى+ال+اخرة)-আখেরাতে ; لَمِنَ-(ل+من)-অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ; الْخٰسِرِيْنَ-(ال+خسرين)-ক্ষতিগ্রস্তদের।

তা খাওয়া জায়েয, আর অন্যান্য অমুসলিমদের হত্যা করা প্রাণী আমাদের জন্য জায়েয নয়।

২২. আহলি কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মেয়েরা যদি সংরক্ষিতা হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয় তাহলে তাদের মেয়েদের বিবাহ করা জায়েয। আর যদি তারা দারুল হরব বা দারুল কুফরের বাসিন্দা হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে বিয়ে করা মাকরূহ। 'মুহসানাত' শব্দ দ্বারা পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের মেয়েদেরকে বুঝানো হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে যেসব মেয়ে, তারা এ অনুমতির বাইরে।

২৩. অর্থাৎ আহলি কিতাবের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি থেকে লাভবান হতে চাইলে নিজের দীন ও ঈমানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং দৃঢ় থাকতে হবে। নচেৎ অমুসলিম স্ত্রীর আকীদা-বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে নিজের দীন ও ঈমান হারিয়ে বসবে অথবা সামাজিক জীবন ও আচরণের ক্ষেত্রে ঈমানের বিপরীত পথে চলে নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করে ফেলবে।

১ রুকূ' (১-৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আমাদেরকে সকল প্রকার বৈধ চুক্তি মেনে চলতে হবে। চুক্তির অপরপক্ষ মু'মিন হোক বা কাফের-মুশরিক হোক সকল অবস্থাতেই চুক্তিকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে হবে।

২. আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত হালাল-হারামের বিধান মেনে চলাও আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিশেষ। সুতরাং আমাদেরকে তাও মেনে চলতে হবে।

৩. গৃহপালিত পশুর মধ্যে আট প্রকার পশুর গোশত খাওয়া হালাল। তবে এগুলো আল্লাহর নামে যবেহ করতে হবে।

৪. হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোনো প্রাণী যবেহ করা বা হত্যা করা যাবে না।

৫. দীনের নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কোনো অবস্থায়ই এসবের অবমাননা করা যাবে না।

৬. হজ্জযাত্রীদের এবং তাদের সাথে আনীত কুরবানীর পশুর গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা করা যাবে না।

৭. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগী হতে হবে—পাপ কাজ ও সীমালংঘনে একে অপরের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. স্বাভাবিকভাবে মৃত পশু-পাখি, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গকৃত পশু-পাখির গোশত, কণ্ঠরোধ বা আঘাতে মৃত পশু-পাখির গোশত, উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত পশু-পাখির গোশত, শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু-পাখির গোশত, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত পশু-পাখির গোশত, দেব-দেবীর বেদীতে বলি দেয়া পশু-পাখির গোশত, ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বণ্টনকৃত গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৯. ক্ষুধায় প্রাণনাশের আশংকা সৃষ্টি হলে এবং হালাল খাদ্য না পাওয়া গেলে প্রাণ রক্ষা হয় এ পরিমাণ হারাম খাদ্য খাওয়ার অনুমতি আছে।

১০. এখানে উল্লেখিত হারামের তালিকা বহির্ভূত সকল পবিত্র বস্তুসমূহ হালালের অন্তর্ভুক্ত। নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন পশু-পাখির গোশত হালাল নয়।

১১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু-পাখির শিকারকৃত হালাল প্রাণীর গোশত হালাল। তবে শিকারী প্রাণীকে শিকারে পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ পড়তে হবে এবং শিকার জীবিত পাওয়া গেলে যবেহ করতে হবে। আর শিকার মৃত হলে যবেহ করার প্রয়োজন নেই, তবে এ অবস্থায় শিকার যখমপ্রাপ্ত হতে হবে।

১২. পশু-পাখির মধ্যে আয়াতে উল্লেখিত হারাম ঘোষিত প্রাণীগুলো ছাড়া বাকী পশু-পাখির মধ্যে হালাল-হারামের মূলনীতি হলো—দাঁত দিয়ে ছিড়ে খায় এমন যাবতীয় হিংস্র জন্তুর গোশত হারাম এবং থাবা দ্বারা শিকার করে এমন সকল পাখির গোশত হারাম। এ মূলনীতির ভিত্তিতে পশুর মধ্যে সিংহ, বাঘ, কুকুর ইত্যাদি পশু এবং পাখির মধ্যে বাজ, কাক, চিল, শকুন ইত্যাদি পাখির গোশত হারাম।

১৩. 'আহিল কিতাব' বলতে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের বুঝানো হয়ে থাকলেও বর্তমান ইয়াহুদী-খৃস্টানদের অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং মূসা ও ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতে রয়েছে। তাই আহলে কিতাব দ্বারা আস্তিকদের কথাই বলা হয়েছে।

১৪. 'আহলে কিতাবের খাদ্য' দ্বারা তাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল। এছাড়া অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে তাদের হাতে প্রস্তুত কোনো খাদ্য অপবিত্র হওয়ার আশংকা থাকায় হালাল নয়। তবে তাদের হাতের গম, চাউল, বুট ও ফল-ফলাদি খাওয়া হালাল।

১৫. আহলে কিতাবদের মেয়েদের বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয। তবে শর্ত হলো তারা সংরক্ষিতা ও চরিত্রবতী হতে হবে। আর মুসলমানদের মেয়ে আহলে কিতাবের ছেলেদের কাছে বিবাহ দেয়া জায়েয নয়।

১৬. মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারী ইয়াহুদী বা খৃস্টান হয়ে গেলে সে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং তার যবেহ করা প্রাণীর গোশত হালাল নয় এবং এমন লোকদের মেয়েও মুসলমানদের বিবাহ করা জায়েয নয়।

১৭. অন্য কোনো ধর্মের লোক ইয়াহুদী বা খৃস্টান হয়ে গেলে সে আহলে কিতাবের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৮. যেসব মুসলমানদের ঈমান দৃঢ় নয়, তাদের পক্ষে আহলে কিতাবদের মেয়েদের বিয়ে করা সমিচীন নয়। কারণ স্ত্রীদের প্রভাবে তাদের দীন ও ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৬

⑥ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

৬. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নাও, তখন তোমরা ধুয়ে নাও তোমাদের মুখমণ্ডল

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ

এবং তোমাদের উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, আর মাসেহ করে নাও তোমাদের মাথা এবং (ধৌত করে নাও) নিজেদের পা দুটো

اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى

গিরা পর্যন্ত ;[২৪] আর যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে থাকো, তবে ভালোভাবে পবিত্র হয়ে নাও ;[২৫] আর যদি তোমরা পীড়িত হও

⑥ يَـٰٓأَيُّهَا–হে ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْٓا–ঈমান এনেছো ; اِذَا–যখন ; قُمْتُمْ–তোমরা প্রস্তুতি নাও ; اِلَى–জন্য ; الصَّلٰوةِ–(ال+صلوة)–নামাযের ; فَاغْسِلُوْا–(ف+اغسلوا)– তখন তোমরা ধুয়ে নাও ; وُجُوْهَكُمْ–(وجوه+كم)–তোমাদের মুখমণ্ডল ; وَ–এবং ; اَيْدِيَكُمْ–(ايدى+كم)–তোমাদের উভয় হাত ; اِلَى–পর্যন্ত ; الْمَرَافِقِ–(ال+مرافق)– কনুই ; وَ–আর ; امْسَحُوْا–তোমরা মাসেহ করে নাও ; بِرُءُوْسِكُمْ–(ب+رءوس+كم)– তোমাদের মাথা ; وَ–এবং ; اَرْجُلَكُمْ–(ارجل+كم)–(ধৌত করে নাও)–নিজেদের পা দুটো ; اِلَى–পর্যন্ত ; الْكَعْبَيْنِ–(ال+كعبين)–গিরা ; وَ–আর ; اِنْ كُنْتُمْ–যদি তোমরা হয়ে থাকো ; جُنُبًا–অপবিত্র ; فَاطَّهَّرُوْا–(ف+طهروا)–তবে ভালোভাবে পবিত্র হয়ে নাও ; وَ–আর ; اِنْ–যদি ; كُنْتُمْ–তোমরা থাকো ; مَّرْضٰٓى–পীড়িত ;

২৪. অত্র আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, কুলি করা ও নাক সাফ করা মুখমণ্ডল ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ দুটো ধোয়া ছাড়া মুখমণ্ডল ধোয়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর মাথার অংশ হিসেবে মাসেহর মধ্যে কানের ভেতর ও বাইরের অংশ শামিল। আর দু হাত তো অযু করার আগেই ধুয়ে নেয়া প্রয়োজন। কারণ যে হাত দ্বারা অযু করা হবে তার পবিত্রতাতো আগেই প্রয়োজন।

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে এসে থাকে কিংবা স্ত্রী সঙ্গম করে থাকো

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

অতপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো এবং তা দ্বারা মাসেহ করো তোমাদের মুখমণ্ডল

وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

ও তোমাদের উভয় হাত ;[২৬] আল্লাহ চান না যে, তোমাদেরকে তিনি কোনো কষ্ট দেন ;

وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে,[২৭] যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা পেশ করো

أَوْ-অথবা ; عَلَىٰ سَفَرٍ-(على+سفر)-সফরে থাকো ; أَوْ-অথবা ; جَاءَ-এসে থাকে ; أَحَدٌ-কেউ ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; مِنَ-থেকে ; الْغَائِطِ-(ال+غائط)-শৌচাগার ; أَوْ-অথবা ; لَامَسْتُمُ-স্পর্শ করে থাকো অর্থাৎ সঙ্গম করে থাকো ; النِّسَاءَ-(ال+نساء)-স্ত্রী ; فَلَمْ تَجِدُوا-(ف+لم تجدوا)-অতপর না পাও ; الْمَاءَ-(ال+ماء)-পানি ; فَتَيَمَّمُوا-(ف+تيمموا)-তাহলে তায়াম্মুম করো ; صَعِيدًا-মাটি দ্বারা ; طَيِّبًا-পবিত্র ; فَامْسَحُوا-(ف+امسحوا)-এবং মাসেহ করো ; بِوُجُوهِكُمْ-(ب+وجوه+كم)-তোমাদের মুখমণ্ডল ; وَ-ও ; أَيْدِيكُمْ-(ايدى+كم)-তোমাদের উভয় হাতে ; مِنْهُ-(من+ه)-তা দ্বারা ; مَا يُرِيدُ-চান না ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لِيَجْعَلَ-(ل+يجعل)-তিনি দেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; مِنْ حَرَجٍ-কোনো কষ্ট ; وَلَٰكِنْ-বরং ; يُرِيدُ-তিনি চান ; لِيُطَهِّرَكُمْ-(ليطهر+كم)-তোমাদেরকে পবিত্র করতে ; وَ-এবং ; لِيُتِمَّ-পূর্ণ করতে ; نِعْمَتَهُ-(نعمة+ه)-তাঁর নিয়ামত ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-যাতে তোমরা ; تَشْكُرُونَ-কৃতজ্ঞতা পেশ করো।

২৫. 'জানাবাত' তথা অপবিত্রতা স্ত্রী সহবাসের কারণে হোক বা স্বপ্নদোষের কারণে হোক উভয় অবস্থায় গোসল ওয়াজিব। এমতাবস্থায় গোসল করা ছাড়া সালাত আদায় করা বা কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা জায়েয নয়।

⑦ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ۙ

৭. আর তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে[২৮] এবং তাঁর অঙ্গীকারকে, যে অঙ্গীকার তিনি নিয়েছেন তোমাদের থেকে তা

إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

যখন তোমরা বলেছিলে—আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরে যা আছে তা সবিশেষ অবহিত।

⑧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ

৮. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে দৃঢ় থেকো[২৯]

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

এবং কোনো সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থাকতে ; তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটতর

⑦ وَ–এবং ; اذْكُرُوا–তোমরা স্মরণ করো ; نِعْمَةَ–নিয়ামতকে ; اللّٰه–আল্লাহর ; عَلَيْكُمْ–তোমাদেরকে ; وَ–এবং ; مِيثَاقَهُ–(ميثاق+ه)–তাঁর অঙ্গীকার ; الَّذِىْ–যে ; وَاثَقَكُمْ–(واثق+كم)–অঙ্গীকার তিনি নিয়েছেন তোমাদের থেকে ; بِهٖ–তা ; اِذْ–যখন ; قُلْتُمْ–তোমরা বলেছিলে ; سَمِعْنَا–আমরা শুনলাম ; وَ–এবং ; اَطَعْنَا–মেনে নিলাম ; وَ–আর ; اتَّقُوا–তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ–আল্লাহকে ; اِنَّ–নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; عَلِيْمٌ–সবিশেষ অবহিত ; بِذَاتِ–(ب+ذات)–যা আছে ; الصُّدُوْرِ–(ال+صدور)–অন্তরে। ⑧ يَاَيُّهَا–হে ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছো ; كُوْنُوْا–তোমরা থেকো ; قَوّٰمِيْنَ–দৃঢ় ; لِلّٰهِ–আল্লাহর জন্য ; شُهَدَآءَ–সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে ; بِالْقِسْطِ–ন্যায়ের ; وَ–এবং ; لَايَجْرِمَنَّكُمْ–(لايجرمن+كم)–তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত না করে ; شَنَاٰنُ–বিদ্বেষ ; قَوْمٍ–কোনো সম্প্রদায়ের ; عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا–(على+ان+لاتعدلو)–ন্যায় বিচার থেকে বিরত থাকতে ; اِعْدِلُوْا–তোমরা ন্যায় বিচার করো ; هُوَ–এটা ; اَقْرَبُ–নিকটতর ; لِلتَّقْوٰى–(ل+ال+تقوى)–তাকওয়ার ;

২৬. ব্যাখ্যার জন্য সূরা আন নিসার ৪৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭. মানুষ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আত্মা ও শরীর উভয়ের পবিত্রতা অর্জনের

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿৮﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا

আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোভাবে অবগত সে সম্পর্কে যা তোমরা করছো। ৯. আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿৯﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

এবং সৎকাজ করেছে—তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।
১০. আর যারা কুফরী করেছে

وَكَذَّبُوا بِآيٰتِنَا أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيمِ ﴿১০﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

এবং মিথ্যা বলে মনে করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।
১১. হে যারা ঈমান এনেছো!

اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই নিয়ামতকে যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের দিকে হাত বাড়ানোর সংকল্প করেছিলো

وَ–আর ; اتَّقُوا–তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ–আল্লাহকে ; إِنَّ–নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ–আল্লাহকে ; خَبِيرٌ–ভালোভাবে অবগত ; بِمَا–সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُونَ–তোমরা যা করছো। ⑧ وَعَدَ–প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; الَّذِينَ–তাদেরকে যারা ; آمَنُوا–ঈমান এনেছে ; وَ–এবং ; عَمِلُوا–করেছে ; الصّٰلِحٰتِ–(ال+صلحت)–সৎকাজ ; لَهُمْ–তাদের জন্য রয়েছে ; مَغْفِرَةٌ–ক্ষমা ; وَ–ও ; أَجْرٌ–প্রতিদান ; عَظِيمٌ–মহান। ⑨ وَ–আর ; الَّذِينَ–যারা ; كَفَرُوا–কুফরী করেছে ; وَ–এবং ; كَذَّبُوا–মিথ্যা বলে মনে করেছে ; بِآيٰتِنَا–(ب+ايتنا)–আমার নিদর্শনসমূহকে; أُولٰٓئِكَ–তারাই ; أَصْحٰبُ–অধিবাসী ; الْجَحِيمِ–(ال+جحيم)–জাহান্নামের। ⑩ يٰٓأَيُّهَا–হে ; الَّذِينَ–যারা ; آمَنُوا–ঈমান এনেছো ; اذْكُرُوا–তোমরা স্মরণ করো ; نِعْمَتَ–সেই নিয়ামতকে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; عَلَيْكُمْ–তোমাদের প্রতি ; إِذْ–যখন ; هَمَّ–সংকল্প করেছিলো ; قَوْمٌ–একটি সম্প্রদায় ; أَنْ يَبْسُطُوٓا–বাড়ানোর ; إِلَيْكُمْ–তোমাদের দিকে ; أَيْدِيَهُمْ–(ايدى+هم)–তাদের হাত ;

জন্য হিদায়াত লাভ করতে সক্ষম তখনই তার উপর আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ হবে। কারণ আত্মা ও শরীর উভয়ের পবিত্রতাই আল্লাহর নিয়ামত।

فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

তখন তিনি তোমাদের থেকে তাদের হাতকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন ;[৩০] অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর মু'মিনদেরতো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

فَكَفَّ-(ف+كف)-তখন তিনি ফিরিয়ে রেখেছিলেন ; أَيْدِيَهُمْ-তাদের হাতকে ; عَنْكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের থেকে ; وَ-অতএব ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-আর ; عَلَى-উপরই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَلْيَتَوَكَّلِ-(ف+ل+يتوكل)-ভরসা করা উচিত ; الْمُؤْمِنُونَ-(ال+مؤمنون)-মু'মিনদেরতো

২৮. আল্লাহর এ নিয়ামতের অর্থ হলো-তিনি তোমাদের জন্য জীবনযাপনের পথকে সহজ করে দিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে হিদায়াতের দায়িত্ব দিয়েছেন ও নেতৃত্বের আসনে তোমাদেরকে আসীন করেছেন।

২৯. সূরা আন নিসার ১৩৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০. এখানে ইয়াহুদীদের একটি ষড়যন্ত্রের দিকে ইশারা করা হয়েছে। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরামকে একটি অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে তাঁদেরকে শেষ করে দিয়ে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলো। আল্লাহর রহমতে রাসূলুল্লাহ (স) এ ষড়যন্ত্রের কথা যথাসময়ে জানতে পারলেন এবং দাওয়াতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেন। পরবর্তী আয়াত থেকে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে, তাই ভূমিকা হিসেবে এখানে ঘটনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে।

পরবর্তী কথাগুলো দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বলা হয়েছে। এক, মুসলমানদেরকে আহলি কিতাবের পদাংক অনুসরণ থেকে বিরত রাখা। কারণ ইতিপূর্বে আহলি কিতাব থেকে তোমাদের মতো অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের মতো তোমরাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না। দুই, আহলি কিতাবের উভয় সম্প্রদায় তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে ইসলামের দাওয়াত তাদের সামনে পেশ করা।

২ রুকূ' (৬-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অত্র রুকূতে অযু-গোসলের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ বিধানের আলোকে অযুতে মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত উভয় হাত, টাখনু গিরা পর্যন্ত উভয় পা ধোয়া এবং মাথা মাসেহ করা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে।

২. মুসাফির অবস্থায়, রোগগ্রস্ত অবস্থায়, স্ত্রী সহবাস করার পর অযু-গোসলের জন্য প্রয়োজনীয় পানি না পাওয়া গেলে পবিত্র মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. তায়াম্মুম করার নিয়ম হলো—উভয় হাতের তালু পবিত্র মাটির উপর মেরে তাদ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করে নিতে হবে।

৪. তায়াম্মুম হলো অযু-গোসলের বিধানে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বিকল্প ব্যবস্থা। এ সহজীকরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। সুতরাং যথাস্থানে এ বিধান কার্যকরী করার ব্যাপারে কোনো প্রকার দ্বিধার অবকাশ নেই।

৫. আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার ব্যাপারে মানুষ আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং তাঁর বিধানসমূহ প্রয়োগে গড়িমসি করার পরিণতি আহলি কিতাবের পরিণতি হতে বাধ্য।

৬. কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ থাকার কারণে ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। সকল অবস্থাতেই ইনসাফের পতাকা ঊর্ধে তুলে ধরতে হবে। কারণ এটাই তাকওয়ার দাবী।

৭. ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর ভয়কে সদা-সর্বদা অন্তরে জাগরূক রাখতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাহর সকল কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

৮. যারা ইনসাফের ক্ষেত্রে সঠিক নীতি অবলম্বন করার মাধ্যমে সৎকর্ম করবে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের ওয়াদা করছেন। আল্লাহর ওয়াদার কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

৯. যারা ইনসাফের বিধানকে অস্বীকার করবে এবং এ সম্পর্কিত আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা জানবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

১০. ঈমানদারদেরকে সর্বদা তাদের প্রতি কৃত আল্লাহর ইহসানকে স্মরণ রাখতে হবে এবং সকল প্রকার ভয়কে অন্তর থেকে দূর করে দিয়ে আল্লাহর উপরই পূর্ণ নিশ্চিন্ত সহকারে ভরসা করতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-৮

⑫ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

১২. আর নিসন্দেহে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন 'নকীব'[৩১] নিযুক্ত করেছিলাম

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَوٰةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي

আর আল্লাহ বলেছিলেন—অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি ; তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত দাও এবং আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো,

وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

তাদের সহায়তা করো[৩২] আর ঋণদান করো আল্লাহকে উত্তম ঋণ,[৩৩] তাহলে আমি অবশ্য তোমাদের থেকে গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেব[৩৪]

⑫ وَ-আর ; لَقَدْ-নিসন্দেহে ; أَخَذَ-নিয়েছিলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مِيثَاقَ-অঙ্গীকার ; بَنِي إِسْرَائِيلَ-বনী ইসরাঈলের ; وَ-এবং ; بَعَثْنَا-নিযুক্ত করেছিলাম ; مِنْهُمُ-(من+هم)-তাদের মধ্যে থেকে ; اثْنَيْ عَشَرَ-বারজন ; نَقِيبًا-তদন্তকারী ; وَ-আর ; قَالَ-বলেছিলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِنِّي-অবশ্যই আমি ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে আছি ; لَئِنْ-যদি ; أَقَمْتُمُ-তোমরা প্রতিষ্ঠা করো ; الصَّلَوٰةَ-(ال+صلوة)-নামায ; وَ-ও ; آتَيْتُمُ-দাও ; الزَّكَوٰةَ-(ال+زكوة)-যাকাত ; وَ-এবং ; آمَنتُم-ঈমান আনো ; بِرُسُلِي-(ب+رسل+ى)-আমার রাসূলদের প্রতি ; وَعَزَّرْتُمُوهُمْ-(و+عزرتموا+هم)-ও তাদের সহায়তা করো ; وَ-আর ; أَقْرَضْتُمُ-ঋণদান করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; قَرْضًا-ঋণ ; حَسَنًا-উত্তম ; لَّأُكَفِّرَنَّ-তাহলে অবশ্যই আমি মিটিয়ে দেবো ; عَنكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের থেকে ; سَيِّئَاتِكُمْ-(سيات+كم)-তোমাদের গুনাহসমূহ ;

৩১. 'নকীব' অর্থ নেতা, তদন্তকারী ও পর্যবেক্ষক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে বারটি গোত্র ছিলো। প্রত্যেক গোত্রের মধ্য থেকে একজন করে নেতা নিযুক্ত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের কাজ ছিলো—গোত্রের লোকদের কার্যকলাপের প্রতি নযর রাখা, তদন্ত করা এবং তাদেরকে দীন ও নৈতিকতার বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা। বাইবেলে 'সরদার' বলে তাদেরকে উল্লেখ করলেও কুরআন মাজীদে তাদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।

وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ

এবং তোমাদেরকে অবশ্যই প্রবেশ করাবো জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ ; আর যে কুফরী করবে

بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ

তোমাদের মধ্যে, এরপরও নিশ্চিত সে সত্য-সরল পথ হারাবে।[৩৫]

১৩. অতএব তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যই

وَ -এবং ; لَأُدْخِلَنَّكُمْ -(لادخلن+كم) -অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো ; جَنّٰتٍ -জান্নাতে ; تَجْرِىْ -প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا -(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ -(ال+انهار)-নহরসমূহ ; فَمَنْ كَفَرَ -(ف+من+كفر)-আর যে কুফরী করবে ; بَعْدَ -পরও ; ذٰلِكَ -এর ; مِنْكُمْ -(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; فَقَدْ ضَلَّ -(ف+قد ضل)-নিশ্চিত সে হারাবে ; سَوَآءَ -সরল ; السَّبِيْلِ -(ال+سبيل)-পথ। ⑬ فَبِمَا نَقْضِهِمْ -(ف+ب+ما+نقض+هم)-অতএব ভঙ্গের জন্যই ; مِيْثَاقَهُمْ -(ميثاق+هم)-তাদের অঙ্গীকার ;

৩২. অর্থাৎ যখন যে রাসূল-ই আমার পক্ষ থেকে দীনের দাওয়াত নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে, যদি তোমরা তাঁর দাওয়াত কবুল করে নিয়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসো, তাহলে তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হবে।

৩৩. আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁর দীনের জন্য ব্যয় করাকে 'আল্লাহকে ঋণ দেয়া' বলা হয়েছে। মানুষকে ঋণ দিলে তার লাভতো দূরের কথা, আসল ফেরত পাওয়াই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর আল্লাহকে ঋণ দিলে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ নিজেই করছেন। তাই এটাকে 'উত্তম ঋণ' বলা হয়েছে। তবে আল্লাহর পথের এ ব্যয় হতে হবে সৎপথে অর্জিত অর্থ থেকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা সহকারে।

৩৪. কারো গুনাহ মিটিয়ে দেয়ার দুটো অর্থ হতে পারে—এক, আল্লাহর নির্দেশ মতো আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মের সত্য ও সঠিক পথে চলার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তার আত্মা গুনাহের মলিনতা থেকে ক্রমান্বয়ে মুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। দুই, যে ব্যক্তি তার আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি মৌলিকভাবে সংশোধন করে নেবে, সে যদি পরিপূর্ণতার স্তরে পৌঁছতে না পারে এবং তার কিছু গুনাহখাতা থেকেও যায়, আল্লাহ তার ছোট খাটো গুনাহসমূহের জন্য তাকে পাকড়াও করবেন না। বরং নিজ অনুগ্রহে তার সেসব গুনাহ হিসেব থেকে বিলুপ্ত করে দেবেন।

৩৫. 'সাওয়াউস সাবীল' অর্থ করা হয়েছে 'সত্য-সরল পথ'। মূলত এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যমণ্ডিত। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল। তার অস্তিত্বের

لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ

আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিয়েছি ; তারা শব্দসমূহকে তার মূল অর্থ থেকে বিকৃত করে ফেলে

وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ

এবং তারা ভুলে গেছে তার একটি অংশ যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। আর আপনি তাদেরকে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতার উপর দেখতে পাবেন—

اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও এড়িয়ে যান, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

لَعَنّٰهُمْ-(لعنا+هم)-আমি তাদেরকে লানত করেছি ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-করে দিয়েছি ; قُلُوْبَهُمْ-(قلوب+هم) -তাদের অন্তরকে ; قٰسِيَةً-কঠিন ; يُحَرِّفُوْنَ-তারা বিকৃত করে ফেলে ; الْكَلِمَ-(ال+كلم)-শব্দসমূহকে ; عَنْ-থেকে ; مَوَاضِعِهٖ-(مواصع+ه)- তার মূল অর্থ ; وَ-এবং ; نَسُوْا-তারা ভুলে গেছে ; حَظًّا-একটি অংশ ; مِّمَّا-যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তাদেরকে ; ذُكِّرُوْا-; بِهٖ-তার ; وَ-আর ; لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ-আপনি সর্বদা দেখতে পাবেন ; عَلٰى خَآئِنَةٍ-বিশ্বাসঘাতকতার উপর ; مِّنْهُمْ-তাদেরকে ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-অল্পসংখ্যক ; مِّنْهُمْ-তাদের ; فَاعْفُ-(ف+اعف)-সুতরাং আপনি ক্ষমা করুন ; عَنْهُمْ-তাদেরকে ; وَاصْفَحْ-(و+اصفح)-ও এড়িয়ে যান ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يُحِبُّ-ভালোবাসেন ; الْمُحْسِنِيْنَ-(ال+محسنين)-সৎকর্মশীলদেরকে।

মধ্যে রয়েছে ইচ্ছা, আকাংখা, আবেগ, অনুভূতি, লোভ-লালসা। এ মানুষের আবার রয়েছে সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি। পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার জীবন ধারণের বিভিন্ন উপায়-উপকরণ। এ সবকিছুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পুরোপুরি ইনসাফ সহকারে ভারসাম্যপূর্ণ একটি পথ তৈরি করে নেয়া সৃষ্টিগত দুর্বলতার কারণে তার পক্ষে কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। তাই দয়াময় আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করে তার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন একটি সত্য-সরল ভারসাম্যপূর্ণ পথ। এ পথে মানুষের সমস্ত শক্তি-সামর্থ, ইচ্ছা-আখাংকা, আবেগ-অনুভূতি এবং তার দেহ ও আত্মার সমস্ত দাবী ও চাহিদা ; তার জীবনের সকল সমস্যার সঠিক সমাধান বিদ্যমান রয়েছে। নবী -রাসূলগণ মানুষকে এ পথের সন্ধান দেয়ার জন্যই পৃথিবীতে এসেছেন। এর বিপরীতে

⑭ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا

১৪. আর যারা বলে—আমরা নাসারা,[৩৬] আমি তাদেরও প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, কিন্তু তারাও ভুলে গেছে তার একটি অংশ

مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ

যার উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। আর তাই আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ⑭ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ

এবং তারা যা করতো তা শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দেবেন।
১৫. হে আহলি কিতাব !

قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ

নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছেন আমার রাসূল, যিনি তোমাদের কাছে এমন অনেক বিষয় প্রকাশ করেন, তোমরা গোপন করে রাখতে

⑭ وَ –আর ; مِنَ الَّذِيْنَ –(من+الدين)-যারা ; قَالُوْٓا –বলে ; اِنَّا –(ان+نا)-নিশ্চয় আমরা ; نَصٰرٰٓى –নাসরা ; اَخَذْنَا –আমি নিয়েছিলাম ; مِيْثَاقَهُمْ –(ميثاق+هم)-তাদেরও প্রতিশ্রুতি ; فَنَسُوْا –(ف+نسوا)-কিন্তু তারাও ভুলে গেছে ; حَظًّا –একটি অংশ ; مِّمَّا –(من+ما)-যার ; ذُكِّرُوْا –উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তাদেরকে ; بِهٖ –তার ; فَاَغْرَيْنَا –(ف+اغرينا)-আর তাই আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি ; بَيْنَهُمُ –(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; الْعَدَاوَةَ –(ال+عداوة)-শত্রুতা ; وَ –ও ; الْبَغْضَآءَ –(ال+بغضاء)-বিদ্বেষ ; اِلٰى –পর্যন্ত ; يَوْمِ الْقِيٰمَةِ –(يوم+ال+قيمة)-কিয়ামতের দিন স্থায়ী ; وَ –এবং ; سَوْفَ –শীঘ্রই ; يُنَبِّئُهُمُ –(ينبئا+هم)-জানিয়ে দেবেন তাদেরকে ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; بِمَا –তা, যা ; كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ –তারা করতো। ⑮ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ –(يا+اهل+ال+كتب)-হে আহলে কিতাব ; قَدْ جَآءَ كُمْ –(قد جاء+كم)-নিসন্দেহে তোমাদের নিকট এসেছেন ; رَسُوْلُنَا –(رسول+نا)-আমার রাসূল ; يُبَيِّنُ –তিনি প্রকাশ করেন ; لَكُمْ –তোমাদের জন্য ; كَثِيْرًا –এমন অনেক বিষয় ; مِّمَّا –(من+ما)-সেসব বিষয় ; كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ –তোমরা গোপন করে রাখতে ;

রয়েছে অসংখ্য ভ্রান্ত মত ও পথ। কুরআন মাজীদে উপরোক্ত একমাত্র পথটিকেই 'সাওয়াউস সাবীল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পথের শেষ প্রান্ত রয়েছে জান্নাতে।

مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ قَدْ جَاۤءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ

কিতাবের সেসব বিষয় এবং তিনি অনেক কিছু এড়িয়ে যান ;[৩৭] নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 'নূর'

وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ

ও সুস্পষ্ট কিতাব। ১৬. এর দ্বারা আল্লাহ্ পথ দেখান তাকে যে চায় শান্তির পথ—তাঁর সন্তোষ লাভ করতে[৩৮]

وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ

এবং স্বেচ্ছায় তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন ও পরিচালিত করেন তাদেরকে

مِنَ الْكِتٰبِ-(من+ال+كتب)-কিতাবের ; وَ–এবং ; يَعْفُوْا – তিনি এড়িয়ে যান ; عَنْ كَثِيْرٍ–অনেক কিছু ; قَدْ جَاۤءَكُمْ –নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছে ; مِنَ–পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র ; نُوْرٌ–একটি 'নূর' ; وَّ–ও ; كِتٰبٌ–কিতাব ; مُّبِيْنٌ–সুস্পষ্ট। ⑯ يَهْدِىْ–পথ দেখান ; بِهٖ–এর দ্বারা ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; مَنْ–তাকে, যে ; اتَّبَعَ–লাভ করতে চায় ; رِضْوَانَهٗ-(رضوان+ه)-তাঁর সন্তোষ ; سُبُلَ–পথ ; السَّلٰمِ-(ال+سلم)-শান্তির ; وَ–এবং ; يُخْرِجُهُمْ-(يخرج+هم)-বের করে আনেন ; مِنَ–থেকে ; الظُّلُمٰتِ-(ال+ظلمت)-অন্ধকার ; اِلَى–দিকে; النُّوْرِ-(ال+نور)-আলোর ; بِاِذْنِهٖ-(باذن+ه)-তাঁর নিজ ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় ; وَ–ও ; يَهْدِيْهِمْ-(يَهْدِىْ+هم)-তাদেরকে পরিচালিত করেন ;

আর এর বিপরীতে যেসব ভ্রান্ত পথ রয়েছে সেগুলোর শেষ প্রান্ত গিয়ে মিশেছে জাহান্নামে।

৩৬. 'নাসারা' শব্দটি 'নুসরাত' থেকে উদ্ভূত। হযরত ঈসা (আ) যখন বললেন—'মান আনসারী ইলাল্লাহি অর্থাৎ আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে? তার উত্তরে হাওয়ারী তথা ঈসা (আ)-এর সহচরগণ বলেছিলেন—'নাহনু আনসারুল্লাহ' অর্থাৎ আমরাই হবো আল্লাহর পথে আপনার সাহায্যকারী। সেখান থেকে 'নাসারা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ আল্লাহর দীনের খাতিরে তোমাদের অনেক গোপনীয়তা তথা চুরি ও খিয়ানতের কথা প্রকাশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সেগুলো তিনি ফাঁস করেছেন, আর যেগুলো ফাঁস করার প্রয়োজন হয়নি সেগুলো তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং এড়িয়ে গেছেন।

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

সরল-সঠিক পথে। ১৭. নিসন্দেহে তারা কুফরী করে, যারা বলে—তিনিই আল্লাহ

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ

যিনি মারয়াম পুত্র মসীহ ;[৩৯] আপনি বলে দিন—কারও এমন কোনো ক্ষমতা আছে কি আল্লাহ্ থেকে (বাঁচানোর) যদি তিনি ধ্বংস করতে চান

الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ

মারয়াম পুত্র মসীহ তার মাতা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকে ? আর আল্লাহরই আছে

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ

নিরংকুশ ক্ষমতা আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মধ্যে যাকিছু আছে তা। তিনি যা চান তা তিনি সৃষ্টি করেন,[৪০] আর আল্লাহ

الى صراط –পথে ; مُسْتَقِيمٍ –সরল-সঠিক। ﴿١٧﴾ لَقَدْ كَفَرَ –নিসন্দেহে তারা কুফরী করে ; الَّذِيْنَ –যারা ; قَالُوْا –বলে ; انَّ اللّٰهَ هُوَ –তিনিই আল্লাহ ; الْمَسِيْحُ –(ال+مسيح)-যিনি মাসীহ ; ابْنُ مَرْيَمَ –(ابن+مسيح)-মারইয়াম পুত্র ; قُلْ –আপনি বলে দিন ; فَمَنْ يَّمْلِكُ –(ف+من+يملك)-কারও ক্ষমতা আছে কি ; مِنَ –থেকে (বাঁচানোর) ; اللّٰه –আল্লাহ ; شَيْئًا –এমন কোনো ; انْ –যদি ; اَرَادَ –তিনি চান ; اَنْ يُّهْلِكَ –ধ্বংস করতে ; الْمَسِيْحَ –মাসীহ ; ابْنَ مَرْيَمَ –মারইয়াম পুত্র ; وَ –ও ; اُمَّهُ –(ام+ه)-তার মাতা ; وَ –এবং ; مَنْ –যারা আছে ; فِى الْاَرْضِ –(فى+ال+ارض)-পৃথিবীতে ; جَمِيْعًا –তাদের সকলকে ; وَ –আর ; لِلّٰه –আল্লাহরই আছে ; مُلْكُ –নিরংকুশ ক্ষমতা ; السَّمٰوٰت –(ال+سموت)-আসমান ; وَالْاَرْضِ –(و+ال+ارض)-ও যমীনের ; وَ –এবং ; مَا –যাকিছু আছে ; بَيْنَهُمَا –(بين+هما)-এ দুয়ের মধ্যে ; يَخْلُقُ –তিনি সৃষ্টি করেন ; مَا –যা ; يَشَاءُ –তিনি চান ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ ;

৩৮. 'সুবুলাস সালাম' তথা শান্তির পথ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ভুল, আন্দায-অনুমান ও ভুল কাজ করা থেকে দূরে থাকা এবং এরূপ কাজের তিক্ত ফলাফল থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখা। মানুষ যেন অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের জীবন থেকে হিদায়াত লাভকারী ব্যক্তি এসব ভুল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑰ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ

সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ১৮. আর ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা বলে
আমরা আল্লাহর পুত্র

وَاَحِبَّآؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ

এবং তাঁর প্রিয়পাত্র ; আপনি বলে দিন—তাহলে তোমাদের পাপের কারণে কেন
তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেন ? বরং তোমরা সেই মানুষেরই

مِّمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَلِلّٰهِ

অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ; তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে
চান শাস্তি দেন ; আর আল্লাহরই

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ⑱ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ

নিরংকুশ ক্ষমতা আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মধ্যে যা আছে তার ;
আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই দিকে। ১৯. হে আহলি কিতাব !

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ–সকল বিষয়ে ; قَدِيْرٌ–সর্বশক্তিমান। ⑱ وَ–আর ; قَالَتِ–বলে ; الْيَهُوْدُ–(ال+يهود)-ইয়াহুদী ; وَ–ও ; النَّصٰرٰى–(ال+نصرى)-খৃস্টানরা ; نَحْنُ–আমরা ; اَبْنٰٓؤُا–পুত্র ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; وَ–এবং ; اَحِبَّآؤُهٗ–(احباؤ+ه)-তাঁর প্রিয় পাত্র ; قُلْ–আপনি বলে দিন ; فَلِمَ–(ف+لم)-তাহলে কেন ; يُعَذِّبُكُمْ–(يعذب+كم)-তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেন ; بِذُنُوْبِكُمْ–(ب+ذنوب+كم)-তোমাদের পাপের কারণে ; بَلْ–বরং ; اَنْتُمْ–তোমরা ; بَشَرٌ–সেই মানুষেরই ; مِّمَّنْ–(من+من)-অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে ; خَلَقَ–তিনি সৃষ্টি করেছেন ; يَغْفِرُ–তিনি ক্ষমা করেন ; لِمَنْ–(ل+من)-যাকে ; يَّشَآءُ–চান ; وَ–এবং ; يُعَذِّبُ–তিনি শাস্তি দেন ; مَنْ–যাকে ; يَّشَآءُ–চান ; وَ–আর ; لِلّٰهِ–আল্লাহরই ; مُلْكُ–নিরংকুশ ক্ষমতা ; السَّمٰوٰتِ–(ال+سموت)-আসমান ; وَ–ও ; الْاَرْضِ–যমীনের ; وَ–এবং ; مَا–যা আছে ; بَيْنَهُمَا–(بين+هما)-এ দুয়ের মধ্যে ; وَ–আর ; اِلَيْهِ–(الى+ه)-তাঁরই দিকে ; الْمَصِيْرُ–(ال+مصير)-প্রত্যাবর্তন তো। ⑲ يٰٓاَهْلَ–হে আহলি ; الْكِتٰبِ–কিতাব ;

৩৯. খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে মানবিক সত্তা ও আল্লাহর সত্তার মিলিতরূপ ধারণা করে নিয়েছিল। এটা ছিল তাদের একটি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। অতপর

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ

রাসূল আসার বিরতীর পর নিসন্দেহে তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদের জন্য ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন

أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ

তোমরা যেন বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে আসেনি কোনো সুসংবাদদাতা এবং না কোনো ভয় প্রদর্শনকারী ; নিসন্দেহে তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছেন ;

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

আর আল্লাহতো সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৪১]

قَدْ جَاءَكُمْ-(قد جاء+كم)-নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছেন ; رَسُولُنَا-(رسول+نا)-আমার রাসূল ; يُبَيِّنُ-তিনি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; عَلَىٰ فَتْرَةٍ-বিরতীর পর ; مِّنَ الرُّسُلِ-(من+ال+رسل)-রাসূল আগমনের ; أَن تَقُولُوا-যাতে তোমরা না বলতে পারো যে ; مَا جَاءَنَا-(ما جاء+نا)-আমাদের নিকট আসেনি ; مِن بَشِيرٍ-কোনো সুসংবাদদাতা ; وَ-এবং ; لَا نَذِيرٍ-না কোনো ভয় প্রদর্শনকারী ; فَقَدْ جَاءَكُمْ-(ف+قد جاء+كم)-নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসে গেছেন ; بَشِيرٌ-একজন সুসংবাদদাতা ; وَ-ও ; نَذِيرٌ-ভয় প্রদর্শনকারী ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ-(على+كل+شئ)-সকল বিষয়ে ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর মানবিক সত্তার প্রতি জোর দিয়ে তাঁকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নিয়ে ত্রিত্ববাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলো। আবার কেউ কেউ তাঁকে আল্লাহর সত্তার মানবিক রূপ ধারণা করে নিয়ে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়ে তাঁর ইবাদাত করা শুরু করে দিয়েছিলো। তৃতীয় একটি দল তাঁকে এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ বের করার লক্ষ্যে তাকে এমন সব অভিধায় ভূষিত করেছে, যার ফলে তাঁকে মানুষও বলা যায় আবার আল্লহও বলা যায়। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ ও ঈসা আলাদা আলাদা সত্তাও হতে পারে আবার একীভূত সত্তাও হতে পারে। (এ সম্পর্কে সূরা আন নিসার ১৭১নং আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৪০. এখানে ইংগীত করা হয়েছে যে, ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্ম ও তাঁর কতিপয় মুজিযা দেখে তারা তাঁকে আল্লাহ মনে করে নিয়েছে তারা নিতান্ত ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির বিস্ময়কর নমুনা সর্বকালে সর্বস্থানে বিরাজিত ; একটু দৃষ্টি প্রসারিত করলেই তা উপলব্ধি করা যায়। কোনো একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে তাকেই স্রষ্টা মনে

করা নিতান্তই অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাদের উচিত ছিলো আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র দেখে তা থেকে ঈমান মযবুত করে নেয়া এবং এটাই হতো যথার্থ বুদ্ধির পরিচায়ক।

৪১. অর্থাৎ যে আল্লাহ ইতিপূর্বে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী পাঠাবার ক্ষমতা রাখতেন, তিনিই মুহাম্মাদ (স)-কেও সেই দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন এবং এ ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা যদি মুহাম্মাদ (স)-কে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে না মানো, তবে মনে রেখো আল্লাহ যেহেতু সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তোমাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং কেউ এ কাজে তাঁকে বাধাও দিতে পারবে না।

৩ রুকূ' (১২-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল নবীর প্রচারিত দীনেই নামায ও যাকাতের বিধান ছিলো। সুতরাং নামায পরিত্যাগকারী ও যাকাত অস্বীকারকারীর প্রতি লানত বর্ষণ করেন এবং তার অন্তরকে আল্লাহ কঠিন করে দেন যাতে সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়।

২. আল্লাহ ও তাঁর নবীর উপর ঈমান, নামায আদায়, যাকাত প্রদান এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করার মাধ্যমেই জান্নাত লাভ করা সম্ভব। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এসব বিধান পালন ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

৩. ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা শেষ নবীর উপর ঈমান আনা ও তাঁর আনীত বিধান পালনের অঙ্গীকারে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু তারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। আমরা যদি তাদের পদাংক অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকেও একই পরিণাম বরণ করতে হবে।

৪. ঈসা (আ)-কে যারা 'আল্লাহ', 'আল্লাহর পুত্র' বা তিন খোদার এক খোদা বলে বিশ্বাস করে তারা কাফের। সুতরাং এ কাফেরদের অনুকরণ-অনুসরণ এবং তাদেরকে বন্ধু বলে মনে করা; তাদের অঙ্গুলী নির্দেশে চলা সরাসরি কুফরী কাজ। অতএব আমাদেরকে এসব কাজ থেকে সর্ব অবস্থায় বিরত থাকতে হবে।

৫. মুসলমানদের শত্রুতায় খৃস্টানদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিরাজমান। কিয়ামত পর্যন্ত এ থেকে তাদের মুক্তি নেই।

৬. ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহর কালামে বিকৃতি সাধন করেছে। মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সংক্রান্ত আল্লাহর বাণীকে তারা তাওরাত ও ইনজিল থেকে মুছে ফেলেছে। এছাড়া আরও অনেক বিষয় তারা আল্লাহর কিতাব থেকে বাদ দিয়েছে। ফলে তারা সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

৭. হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে মুসলমানদের ঈমান হলো—তিনি আল্লাহ হতে পারেন না। কারণ তিনি সৃষ্ট। তিনি আল্লাহর পুত্রও হতে পারেন না। কারণ আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র। বরং তিনি একজন মানুষ, আল্লাহর বান্দাহ ও আল্লাহর প্রেরিত নবী।

৮. হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ বছরের ব্যবধান ছিলো। এর মধ্যে নবুওয়াতে ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং এ সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের মধ্যেই এক হাজার পয়গাম্বরের আগমন ঘটেছিলো।

৯. হযরত ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে পাঁচশত বছরের ব্যবধান ছিলো। এ সময়ের মধ্যে কোনো নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি।

১০. আল্লাহর বিধান অমান্য করে মুখে মুখে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ঘোষণা দ্বারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

১১. মুহাম্মাদ (স) তথা শেষ নবীর আগমনের পর এবং তাঁর আনীত কিতাব বর্তমান থাকাবস্থায় আল্লাহর দরবারে কোনো প্রকার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ শেষ নবীর কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন এবং এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত অধিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৭

⑳ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ

২০. আর (স্মরণ করো) মূসা যখন তাঁর জাতিকে বললেন। হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো ; তিনি তোমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন

أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

অনেক নবী এবং তোমাদেরকে করেছিলেন রাজ ক্ষমতার অধিকারী ; আর জগতের কাউকে দেননি এমন জিনিস তোমাদেরকে যা দিয়েছেন।[৪২]

㉑ يَٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

২১. হে আমার জাতি ! তোমরা পবিত্র যমীনে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন[৪৩] এবং তোমরা ফিরে যেও না

⑳ وَ –আর ; اِذْ –(স্মরণ করো) যখন ; قَالَ –বললেন ; مُوْسٰى –মূসা (আ) ; لِقَوْمِهٖ –(ل+قوم+ه)-তাঁর জাতিকে ; يٰقَوْمِ –(يا+قوم)-হে আমার জাতি ; اذْكُرُوْا –তোমরা স্মরণ করো ; نِعْمَةَ –নিয়ামতকে ; اللّٰهِ –আল্লাহর ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের প্রতি ; اِذْ جَعَلَ –যখন তিনি পাঠিয়েছেন ; فِيْكُمْ –তোমাদের মধ্যে ; اَنْبِيَاءَ –অনেক নবী ; وَ –এবং ; جَعَلَكُمْ –(جعل+كم)-করেছিলেন তোমাদেরকে ; مُلُوْكًا –রাজ ক্ষমতার অধিকারী ; وَ –আর ; اٰتٰكُمْ –তোমাদেরকে দিয়েছেন ; مَا –যা ; لَمْ يُؤْتِ –দেননি ; اَحَدًا –কাউকে ; مِنَ الْعٰلَمِيْنَ –(من+ال+علمين)-জগতের । ㉑ يٰقَوْمِ –(يا+قوم)-হে আমার জাতি ! اُدْخُلُوْا –তোমরা প্রবেশ করো ; الْاَرْضَ –(ال+ارض)-যমীনে ; الْمُقَدَّسَةَ –(ال+مقدسة)-পবিত্র ; الَّتِىْ –যা ; كَتَبَ –নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; لَكُمْ –তোমাদের জন্য ; وَ –এবং ; لَا تَرْتَدُّوْا –তোমরা ফিরে যেও না ;

৪২. হযরত মূসা (আ)-এর অনেক পূর্বে কোনো এক সময় বনী ইসরাঈলরা অত্যন্ত গৌরবের অধিকারী ছিলো। এখানে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। সে যুগে একদিকে তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব (আ)-এর মতো নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছিলো, অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে ও তার পরবর্তীকালে মিসরের শাসন ক্ষমতা লাভ করেছিলো। সমসাময়িককালে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে

عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ

তোমাদের পেছনের দিকে, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।[৪৪]

২২. তারা বললো—হে মূসা, নিশ্চয় সেখানে রয়েছে এক যবরদস্ত জাতি ;

وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا

আর যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে, আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করবো না ; অতপর তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায়

فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا

তবে অবশ্যই আমরা প্রবেশ করবো। ২৩. যারা ভয় করতো তাদের মধ্যকার দু ব্যক্তি[৪৫]—তাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন—বললো,

عَلَى -দিকে ; أَدْبَارِكُمْ -(ادبار+كم)-তোমাদের পেছনের ; فَتَنْقَلِبُوا -(ف+تنقلبوا) তাহলে তোমরা হয়ে যাবে ; خٰسِرِيْنَ -ক্ষতিগ্রস্ত। ﴿٢٢﴾ قَالُوا -তারা বললো ; يٰمُوْسٰٓى -(يا+موسى)-হে মূসা ; اِنَّ -নিশ্চয় ; فِيْهَا -(فى+ها)-সেখানে রয়েছে ; قَوْمًا -এক জাতি ; جَبَّارِيْنَ -যবরদস্ত ; وَ -আর ; اِنَّا -আমরা ; لَنْ نَّدْخُلَهَا -(ندخل+ها)-সেখানে কখনো প্রবেশ করবো না ; حَتّٰى -যতক্ষণ না ; يَخْرُجُوْا -তারা বের হয়ে যাবে ; مِنْهَا -(من+ها)-সেখান থেকে ; فَاِنْ -(ف+ان)-অতপর যদি ; يَخْرُجُوْا -বের হয়ে যায় ; مِنْهَا -সেখান থেকে ; فَاِنَّا -(ف+ان+نا)-তবে অবশ্যই আমরা ; دٰخِلُوْنَ -প্রবেশ করবো। ﴿٢٣﴾ قَالَ -বললো ; رَجُلٰنِ -দু ব্যক্তি ; مِنَ -মধ্য থেকে ; الَّذِيْنَ -তাদের যারা ; يَخَافُوْنَ -ভয় করতো ; اَنْعَمَ -নিয়ামত বর্ষণ করেছেন ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; عَلَيْهِمَا -(على+هما)-তাদের প্রতি ;

সভ্য ও প্রতাপশালী শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলো। এমনকি মিসর ও তার প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে তাদের মুদ্রা চালু ছিলো। ইতিহাসবিদগণ যদিও হযরত মূসা (আ) থেকেই বনী ইসরাঈলের উন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, মূলত তাদের উন্নতির মূল যুগটি ছিলো মূসা (আ)-এর অনেক পূর্বে। কুরআন মাজীদের বর্ণনা-ই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৪৩. এখানে যে দেশটির কথা বলা হয়েছে তাহলো ফিলিস্তিন। হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব (আ)-এর আবাস ভূমিও এটা ছিলো। মিসর থেকে বনী ইসরাঈল বের হয়ে আসলে আল্লাহ তাআলা তাদের বসবাসের জন্য ফিলিস্তিনকে নির্দিষ্ট করেন এবং দেশটিকে জয় করে নেয়ার নির্দেশ দেন।

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ

তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো আর যখন তোমরা তাতে প্রবেশ করবে অবশ্যই তোমরা বিজয়ী হবে। আর আল্লাহর উপরই

فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا

তোমরা ভরসা রাখো যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো। ২৪. তারা বললো—আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করবো না

مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَا إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ○

যতক্ষণ তারা সেখানে থাকে, অতএব তোমার প্রতিপালক ও তুমি যাও, তোমরা উভয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে পড়লাম।

﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا

২৫. তিনি বললেন—হে আমার প্রতিপালক ! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া অন্য কারো প্রতি ক্ষমতা রাখি না। সুতরাং আপনি ফায়সালা করে দিন আমাদের

ادْخُلُوا—তোমরা প্রবেশ করো আক্রমণ করে ; عَلَيْهِمُ—তাদের উপর ; الْبَابَ—(ال+باب)-দরোজা দিয়ে ; فَاِذَا—(ف+اذا)-আর যখন ; دَخَلْتُمُوْهُ—(دخلتموا+ه)-তোমরা তাতে প্রবেশ করবে ; فَاِنَّكُمْ—(ف+ان+كم)-তাহলে অবশ্যই তোমরা ; غٰلِبُوْنَ—বিজয়ী হবে ; وَ—আর ; عَلَى—উপরই ; اللّٰهِ—আল্লাহর ; فَتَوَكَّلُوْا—(ف+توكلوا)-তোমরা ভরসা করো ; اِنْ—যদি ; كُنْتُمْ—তোমরা হয়ে থাকো ; مُؤْمِنِيْنَ—মু'মিন। ﴿٢٤﴾ قَالُوْا—তারা বললো ; يٰمُوْسٰى—হে মূসা ! اِنَّا—আমরা ; لَنْ نَّدْخُلَهَا—(لن ندخل+ها)-প্রবেশ করবো না সেখানে ; اَبَدًا—কখনো ; مَّا دَامُوْا—যতক্ষণ তারা থাকবে ; فِيْهَا—সেখানে ; فَاذْهَبْ—(ف+اذهب)-অতএব যাও ; اَنْتَ—তুমি ; وَ—ও ; رَبُّكَ—(رب+ك)-তোমার প্রতিপালক ; فَقَاتِلَا—তোমরা উভয়ে যুদ্ধ করো ; اِنَّا—আমরা ; هٰهُنَا—এখানেই ; قٰعِدُوْنَ—বসে পড়লাম। ﴿٢٥﴾ قَالَ—তিনি (মূসা) বললেন ; رَبِّ—হে আমার প্রতিপালক ! اِنِّىْ—(ان+ى)-নিশ্চয়ই আমি ; لَآ اَمْلِكُ—ক্ষমতা রাখি না ; اِلَّا—ছাড়া ; نَفْسِىْ—আমার নিজের ; وَ—ও ; اَخِىْ—(اخ+ى)-আমার ভাই ; فَافْرُقْ—(ف+افرق)-সুতরাং আপনি ফায়সালা করে দিন ; بَيْنَنَا—(بين+نا)-আমাদের মধ্যে ;

৪৪. মিসর থেকে বের হয়ে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে ফারান মরুভূমিতে

وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝٢٥ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ج

ও দুরাচারী জাতিটির মধ্যে। ২৬. তিনি (আল্লাহ) বললেন—তবে নিশ্চিত তাদের উপর এটা নিষিদ্ধ হয়ে রইলো চল্লিশ বছর

يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

তারা দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে যমীনে ;[৪৬] সুতরাং আপনি দুরাচারী এ জাতির জন্য দুঃখিত হবেন না।[৪৭]

وَ-ও ; بَيْنَ-মধ্যে ; الْقَوْمِ -(ال+قوم)-জাতিটির ; الْفٰسِقِيْنَ -(ال+فسقين)- দুরাচারী। ২৬ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; فَاِنَّهَا-(ف+ان+ها)-তবে এটা নিশ্চিত ; مُحَرَّمَةٌ -নিষিদ্ধ হয়ে রইলো ; عَلَيْهِمْ -তাদের উপর ; اَرْبَعِيْنَ -চল্লিশ ; سَنَةً-বছর ; يَتِيْهُوْنَ -তারা দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে ; فِى الْاَرْضِ -(فى+ال+ارض)- যমীনে ; فَلَا تَاْسَ-(ف+لا+تاس)-সুতরাং আপনি দুঃখিত হবেন না ; عَلَى-জন্য ; الْقَوْمِ -এ জাতির ; الْفٰسِقِيْنَ -(ال+فسقين)-দুরাচারী।

তাঁবুতে অবস্থান করার সময়ই এ বক্তব্য রেখেছিলেন। এ অঞ্চলটি আরবের উত্তরে ফিলিস্তিনের দক্ষিণ সীমান্তের নিকটবর্তী সাইনা উপদ্বীপে অবস্থিত ছিলো।

৪৫. "যারা ভয় করতো তাদের মধ্যকার দুজন"-এর অর্থ এটা হতে পারে যে, "যারা আল্লাহকে ভয় করতো তাদের মধ্যকার দুজন" অথবা "যারা যবরদস্ত জাতিকে ভয় করতো তাদের মধ্যকার দুজন"—এ উভয় অর্থের সম্ভাবনাই এখানে রয়েছে।

৪৬. বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিনবাসী যে জাতির সাথে যুদ্ধ করে দেশটি জয় করে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তারা ছিলো আমালেকা সম্প্রদায়। তাদের অবস্থান জানার জন্য মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের বারজন সরদারকে ফিলিস্তিনে পাঠান। এদের মধ্যে ইউশা ও কালেব নামের দুজন ছাড়া বাকী সকলে আমালেকা সম্প্রদায় সম্পর্কে বনী ইসরাঈলকে ভয় দেখাতে লাগলো। এতে বনী ইসরাঈল বেঁকে বসলো, তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে রাজী হলো না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করে দিলেন যে, এ জাতির ইউশা ও কালেব ছাড়া আর কেউ ফিলিস্তিন প্রবেশ করতে পারবে না। অতপর বনী ইসরাঈল চল্লিশ বছর পর্যন্ত গৃহহীন অবস্থায় তীহ প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকলো। এভাবে তাদের মধ্যকার বিশ বছর বয়সের উর্ধে যত লোক ছিলো তাদের মৃত্যু হলে এবং তরুণ বংশধরগণ যৌবনে উপনীত হলে তারা ফিলিস্তিন জয় করার সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে হযরত ঈসা (আ)-এরও মৃত্যু হয় এবং ইউশা ইবনে নূরের খিলাফতকালে তারা ফিলিস্তিন জয় করতে সমর্থ হয়।

৪৭. এখানে বনী ইসরাঈলের ঘটনার বিবরণ প্রদান করার পর একথা বলে রাসূলের সময়কার ইহুদীদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, মূসা (আ)-এর সময় তোমরা অবাধ্য আচরণ করে যে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিলে, মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে তেমন আচরণ করলে তোমাদের শাস্তি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী হবে।

৪ রুকূ' (২০-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাঝে প্রায় ছয়শত বছরের ব্যবধান ছিলো। এর মাঝখানে কোনো নবীর আগমন ঘটেনি। এ বিরতীর সময়কার লোকেরা যদি শিরক থেকে বেঁচে থাকে এবং ঈসা (আ)-এর দীনের যতটুকুই তাদের কাছে বর্তমান ছিলো তার অনুসরণ করে থাকে তাহলে ফকীহদের মতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

২. সুদীর্ঘকাল বিরতী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিরাট দান ও নিয়ামত। সুতরাং এ নিয়ামতের যথাযথ মর্যাদা দান করা মানব জাতির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

৩. বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলা যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন, তারা সেসব নিয়ামতের যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হওয়ায় আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির শিকার হয়েছিলো, ফলে চল্লিশ বছর তাদের মরু প্রান্তরে যাযাবরের জীবন যাপন করতে হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্তই তারা অভিশপ্ত জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

৪. মুসলিম জাতিও যদি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত তথা ইসলামী জীবন বিধান অনুশীলন ও বাস্তবায়নে গাফলতী দেখায় তাহলে তাদেরকে বনী ইসরাঈলের চেয়ে কঠোর পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৫. বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত তিনটি নিয়ামতের কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে—(ক) তাদের মধ্যে অব্যাহতভাবে নবীদের আগমন ; (খ) তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান ; (গ) তৃতীয় নিয়ামত হচ্ছে উল্লেখিত উভয় নিয়ামতের সমষ্টি অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে পারলৌকিক সম্মান-মর্যাদা এবং জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্য।

৬. পবিত্র যমীন বলতে কোনো জনপদকে বুঝানো হয়েছে এতে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে এর দ্বারা বায়তুল মাকদাসকে বুঝানো হয়েছে। কারও মতে কুদস শহর ; কারও মতে জর্দান নদী ও বায়তুল মাকদাসের মধ্যবর্তী আরীহা নামক প্রাচীন শহর। আবার কারও মতে 'পবিত্র ভূমি' বলে সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে।

৭. বনী ইসলাঈলের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা, পরিণামে তাদের আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হওয়া থেকে মুসলিম জাতির শিক্ষণীয় রয়েছে যে, তারা যেসব আচরণের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে আমাদেরকে তা অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে, তবেই আল্লাহর রহমতের আশা করা যেতে পারে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৮

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا ﴿٢٧﴾

২৭. আর আপনি তাদেরকে আদমের দু পুত্রের বিবরণ যথাযথভাবে শুনিয়ে দিন, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করেছিলো, তখন কবুল করা হয়েছিলো তাদের একজন থেকে

وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ

এবং অপরজন থেকে কবুল করা হয়নি ; সে বললো—'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো' অপরজন বললো—'আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন

مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَیَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ

মুত্তাকীদের থেকে।[৪৮] ২৮. তুমি যদি আমার দিকে তোমার হাত প্রসারিত করো আমাকে হত্যা করতে, আমি প্রসারিত করবো না

(২৭) وَ-আর ; اتْلُ-শুনিয়ে দিন ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; نَبَاَ-বিবরণ ; ابْنَىْ-দু পুত্রের ; اٰدَمَ-আদমের ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথাযথভাবে ; اِذْ-যখন ; قَرَّبَا-তারা উভয়ে পেশ করেছিলো ; قُرْبَانًا-কুরবানী ; فَتُقُبِّلَ-(ف+تقبل)-তখন কবুল করা হয়েছিলো; مِنْ-থেকে ; اَحَدِهِمَا-(احد+هما)-তাদের একজনের ; وَ-এবং ; لَمْ يُتَقَبَّلْ-কবুল করা হয়নি ; مِنَ-থেকে ; الْاٰخَرِ-(ال+اخر)-অপরজন ; قَالَ-সে বললো ; لَاَقْتُلَنَّكَ-(لاقتلن+ك)-অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো ; قَالَ-সে (অপরজন) বললো ; اِنَّمَا-অবশ্যই ; يَتَقَبَّلُ-কবুল করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنَ-থেকে ; الْمُتَّقِيْنَ-(ال+متقين)-মুত্তাকীদের থেকে। (২৮) لَئِنْ-যদি ; بَسَطْتَّ-প্রসারিত করো ; اِلَیَّ-আমার দিকে ; يَدَكَ-(يد+ك)-তোমার হাত ; لِتَقْتُلَنِیْ-(ل+تقتل+نى)-আমাকে হত্যা করতে ; مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ-(ما+انا+ب+باسط)-আমি প্রসারিত করবো না ;

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানীই কবুল করেন। তোমার কুরবানী যেহেতু কবুল হয়নি, তাই তোমার এখন উচিত হবে আমাকে হত্যা করার চিন্তা পরিহার করে তোমার নিজের মধ্যে 'তাকওয়ার' গুণ সৃষ্টি করা। এতে আমারতো কোনো দোষ নেই।

يَدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

আমার হাত তোমার প্রতি তোমাকে হত্যা করতে ;[৪৯] আমি অবশ্যই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

﴿٢٩﴾ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ

২৯. আমি চাই যে, তুমি আমার গোনাহ ও তোমার গোনাহের বোঝা বহন করে বেড়াও,[৫০] তাহলেই তুমি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে

وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ

আর যালেমদের পরিণতিতো এটাই। ৩০. অতপর তার 'নফস' তাকে প্ররোচিত করলো তার ভাইকে হত্যা করতে এবং সে তাকে হত্যা করলো

يَدِىَ –আমার হাত ; اِلَيْكَ –তোমার প্রতি ; لِاَقْتُلَكَ –(ل+اقتل+ك)-তোমাকে হত্যা করতে; اِنِّىْٓ –আমি অবশ্যই ; اَخَافُ –ভয় করি ; اللّٰهَ –আল্লাহকে ; رَبَّ –প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ –বিশ্বজগতের। ﴿٢٩﴾ اِنِّىْٓ –নিশ্চয় আমি ; اُرِيْدُ اَنْ –চাই যে ; تَبُوْٓاَ –বহন করে বেড়াও ; بِاِثْمِىْ –(ب+اثم+ى)-আমার গুনাহের বোঝা ; وَ –ও ; اِثْمِكَ –(اثم+ك)-তোমার গুনাহের ; فَتَكُوْنَ –(ف+تكون)-তাহলেই তুমি হয়ে যাবে ; مِنْ –অন্তর্ভুক্ত ; اَصْحٰبِ النَّارِ –(اصحب+ال+نار)-জাহান্নামবাসীদের ; وَ –আর ; ذٰلِكَ –এটাই ; جَزٰٓؤُا –পরিণতিতো ; الظّٰلِمِيْنَ –(ال+ظلمين)-যালিমদের। ﴿٣٠﴾ فَطَوَّعَتْ –(ف+طوعت)-অতপর প্ররোচিত করলো ; لَهٗ –তাকে ; نَفْسُهٗ –(نفس+ه)-তার নফস ; قَتْلَ –হত্যা করতে ; اَخِيْهِ –(اخى+ه)-তার ভাইকে ; فَقَتَلَهٗ –(ف+قتل+ه)-এবং সে তাকে হত্যা করলো ;

৪৯. অর্থাৎ তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইলেও আমার পক্ষ থেকে তোমাকে হত্যা করার কোনো উদ্যোগ আমি নেবো না। এর অর্থ এটা নয় যে, সে হত্যাকারীর সামনে নিজেকে পেশ করে দিয়েছে। বরং সে এখানে বুঝাতে চেয়েছে যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত জেনেও আমি তোমাকে প্রথমে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করবো না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিজেকে হত্যাকারীর সামনে পেশ করে দেয়া এবং যালিমের যুল্‌ম প্রতিহত করতে চেষ্টা না করে নীরবে সয়ে যাওয়া কোনো সাওয়াবের বিষয় নয়।

৫০. অর্থাৎ আমাদের একে অপরকে হত্যা করার প্রচেষ্টার কারণে উভয়ে গুনাহগার হওয়ার চেয়ে উভয়ের গুনাহ তোমার একার ভাগেই পড়ুক। আমাকে হত্যা করতে উদ্যোগ নেয়ার গুনাহ এবং তোমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তোমার যে ক্ষতি হবে তার জন্য আমার যে গুনাহ।

فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣١﴾ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ

ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। ৩১. অতপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে মাটিতে খনন করতে লাগলো

لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ

তাকে দেখাবার জন্য, কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ লুকাবে, সে বললো, হায় ! আমি অক্ষম হয়ে গেলাম

مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ○

এ কাকের মতো হতেও যাতে আমি লুকাতে পারি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ ;[৫১] অতপর সে অনুতপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।[৫২]

فَاَصْبَحَ-(ف+اصبح)-ফলে সে হয়ে গেলো ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْخٰسِرِيْنَ-(ال+خسرين)-ক্ষতিগ্রস্তদের। (৩১) فَبَعَثَ-(ف+بعث)-অতপর আল্লাহ পাঠালেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غُرَابًا-একটি কাক ; يَبْحَثُ-সে খনন করতে লাগলো ; فِى الْاَرْضِ-মাটিতে ; لِيُرِيَهٗ-(ليرى+ه)-তাকে দেখাবার জন্য ; كَيْفَ-কিভাবে ; يُوَارِىْ-সে লুকাবে ; سَوْءَةَ-মৃতদেহ ; اَخِيْهِ-(اخى+ه)-তার ভাইয়ের ; قَالَ-সে বললো ; يٰوَيْلَتٰۤى-হায় ! اَعَجَزْتُ-আমি অক্ষম হয়ে গেলাম ; اَنْ اَكُوْنَ-হতেও ; مِثْلَ-মতো ; هٰذَا الْغُرَابِ-(هذا+ال+غراب)-এ কাকের ; فَاُوَارِىَ-(ف+اوارى)-যাতে আমি লুকাতে পারি ; سَوْءَةَ-মৃতদেহ ; اَخِىْ-(اخ+ى)-আমার ভাইয়ের ; فَاَصْبَحَ-(ف+اصبح)-অতপর সে হলো ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; النّٰدِمِيْنَ-(ال+ندمين)-অনুতপ্তদের।

৫১. আল্লাহ তাআলা একটি কাকের মাধ্যমে আদম (আ)-এর অবাধ্য ও বিভ্রান্ত পুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এতে সে তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। একটি কাকের জ্ঞানও যে তার মধ্যে নেই এ উপলব্ধিও তার মধ্যে এসেছে এবং ভাইকে হত্যা করে সে যে নিতান্ত মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে সে জন্য সে অনুতপ্ত হয়েছে।

৫২. ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর কতিপয় মর্যাদাবান সাহাবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। এখানে আদমের দু পুত্রের ঘটনা উল্লেখপূর্বক তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আদমের অসৎ পুত্রটি যেমন মূর্খতাসুলভ কাজ করেছে তোমরাও তেমনি মূর্খতাসুলভ কাজ করছো। বিশ্ববাসীর নেতৃত্বের পদমর্যাদা থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে দেয়ার কারণ খুঁজে নিয়ে সে অনুসারে তোমাদের নিজেদেরকে সংশোধন করে

৩২ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্দেশ জারী করলাম[৫৩]— যে কেউ হত্যা করলো কোনো ব্যক্তিকে

بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ

কোনো প্রাণের বিনিময় ছাড়া অথবা জগতে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া, সে যেন (জগতে) সকল মানুষকে হত্যা করলো ;

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا

আর যে কেউ তার জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো ;[৫৪] আর নিসন্দেহে তাদের কাছে আমার অনেক রাসূল এসেছিলেন

৩২ مِنْ اَجْلِ-(من+اجل)-কারণেই ; ذٰلِكَ-এ ; كَتَبْنَا-নির্দেশ জারী করলাম ; عَلٰى-প্রতি ; بَنِىْٓ-বনী ইসরাঈলের ; اِسْرَاۤءِيْلَ ; اَنَّهٗ مَنْ-(ان+ه+من)-যে কেউ ; قَتَلَ-হত্যা করলো ; نَفْسًا-কোনো ব্যক্তিকে ; بِغَيْرِ-(ب+غير)-বিনিময় ছাড়া ; نَفْسٍ-কোনো প্রাণের ; اَوْ-অথবা ; فَسَادٍ-ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-জগতে ; فَكَاَنَّمَا-(ف+كان+ما)-যেন ; قَتَلَ-সে হত্যা করলো ; النَّاسَ-(ال+ناس)-লোককে ; جَمِيْعًا-সকল ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; اَحْيَاهَا-(احيا+ها)-তার জীবন রক্ষা করলো ; فَكَاَنَّمَا-(ف+كان+ما)-যেন ; اَحْيَا-সে জীবন রক্ষা করলো ; النَّاسَ-মানুষের ; جَمِيْعًا-সকল ; وَ-আর ; لَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ-(ل+قد جاءت+هم)-নিসন্দেহে তাদের নিকট এসেছিলেন ; رُسُلُنَا-(رسل+نا)-আমার অনেক রাসূল ;

নেয়া উচিত ছিলো। তা না করে তোমরা আদমের অসৎ পুত্রটির মতো এমনসব লোকদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছেন।

৫৩. ইয়াহুদীদের মধ্যে আদমের অসৎ পুত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নর হত্যা থেকে বিরত রাখার জন্য এ সম্পর্কিত নির্দেশ জারী করেছিলেন ; কিন্তু তারা তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব থেকে এ নির্দেশকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

৫৪. জগতের প্রতিটি মানুষের মধ্যে যদি অন্য মানুষের জীবনের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ সজাগ থাকে এবং একে অপরের জীবনের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণে সহায়ক

بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○

সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ; কিন্তু তারপরও নিশ্চিত তাদের অনেকেই জগতে সীমালংঘনকারী হিসেবে থেকে গেলো।

﴿٣٣﴾ اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا

৩৩. অবশ্যই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং প্রচেষ্টা চালায় দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে[৫৫] তাদের বিনিময় এছাড়া কিছু নয় যে,

اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ

তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত ও পাগুলো বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে

بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ; ثُمَّ-কিন্তু ; اِنَّ-নিশ্চিত ; كَثِيْرًا-অনেকেই ; مِّنْهُمْ-তাদের মধ্য থেকে ; بَعْدَ ذٰلِكَ-(بعد+ذلك)-তারপরও ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-জগতে ; لَمُسْرِفُوْنَ-(ل+مسرفون)-সীমালংঘনকারী হিসেবে। ﴿٣٣﴾ اِنَّمَا-(ان+ما)-এছাড়া কিছু নয় ; جَزٰٓؤُا-বিনিময় ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; يُحَارِبُوْنَ-যুদ্ধ করে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তার রাসূলের সাথে ; وَ-এবং ; يَسْعَوْنَ-প্রচেষ্টা চালায় ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; فَسَادًا-ফাসাদ সৃষ্টি করতে ; اَنْ-যে ; يُّقَتَّلُوْٓا-তাদেরকে হত্যা করা হবে ; اَوْ-অথবা ; يُصَلَّبُوْٓا-শূল বিদ্ধ করা হবে ; اَوْ-অথবা ; تُقَطَّعَ-কেটে ফেলা হবে ; اَيْدِيْهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাত ; وَ-ও ; اَرْجُلُهُمْ-(ارجل+هم)-তাদের পাগুলো ; مِّنْ خِلَافٍ-বিপরীত দিক থেকে ;

ভূমিকা পালন করে, তবেই মানব বংশের অস্তিত্ব নিরাপদ হতে পারে। কেউ অন্যায়ভাবে কারো জীবন হরণ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তার হৃদয়ে মানব প্রাণের প্রতি কোনো মমত্ববোধ ও সহানুভূতি নেই। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, সে সমগ্র মানব বংশেরই দুশমন। কারণ তার মধ্যে যেরূপ মানসিকতা বিরাজমান সেরূপ মানসিকতা যদি সকল মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহলে সমগ্র মানব সমাজের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাবে। অপর দিকে যে ব্যক্তি কোনো মানুষের জীবন রক্ষায় সহায়তা করে, এতে ধরে নিতে হবে যে, মানব প্রাণের প্রতি তার মমত্ববোধ রয়েছে এবং এরূপ মনোভাব সম্পন্ন মানুষের দ্বারাই মানব বংশ নিরাপদ ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে।

أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে ;[৫৬] এটা হলো দুনিয়াতে তাদের অপমান, আর আখেরাতে তো তাদের জন্য রয়েছে

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ

বিরাট শাস্তি। ৩৪. তবে যারা তাওবা করে নিলো তোমরা তাদের উপর ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেই (তারা ছাড়া);

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

সুতরাং জেনে রেখো ! অবশ্যই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫৭]

أَوْ –অথবা ; يُنْفَوْا –বহিষ্কার করে দেয়া হবে ; مِنَ –থেকে ; الْأَرْضِ –(ال+ارض)-দেশ ; ذٰلِكَ –এটা হলো ; لَهُمْ –তাদের ; خِزْيٌ –অপমান ; فِى الدُّنْيَا –(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ; وَ –আর ; لَهُمْ –তাদের জন্য রয়েছে ; فِى الْاٰخِرَةِ –(فى+ال+اخرة)-আখেরাতে ; عَذَابٌ –শাস্তি ; عَظِيْمٌ –বিরাট। ৩৪ اِلَّا –তবে (তারা ছাড়া) ; الَّذِيْنَ –যারা ; تَابُوْا –তাওবা করে নিল ; مِنْ قَبْلِ –আগেই ; اَنْ تَقْدِرُوْا –তোমরা ক্ষমতাসীন হওয়ার ; عَلَيْهِمْ –তাদের উপর ; فَاعْلَمُوْا –(ف+اعلموا)-সুতরাং জেনে রেখো ; اَنَّ –অবশ্যই ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; غَفُوْرٌ –অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ –পরম দয়ালু।

৫৫. দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি বলতে দুনিয়ার যে অংশে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, সেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার কথাই বুঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ তাআলা রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ ধরনের ব্যবস্থায়ই মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও গাছপালা তথা সমগ্র সৃষ্টিজগতেই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এ ধরনের রাষ্ট্রেই মানবতা পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং জগতের যাবতীয় উপায়-উপাদান এতে সুসমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলো দ্বারা মানবতার ধ্বংস নয়—উন্নতিই হয়ে থাকে। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিরোধিতা বা এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে লড়াই করা অথবা এরূপ রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি ও ডাকাতি করা বা বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোনো তৎপরতা চালানো দুনিয়াতে বিপর্যয় করারই নামান্তর এবং এটা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিপর্যয় সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫৬. এখানে ইসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ইসলামী ব্যবস্থাকে পরিবর্তন

করার প্রচেষ্টা চালানোর মতো নিকৃষ্ট কাজের চার ধরনের শাস্তির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যাতে করে ইসলামী হুকুমাতের বিচারক বা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচার বিভাগ ইজতিহাদের মাধ্যমে অপরাধীকে তার অপরাধের মাত্রা ও ধরনের নিরিখে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা জঘন্য অপরাধ বলেই তাদের জন্য চরম নির্ধারিত শাস্তিগুলোর যে কোনো একটি শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

৫৭. অর্থাৎ তারা যদি দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টির মতো নিকৃষ্ট ধরনের কাজ থেকে বিরত হয় এবং তাদের পরবর্তী কর্মতৎপরতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা এমন কাজের সাথে জড়িত নয়, তাহলে তাদের পূর্বেকার কাজের জন্য উল্লেখিত কঠিন শাস্তি দেয়া হবে না। তবে তাদের দ্বারা যদি কোনো মানুষের অধিকার বিনষ্ট হয়ে থাকে যেমন কাউকে হত্যা করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করা ইত্যাদি দায় থেকে তাদেরকে মুক্ত করা যাবে না। কারণ এতে যার অধিকার বিনষ্ট হয়েছে তার উপর যুলম করা হবে। এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মামলা চলতে থাকবে; কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পর্কিত কোনো অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হবে না। কারণ এর জন্য সে তাওবা করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে।

৫ রুকূ' (২৭-৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ ইতিহাস গ্রন্থ নয়। তাই কোনো ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার পরিবর্তে শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অংশই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর দু পুত্রের কাহিনীতেও আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

২. অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হলে হত্যাকারীর ইহ ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৩. কোনো ঘটনার বিবরণ দেয়ার সময় ঘটনাটি সম্পর্কে জ্ঞাত অংশ যথাযথভাবে বর্ণনা করতে হবে। এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন মোটেই সঙ্গত নয়।

৪. মানব জাতি পৃথিবীতে আগমনের প্রথম দিকের ঘটনা যার কোনো সংরক্ষিত ইতিহাস আমাদের নিকট নেই—এমন ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দান করা আল্লাহর অহী ও নবুওয়াতের প্রমাণ।

৫. আল্লাহর নামে কুরবানী করার বিধান মানব জাতির পৃথিবীতে পদচারণার সময় থেকেই বিধিবদ্ধ রয়েছে।

৬. বিরুদ্ধবাদীদের কটু বাক্য ও ক্রোধ উদ্রেককর বক্তব্যের জবাবে কঠোর ভাষা ব্যবহার না করে শালীন ও মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৭. কুরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি হলো অপরাধের শাস্তি ঘোষণার সাথে সাথে মানসিকভাবে অপরাধ থেকে সংশোধনের লক্ষ্যে আল্লাহভীতি ও পরকালের জীবন সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে। এতে অপরাধীর মধ্যে মানসিক বিপ্লব সাধিত হয় এবং অপরাধ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে সহজ হয়।

৮. মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও আখেরাতের পরিণতি সম্পর্কে ভয় সৃষ্টি করতে না পারলে জগতের কোনো আইন পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্বারা অপরাধমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব নয়।

৯. ইসলামী শরীআতে অপরাধের শাস্তি তিন প্রকার—(ক) হুদুদ, (খ) কিসাস ও (গ) তাযিরাত।

১০. যেসব অপরাধে স্রষ্টার নাফমারনীর সাথে সাথে সৃষ্টির প্রতিও অন্যায় করা হয় সেগুলোকে 'হুদুদ' বলা হয়। এসব অপরাধে আল্লাহর নাফরমানী প্রবল থাকে।

১১. যেসব অপরাধে বান্দাহর অধিকার শরীআতের বিচারে প্রবল হয়ে থাকে সেগুলোকে 'কিসাস' বলা হয়ে থাকে। হুদুদ ও কিসাসের শাস্তি কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে।

১২. যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলোকে 'তাযিরাত' বলা হয়েছে। এসব অপরাধের শাস্তি রাসূলের বর্ণনার আলোকে বিচারকগণ নির্ধারণ করবেন।

১৩. হুদুদের বেলায় কোনো সরকার, শাসনকর্তা বা বিচারকের সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর অথবা ক্ষমা করার অধিকার নেই।

১৪. পাঁচটি অপরাধের 'হদ' শরীআতে নির্ধারিত—(ক) চুরি, (খ) ডাকাতি, (গ) ব্যভিচার, (ঘ) ব্যভিচারের অপবাদ ও (ঙ) মদ পান।

১৫. হুদুদের শাস্তি যেমন কঠোর, হুদুদ যোগ্য অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও কঠোর। সামান্য সংশয় থাকলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না।

১৬. কিসাসের শাস্তিও কুরআন মাজীদ কর্তৃক নির্ধারিত। কিসাসের মধ্যেই সমাজ জীবনের নিরাপত্তা নিহিত।

১৭. হুদুদ ও কিসাসের মধ্যে পার্থক্য হলো—হুদুদ যেহেতু আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, সেহেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা ক্ষমা করলেও তার ক্ষমা হবে না, হদ প্রয়োগ করতে হবে। আর কিসাস যেহেতু বান্দাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, যেমন হত্যার কিসাস। সেহেতু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্মত হলে অপরাধীকে ক্ষমাও করতে পারে আবার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٣٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ

৩৫. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্যলাভের উপায় খুঁজে নাও,[৫৮] আর তাঁর পথে তোমরা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাও[৫৯]

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে। ৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদের কাছে যদি জগতে যাকিছু (সম্পদ) আছে তার পুরোটাও থাকে

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ

এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ (সম্পদ) থাকে এবং কিয়ামতের দিন তা বিনিময় স্বরূপ দিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচতে চায়, তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না ;

(৩৫) يَاأَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; ابْتَغُوْا-তোমরা খুঁজে নাও ; اِلَيْهِ-তাঁর নৈকট্য লাভের; الْوَسِيْلَةَ-(ال+وسيلة)-উপায় ; وَ-আর ; جَاهِدُوْا-তোমরা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাও ; فِىْ سَبِيْلِه-(فى+سبيل+ه)-তাঁর পথে ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-সম্ভবত তোমরা ; تُفْلِحُوْنَ-সফলকাম হবে। (৩৬) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لَوْ-যদি ; اَنَّ لَهُمْ-(ان+ل+هم)-তাদের কাছে থাকে ; مَا-যাকিছু ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض) জগতে ; جَمِيْعًا-পুরোটাও থাকে ; وَ-এবং ; مِثْلَه-(مثل+ه)-তার সমপরিমাণ ; مَعَه-(مع+ه)-তার সাথে ; لِيَفْتَدُوْا بِه-(ليفتدوا+به)-সে তা বিনিময় স্বরূপ দিয়ে বাঁচতে চায় ; مِنْ-থেকে ; عَذَابِ-শাস্তি ; يَوْمِ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; مَا تُقُبِّلَ-গ্রহণ করা হবে না ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের থেকে ;

৫৮. এর অর্থ-যেসব উপায়-উপকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে এমন প্রত্যেকটি উপায়-উপাদানকে খুঁজে বের করতে হবে।

৫৯. এখানে جاهدوا শব্দের অর্থ 'চূড়ান্ত প্রচেষ্টা' বলা হলেও সবটা বলা হয় না। এর অর্থ মুকাবিলার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে—যেসব শক্তি আল্লাহর

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ

এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টকর শাস্তি। ৩৭. তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে ; কিন্তু তারা বের হওয়ার নয়

مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

তা থেকে এবং তাদের জন্য শাস্তি হবে স্থায়ী। ৩৮. আর পুরুষ চোর ও চুরনীর হাত কেটে দাও,[৬০]

جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾ فَمَنْ تَابَ

যা তারা অর্জন করেছে তার বদলা হিসেবে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড ; আর আল্লাহ যবরদস্ত ও সুবিজ্ঞ। ৩৯. অতপর যে তাওবা করে নেয়

مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

নিজের যুল্‌মের পর এবং নিজেকে শুধরে নেয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেবেন ;[৬১] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

وَ –এবং ; لَهُمْ –তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ –শাস্তি ; أَلِيمٌ –কষ্টকর। ﴿٣٧﴾ يُرِيدُونَ –তারা চাইবে; أَنْ يَخْرُجُوا –বের হতে; مِنَ –থেকে; النَّارِ –(ال+نار)–জাহান্নাম; وَ –কিন্তু ; مَا –নয় ; هُمْ –তারা ; بِخَارِجِينَ –(ب+خرجين)–বের হওয়ার নয়; مِنْهَا –তা থেকে ; وَ –এবং ; لَهُمْ –তাদের জন্য ; عَذَابٌ –শাস্তি হবে ; مُقِيمٌ –স্থায়ী। ﴿٣٨﴾ وَ –আর ; السَّارِقُ –চোর ; وَ –ও ; السَّارِقَةُ –চুরনীর ; فَاقْطَعُوا –(ف+اقطعوا)–অতপর কেটে দাও ; أَيْدِيَهُمَا –(ايدى+هما)–ওদের হাত ; جَزَاءً –বদলা হিসেবে ; بِمَا كَسَبَا –(ب+ما+كسبا)–যা অর্জন করেছে ; نَكَالًا –এ হলো দণ্ড ; مِنَ –পক্ষ থেকে ; اللَّهِ –আল্লাহর ; وَ –আর ; اللَّهُ –আল্লাহ ; عَزِيزٌ –যবরদস্ত ; حَكِيمٌ –সুবিজ্ঞ। ﴿٣٩﴾ فَمَنْ –(ف+من)–অতপর যে ; تَابَ –তাওবা করে নেয় ; مِنْ بَعْدِ –পর ; ظُلْمِهِ –(ظلم+ه)–নিজের যুল্‌মের ; وَ –এবং ; أَصْلَحَ –শুধরে নেয় ; فَإِنَّ –(ف+ان)–তাহলে অবশ্যই ; اللَّهَ –আল্লাহ ; يَتُوبُ –তাওবা কবুল করে নেবেন ; عَلَيْهِ –তার ; إِنَّ –নিশ্চয়ই ; اللَّهَ –আল্লাহ ; غَفُورٌ –অতীব ক্ষমাশীল ; رَحِيمٌ –পরম দয়ালু।

পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে চলতে বাধা দেয়; যারা মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে দেয়

﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعَذِّبُ

৪০. আপনি কি জানেন না—আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই জন্য ; তিনি শাস্তিদান করেন

مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

যাকে চান এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন ; আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

﴿٤١﴾ يٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ

৪১. হে রাসূল ! যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয় তারা যেন আপনাকেও দুঃখিত না করে,[৬২] তাদের মধ্যেকার যারা

(৪০) اَلَمْ تَعْلَمْ -(ا+لم تعلم)-আপনি কি জানেন না ; اَنَّ اللّٰهَ -(ان+الله)-আল্লাহরই ; لَهُ -জন্য ; مُلْكُ -সার্বভৌমত্ব ; السَّمٰوٰتِ -আসমান ; وَ -ও ; الْاَرْضِ -যমীনের ; يُعَذِّبُ -তিনি শাস্তিদান করেন ; مَنْ -যাকে ; يَّشَاءُ -চান ; وَ -এবং ; يَغْفِرُ -ক্ষমা করেন ; لِمَنْ -যাকে ; يَّشَاءُ -চান ; وَ -আর ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ -(على+كل+شئ)-সকল বিষয়ে ; قَدِيْرٌ -সর্বশক্তিমান। (৪১) يٰٓاَيُّهَا -হে ; الرَّسُوْلُ -(ال+رسول) -রাসূল; لَا يَحْزُنْكَ -(لايحزن+ك)-আপনাকে যেন তারা দুঃখিত না করে ; الَّذِيْنَ -যারা ; يُسَارِعُوْنَ -দ্রুত ধাবিত হয় ; فِي الْكُفْرِ -(فى+ال+كفر)-কুফরীর দিকে ; مِنَ الَّذِيْنَ -তাদের মধ্যে, যারা ;

না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। এ চেষ্টা-সাধনার উপরই তোমাদের সফলতা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ নির্ভরশীল।

৬০. প্রথমবার চুরি করার জন্য এক হাত কাটতে হবে এবং তা হবে ডান হাত। তবে খিয়ানত বা আত্মসাত করা চুরির পর্যায়ে পড়ে না বিধায় খিয়ানতকারী বা আত্মসাতকারীর হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দশ দিরহামের কম মূল্যের পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। তাছাড়া এমন কিছু দ্রব্য সামগ্রী আছে যেগুলো চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। এমন চোরদেরকে অন্য কোনো শাস্তি দেয়া হবে।

৬১. কোনো চোর তাওবা করলে হাত কাটার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে—আয়াতের অর্থ এরূপ নয় ; বরং এর অর্থ হলো—হাত কাটার পর কোনো চোর তাওবা করলে এবং নিজেকে চুরি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে সে আল্লাহর নেক বান্দায়

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ

মুখে মুখে বলে—আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি ; আর তাদের মধ্যেও যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছে

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۗ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ

তারা মিথ্যা কথা আড়িপেতে শ্রবণকারী ;[৬৩] তারা আড়িপেতে শ্রবণকারী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যারা আপনার নিকট আসেনি,[৬৪] তারা (আল্লাহর) কথাকে বিকৃত করে[৬৫]

قَالُوْٓا –বলে ; اٰمَنَّا –আমরা ঈমান এনেছি ; بِاَفْوَاهِهِمْ –(ب+افواه+هم)-তাদের মুখে মুখে; وَ–অথচ ; لَمْ تُؤْمِنْ–ঈমান আনেনি ; قُلُوْبُهُمْ–(قلوب+هم)-তাদের অন্তর ; وَ–আর ; مِنَ الَّذِيْنَ–তাদের মধ্যেও যারা ; هَادُوْا–ইয়াহুদী হয়ে গেছে ; سَمّٰعُوْنَ–তারা আড়িপেতে শ্রবণকারী ; لِلْكَذِبِ–(ل+ال+كذب)-মিথ্যা কথা ; سَمّٰعُوْنَ–তারা আড়িপেতে শ্রবণকারী; لِقَوْمٍ–(ل+قوم)-এক সম্প্রদায়ের জন্য; اٰخَرِيْنَ–অন্য ; لَمْ يَاْتُوْكَ–(لم ياتوا+ك)-তারা আসেনি আপনার নিকট ; يُحَرِّفُوْنَ–তারা বিকৃত করে; الْكَلِمَ–(ال+كلم)-(আল্লাহর) কথাকে ;

পরিণত হবে ও আল্লাহর রোষ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। চুরির কারণে তার চরিত্রে কলংকের দাগ পড়েছিলো তা তাওবার বদৌলতে ধুয়ে-মুছে যাবে। তবে হাত কাটার পরও যদি তার অভ্যাস পরিবর্তন না হয় তাহলে হাত কাটার আগে যেমন সে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত ছিলো, হাত কাটার পরও সে তেমনিই থেকে যাবে। তাই কুরআন মাজীদে হাত কাটার পরও তাওবা করা ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। সমাজ জীবনকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্যই হাত কাটা হয়েছে, এর দ্বারা তো চোরের আত্মিক পবিত্রতা অর্জিত হয়নি ; সেটা হতে পারে একমাত্র তাওবা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।

৬২. রাসূলুল্লাহ (স)-কে দুঃখিত না হতে বলার উদ্দেশ্য হলো—জাহেলদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই রাসূল নিস্বার্থভাবে দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু তারা বেহায়াপনা, ধোঁকা-প্রতারণা ও জালিয়াতীর মাধ্যমে সব ধরনের নিকৃষ্ট চক্রান্ত চালাচ্ছিল। এতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মনে ব্যাথা পান। তাই আল্লাহ তাআলা রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তাঁর দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি যেন মনোবল হারিয়ে না ফেলেন। কারণ এসব লোকদের নিকৃষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এদের নিকট থেকে এ ধরনের ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়।

৬৩. অর্থাৎ মিথ্যার সাথেই এদের সকল সম্পর্ক ও যাবতীয় যোগসূত্র। সত্যের সাথে এদের কোনো যোগসূত্র নেই। মিথ্যা যেহেতু তাদের পসন্দনীয়, তাই তারা মনযোগ

مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ

তা যথার্থ স্থানে থাকার পরও ; তারা বলে—যদি তোমাদের এ হুকুম দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা মেনে নাও, আর যদি

لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ

তোমাদেরকে দেয়া না হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করো ;[৬৬] আর যাকে আল্লাহ ফিতনায় ফেলতে চান, তার জন্য আল্লাহর নিকট কিছু করার কোনো ক্ষমতাই আপনার নেই[৬৭]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا

এরাই তারা, যাদের অন্তরকে পবিত্র করতে আল্লাহ চান না ;[৬৮] তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে

مِنْ بَعْدِ–পরেও; مَوَاضِعِهٖ-(مواضع+ه)-তা যথার্থ স্থানে থাকার ; يَقُوْلُوْنَ–তারা বলে ; اِنْ-যদি ; اُوْتِيْتُمْ-তোমাদেরকে দেয়া হয়ে থাকে ; هٰذَا-এ (হুকুম) ; فَخُذُوْهُ-(فخذوا+ه)-তাহলে তা মেনে নাও ; وَ–আর ; اِنْ–যদি ; لَمْ تُؤْتَوْهُ–(لم توتو+ه)-তা তোমাদেরকে দেয়া না হয় ; فَاحْذَرُوْهُ–(ف+احذروا+ه)-তাহলে তা পরিত্যাগ করো ; وَ–আর ; مَنْ–যাকে ; يُرِد–চান ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; فِتْنَتَهٗ–(فتنة+ه)-ফিতনায় ফেলতে ; فَلَنْ تَمْلِكَ–(ف+لن تملك)-ক্ষমতা-ই আপনার নেই ; لَهٗ–তার জন্য ; مِنَ اللّٰهِ–(من+الله)-আল্লাহর নিকট ; شَيْـًٔا–কোনো ; اُولٰٓئِكَ–এরাই তারা ; الَّذِيْنَ–যাদের ; لَمْ يُرِد–চান না ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; اَنْ يُّطَهِّرَ–পবিত্র করতে ; قُلُوْبَهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরকে ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; فِى الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ;

দিয়ে মিথ্যাই শুনে। কান পেতে মিথ্যা শুনেই তাদের পরিতৃপ্তি হয় অথবা রাসূলুল্লাহ (স) এবং মুসলমানদের কোনো সভা-সমিতিতে আসলেও এখানকার আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার বিকৃত অর্থ করে মিথ্যার সংমিশ্রণ দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালায়।

৬৪. অর্থাৎ এসব লোক গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়। যেসব লোক এখন পর্যন্ত রাসূলের নিকট আসেনি সেসব লোকের নিকট গিয়ে তারা রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে বেড়ায়। অথবা তারা মুসলমানদের সভা-মজলিসে মিথ্যা তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘুরাফেরা করে, কোনো গোপন কথা কানে আসলে তৎক্ষণাৎ তা মুসলমানদের শত্রুদের নিকট পৌঁছে দেয়।

خِزْيٌ ۚ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ

লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য বিরাট শাস্তি।

৪২. তারা মিথ্যারই শ্রোতা,

اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ

তারা হারাম বস্তুরই ভক্ষক ;[৬৯] সুতরাং তারা যদি আপনার নিকট আসে, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন অথবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন

وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

আর যদি তাদের ব্যাপারে আপনি নির্লিপ্ত থাকেন তারা আপনার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না ; তবে আপনি যদি মীমাংসাই করেন তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করুন

خِزْيٌ–লাঞ্ছনা ; وَّ–আর ; لَهُمْ–তাদের জন্য রয়েছে ; فِى الْاٰخِرَةِ–(فى+ال+اخرة)-আখেরাতে ; عَذَابٌ–শাস্তি ; عَظِيْمٌ–বিরাট। ﴿٤٢﴾ سَمّٰعُوْنَ–তারা শ্রোতা ; لِلْكَذِبِ-(ل+ال+كذب)-মিথ্যারই ; اَكّٰلُوْنَ–তারা ভক্ষক ; لِلسُّحْتِ-(ل+ال+سحت)-হারাম বস্তুরই ; فَاِنْ-(ف+ان)-সুতরাং যদি ; جَآءُوْكَ-(جاءو+ك)-তারা আপনার নিকট আসে ; فَاحْكُمْ-(ف+احكم)-তাহলে মীমাংসা করে দিন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; اَوْ–অথবা ; اَعْرِضْ–নির্লিপ্ত থাকুন ; عَنْهُمْ–তাদের ব্যাপারে ; وَ–আর ; اِنْ–যদি ; تُعْرِضْ–আপনি নির্লিপ্ত থাকেন ; عَنْهُمْ–তাদের ব্যাপারে ; فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ-(ف+لن يضروا+ك)-তারা আপনার ক্ষতিই করতে পারবে না ; شَيْئًا–কোনো ; وَ–তবে ; اِنْ–যদি ; حَكَمْتَ–আপনি মীমাংসাই করেন ; فَاحْكُمْ-(ف+احكم)-তবে মীমাংসা করুন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ;

৬৫. 'ইউহাররিফূনা' অর্থ—রদবদল করে অর্থাৎ যেসব বিধি-বিধান তাদের মনপুত নয়, তাতে নিজেদের ইচ্ছামত অর্থ পরিবর্তন করে সে মতে বিধান তৈরি করে।

৬৬. ইয়াহুদী ধর্মীয় নেতারা মূর্খ জনসাধারণকে বলতো যে, আমরা তোমাদেরকে যেসব বিধান দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (স)-এর প্রদত্ত বিধান অনুরূপ হলে তোমরা তা মেনে নিতে পারো ; আর যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, এ বিধান তোমাদের জন্য নয়, কাজেই সেসব বিধান তোমরা পরিত্যাগ করো।

৬৭. অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা অসৎ কাজের কিছুটা প্রবণতা লক্ষ্য করেন, তার সামনে তিনি এমন সব কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যার মাধ্যমে সে

بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ

ইনসাফ সহকারে ; আল্লাহ অবশ্যই ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।[৭০]

৪৩. আর তারা কিরূপে আপনাকে বিচারক মানবে

وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ

অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে তাতে রয়েছে আল্লাহর বিধান ;
কিন্তু তারা এরপরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে[৭১]

وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

মূলত ওরা মুমিনই নয়।

بِالْقِسْطِ -(ب+ال+قسط)-ইনসাফ সহকারে ; إِنَّ -অবশ্যই ; اللَّهَ -আল্লাহ ; يُحِبُّ -ভালোবাসেন ; الْمُقْسِطِينَ -(ال+مقسطين)-ইনসাফকারীদেরকে। ﴿٤٣﴾ وَ -আর ; كَيْفَ -কিরূপে ; يُحَكِّمُونَكَ -(يحكمون+ك)-তারা আপনাকে বিচারক মানবে ; وَ -অথচ ; عِنْدَهُمُ -(عند+هم)-তাদের নিকট রয়েছে ; التَّوْرَاةُ -(ال+تورة) তাওরাত ; فِيهَا -(فى+ها)-তাতে রয়েছে ; حُكْمُ -বিধান ; اللَّهِ -আল্লাহর ; ثُمَّ -কিন্তু ; يَتَوَلَّوْنَ -তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ; مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ -এরপরও ; وَمَا أُولَٰئِكَ -(و+ما+اولئك)-মূলত ওরা নয় ; بِالْمُؤْمِنِينَ -(ب+ال+مؤمنين)- মু'মিনই

ব্যক্তি ফিতনা তথা পরীক্ষায় নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় সে যদি অসৎকাজের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে সে এ পরীক্ষায় পড়ে সচেতন হয়ে যায় এবং নিজেকে সামলে নেয় এবং সংশোধন হয়ে যায়। আর যদি অসততার দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে তাহলে তার সৎ প্রবণতা পরাজিত হয়ে যায় এবং সে অসততার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। এটাই হলো আল্লাহ কর্তৃক কাউকে ফিতনায় ফেলার অর্থ।

৬৮. যেহেতু তারা নিজেরাই পবিত্র হতে চায় না, তাই আল্লাহও তাকে পবিত্র করতে চান না। যেসব লোক নিজেরা পবিত্র হতে আগ্রহী এবং সে জন্য তারা চেষ্টা-সাধনা চালায়, তাদেরকে পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত করাও আল্লাহর নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

৬৯. এখানে ইয়াহুদীদের মুফতী ও বিচারকদের কথা বলা হয়েছে। এরা যাদের নিকট থেকে ঘুষ নিতো অথবা যাদের সাথে তাদের অবৈধ স্বার্থ থাকতো তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা বিবরণের প্রেক্ষিতে ন্যায়-ইনসাফের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষে রায় দিতো।

৭০. এখানে খায়বরের সম্ভ্রান্ত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে ইংগীত করা হয়েছে। ইয়াহুদীরা সবেমাত্র সন্ধি-চুক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো। এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের নিয়মিত নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়নি। এখন পর্যন্ত তাদের নিজেদের বিচার-ফায়সালা তাদের আইন অনুযায়ী তাদের বিচারকগণই করতো। রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর নিযুক্ত বিচারকদের নিকট বিচার-ফায়সালা নিয়ে আসতে তারা আইনগতভাবে বাধ্য ছিলো না। যেসব ব্যাপারের মীমাংসা তারা তাওরাত অনুযায়ী করতে চাইতো না সেসব ব্যাপারগুলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে আসতো এ উদ্দেশ্যে যে, ইসলামে হয়তো, অন্য বিধান রয়েছে এবং এভাবেই তারা নিজেদের ধর্মীয় আইনের আনুগত্য থেকে বেঁচে থাকতে চাইতো। আর যখন দেখতো যে, কুরআনের বিধানও তাওরাতের অনুরূপ তখন তারা রাসূলুল্লাহর মীমাংসা মানতে অস্বীকার করতো।

৭১. ইয়াহুদীরা প্রচার করে বেড়াতো যে, তাদের নিকটই আল্লাহর কিতাবের যথার্থ জ্ঞান রয়েছে এবং তারাই আল্লাহর দীনের সঠিক অনুসারী। অথচ তাদের অবস্থা ছিলো—তারা তাওরাতের বিধানকে পরিহার করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফায়সালা নিজেদের মামলা নিয়ে এসেছিলো। যাঁকে তারা নবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছিলো। অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ দ্বিমুখী নীতির মুখোশ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মূলত কোনো কিছুর উপরই তাদের পুরোপুরি ঈমান ছিলো না। তাদের ঈমান ছিলো নিজেদের নাফসের উপর। যে কিতাবকে তারা 'আল্লাহর কিতাব' হিসেবে মানে বলে দাবী করে বেড়ায়, তাতে নিজেদের চাহিদা মতো ফায়সালা না পেলে তারা চাহিদা মতো ফায়সালা পাওয়ার আশায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসতো, যাকে তারা নবী হিসেবে মানতেই প্রস্তুত ছিলো না।

৬ রুকূ' (৩৫-৪৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুমিনদের জন্য তিনটি নির্দেশ ঃ

(ক) আল্লাহ তাআলাকে যথার্থ অর্থে ভয় করতে হবে। নিজের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টির জন্য দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, আল্লাহ সবকিছু দেখেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

(খ) ইবাদাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হবে।

(গ) আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২. যে বস্তুর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হয় তা-ই হলো 'ওসীলা'। এদিক থেকে ঈমান ও সৎকর্ম, নবী-রাসূল ও সৎলোকদের সাহচর্য ও তাঁদের প্রতি মহব্বত 'ওসীলা'র অন্তর্ভুক্ত।

৩. উপরোক্ত নির্দেশসমূহ যারা অমান্য করবে দুনিয়াতে এমন কাফেরদের সমগ্র পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পদ থাকলেও আখেরাতে তা কোনো কাজে আসবে না। এ বিশাল সম্পদ তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

৪. এসব লোকদের শাস্তি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নয় ; বরং তাদের এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। কখনো তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না।

৫. কারো সংরক্ষিত সম্পদ বিনা অনুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে 'চুরি' বলা হয়। এরূপ সম্পদ চুরি করার জন্য এখানে দণ্ডের বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এ দণ্ড প্রয়োগ শর্তহীন নয়। শর্ত পূরণ না হলে এ দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

৬. চুরির অপরাধের সাজা প্রাপ্তির পর যদি অপরাধী আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করবেন।

৭. সাজাপ্রাপ্তির পূর্বে তাওবা করলেও হাত কাটার দণ্ড থেকে রেহাই দেয়া যাবে না। কারণ চুরির অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি দুটো অপরাধ করে থাকে। একটি অপরাধ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা যা আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় অপরাধ মানুষের ক্ষতি সাধন করা যা চুরিকৃত সম্পদের মালিকের অধিকার সংশ্লিষ্ট। আল্লাহর অধিকার বিনষ্টের অপরাধ তাওবা দ্বারা মাফ হলেও বান্দাহর অধিকার বিনষ্টের অপরাধের দণ্ড তাকে পেতেই হবে।

৮. কাফের-মুশরিকদের কুফর ও শিরকের দিকে দ্রুত পতন দেখে আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন হওয়া সমিচীন নয়। এদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মৌখিকভাবে নিজেদেরকে মুমিন বলে প্রচার করে। মূলত তাদের অন্তরে ঈমান নেই। সুতরাং যাদের কার্যক্রমে ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায় না এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

৯. ইয়াহুদীরা মিথ্যাবাদী। এরা নিজেদেরকে আল্লাহর কিতাবের ধারক-বাহক বলে প্রচার করলেও তারা আল্লাহর কিতাবকে নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো পরিবর্তন করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যাবে না।

১০. ইয়াহুদীরা যেহেতু নিজেরা আন্তরিকভাবে পবিত্র জীবনযাপনে আগ্রহী নয়, সেহেতু আল্লাহও তাদেরকে পবিত্র জীবন যাপনের কোনো সুযোগ দেবেন না। সুতরাং পৃথিবীর লাঞ্ছনা এবং আখেরাতের কঠিন শাস্তি তাদের জন্য নির্ধারিত।

১১. ইয়াহুদীরা শুধু মিথ্যাবাদীই নয় ; বরং তারা হারাম খাদ্য খেতেও অভ্যস্ত।

১২. ইয়াহুদীরা আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দাবী করার পরেও আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা না মানার কারণে তাদের ঈমানের মৌখিক দাবী গৃহীত হয়নি। মুসলমানরাও যদি আল কুরআনের ফায়সালাকে না মেনে শুধুমাত্র মৌখিক দাবীর মধ্যে ঈমানকে সীমিত করে রাখে, তাহলে তাদের ঈমান গৃহীত হবে কোন্ যুক্তিতে ?

১৩. আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের বিধি-বিধান তথা ফায়সালা না মানলে ; কুরআনের বিধি-বিধান বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা-সংগ্রাম না করলে। আল্লাহর কিতাবের বাহক রাসূলের ফায়সালাকে উপক্ষে করে নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কাফের-মুশরিকদের দিক নির্দেশ মেনে চললে মুমিন থাকা যায় না। যদিও কেউ নিজেকে মুমিন বলে দাবী করুক অথবা সরকারী খাতায় মুসলমানদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ থাকুক। আল্লাহ আমাদের দাবী ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার তৌফিক দিন।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٤٤﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

৪৪. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম তাতে ছিলো হেদায়াত ও নূর ; তার দ্বারাই নবীগণ ফায়সালা দিতেন—

الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا

যাঁরা ছিলেন মুসলিম—তাদের জন্য যারা হয়ে গিয়েছিলো ইয়াহুদী[৭২] আর (ফায়সালা দিতেন) রব্বানী ও বিজ্ঞ আলিমগণ,[৭৩] কেননা তাদেরকে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো

مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

আল্লাহর কিতাব, এবং তারাই ছিলো এর উপর সাক্ষী ; অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং ভয় করো আমাকেই

(৪৪) اِنَّا–নিশ্চয়ই আমি ; اَنْزَلْنَا –নাযিল করেছিলাম ; التَّوْرٰىةَ–(ال+تورىة)-তাওরাত ; فِيْهَا –(فى+ها)-তাতে ছিলো ; هُدًى –হিদায়াত ; وَ –ও ; نُوْرٌ –নূর ; يَحْكُمُ –ফায়সালা দিতেন ; بِهَا –তার দ্বারাই ; النَّبِيُّوْنَ –(ال+نبيون)-নবীগণ ; الَّذِيْنَ –যাঁরা ; اَسْلَمُوْا –ছিলেন মুসলিম ; لِلَّذِيْنَ –তাদের জন্য যারা ; هَادُوْا –হয়ে গিয়েছিলো ইয়াহুদী ; وَ –আর (ফায়সালা দিতেন) ; الرَّبّٰنِيُّوْنَ –(ال+ربنيون)-রব্বানীগণ ; وَ –ও ; الْاَحْبَارُ –(الا+احبار)-বিজ্ঞ আলেমগণ ; بِمَا –কেননা ; اسْتُحْفِظُوْا –তাদেরকে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো ; مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ –(من+كتب+الله)-আল্লাহর কিতাবের ; وَ –এবং ; كَانُوْا –তারাই ছিলো ; عَلَيْهَا –এর উপর; شُهَدَآءَ –সাক্ষী ; فَلَا تَخْشَوُا –(ف+لاتخشو)-অতএব তোমরা ভয় করো না ; النَّاسَ –মানুষকে ; وَ –বরং ; اخْشَوْنِ –আমাকেই ভয় করো ;

৭২. প্রাসংগিকভাবে এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সকল নবীর দীনই ইসলাম ছিলো এবং তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন ; ইয়াহুদীরা নিজেরাই নিজেদেরকে ইয়াহুদী বানিয়ে নিয়েছিলো।

৭৩. 'রাব্বানী' অর্থ আল্লাহভীরু, দরবেশ এবং 'আহবার' অর্থ বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহ।

وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

আর নগণ্য মূল্যে আমার আয়াতকে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা ফায়সালা করে না

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

তারাই কাফের। ৪৫. আর আমি তাদের জন্য ফরয করে দিয়েছিলাম যে, অবশ্যই প্রাণের বদলে প্রাণ,

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান এবং দাঁতের বদলে দাঁত ;

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗ وَمَنْ

আর সকল যখমের সমান বদলা ;[৭৪] তবে যে তা ক্ষমা করে দেবে তাহলে তা তার জন্য গোনাহের কাফ্ফারা হবে ;[৭৫] সুতরাং যারা

وَ–আর ; لَاتَشْتَرُوْا–তোমরা বিক্রয় করো না ; بِاٰيٰتِيْ–(ب+ايت+ى)-আমার আয়াতকে ; ثَمَنًا–মূল্যে ; قَلِيْلًا–নগণ্য ; وَ–আর ; مَنْ–যারা ; لَمْ يَحْكُمْ–ফায়সালা করে না ; بِمَآ–যা ; اَنْزَلَ–নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; فَاُولٰٓئِكَ–তারাই ; هُمُ–; الْكٰفِرُوْنَ–(ال+كفرون)-কাফের। ﴿٤٥﴾ وَ–আর ; كَتَبْنَا–আমি ফরয করে দিয়েছিলাম ; عَلَيْهِمْ–(على+هم)-তাদের জন্য ; فِيْهَآ–তাতে ; اَنَّ–অবশ্যই ; النَّفْسَ–(ال+نفس)-প্রাণ ; بِالنَّفْسِ–(ب+ال+نفس)-প্রাণের বদলে ; وَالْعَيْنَ–(و+ال+عين)-ও চোখ ; بِالْعَيْنِ–(ب+ال+عين)-চোখের বদলে ; وَالْاَنْفَ–(و+ال+انف)-ও নাক ; بِالْاَنْفِ–(ب+ال+انف)-নাকের বদলে ; وَالْاُذُنَ–(و+ال+اذن)-ও কান; بِالْاُذُنِ–(ب+ال+اذن)-কানের বদলে ; وَالسِّنَّ–(و+ال+سن)-ও দাঁত ; بِالسِّنِّ–(ب+ال+سن)-দাঁতের বদলে ; وَالْجُرُوْحَ–(و+ال+جروح)-আর সকল যখমের ; قِصَاصٌ–সমান বদলা ; فَمَنْ–(ف+من)-তবে যে ; تَصَدَّقَ–ক্ষমা করে দেবে ; بِهٖ–তা দিয়ে (অর্থাৎ কিসাসের); فَهُوَ–(ف+هو)-তাহলে তা ; كَفَّارَةٌ–গুনাহের কাফ্ফারা হবে ; لَهٗ–তার জন্য ; وَ–সুতরাং ; مَنْ–যারা ;

৭৪. তাওরাতের এ বিধান বর্তমানের তাওরাতের যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তাতেও রয়েছে। প্রয়োজনে তাওরাতের যাত্রাপুস্তক ২১ ঃ ২৩–২৫ অংশ দ্রষ্টব্য।

لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই যালিম।
৪৬. আর আমি তাদের পশ্চাতেই পাঠিয়েছিলাম

عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ

তাদের পদচিহ্ন ধরে মারইয়াম পুত্র ঈসাকে তাদের সামনে বর্তমান
তাওরাতের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে[৭৬]

وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

এবং আমি তাঁকে দিয়েছিলাম ইনজীল, তাতে ছিলো হেদায়াত ও নূর;
আর (তা ছিলো) সত্যতা প্রমাণকারী তাদের সামনে বর্তমান

مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ

তাওরাতের, আর (তা ছিলো) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও সদুপদেশ।
৪৭. আর ইনজীল অনুসারীরা যেন ফায়সালা করে

لَّمْ يَحْكُمْ–ফায়সালা করে না ; بِمَآ–যা ; أَنْزَلَ–নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; فَأُولٰٓئِكَ هُمُ-(ف+اولئك)-তারাই ; الظّٰلِمُوْنَ-(ال+ظلمون)-যালেম। ﴿٤٦﴾ وَ–আর ; قَفَّيْنَا–আমি তাদের পশ্চাতেই পাঠিয়েছিলাম ; عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ-(على+اثار+هم)-তাদের পদচিহ্ন ধরে ; بِعِيْسَى–ঈসাকে ; ابْنِ مَرْيَمَ–মারইয়াম পুত্র ; مُصَدِّقًا-সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে ; لِّمَا–তার যা ; بَيْنَ يَدَيْهِ-(بين+يدى+ه)-তাদের সামনে বর্তমান ; مِنَ التَّوْرٰىةِ-(من+ال+تورىة)-তাওরাতের ; وَ–এবং ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-আমি তাঁকে দিয়েছিলাম ; الْإِنْجِيْلَ-(ال+انجيل)-ইনজিল ; فِيْهِ-(فى+ه)-তাতে ছিলো ; هُدًى–হিদায়াত ; وَّ–ও ; نُوْرٌ–নূর ; وَّ–আর ; مُصَدِّقًا-(তা ছিলো) সত্যতা প্রমাণকারী ; لِّمَا–তার যা ; بَيْنَ يَدَيْهِ–তাদের সামনে বর্তমান ; مِنَ التَّوْرٰىةِ–তাওরাতের ; وَ–আর ; هُدًى-(তা ছিলো) হিদায়াত ; وَّ–ও ; مَوْعِظَةً–সদুপদেশে ; لِّلْمُتَّقِيْنَ-(ل+ال+متقين)-মুত্তাকীদের জন্য। ﴿٤٧﴾ وَ–আর ; لْيَحْكُمْ–যেন ফায়সালা করে ; أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ-(اهل+ال+انجيل)-ইনজিল অনুসারীরা ;

৭৫. অর্থাৎ সাদকার নিয়তে কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকলে এটাকে সে আখেরাতে গুনাহ মোচনকারী হিসেবে পাবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন—"কারো

بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ

সে অনুসারে যা আল্লাহ তাতে নাযিল করেছেন ; আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফায়সালা করে না

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

তারাই ফাসেক।[৭৭] ৪৮. আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব নাযিল করেছি সত্যতা প্রমাণকারীরূপে তাদের সামনে যা আছে

وَ ; فِيْهِ-তাতে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; بِمَآ-সে অনুসারে যা ; مَنْ-আর ; مَنْ-যারা ; لَمْ يَحْكُمْ-ফায়সালা করে না ; بِمَآ-সে অনুসারে যা ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَاُولٰٓئِكَ هُمُ-তারাই ; الْفٰسِقُوْنَ-(ال+فسقون)-ফাসেক। ﴿٤٨﴾ وَ-আর ; اَنْزَلْنَآ-আমি নাযিল করেছি ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-এ কিতাব ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; مُصَدِّقًا-সত্যতা প্রমাণকারী রূপে ; لِمَا-যা আছে ; بَيْنَ يَدَيْهِ-(بين+يدى+ه)-তাদের সামনে ;

শরীরে আঘাত করা হলো এবং সে তা বদলা না নিয়ে ক্ষমা করে দিলো, এতে তার ক্ষমার পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

৭৬. কুরআন মাজীদে বারবার ঘোষিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁদের কেউ পূর্ববর্তী নবীদের দীনকে অস্বীকার করেননি বা তাঁদের প্রচারিত দীনকে বাতিল করে দিয়ে নতুন ধর্ম চালু করার চেষ্টা করেননি। অনুরূপভাবে কোনো আসমানী কিতাবও তার পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতিবাদ করার জন্য নাযিল হয়নি। বরং নবীদের মতো প্রত্যেকটি কিতাবও তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক ও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছে। সুতরাং ঈসা (আ)ও কোনো নতুন দীন নিয়ে আসেননি ; পূর্বের নবীদের দীনই ছিলো তাঁর দীন। মানুষের কাছে সেই একই দীনের দাওয়াত দিয়েছেন।

৭৭. আল্লাহর আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তাদেরকে তিনটি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে 'কাফের' ; যেহেতু আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইনে ফায়সালা করা আল্লাহর আইন অস্বীকার করার শামিল। অতপর বলা হয়েছে 'যালেম'। আল্লাহর আইনই হলো একমাত্র ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ আইন। সুতরাং আল্লাহর আইন থেকে সরে এসে নিজের মনগড়া আইনে ফায়সালা করা মূলতই যুলুম। অবশেষে বলা হয়েছে 'ফাসেক'। আল্লাহর বান্দাহ হওয়া সত্ত্বেও নিজের মালিকের আইন অমান্য করে নিজ ইচ্ছা-আবেগের বশবর্তী হয়ে চলা এবং সে মতে জীবনের যাবতীয় ফায়সালা করাই হলো অবাধ্যতা বা ফাসেকী।

مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

সেই কিতাবের[৭৮] এবং তার সংরক্ষকরূপে ;[৭৯] সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে আপনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করুন

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

এবং আপনার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না ; আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য[৮০] নির্ধারণ করে দিয়েছি শরীআত

مِنَ الْكِتٰبِ-সেই কিতাবের; وَ-এবং ; مُهَيْمِنًا-সংরক্ষক রূপে; عَلَيْهِ-তার; فَاحْكُمْ-(ف+احكم)-সুতরাং আপনি ফায়সালা করুন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; بِمَآ-(ب+ما)-সে অনুসারে যা ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ; وَ-এবং ; لَاتَتَّبِعْ-অনুসরণ করবেন না ; اَهْوَآءَهُمْ-(اهواء+هم)-তাদের খেয়াল-খুশীর ; عَمَّا-(عن+ما)-তা ছেড়ে, যা ; جَآءَكَ-(جاء+ك)-আপনার নিকট এসেছে ; مِنَ الْحَقِّ-(من+ال+حق)-যে সত্য ; لِكُلٍّ-(ل+كل)-প্রত্যেকের জন্য ; جَعَلْنَا-আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি ; مِنْكُمْ-তোমাদের ; شِرْعَةً-শরীআত ;

এখন মানুষ তার জীবনের যে যে ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের বিপরীত ফায়সালা করবে সেসব ক্ষেত্রেই সে কুফরী, যুল্‌ম ও ফাসেকীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। কেউ যদি আল্লাহর আইনকে ভুল মনে করে মানব রচিত আইনকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাহলে সে পুরোপুরি কাফের, যালেম ও ফাসেক। আর যে আল্লাহর আইনকে সঠিক মনে করে, কিন্তু বাস্তবে তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে, সে তার ঈমানের সাথে কুফর, যুল্‌ম ও ফিসকের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। আবার যে ব্যক্তি তার জীবনের কিছু কিছু ফায়সালা আল্লাহর আইন অনুসারে ও কিছু কিছু ফায়সালা মানব রচিত আইন অনুসারে করে, সেও ঈমান এবং কুফর, যুল্‌ম ও ফিসকের সংমিশ্রণ করেছে।

৭৮. এখানে আল্লাহ তাআলা 'আল কিতাব' তথা সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী বলে এদিকে ইংগীত করেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব কিতাব নাযিল হয়েছে তা সব একই কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। এ সবের রচয়িতাও একজনই। এগুলোর মূল আলোচ্য বিষয়, মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। এসব কিতাবে মানব জাতিকে একই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। পার্থক্য শুধুমাত্র এগুলোর ভাষা ও স্থান-কাল-পাত্র। আর তাই এগুলো পরস্পর সমর্থক এবং পরস্পরের সত্যতা প্রমাণকারী।

৭৯. আসমানী কিতাবগুলো যেমন পরস্পরের সত্যতা প্রমাণকারী, তেমনি সর্বশেষ আগমনকারী কিতাব আল কুরআন তার পূর্বে আগমনকারী কিতাবসমূহের সংরক্ষকও বটে। বলা যায় যে, এ কিতাবগুলো একই কিতাবের বিভিন্ন সংস্করণ। পূর্ববর্তী

وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ

ও সুনির্দিষ্ট পথ ; আর যদি আল্লাহ চাইতেন তোমাদেরকে এক জাতি করে দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান

فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

তোমাদেরকে যা দিয়েছেন এবং তাতে ; অতএব সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে তোমরা এগিয়ে যাও ; তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর দিকেই

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

তখন তিনি যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা অবহিত করবেন।[৮১] ৪৯. আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আপনি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করুন।[৮২]

وَ–ও ; مِنْهَاجًا–সুনির্দিষ্ট পথ ; وَ–আর ; لَوْ شَاءَ–যদি চাইতেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; لَجَعَلَكُمْ–(ل+جعل+كم)-তোমাদেরকে করে দিতে পারতেন ; أُمَّةً-জাতি ; وَاحِدَةً-এক ; وَلَٰكِنْ-কিন্তু ; لِيَبْلُوَكُمْ-পরীক্ষা করতে চান ; فِي-তাতে ; مَا-যা ; آتَاكُمْ-তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ; فَاسْتَبِقُوا–(ف+استبقوا)-অতএব তোমরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও ; الْخَيْرَاتِ-সৎকাজের ; إِلَى-দিকেই ; اللَّهِ-আল্লাহ ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; جَمِيعًا–সকলের ; فَيُنَبِّئُكُمْ–(ف+ينبئ+كم)-তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন ; بِمَا–তা যে বিষয়ে ; كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ-তোমরা মতভেদ করতে।(৪৮) وَ-আর; أَنِ احْكُمْ-আপনি ফায়সালা করুন; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; بِمَا–তদনুযায়ী যা ; أَنزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

সংস্করণগুলো যেহেতু তাদের ধারক-বাহকগণ কর্তৃক পরিবর্তীত হয়ে গেছে এবং সেগুলোর মধ্যেকার সত্য শিক্ষাসমূহ সর্বশেষ সংস্করণ আল কুরআন নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে নিয়েছে। তাই কুরআন মাজীদকে এখানে 'মুহাইমিন' তথা সংরক্ষণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল কুরআনের হিফাযতের দায়িত্ব যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন তাই আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষাসমূহ দুনিয়া থেকে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই এবং এগুলোকে বিকৃত করার সাধ্যও কারো নেই।

৮০. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অন্তরে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত সকল আসমানী কিতাবের মূল বক্তব্য যখন একই এবং এসব কিতাব যখন পরস্পর সহযোগী তাহলে শরীআতের বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় কেন ? এখানে উল্লেখিত সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ

এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, আর তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যাতে তারা আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে তার কোনো অংশ থেকে যা নাযিল করেছেন

اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ

আল্লাহ আপনার প্রতি ; অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান

وَ–এবং ; لَاتَتَّبِعْ –অনুসরণ করবেন না ; أَهْوَاءَ هُمْ –(اهواء+هم)-তাদের খেয়াল-খুশীর ; وَ –আর ; احْذَرْهُمْ –(احذر+هم)-তাদের থেকে সতর্ক থাকুন ; أَنْ يَفْتِنُوكَ –যাতে তারা আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে ; عَنْ بَعْضِ –তার কোনো অংশ থেকে ; مَآ –যা ; أَنْزَلَ –নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; إِلَيْكَ –আপনার প্রতি ; فَإِنْ –(ف+ان)-অতপর যদি ; تَوَلَّوْا –তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَاعْلَمْ –(ف+اعلم)-তবে জেনে রাখুন যে ; أَنَّمَا يُرِيدُ –(ان+ما+يريد)- -অবশ্যই চান ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; أَنْ يُصِيبَهُمْ –(ان يصيب+هم)-যে তাদের পৌঁছাবেন (শাস্তি) ;

৮১. উপরোক্ত সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব এখানে দেয়া হয়েছে–

(১) শরীআতের বিধি-বিধানে পার্থক্যের কারণে শরীআতের উৎসে পার্থক্য থাকবে —এমন মনে করা সঠিক হবে না। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যথোপযোগী বিধান প্রদান করেন।

(২) যারা প্রকৃত দীন, দীনের প্রাণসত্তা সম্পর্কে অবহিত হবে এবং প্রকৃত দীনের বিধানাবলীর মর্যাদা বুঝতে পারবে তারা সত্য দীনকে চিনে নেবে। আর পূর্বাপর বিধানসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য অনুধাবন করে শেষোক্ত বিধান গ্রহণে ইতস্তত করবে না। পক্ষান্তরে যারা দীনের মূল প্রাণসত্তা থেকে দূরে অবস্থান করবে, তারা দীনের খুঁটিনাটি বিষয়কে আসল মনে করে পরস্পর বিদ্বেষে নিমজ্জিত হবে এবং পরবর্তীকালে আগত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকবে। এ দু ধরনের লোককে পৃথক করার জন্যই পরীক্ষা স্বরূপ আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন কিতাবের শরীআতে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

(৩) সকল শরীআতের মূল উদ্দেশ্য কল্যাণ লাভ করা। আল্লাহ তাআলা যখন যে নির্দেশ দেন তা পালনের মাধ্যমেই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। শরীআতের পার্থক্য নিয়ে বিরোধ না করে মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেদিকে এগিয়ে যাওয়াই কল্যাণলাভের সঠিক উপায়।

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ○

তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য ; আর নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসেক।

٥٠ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

৫০. তবে কি তারা জাহেলিয়াতের[৮৩] বিধি-বিধান খুঁজে ফেরে ? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে !

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ -(ب+بعض+ذنوب+هم)-তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য ; وَ-আর ; إِنَّ -নিশ্চয়ই ; كَثِيرًا -অনেকেই ; مِّنَ -মধ্যে ; النَّاسِ -মানুষের ; لَفَاسِقُونَ -(ل+فسقون)-ফাসেক। ৫০ أَفَحُكْمَ -(أ+ف+حكم)-তবে কি বিধি-বিধান ; الْجَاهِلِيَّةِ -(ال+جاهلية)-জাহেলিয়াতের ; يَبْغُونَ -তারা খুঁজে ফেরে ; وَ-আর ; مَنْ -কে ; أَحْسَنُ -শ্রেষ্ঠত্ব ; مِنَ -হতে ; اللَّهِ -আল্লাহ ; حُكْمًا -বিধান প্রদানে ; لِّقَوْمٍ -(ل+قوم)-সম্প্রদায়ের জন্য ; يُوقِنُونَ -দৃঢ়বিশ্বাসী।

(৪) নিজেদের মধ্যকার বিরোধ, বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদির চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহ তাআলা সেদিন স্বয়ং করবেন, যেদিন সত্যের উপর থেকে সমস্ত আবরণ সরে যাবে এবং মানুষ স্বচোক্ষে নিজেদের গৃহীত অবস্থানের সত্যতা কতটুকু, আর মিথ্যাই বা কতটুকু।

৮২. সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব শেষে ইতিপূর্বেকার ভাষণের ধারাবাহিকতা এখান থেকে পুনরায় আরম্ভ হচ্ছে।

৮৩. 'জাহেলিয়াত' কথাটি দ্বারা ইসলামের বিপরীত মত, পথ ও পন্থাকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ ওহী ভিত্তিক আল্লাহ প্রদত্ত মত, পথ ও পন্থারি জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এর বাইরে যত প্রকার মত, পথ ও পন্থার ধারণীয় যে কোনো জ্ঞান-ই হলো জাহেলিয়াত। সেসব জ্ঞানের কোনোটাই মানুষের জন্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়। আর এর ভিত্তিতে তৈরি জীবন বিধান ও প্রাচীন জাহেলী বিধানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৭ রুকূ' (৪৪-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত মূসা (আ)-এর উপর 'তাওরাত' অবতীর্ণ হয়েছিলো। যে কিতাবের মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারী পয়গাম্বরগণ, আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণ এবং বিজ্ঞ আলেমগণ মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতেন।

২. অতপর বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজই জনগণের মতের গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে এবং নিজেদের সামাজিক অবস্থান হারানোর আশংকায় জনগণের খেয়াল-খুশীর অনুসরণে তাওরাতের বিধানে পরিবর্তন সূচীত করে।

৩. জনগণের খেয়াল-খুশী অনুসারে আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন আনয়ন নয় ; বরং আল্লাহর কিতাব অনুসারে জনগণের মানসিক পরিবর্তন সাধনই ছিলো নবীর উত্তরাধিকারী আলেমদের দায়িত্ব।

৪. জনগণের বিরোধিতার ভয়ে এবং নিজেদের পার্থিব ক্ষুদ্র স্বার্থে এ ধরনের পরিবর্তন সাধন এবং আল্লাহর কিতাবের বিপরীত নিজেদের মনগড়া বিধান অনুসারে ফায়সালা করা সরাসরি কুফরী।

৫. কিসাসের বিধান তাওরাতে ছিলো, ইনজীলেও ছিলো এবং সর্বশেষ কিতাব কুরআন মাজীদেও রয়েছে। এ বিধানের প্রয়োগ না করে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা আল্লাহর কিতাবের সাথে বিদ্রোহের শামিল। আর এ ধরনের বিদ্রোহীরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।

৬. মাযলুম ব্যক্তি যদি কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং যালেম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয় তবে তা মাযলুমের কোনো কোনো গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

৭. অতপর মানুষের হিদায়াতের জন্য 'ইনজিল' নাযিল করা হয়েছে। তাওরাতের মতো এতেও হিদায়াত ও আলো ছিলো যার মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত পেতো।

৮. খৃস্টানরা ইনজিলের বিধান অনুসারে ফায়সালা না করায় তারা ফাসেক তথা পাপাচারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

৯. আল্লাহর কিতাব অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তাদেরকে কাফের, যালেম ও ফাসেক বলা হয়েছে। এটা শুধু তাওরাত ও ইনজিলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়। বরং আল কুরআন—যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ও সেসব কিতাবের শিক্ষাকে সংরক্ষণকারী—তার ব্যাপারেও সর্বাংশে প্রযোজ্য। সুতরাং কাফের, যালেম ও ফাসেক হয়ে আল্লাহর আযাবে নিপতিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনের আইন বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১০. আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে কারা অনুগত আর কারা অনুগত নয়, এটা পরীক্ষা করার জন্যই নবী-রাসূলদের শরীআতে পার্থক্য সূচীত করেছেন। সুতরাং এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন না করে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আইন-বিধান এসেছে, বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য।

১১. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষও যদি আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে, তবুও তা মানা যাবে না। আল্লাহর কিতাবের আইনকেই সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। নচেৎ আল্লাহর নাফরমান হয়ে জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

১২. আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত আইনই সর্ব অবস্থায় সর্বোত্তম আইন। এর কোনো বিকল্প নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৬

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ ۘ ﴿٥١﴾

৫১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিও না;

بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ

তারা একে অপরের বন্ধু ; আর তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেবে, সে অবশ্যই তাদের মধ্যে শামিল হবে ;

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না। ৫২. আর আপনি তাদেরকে দেখবেন, যাদের অন্তরে রয়েছে রোগ,

يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ ۗ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ

তারা এই বলে তৎক্ষণাৎ ওদের সাথে গিয়ে মেশে যে, আমরা আমাদের উপর বিপদ আসার আশংকা করি ;[৮৪] শীঘ্রই আল্লাহ দান করবেন

(৫১) يَاَيُّهَا -হে ; الَّذِيْنَ -যারা ; اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছো ; لَاتَتَّخِذُوْا -তোমরা বানিয়ে নিও না ; الْيَهُوْدَ -(ال+يهود)-ইয়াহুদীদেরকে ; وَ -ও ; النَّصٰرٰى -(ال+نصرى)-খৃষ্টানদেরকে ; اَوْلِيَاءَ -বন্ধুরূপে ; بَعْضُهُمْ -(بعض+هم)-তারা একে ; اَوْلِيَاءُ -বন্ধু; بَعْضٍ -অপরের ; وَ -আর ; مَنْ -যে ; يَتَوَلَّهُمْ -(يتولى+هم)-তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেবে ; مِّنْكُمْ -(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; فَاِنَّهٗ -(ف+ان+ه)-সে অবশ্যই ; مِنْهُمْ -(من+هم)-তাদের মধ্যে শামিল হবে ; اِنَّ -নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ -আল্লাহ ; لَايَهْدِىْ -সৎপথ দেখান না ; الْقَوْمَ -(ال+قوم)-সম্প্রদায়কে ; الظّٰلِمِيْنَ -(ال+ظلمين)-যালেম। (৫২) فَتَرٰى -(ف+ترى)-আর আপনি দেখবেন ; الَّذِيْنَ -তাদেরকে ; فِىْ قُلُوْبِهِمْ -(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে রয়েছে ; مَرَضٌ -রোগ ; يُسَارِعُوْنَ -তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে মেশে ; فِيْهِمْ -ওদের সাথে ; يَقُوْلُوْنَ -এই বলে যে ; نَخْشٰى -আমরা আশংকা করি ; اَنْ تُصِيْبَنَا -আমাদের উপর আসার ; دَائِرَةٌ -বিপদ ; فَعَسٰى -(ف+عسى)-শীঘ্রই ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; اَنْ يَّاْتِىَ -দান করবেন ;

بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

বিজয় অথবা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু,[৮৫] যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছে তার জন্য হয়ে পড়বে

نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ

অনুতপ্ত। ৫৩. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে—এরাই কি তারা, যারা

اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করেছিলো যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে আছে ; তাদের কার্যাবলী বিনষ্ট হয়ে গেছে

بِالْفَتْحِ-(ب+ال+فتح)-বিজয় ; اَوْ-অথবা ; اَمْرٍ-এমন কিছু ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; عِنْدِهٖ-(عند+ه)-তার নিজের ; فَيُصْبِحُوْا-(ف+يصبحوا)-যাতে তারা হয়ে পড়বে ; عَلٰى-তার জন্য; مَآ-যা ; اَسَرُّوْا-গোপন রেখেছে ; فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ-(فى+انفس+هم)-তাদের অন্তরে ; نٰدِمِيْنَ-অনুতপ্ত। ﴿٥٣﴾ وَ-আর ; يَقُوْلُ-তারা বলবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছে ; اَهٰٓؤُلَآءِ-(ا+هؤلاء)-এরাই কি তারা ; الَّذِيْنَ-যারা ; اَقْسَمُوْا-শপথ করেছিলো ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর নামে ; جَهْدَ-দৃঢ়ভাবে ; اَيْمَانِهِمْ-(ايمان+هم)-তাদের শপথের ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা অবশ্যই ; لَمَعَكُمْ-(ل+مع+كم)-তোমাদের সাথে আছে ; حَبِطَتْ-বিনষ্ট হয়ে গেছে ; اَعْمَالُهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কার্যাবলী ;

৮৪. এটা ছিলো মুনাফিকদের কথা। ইসলামী দলের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে এরা তাদের সাথে এসে মিশলেও আরবের তখনও প্রবল ইয়াহুদী ও খৃস্টান শক্তি থেকেও নির্ভয় হতে পারছিলো না। ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বে কোন্ শক্তি বিজয় লাভ করবে তারা তা নিশ্চিত হতে পারছিলো না। উভয় শক্তির বিজয়ের সম্ভাবনা ছিলো। তাই তারা উভয় শক্তির সাথে সম্পর্ক রাখাকেই তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে করতো। তদুপরি ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে সবল ছিলো। সুদী ব্যবসা ছিল তাদের করায়ত্তে। আরবদের উর্বর ভূমিগুলো ছিলো তাদের দখলে। তাই মুনাফিকদের ধারণা ছিলো–ইসলাম ও কুফরের এ সংঘর্ষে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়া তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। তাই তারা উভয় দলের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইতো।

৮৫. অর্থাৎ পুরোপুরি বিজয় না দিলেও এমন কিছু দেবেন যাতে বিজয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় এবং প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, চূড়ান্ত বিজয় ইসলামের পক্ষেই হবে।

فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ

ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।[৮৬] ৫৪. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের মধ্য থেকে যে ফিরে যাবে

عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ

তার দীন থেকে, তবে শীঘ্রই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসেন

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তারা কোমল হবে মুমিনদের প্রতি, তারা কঠোর হবে কাফেরদের প্রতি ;[৮৭] তারা জিহাদ করবে আল্লাহর পথে

فَاَصْبَحُوْا-(ف+اصبحوا)-ফলে তারা হয়ে আছে ; خٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত। ﴿٥٤﴾ يٰۤاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; مَنْ-যে ; يَّرْتَدَّ-ফিরে যাবে ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে; عَنْ-থেকে ; دِيْنِهٖ-(دين+ه)-তার দীন ; فَسَوْفَ-(ف+سوف)-তবে শীঘ্রই ; يَاْتِى-নিয়ে আসবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِقَوْمٍ-(ب+قوم)-এমন এক সম্প্রদায়কে ; يُّحِبُّهُمْ-(يحب+هم)-যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ; وَ-এবং ; يُحِبُّوْنَهٗۤ-(يحبون+ه)-তারা ভালোবাসবে তাঁকে ; اَذِلَّةٍ-তারা কোমল হবে ; عَلَى-প্রতি ; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের ; اَعِزَّةٍ-তারা কঠোর হবে ; عَلَى-প্রতি ; الْكٰفِرِيْنَ-(ال+كفرين)-কাফেরদের ; يُجَاهِدُوْنَ-তারা জিহাদ করবে ; فِىْ-পথে ; سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

৮৬. অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সাথে আছে—একথা বুঝানোর জন্য যে নামায পড়লো, রোযা রাখলো, যাকাত দিলো, জিহাদ করলো এবং ইসলামের বিধান মেনে চললো—এ সবই তাদের নষ্ট হয়ে গেলো। কারণ এসব ইবাদাতে তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিলো না। তারা নিজেদের দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহ বিরোধী শক্তির আনুগত্যও স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের কর্তব্য সমগ্র বাতিল শক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক মযবুত করা।

৮৭. 'মু'মিনদের প্রতি কোমল' হওয়ার অর্থ হলো—তাদের ধন-সম্পদ শক্তি-সামর্থ ও চিন্তা-চেতনা মু'মিনদের মুকাবিলায় ব্যয়িত হবে না। মু'মিনদেরকে কষ্ট দেয়া বা তাদের ক্ষতি করার জন্য তারা তাদের দৈহিক বা মানসিক শক্তি ব্যয় করবে না। মু'মিনরা তাদেরকে নিজেদের মঙ্গলকামী, দয়ালু, কোমল স্বভাব ও ধৈর্যশীল মানুষ হিসেবেই পাবে।

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ

এবং তারা ভয় করবে না কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে[৮৮] এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যাকে চান তিনি তা দান করেন ;

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। ৫৫. অবশ্যই তোমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে,

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○

যারা কায়েম করে নামায এবং প্রদান করে যাকাত এমতাবস্থায় যে তারা থাকে বিনত।

وَ –এবং ; لَايَخَافُوْنَ –তারা ভয় করবে না ; لَوْمَةَ –নিন্দাকে ; لَائِمٍ –নিন্দাকে ; ذٰلِكَ –এটা ; فَضْلُ –অনুগ্রহ ; اللّٰهِ –আল্লাহরই ; يُؤْتِيْهِ –(يؤتى+ه)–তিনি তা দান করেন ; مَنْ –যাকে ; يَشَاءُ –চান ; وَ –আর ; اَللّٰهُ –আল্লাহ ; وَاسِعٌ –প্রাচুর্যময় ; عَلِيْمٌ –সর্বজ্ঞ। ৫৫ اِنَّمَا –অবশ্যই ; وَلِيُّكُمُ –(ولى+كم)–তোমাদের বন্ধু ; اَللّٰهُ –আল্লাহ ; وَ –ও ; رَسُوْلُهٗ –(رسول+ه)–তাঁর রাসূল ; وَ –এবং ; الَّذِيْنَ –যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; الَّذِيْنَ –যারা ; يُقِيْمُوْنَ –কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ –নামায ; وَ –এবং ; يُؤْتُوْنَ –প্রদান করে ; الزَّكٰوةَ –যাকাত ; وَ –এমতাবস্থায় যে ; هُمْ –তারা থাকে ; رَاكِعُوْنَ –বিনত।

'আর কাফেরদের প্রতি কঠোর' হওয়ার অর্থ হলো—তারা নিজেদের ঈমান-আকীদা, নীতি-নৈতিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ঈমানী দূরদৃষ্টির কারণে কাফেরদের মুকাবিলায় পাহাড়ের মতো অটল হবে। কাফেররা তাকে লোভ-লালসায় খুব সহজে ফাঁদে ফেলার মতো মনে করতে পারবে না। কাফেররা তাদের মুকাবিলায় এলে বুঝতে পারবে যে, এরা ভাঙ্গবে কিন্তু মচকাবে না ; দুনিয়ার কোনো লোভ-লালসা বা ভয়-ভীতি তাদেরকে তাদের নীতি থেকে একচুলও নড়াতে পারবে না।

৮৮. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদেরকে কেউ তিরস্কার করলে বা বিরোধিতা করলে বা আপত্তি উত্থাপন করলে তারা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। দীনের দৃষ্টিতে যেটা সত্য, তাকে সত্য এবং দীনের দৃষ্টিতে যেটা মিথ্যা তাকে মিথ্যা বলেই মানবে। দেশের জনমত তাদের বিপক্ষে গেলেও এমনকি দুনিয়ার তাবৎ মানুষ তাদেরকে হঠকারী মনে করলেও তারা তা পরোয়া করবে না। বরং তারা তাদের নীতিতে আপোষহীন ও নির্বিকভাবে সামনে অগ্রসর হয়ে যাবে।

﴿٥٦﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

৫৬. আর যে বন্ধু বানিয়ে নেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তবে অবশ্যই তারা আল্লাহর দল—তারাই হবে বিজয়ী।

(৫৬) وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَتَوَلَّ-বন্ধু বানিয়ে নেয় ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; وَ-ও ; رَسُولَهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; وَ-এবং ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; فَإِنَّ-(ف+ان)-তবে অবশ্যই ; حِزْبَ-তারা দল ; اللَّهِ-আল্লাহর ; هُمُ-তারাই হবে ; الْغَالِبُونَ-(ال+غلبون)-বিজয়ী।

৮ রুকূ' (৫১-৫৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে কোনোক্রমেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে তারা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না।

২. যারা আল্লাহর এ ঘোষণার বিপরীতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবে তারা তাদের দলভুক্ত হবে।

৩. কোনো ব্যক্তি, দল বা জাতি ইসলাম ত্যাগ করলেও মুসলমানদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে যে কোনোভাবেই হিফাযত করবেন।

৪. দুনিয়ায় বর্তমান সকল মানুষও যদি একযোগে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলেও কিছু এসে যাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর দীনের কাজকে জারী রাখবেন।

৫. যাদের অন্তরে মুনাফিকী রয়েছে তারাই আল্লাহদ্রোহী কাফের-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে পারে। এসব মুনাফিকদের মুখোশ একদিন উন্মোচিত হবেই। আর পরকালে তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৬. মুনাফিকদের দুনিয়ার জীবনে কৃত সকল নেক কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এসব কাজ পরকালে তাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না। তখন তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

৭. কিয়ামত পর্যন্ত যখন যেখানে যারা আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডা ঊর্ধে তুলে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে তাদের বৈশিষ্ট্য হবে—(ক) আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন, (খ) তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে ; (গ) তারা নিজেদের মু'মিন ভাইদের প্রতি কোমল অন্তর বিশিষ্ট হবে ; (ঘ) আল্লাহদ্রোহী কাফের-মুশরিক শক্তির প্রতি তারা হবে কঠোর; (ঙ) তারা আল্লাহর পথে জিহাদে নিরত থাকবে ; (চ) এ পথে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দা—তিরস্কারকে ভয় করবে না।

৮. আল্লাহ তাআলা যার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাকেই উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেন।

৯. মু'মিনদের বন্ধু হলেন—(ক) আল্লাহ তাআলা, (খ) আল্লাহর রাসূল ; (গ) তাদের মু'মিন ভাইয়েরা, যারা বিনয়াবনত অবস্থায় নামায আদায় করে এবং যাকাত দেয়।

১০. প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত মু'মিনরাই আল্লাহর দলভুক্ত এবং বিজয় তাদেরই পদচুম্বন করবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٥٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا

৫৭. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করো না—যারা তোমাদের দীনকে বানিয়ে নিয়েছে হাসি-তামাশার বস্তু

وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ

ও খেলাধুলার বস্তু—যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিলো এবং কাফেরদেরকে

أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ

বন্ধুরূপে ; আর ভয় করো আল্লাহকে যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।
৫৮. আর তোমরা যখন আহ্বান জানাও

إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

নামাযের দিকে, তাকে তারা হাসি-তামাশা ও খেলা মনে করে,[৮৯]
এটা এজন্য যে, তারা এমন সম্প্রদায়

(৫৭) يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছো ; لَاتَتَّخِذُوا- তোমরা গ্রহণ করো না ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; اتَّخَذُ-বানিয়ে নিয়েছে ; (دين+كم)-دِينَكُمْ- তোমাদের দীনকে ; هُزُوًا- হাসি তামাশার বস্তু ; وَ-ও ; لَعِبًا-খেলাধুলার বস্তু ; مِنَ الَّذِينَ - যাদেরকে ; اُوتُوا- দেয়া হয়েছিলো ; الْكِتٰبَ- কিতাব ; (من+قبل+كم)- مِنْ قَبْلِكُمْ-তোমাদের পূর্বে ; وَ-এবং ; (ال+كفار)-الْكُفَّارَ-কাফেরদেরকে ; اَوْلِيَآءَ-বন্ধুরূপে ; وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ- তোমরা হয়ে থাকো ; مُؤْمِنِينَ-মু'মিন। (৫৮) وَ-আর ; اِذَا-যখন ; نَادَيْتُمْ- আহ্বান জানাও ; اِلَى-দিকে ; (ال+صلوة)-الصَّلٰوةِ-নামাযের ; (اتخذوا+ها)- اتَّخَذُوا-তাকে তারা মনে করে ; هُزُوًا-হাসি-তামাশা ; وَ-ও ; لَعِبًا-খেলা ; ذٰلِكَ-এটা ; (ب+ان+هم)-بِاَنَّهُمْ-এজন্য যে, তারা ; قَوْمٌ-এমন সম্প্রদায় ;

৮৯. অর্থাৎ মক্কাবাসী মুশরিকগণ আযানের সূর ও স্বর নকল করে, শব্দ পরিবর্তন করে বা বিকৃত করে তা নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করতে থাকে।

لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا

যারা বুদ্ধিজ্ঞান রাখে না।[৯০] ৫৯. আপনি বলে দিন—হে আহলি কিতাব, তোমরা কি আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছো

اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ

শুধু এজন্যই যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর ও আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে (তার উপর) এবং ইতিপূর্বে যা নাযিল হয়েছে (তার উপর)

وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ

আর তোমাদের অধিকাংশইতো ফাসেক। ৬০. আপনি বলে দিন—আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব এর চেয়ে নিকৃষ্টের

مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ

পরিণামের দিক থেকে আল্লাহর নিকট ? যাকে লানত করেছেন আল্লাহ এবং ক্রোধান্বিত হয়েছেন যার উপর ও যাদের কতেককে করেছেন

لَا يَعْقِلُوْنَ–যারা বুদ্ধি-জ্ঞান রাখে না। ﴿٥٩﴾ قُلْ–আপনি বলে দিন ; يٰاَهْلَ-(يا+اهل)-হে আহলি ; الْكِتٰبِ-(ال+كتب)-কিতাব ; هَلْ تَنْقِمُوْنَ-(هل+تنقمون)-তোমরা কি শত্রুতা পোষণ করছো ; مِنَّا-(من+نا)-আমাদের প্রতি ; اِلَّا اَنْ-(الا+ان)-শুধু এজন্য যে ; اٰمَنَّا–আমরা ঈমান এনেছি ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর উপর ; وَ-ও ; مَا-যা ; اُنْزِلَ–নাযিল করা হয়েছে ; اِلَيْنَا-(الى+نا)-আমাদের প্রতি (তার উপর) ; وَ–এবং ; مَا–যা ; اُنْزِلَ–নাযিল করা হয়েছে ; مِنْ قَبْلُ–ইতিপূর্বে ; وَ–আর ; اَنَّ–অবশ্যই ; اَكْثَرَكُمْ-(اكثر+كم)-তোমাদের অধিকাংশই ; فٰسِقُوْنَ-ফাসেক। ﴿٦٠﴾ قُلْ–আপনি বলে দিন ; هَلْ اُنَبِّئُكُمْ-(هل+انبئ+كم)-আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো ? بِشَرٍّ-(ب+شر)-নিকৃষ্টের ; مِنْ–চেয়ে ; ذٰلِكَ–এর ; مَثُوْبَةً–পরিণামের দিক থেকে ; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; مَنْ-যাকে ; لَعَنَهُ-(لعن+ه)-লা'নত করেছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; وَ–এবং ; غَضِبَ–ক্রোধান্বিত হয়েছেন ; عَلَيْهِ–যার উপর ; وَ–ও ; جَعَلَ–করেছেন ; مِنْهُمُ-(من+هم)-যাদের কতেককে ;

৯০. অর্থাৎ তাদের উপরোক্ত আচরণসমূহ নিছক মূর্খতা ও বুদ্ধিহীনতার ফল ছাড়া কিছুই নয়। নচেৎ মুসলমানদের সাথে তাদের বিরোধ থাকলেও আল্লাহর ইবাদাতের

الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا

বানর ও শূকর এবং যারা 'তাগূতের ইবাদাত করে ; মর্যাদার দিক থেকে ওরাই নিকৃষ্ট

وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا

এবং সরল পথ থেকে ওরাই অধিকতর বিচ্যুত।[৯১] ৬১. আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে, বলে—'আমরা ঈমান এনেছি'

وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

অথচ তারা নিসন্দেহে কুফর নিয়েই প্রবেশ করেছিলো এবং তারা নিসন্দেহে তা নিয়েই বেরিয়ে গেছে ; আর আল্লাহ অধিক জ্ঞাত

بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ

সে সম্পর্কে যা তারা গোপন রাখে। ৬২. আর আপনি তাদের অধিকাংশকে দেখবেন দ্রুত এগিয়ে যেতে গোনাহে

الْقِرَدَةَ-(ال+قردة)-বানর ; وَ -ও ; الْخَنَازِيرَ-(ال+خمازير)-শূকর ; وَ -এবং ; عَبَدَ -যারা ইবাদাত করে ; الطَّاغُوتَ-(ال+طاغوت)-তাগূতের ; أُولَٰئِكَ -ওরাই ; شَرٌّ -নিকৃষ্ট ; مَّكَانًا-মর্যাদার দিক থেকে ; وَ -এবং ; أَضَلُّ -ওরাই অধিকতর বিচ্যুত ; عَنْ-থেকে ; سَوَاءِ -সরল ; السَّبِيلِ-(ال+سبيل)- পথ। ৬১ وَ -আর ; إِذَا -যখন ; جَاءُوكُمْ-(جَاءوا+كم)-তোমাদের নিকট আসে ; قَالُوا -তারা বলে ; آمَنَّا -আমরা ঈমান এনেছি ; وَ -অথচ ; قَدْ دَخَلُوا -তারা নিসন্দেহে প্রবেশ করেছিলো ; بِالْكُفْرِ-(ب+ال+كفر)-কুফর নিয়েই ; وَ -এবং ; هُمْ -তারা ; قَدْ خَرَجُوا -নিসন্দেহে বেরিয়ে গেছে ; بِهِ -তা নিয়েই ; وَ -আর ; اللَّهُ -আল্লাহ ; أَعْلَمُ -অধিক জ্ঞাত ; بِمَا -সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَكْتُمُونَ -তারা গোপন রাখে। ৬২ وَ-আর ; تَرَىٰ -আপনি দেখবেন ; كَثِيرًا -অধিকাংশকে ; مِّنْهُمْ -তাদের ; يُسَارِعُونَ -দ্রুত এগিয়ে যেতে ; فِي الْإِثْمِ-(في+ال+اثم)-গুনাহে ;

আহ্বান-ধ্বনিকে বিকৃত করা এবং তা নিয়ে মশকরা করাকে কোনো বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন লোক সমর্থন করতে পারে না।

৯১. এখানে ইয়াহুদীদেরকে মক্কার মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে ইংগীত করা

وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

ও সীমালংঘনে এবং হারাম খেতে ; তারা যা করছে তা কতইনা নিকৃষ্ট।

٦٣ لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ

৬৩. তাদেরকে আল্লাহওয়ালা ও বিজ্ঞ আলিমগণ কেন নিষেধ করছে না গোনাহর কথা থেকে

وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

এবং তাদের হারাম খাওয়া থেকে ; তারা যা করছে তা কতই না মন্দ।

٦٤ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا

৬৪. আর ইয়াহুদীরা বলে—আল্লাহর হাত আবদ্ধ ;[৯২] তাদের হাতই আবদ্ধ হয়ে গেছে[৯৩] এবং তারা অভিশপ্ত হয়েছে

-(الكل+هم)- اَكْلِهِمُ ; ও- وَ ; এবং- وَ ; সীমালংঘনে--(ال+عدوان)- الْعُدْوَانِ ; তাদেরকে খেতে ; السُّحْتَ -(ال+سحت)-হারাম ; لَبِئْسَ -কতইনা নিকৃষ্ট ; مَا -তা যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ -তারা করছে। ৬৩ لَوْلَا يَنْهٰهُمُ -(لو+لا+ينهى+هم)-কেন তাদেরকে নিষেধ করছে না; الرَّبّٰنِيُّونَ -(ال+ربنيون)-আল্লাহওয়ালা ; وَ -ও ; الْأَحْبَارُ -(ال+احبار)-বিজ্ঞ আলেমগণ ; عَنْ -থেকে ; قَوْلِهِمُ -(قول+هم)-তাদের গুনাহর কথা ; وَ -এবং ; اَكْلِهِمُ -(اكل+هم)-তাদের খাওয়া থেকে ; السُّحْتَ -(ال+سحت)-হারাম ; لَبِئْسَ -কতই না মন্দ ; مَا -তা যা ; كَانُوا يَصْنَعُونَ -তারা করছে। ৬৪ وَ -আর ; قَالَتْ -বলে ; الْيَهُودُ -(ال+يهود)-ইয়াহুদীরা ; يَدُ -হাত ; اللّٰهِ -আল্লাহর ; مَغْلُولَةٌ -আবদ্ধ ; غُلَّتْ -আবদ্ধ হয়ে গেছে ; اَيْدِيهِمْ -(ايدى+هم)-তাদের হাত ; وَ -এবং ; لُعِنُوا -তারা অভিশপ্ত হয়েছে ;

হয়েছে। কেননা তারা বারবার আল্লাহর লা'নত ও গযবের শিকারে পরিণত হয়েছে ; কিন্তু তারপরও তারা সুপথে ফিরে আসেনি। শনিবারের আইন অমান্য করার কারণে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছে। তারা তাগূতী শক্তির দাসত্ব করেছে ; তবুও তাদের বোধোদয় হয়নি। কোনো সত্যানুসারী দল আল্লাহর উপর ঈমান এনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তারা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছে।

৯২. ইয়াহুদীরা 'আল্লাহর হাত আবদ্ধ' বলে বুঝাতে চেয়েছে যে, 'আল্লাহ কৃপণ'

بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ

তারা যা বলেছে তার জন্য[৯৪] বরং তাঁর উভয় হাতই প্রসারিত ;
তিনি যেভাবে চান দান করেন

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا

আর যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা
অবশ্যই তাদের অনেকেরই বৃদ্ধি করে দেবে অবাধ্যতা

وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ

ও কুফরীকে ;[৯৫] আর আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিবস
পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ ;

بِمَا-(ب+ما)-তার জন্য যা ; قَالُوْا –তারা বলেছে ; بَلْ –বরং ; يَدٰهُ –(يدا+ه)-তাঁর উভয় হাতই ; مَبْسُوْطَتٰنِ –প্রসারিত ; يُنْفِقُ-তিনি দান করেন ; كَيْفَ –যেভাবে ; يَشَآءُ-তিনি চান ; وَ-আর ; لَيَزِيْدَنَّ-অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেবে ; كَثِيْرًا-অনেকেরই ; مِّنْهُمْ-তাদের ; مَّآ-তা যা ; اُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; اِلَيْكَ-(الى+ك)-আপনার প্রতি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; طُغْيَانًا -অবাধ্যতা; وَّ-ও ; كُفْرًا-কুফরীকে ; وَ-আর ; اَلْقَيْنَا-আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি ; بَيْنَهُمُ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; الْعَدَاوَةَ-(ال+عداوة)-শত্রুতা ; وَ-ও ; الْبَغْضَآءَ-(ال+بغضاء)-বিদ্বেষ ; اِلٰى-পর্যন্ত স্থায়ী ; يَوْمِ –দিবস; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ;

(নাউযুবিল্লাহ)। ইয়াহুদীরা নিজেদের হঠকারিতা ও অপকর্মের ফলে শত শত বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও হীন অবস্থায় পতিত ছিলো। তাদের অতীত গৌরব শুধুমাত্র কল্প-কাহিনীতে পরিণত হয়েছিলো। নিজেদের অব্যাহত হীন অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। তাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাদের অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা এ ধরনের অর্থহীন কথা বলে বেড়াতো। কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে এ ধরনের বেআদবীমূলক কথাবার্তা অন্য জাতির লোকেরাও বলে থাকে।

৯৩. অর্থাৎ তারাই কৃপণ। ইয়াহুদীদের কৃপণতা নিয়ে সারা বিশ্বে গল্প-কাহিনী রচিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে প্রবাদ-প্রবচন পর্যন্ত চালু আছে।

৯৪. অর্থাৎ তাদের এসব বিদ্রূপ ও কটাক্ষমূলক কথার জন্য তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহর শানে বেআদবী করে আল্লাহর রহমতের

كُلَّمَآ أَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ

তারা যখনই যুদ্ধের আগুনকে উস্কে দেয়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন ; আর তারা দুনিয়াতে সৃষ্টি করে বেড়ায়

فَسَادًا ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰبِ

ফাসাদ ; আর আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না। ৬৫. আর আহলি কিতাবরা যদি যথার্থভাবে

اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنٰهُمْ

ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, আমি অবশ্যাই তাদের গোনাহসমূহ মিটিয়ে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাতাম

جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ أُنْزِلَ

সুখময় জান্নাতে। ৬৬. আর তারা যদি যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করতো তাওরাত ও ইনজীল এবং যা নাযিল করা হয়েছে

كُلَّمَآ-যখনই ; أَوْقَدُوْا-তারা উস্কে দেয় ; نَارًا-আগুনকে ; لِلْحَرْبِ-(ل+ال+حرب)-যুদ্ধের ; أَطْفَأَهَا-(اطفا+ها)-তা নিভিয়ে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; يَسْعَوْنَ-তারা সৃষ্টি করে বেড়ায় ; فِى الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; فَسَادًا-ফাসাদ (বিপর্যয়); وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ-ভালোবাসেন না ; الْمُفْسِدِيْنَ-(ال+مفسدين)-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে। ﴿٦٥﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; أَهْلَ الْكِتٰبِ-আহলে কিতাবরা ; اٰمَنُوْا-যথার্থভাবে ঈমান আনতো ; وَ-ও ; اتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন করতো ; لَكَفَّرْنَا-আমি অবশ্যই মিটিয়ে দিতাম ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; سَيِّاٰتِهِمْ-(سيات+هم)-তাদের গুনাহসমূহকে ; وَ-এবং ; لَأَدْخَلْنٰهُمْ-(لادخلنا+هم)-আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাতাম; جَنّٰتِ-জান্নাতে; النَّعِيْمِ-(ال+نعيم)-সুখময়। ﴿٦٦﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; أَنَّهُمْ-তারা যথাযথ ; أَقَامُوا-প্রতিষ্ঠিত করতো ; التَّوْرٰىةَ-তাওরাত ; وَ-ও; الْإِنْجِيْلَ-ইনজিলকে ; وَ-এবং ; مَآ-যা ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ;

অধিকারী হওয়ার আশা পোষণ করা নিতান্তই বাতুলতা। এ ধরনের তৎপরতা চরম বেআদবী, হঠকারী ও নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচায়ক।

৯৫. অর্থাৎ আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদ শুনে ইয়াহুদীরা তা থেকে কোনো শিক্ষাতো গ্রহণ করেইনি, উপরন্তু তাদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। তারা

إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ

তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, তারা অবশ্যই খাদ্য লাভ করতো তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের তলা থেকে;[৯৬]

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝

তাদের একটি দল সঠিক পথের পথিক কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ।

إِلَيْهِمْ –তাদের প্রতি ; مِنْ –পক্ষ থেকে ; رَبِّهِمْ –(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; لَأَكَلُوا –(ل+اكلوا)-তারা অবশ্যই খাদ্য লাভ করতো ; مِنْ –থেকে ; فَوْقِهِمْ –(فوق+هم)-তাদের উপর ; وَ –এবং ; مِنْ –থেকে ; تَحْتِ -তলা ; أَرْجُلِهِمْ –(ارجل+هم)-তাদের পায়ের ; مِنْهُمْ –তাদের ; أُمَّةٌ –একটি দল ; مُقْتَصِدَةٌ –সঠিক পথের পথিক ; وَ –কিন্তু ; كَثِيرٌ –অধিকাংশ ; مِنْهُمْ –তাদের ; سَاءَ –অত্যন্ত মন্দ ; مَا –তা যা ; يَعْمَلُونَ –তারা করছে।

নিজেদের ভ্রান্ত কার্যকলাপ ও অধপতিত অবস্থার কারণ খুঁজে তার সংশোধনের পরিবর্তে তারা জিদের বশে সত্যের বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। তাওরাতের ভুলে যাওয়া শিক্ষার পুনর্জাগরনের আলোকে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষার আওয়াজ যেন কেউ শুনতে না পারে সে চেষ্টাতেই তারা নিরত রয়েছে।

৯৬. কুরআন মাজীদের এ সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে হযরত মূসা (আ)-এর একটি ভাষণের মূলকথা বর্ণিত হয়েছে, যা বর্তমান বাইবেলেও রয়েছে। উক্ত ভাষণে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে এ ব্যাপারে বলেছেন যে, আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসরণ করলে আল্লাহর রহমত ও বরকত উপর থেকে তোমাদের উপর বর্ষিত হবে। আর আল্লাহর কিতাবের বিধানকে উপেক্ষা করে তাঁর নাফরমানী করলে চারদিক থেকে তোমাদেরকে বিপদ-মুসীবত ঘিরে ধরবে।

৯ রুকূ' (৫৭-৬৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইসলামকে নিয়ে তথা ইসলামের কোনো বিধানকে নিয়ে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা বৈধ নয়।

২. দু' ধরনের লোক এমন কাজে লিপ্ত—(ক) আহলি কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খৃস্টান; (খ) কাফের-মুশরিক।

৩. এসব লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপের ধরন ছিলো–তারা আযানের সুর-স্বর নকল করে শোরগোল করতো, মুখ ভেংচাতো।

৪. এ যুগেও যারা আযান সম্পর্কে অথবা ইসলামের কোনো বিধি-বিধান সম্পর্কে কটাক্ষ করে গল্প-কবিতা রচনা করবে তারাও কাফের-মুশরিক এবং ইয়াহুদী-খৃস্টানদের দলে শামিল হবে।

৫. ইসলামকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা চরম মূর্খতা। কারণ ইসলামই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা।

৬. ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে যারা কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার পূর্বে তাওরাত ও ইনজিলের যথার্থ অনুসারী ছিলো, তারা মু'মিন ছিলো। অবশ্য এদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য।

৭. দীনী তাবলীগের কাজে মুবাল্লিগের ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে করে সম্বোধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

৮. ইয়াহুদীদের চারিত্রিক অধপতন এতদূর পৌঁছেছিলো যে, চোখের সামনে নিজেদের লোকদেরকে আল্লাহর লা'নতে পতিত হতে দেখেও তারা সংশোধিত হয়নি। বরং পাপকর্ম তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিলো। তাই তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পাপের পথেই ধাবিত হতো।

৯. পাপ কাজে অভ্যস্ত মানুষ সহজেই পাপের পথে ধাবিত হয়। বিপরীত পক্ষে সৎ কাজে অভ্যস্ত মানুষের জন্য সৎকাজ সহজ-সাবলীল মনে হয় এবং এরা সৎকাজের দিকেই ধাবিত হয়।

১০. সাধারণ জনগণের কর্মের জন্য আল্লাহওয়ালা ও ওলামায়ে কেরামকে জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গও এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়।

১১. দীনদার ব্যক্তিগণ ও আলেম সমাজের মধ্যে 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ' করার দায়িত্ব যারা পালন করছে না তাদের জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। তাদের নিরবতাকে অত্যন্ত মন্দ কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১২. দুনিয়াবী দুঃখ-দৈন্যতার জন্য আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কটুক্তি করা বিদ্রোহ ও কুফরী।

১৩. দুনিয়াতে আল্লাহর কিতাবের বিধান পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়াতেও মানুষের রিয্ক প্রশস্ত হবে। আর আখিরাতের জীবনে পাওয়া যাবে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ, যার প্রতিদান হলো জান্নাত।

১৪. ইয়াহুদীরা সর্বকালেই দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিতে তৎপর ছিলো। বর্তমান সমগ্র দুনিয়াতেও ফাসাদ সৃষ্টিতে তৎপর রয়েছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-১১

৬৭ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ

৬৭. হে রাসূল ! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌছে দিন ; আর যদি আপনি তা না করেন

فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى

তবে তো আপনি তাঁর পয়গাম পৌছালেন না ; আর মানুষ থেকে আপনাকে আল্লাহই রক্ষা করবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না

ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ৬৭ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ

কাফের সম্প্রদায়কে। ৬৮. আপনি বলুন, হে আহলি কিতাব ! তোমরা কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও

حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم

যতক্ষণ না তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো তাওরাত ও ইনজীলকে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে

৬৭ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الرَّسُوْلُ-(ال+رسول)-রাসূল ; بَلِّغْ-পৌছে দিন ; مَآ-তা, যা ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; لَّمْ تَفْعَلْ-আপনি না করেন ; فَمَا بَلَّغْتَ-(ف+ما بلغت)-তবে তো আপনি পৌছালেন না ; رِسْلَتَهُ-(رسلة+ه)-তাঁর পয়গাম ; وَ-আর; اللّٰهُ-আল্লাহই ; يَعْصِمُكَ-(يعصم+ك)-আপনাকে রক্ষা করবেন ; مِنَ-থেকে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَايَهْدِىْ-হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ-(ال+قوم)-সম্প্রদায়কে ; الْكٰفِرِيْنَ-(ال+كفرين)-কাফের। ৬৮ قُلْ-আপনি বলুন ; يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ-(يا+اهل+ال+كتب)-হে আহলি কিতাব ; لَسْتُمْ-তোমরা প্রতিষ্ঠিত নও ; عَلٰى-উপর ; شَىْءٍ-কোনো কিছুর ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; تُقِيْمُوْا-তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো; التَّوْرٰةَ-(ال+تورة)-তাওরাত; وَ-ও; الْاِنْجِيْلَ-(ال+انجيل)-ইনজিলকে ; وَ-এবং ; مَآ-যা ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ;[৯৭] আর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা অবশ্যই বৃদ্ধি করবে তাদের অনেকেরই

طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

অবাধ্যতা ও কুফরীকে ;[৯৮] সুতরাং আপনি এ কাফের সম্প্রদায়টির জন্য দুঃখবোধ করবেন না।

﴿٦٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী, সাবেয়ী ও খৃস্টান (তাদের মধ্যে)

مِنْ–পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ–(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ–আর ; لَيَزِيْدَنَّ–তা অবশ্যই বৃদ্ধি করবে ; كَثِيْرًا–অনেকেরই ; مِّنْهُمْ–(من+هم)-তাদের ; مَّآ–যা ; اُنْزِلَ–নাযিল করা হয়েছে ; اِلَيْكَ–আপনার প্রতি ; مِنْ–পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ–আপনার প্রতিপালকের ; طُغْيَانًا–অবাধ্যতা ; وَ–ও ; كُفْرًا–কুফরীকে ; فَلَا تَاْسَ–(ف+لا تاس)-সুতরাং আপনি দুঃখবোধ করবেন না ; عَلَى–জন্য ; الْقَوْمِ–(ال+قوم)-সম্প্রদায়টির ; الْكٰفِرِيْنَ–কাফের। ৬৯ اِنَّ–নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছে ; وَ–এবং ; الَّذِيْنَ–যারা ; هَادُوْا–ইয়াহূদী হয়েছে ; وَ–ও ; الصّٰبِـُٔوْنَ–(ال+صبئون)-সাবেয়ী ; وَ–ও ; النَّصٰرٰى–(ال+نصرى)-খৃস্টান ;

৯৭. তাওরাত ও ইনজিলকে প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হলো–সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাওরাত ও ইনজিলের বিধানকে নিজেদের জীবন বিধানে পরিণত করা। এখানে একটি কথা জানা থাকা প্রয়োজন যে, উল্লেখিত আসমানী গ্রন্থ দুটো আজ আর অবিকৃত নেই। এরপরও এ কিতাব দুটোতে আল্লাহর বাণী, ঈসা (আ)-এর বাণী এবং অন্যান্য নবী-পয়গাম্বরদের যেসব বাণী অবিকৃত আছে সেগুলোকে আলাদা করে কুরআন মাজীদের সাথে মিলিয়ে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর শিক্ষা এবং কুরআন মাজীদের শিক্ষার সাথে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। তবে যেসব অংশ ইয়াহূদী-খৃস্টান লেখকরা নিজেরাই রচনা করে এতে যোগ করে দিয়েছে সেগুলোর সাথে কুরআন মাজীদের শিক্ষার পার্থক্য অবশ্যই দেখা যাবে। ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা যদি অপরিবর্তিত অংশগুলোর বিধি-নিষেধও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতো তাহলেও তাদের ধর্ম পরিবর্তনের প্রশ্ন দেখা দিতো না, বরং তাদের চলার পথের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই তারা কুরআন মাজীদের অনুসারী হয়ে যেতো।

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও শেষ দিবসের উপর এবং করেছে সৎকাজ, তাদের নেই কোনো ভয়

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٧٠﴾ لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

আর তারা দুঃখিতও হবে না।[৯৯] ৭০. নিসন্দেহে আমি বনী ইসরাঈল থেকে গ্রহণ করেছিলাম অঙ্গীকার

وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى

এবং প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিকট অনেক রাসূল ; যখনই কোনো রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আসতো যা কামনা করে না

اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾

তাদের অন্তর ; তখনই তারা একদলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতো এবং একদলকে করতো হত্যা।

مَنْ–(তাদের মধ্যে) যারা ; اٰمَنَ–ঈমান এনেছে ; بِاللّٰهِ–(ب+الله)-আল্লাহর উপর ; وَ–ও ; الْيَوْمِ الْاٰخِرِ–(ال+يوم+ ال+اخر)-শেষ দিবসের উপর ; وَ–এবং ; عَمِلَ–করেছে ; صَالِحًا–সৎকাজ ; فَلَا خَوْفٌ–(ف+لا+خوف)-নেই কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ–তাদের ; وَ–আর ; لَا–না ; هُمْ–তারা ; يَحْزَنُوْنَ–হবে দুঃখিত। ⑦⓪ لَقَدْ اَخَذْنَا–(ل+قد اخذنا)-নিসন্দেহে আমি গ্রহণ করেছিলাম ; مِيْثَاقَ–অঙ্গীকার ; بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ–বনী ইসরাঈল থেকে ; وَ–এবং ; اَرْسَلْنَآ–প্রেরণ করেছিলাম ; اِلَيْهِمْ–তাদের নিকট ; رُسُلًا–অনেক রাসূল ; كُلَّمَا–(كل+ما)-যখনই ; جَآءَ–আসতো ; هُمْ–তাদের নিকট ; بِمَا–(ب+ما)-এমন কিছু নিয়ে যা ; لَا تَهْوٰٓى–কামনা করে না ; اَنْفُسُهُمْ–(انفس+هم)-তাদের অন্তর ; فَرِيْقًا–একদলকে ; كَذَّبُوْا–তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করতো ; وَ–এবং ; فَرِيْقًا–একদলকে ; يَّقْتُلُوْنَ–হত্যা করতো।

৯৮. অর্থাৎ তারা যেহেতু তাওরাত ও ইনজিলের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তাই কুরআন মাজীদের শিক্ষার অনুসারী হওয়ার পরিবর্তে তাদের হঠকারিতা তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা না করে কঠোর বিরোধী করেই তুলবে।

৯৯. সূরা আল বাকারার ৬২নং আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

⑪ وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

৭১. আর তারা ধারণা করেছিলো যে, তাদের কোনো শাস্তি হবে না, ফলে তারা হয়ে গিয়েছিলো অন্ধ ও বধির, অতপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করে নিলেন।

ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

তারপরও তাদের অনেকেই রয়ে গেলো অন্ধ ও বধির ; আর তারা যা করছে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

⑫ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ

৭২. যারা বলে 'মাসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ' তারা নিসন্দেহে কুফরী করে ;

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۭ

আর মাসীহ বলেছেন—'হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত করো' ;

⑪ وَ–আর ; حَسِبُوْٓا–তারা ধারণা করেছিলো ; اَلَّا تَكُوْنَ–(ان+لاتكون)-যে, তাদের হবে না ; فِتْنَةٌ–কোনো শাস্তি ; فَعَمُوْا–(ف+عموا)-ফলে তারা হয়েছিলো অন্ধ ; وَ–ও ; صَمُّوْا–হয়ে গিয়েছিলো বধির ; ثُمَّ–অতপর ; تَابَ–তাওবা কবুল করে নিলেন ; اَللّٰهُ–আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ–তাদের ; ثُمَّ–তারপরও ; عَمُوْا–রয়ে গেল অন্ধ ; وَ–ও ; صَمُّوْا–রয়ে গেল বধির ; كَثِيْرٌ–অনেকেই ; مِّنْهُمْ–তাদের ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; بَصِيْرٌ–সম্যক দ্রষ্টা ; بِمَا–(ب+ما)-তার যা ; يَعْمَلُوْنَ–তারা করছে। ⑫ لَقَدْ كَفَرَ–(ل+قد كفر)-তারা নিসন্দেহে কুফরী করে ; الَّذِيْنَ–যারা ; قَالُوْٓا–বলে ; اِنَّ–নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; هُوَ–তিনি ; الْمَسِيْحُ–(ال+مسيح)-মাসীহ ; ابْنُ–ইবনে ; مَرْيَمَ–মারইয়াম ; وَ–আর ; قَالَ–বলেছেন ; الْمَسِيْحُ–মসহীহ ; يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ–(يا+بني+اسرائيل)-হে বনী ইসরাঈল ; اعْبُدُوْا–তোমরা ইবাদাত করো ; اللّٰهَ–আল্লাহর ; رَبِّيْ–আমার প্রতিপালক ; وَ–ও ; رَبَّكُمْ–(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ;

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ

নিশ্চয়ই যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, নিসন্দেহে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম ;

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ

আর যালেমদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী। ৭৩. নিসন্দেহে তারা কুফরী করে যারা বলে—'নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনের মধ্যে এক ;

وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ

অথচ নেই কোনো ইলাহ এক আল্লাহ ছাড়া ; আর তারা যা বলছে তা থেকে যদি তারা বিরত না হয়,

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ

তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের নিকট অবশ্যই পৌঁছে যাবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ৭৪. তবে কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না এবং ক্ষমা চাইবে না তাঁর নিকট ?

اِنَّهُ—নিশ্চয়ই ; مَنْ—যে কেউ ; يُشْرِكْ—শরীক করে ; بِاللّٰهِ—(ب+اللّٰه)-আল্লাহর সাথে ; فَقَدْ حَرَّمَ—(ف+قد حرم)-নিসন্দেহে হারাম করে দেন ; اللّٰهُ—আল্লাহ ; عَلَيْهِ—তার জন্য ; الْجَنَّةَ—(ال+جنة)-জান্নাত ; وَ—এবং ; مَاْوٰهُ—(ماوى+ه)-তার ঠিকানা হয় ; النَّارُ—(ال+نار)-জাহান্নাম ; وَ—আর ; مَا—নেই ; لِلظّٰلِمِيْنَ—(ل+ال+ظلمين)-যালেমদের জন্য ; مِنْ اَنْصَارٍ—(من+انصار)-কোনো সাহায্যকারী। ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ—(ل+قد كفر)-নিসন্দেহে তারা কুফরী করে ; الَّذِيْنَ—যারা ; قَالُوْا—বলে ; اِنَّ—নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ—আল্লাহ হলেন ; ثَالِثُ—তৃতীয় একক ; ثَلٰثَةٍ—তিনের ; وَ—অথচ ; مَا—নেই ; مِنْ اِلٰهٍ—কোনো ইলাহ ; اِلَّا—ছাড়া ; اِلٰهٌ—ইলাহ ; وَّاحِدٌ—এক ; وَاِنْ—(و+ان)-আর যদি ; لَمْ يَنْتَهُوْا—তারা বিরত না হয় ; عَمَّا—(عن+ما)-তা থেকে যা ; يَقُوْلُوْنَ—তারা বলছে ; لَيَمَسَّنَّ—অবশ্যই পৌঁছে যাবে ; الَّذِيْنَ—তাদের নিকট যারা ; كَفَرُوْا—কুফরী করেছে ; مِنْهُمْ—তাদের মধ্যে ; عَذَابٌ—শাস্তি ; اَلِيْمٌ—যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٧٣﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ—(ا+ف+لايتوبون)-তবে কি তারা ফিরে আসবে না ; اِلَى—দিকে ; اللّٰهِ—আল্লাহর ; وَ—এবং ; يَسْتَغْفِرُوْنَهُ—(يستغفرون+ه)-ক্ষমা চাইবে না তাঁর নিকট ?

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ

আল্লাহতো অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭৫. মাসীহ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন ;

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۚ كَانَا يَاْكُلٰنِ

নিসন্দেহে গত হয়েছে তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল এবং তাঁর মাতা ছিলেন একজন সত্য নিষ্ঠ মহিলা ; তাঁরা উভয়ে খেতেন

الطَّعَامَ ۚ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ

খাদ্য ; দেখুন আমি তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ কিরূপে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেই, পুনরায় দেখুন

اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ

কিভাবে তারা উল্টোমুখী ফিরে যাচ্ছে ?[১০০] ৭৬. আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছো, যে কোনো শক্তিই রাখে না

وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহতো ; غَفُوْرٌ–অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ–পরম দয়ালু। (৭৫) مَا–কিছু নন ; الْمَسِيْحُ–(ال+مسيح)-মাসীহ ; ابْنُ مَرْيَمَ–ইবনে মারইয়াম ; اِلَّا–ছাড়া ; رَسُوْلٌ–একজন রাসূল ; قَدْ خَلَتْ–নিসন্দেহে গত হয়েছে ; مِنْ قَبْلِهِ–(من+قبل+ه)-তাঁর পূর্বে ; الرُّسُلُ–(ال+رسل)-অনেক রাসূল ; وَ–এবং ; اُمُّهٗ–(ام+ه)-তাঁর মাতা ছিলেন ; صِدِّيْقَةٌ–একজন সত্য নিষ্ঠ মহিলা ; كَانَا يَاْكُلٰنِ–তাঁরা উভয়ে খেতেন ; الطَّعَامَ–(ال+طعام)-খাদ্য ; اُنْظُرْ–দেখুন ; كَيْفَ–কিরূপে; نُبَيِّنُ–আমি সুস্পষ্ট বর্ণনা দেই ; لَهُمُ–তাদের জন্য ; الْاٰيٰتِ–(ال+ايت)-নিদর্শনসমূহ ; ثُمَّ–পুনরায় ; انْظُرْ-দেখুন ; اَنّٰى–কিভাবে ; يُؤْفَكُوْنَ–তারা উল্টোমুখী ফিরে যাচ্ছে। (৭৬) قُلْ-আপনি বলুন ; اَتَعْبُدُوْنَ–(ا+تعبدون)-তোমরা কি ইবাদাত করছো ; مِنْ دُوْنِ–ছেড়ে ; اللّٰهِ–আল্লাহকে ; مَا–এমন কিছুর যা ; لَا يَمْلِكُ–কোনো শক্তিই রাখে না ;

১০০. এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহ' হিসেবে পূজো করার খৃস্টানদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে। ঈসা (আ) যে মানুষ ছিলেন, এরপর এতে আর কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। কারণ তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখিত হয়েছে এগুলো একজন মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। যেমন—

তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ? আর আল্লাহই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

৭৭ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ

৭৭. আপনি বলুন—হে আহলি কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না।

وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ

আর তোমরা এমন সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে

وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۝

আর পথভ্রষ্ট করেছে অনেককে এবং তারা বিচ্যুত হয়েছে সরল-সঠিক পথ থেকে।[১০১]

لَكُمْ–তোমাদের ; ضَرًّا–কোনো ক্ষতি ; وَّ–বা ; نَفْعًا–উপকার করার ; وَ–আর ; اللّٰهُ هُوَ–আল্লাহই ; السَّمِيْعُ–(ال+سميع)–সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيْمُ–(ال+عليم)–সর্বজ্ঞ। (৭৭) قُلْ–আপনি বলুন ; يٰاَهْلَ–হে আহলি ; الْكِتٰبِ–কিতাব ; لَاتَغْلُوْا–তোমরা বাড়াবাড়ি করো না ; فِىْ–ব্যাপারে ; دِيْنِكُمْ–(دين+كم)–তোমাদের দীনের ; غَيْرَ الْحَقِّ–(غير+ال+حق)–অন্যায়ভাবে ; وَ–আর ; لَاتَتَّبِعُوْا–তোমরা অনুসরণ করো না ; اَهْوَاءَ–খেয়াল খুশীর ; قَوْمٍ–এমন সম্প্রদায়ের ; قَدْ ضَلُّوْا–যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; مِنْ قَبْلُ–ইতিপূর্বে ; وَ–আর ; اَضَلُّوْا–পথভ্রষ্ট করেছে ; كَثِيْرًا–অনেককে ; وَّ–এবং ; ضَلُّوْا–তারা বিচ্যুত হয়েছে ; عَنْ–থেকে ; سَوَاءِ–সরল-সঠিক ; السَّبِيْلِ–(ال+سبيل)–পথ।

তিনি একজন মহিলার গর্ভেই জন্মলাভ করেছেন ; তাঁর একটি বংশ-তালিকা আছে ; তাঁর দৈহিক অবয়বও মানুষের মতোই ছিলো ; তিনি পানাহার করতেন, নিদ্রা যেতেন, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব করতেন। ইনজিলেও তাঁকে মানুষই বলা হয়েছে ; তারপরও খৃস্টান সম্প্রদায় তাঁকে আল্লাহর গুণাবলী সম্পন্ন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—এটা তাদের গুমরাহী ছাড়া কিছুই নয়।

১০১. এখানে সেসব জাতির প্রতি ইংগীত করা হয়েছে, যেসব জাতির ভ্রান্ত আকীদা

-বিশ্বাস খৃস্টানরা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছিলো। খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদী আকীদার সাথে ঈসা (আ)-এর প্রচারিত দীনের কোনো সম্পর্ক নেই। হযরত ঈসা (আ)-এর প্রথম দিকের অনুসারীদের মধ্যেও এ আকীদার অস্তিত্ব ছিলো না। পরবর্তীকালের খৃস্টানরা ঈসা (আ)-এর প্রতি ভক্তি ও সম্মান দেখানোর প্রশ্নে বাড়াবাড়ি করে এবং প্রতিবেশী গ্রীক দার্শনিকদের অলীক ধ্যান-ধারণা ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আকীদার সাথে তাদের ভ্রান্ত আকীদার সংমিশ্রণ করে ফেলে এবং এভাবে তারা একটি নতুন ধর্মমত তৈরি করে নেয় ; যার সাথে হযরত ঈসার মূল শিক্ষার কোনো প্রকার সম্পর্কই নেই। আলোচ্য আয়াতে সেই ভ্রান্ত গ্রীক দার্শনিকদের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে।

১০ রুকূ' (৬৭-৭৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের প্রচার তথা 'তাবলীগে দীনের' কাজ নিসংকোচে চালিয়ে যেতে হবে। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। অন্যথায় এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২. যারা দীনের তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকবে, তাদের কোনো ক্ষতি বাতিলপন্থীরা করতে পারবে না। আল্লাহই তাদেরকে রক্ষা করবেন।

৩. আল্লাহর কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অর্থাৎ শরয়ী বিধান অনুসরণ ছাড়া কোনো প্রকার আধ্যাত্মিকতা, কাশ্‌ফ, ইলহাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

৪. তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন কর্তৃক প্রদত্ত বিধান বিশুদ্ধভাবে ও পরিপূর্ণভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ বিধান নিয়ে এসেছে এবং এতে তাওরাত ও ইনজিলের সঠিক বিধানাবলী সংযোজিত হয়েছে। তাই কুরআন মাজীদের পরিপূর্ণ অনুসরণের দ্বারাই উক্ত দুটো কিতাবের অনুসরণ হয়ে যাবে।

৫. কুরআন মাজীদকে অনুসরণ করতে গিয়ে যদি তাতে কোনো সমাধান পাওয়া না যায়, তাহলে রাসূলের হাদীস থেকে সমাধান বের করতে হবে। কারণ রাসূলের দেয়া সমাধানও ওহীর মাধ্যমে হয়েছে।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন তা তিন প্রকার—(ক) কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে, (খ) কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি ; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ; (গ) রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন।

৭. যাদের ভাগ্যে হিদায়াত নেই, দীনী দাওয়াত দ্বারা তাদের গুমরাহী আরও বেড়ে যাবে, এতে দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৮. আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং সৎকর্ম সম্পাদনের শর্তে চার সম্প্রদায়ের মুক্তির কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে—মুসলমান, ইয়াহুদী, সাবেয়ী ও খৃস্টান। সাবেয়ী দ্বারা হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ যাবূরের অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৯. কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষার সমাবেশ ঘটেছে, তাই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে এর নির্দেশ রয়েছে।

১০. কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাওরাত, ইনজিল ও যাবূরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না।

১১. বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহুদীরা অনেক নবীকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে এবং অনেককে হত্যা করেছে, ফলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করে দেন তারা হিদায়াত থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। তাওবা করে তারা হিদায়াতের পথে আসে, পুনরায় তাদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

১২. যারা তিন খোদার মতবাদে বিশ্বাসী তারা কাফের, তাদের স্থান হবে জাহান্নামে। এ মত থেকে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের মুক্তি নেই।

১৩. হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নবী ছিলেন এবং একজন মানুষ ছিলেন। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন সবাই মানুষ ছিলেন। যারা এ মতের বিপরীত মত পোষণ করে তারা পথভ্রষ্ট।

১৪. রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া আল্লাহ, আখেরাত, আসমানী কিতাবে বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়। আর রিসালাতে বিশ্বাসহীন ঈমান দ্বারা মুক্তি পাওয়াও যাবে না।

১৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাবের বিধানের সাথে নিজেদের মনগড়া বিধান অথবা তথাকথিত কোনো দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর মতামত সংযুক্ত করার কোনো অবকাশ নেই ; কারণ আল্লাহর বিধানই পূর্ণাঙ্গ।

১৬. যারা এ ধরনের প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যাদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৯

⑱ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো, তাদেরকে লা'নত করা হয়েছিলো দাউদের ভাষায়

وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের (ভাষায়) ; এটা এজন্য যে, তারা করেছিলো নাফরমানী এবং তারা সীমালংঘনও করতো।

⑲ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

৭৯. তারা যেসব অন্যায় কাজ করতো তা থেকে একে অপরকে বারণ করতো না ;[১০২] কতই না মন্দ তা যা তারা করতো

⑱ لُعِنَ-তাদেরকে লা'নত করা হয়েছিলো ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিলো; مِنْ-মধ্যে ; بَنِيْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ-(بنى+اسرائيل)-বনী ইসরাঈলের ; عَلٰى لِسَانِ-(على+لسان)-ভাষায় ; دَاوٗدَ-দাউদের ; وَ-এবং ; عِيْسَى-ঈসা ; ابْنِ مَرْيَمَ-(ابن+مريم)-ইবনে মারইয়ামের ; ذٰلِكَ-এটা ; بِمَا-এজন্য যে ; عَصَوْا-তারা নাফরমানী করেছিলো ; وَّ-এবং ; كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ-তারা সীমালংঘন করতো। ⑲ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ-তারা একে অপরকে বারণ করতো না ; عَنْ-থেকে ; مُّنْكَرٍ-যেসব অন্যায় কাজ ; فَعَلُوْهُ-(فعلوا+ه)-যা তারা করতো ; لَبِئْسَ-কতই না মন্দ তা ; مَا-যা ; كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ-তারা করতো।

১০২. দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে বিকৃতির সূচনা হয় গুটিকতক লোকের মাধ্যমে। অতপর তা মহামারীর মতো জাতির পুরো দেহে ছড়িয়ে পড়ে। সামগ্রিক জাতীয় বিবেক যদি সচেতন থাকে তাহলে সূচনাতেই গুটিকতক লোককে বিকৃতি থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে গোটা জাতিকেই বিকৃতি থেকে রক্ষা করা সহজ হয়ে পড়ে। আর যদি এ ক্ষেত্রে সমগ্র জাতীয় বিবেক উপেক্ষা-অবহেলার ভাব দেখায় এবং তাদেরকে মন্দ কাজের স্বাধীনতা দিয়ে রাখে, তাহলে সীমিত ব্যক্তির বিকৃতি পুরো সমাজ দেহকে ছেয়ে ফেলে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে এভাবেই বিকৃতি এসেছে।

⑧⓪ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ

৮০. তাদের মধ্যে অনেককেই আপনি দেখবেন যে, তারা বন্ধুত্ব করছে কাফেরদের সাথে ; অবশ্যই মন্দ তা

مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ

যা তারা নিজেরা তাদের জন্য অগ্রে পাঠিয়েছে। কেননা আল্লাহ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আযাবের মধ্যে থাকবে

هُمْ خٰلِدُوْنَ ⑧① وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ

তারা চিরকাল। ৮১. আর যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহর প্রতি ও নবীর প্রতি

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ

এবং তাঁর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না তাদেরকে (কাফেরদের)[১০৩] কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই

⑧⓪ تَرٰى –আপনি দেখবেন ; كَثِيْرًا–অনেককেই ; مِّنْهُمْ–তাদের মধ্যে ; يَتَوَلَّوْنَ-তারা বন্ধুত্ব করছে ; الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-(الذين+كفروا)-কাফেরদের সাথে ; لَبِئْسَ –অবশ্যই তা মন্দ ; مَا–যা ; قَدَّمَتْ–অগ্রে পাঠিয়েছে ; لَهُمْ –তাদের জন্য ; اَنْفُسُهُمْ-(انفس+هم)-তারা নিজেরা ; اَنْ –কেননা ; سَخِطَ –অসন্তুষ্ট হয়েছেন ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; وَ-এবং ; فِيْ-মধ্যে ; الْعَذَابِ-(ال+عذاب)-আযাবের ; هُمْ -তারা ; خٰلِدُوْنَ –চিরকাল থাকবে। ⑧① وَ –আর ; لَوْ –যদি ; كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ –তারা ঈমান আনতো ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ–ও ; النَّبِيِّ-(ال+نبى)-নবীর প্রতি ; وَ-এবং ; مَآ -যা, তাতে ; اُنْزِلَ -নাযিল করা হয়েছে ; اِلَيْهِ-তার প্রতি ; مَا اتَّخَذُوْهُمْ-(ما+اتخذوا+هم)-তারা গ্রহণ করতো না তাদেরকে ; اَوْلِيَآءَ –বন্ধুরূপে ; وَلٰكِنَّ –কিন্তু ; كَثِيْرًا –অধিকাংশই ; مِّنْهُمْ –তাদের মধ্যে ;

১০৩. অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে যারা বিশ্বাস করে তারা মুশরিকদের তুলনায় এমন লোকদেরকেই সমর্থন ও সহযোগিতা করবে, যারা তাদের মতোই তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং এটাই স্বাভাবিক। যদিও দীন শরীআতের বিধানে পার্থক্য রয়েছে ; কিন্তু এ ইয়াহুদী এর ব্যতিক্রম, তাওহীদ ও শিরকের দ্বন্দ্বে তারা সচরাচর মুশরিকদেরকেই সহযোগিতা করে থাকে। অথচ তারা কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে।

فَسِقُوْنَ ۝ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا

ফাসেক। ৮২. আপনি অবশ্যই পাবেন মানুষের মধ্যে শত্রুতায় কঠোর মু'মিনদের প্রতি

الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ

ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে ; আর অবশ্যই আপনি পাবেন তাদের মধ্যে অধিকতর নিকটবর্তী

مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۗ ذٰلِكَ

মু'মিনদের প্রতি বন্ধুত্বে তাদেরকে, যারা বলে—"আমরাতো নাসারা ; এটা

بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক আলেম ও সংসারত্যাগী দরবেশ এবং তারা কখনো অহংকার করে না।[১০৪]

فَسِقُوْنَ –ফাসেক। ৮২ لَتَجِدَنَّ –আপনি অবশ্যই পাবেন ; اَشَدَّ النَّاسِ –(اشد+ال+ناس)-মানুষের মধ্যে কঠোরতর ; عَدَاوَةً–শত্রুতায় ; لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا–মু'মিনদের প্রতি ; الْيَهُوْدَ –(ال+يهود)-ইয়াহুদীদেরকে ; وَ –এবং ; الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا –মুশরিকদেরকে ; وَ –আর ; لَتَجِدَنَّ –আপনি অবশ্যই পাবেন ; اَقْرَبَهُمْ –(اقرب+هم)-তাদের মধ্যে অধিকতর নিকটবর্তী ; مَّوَدَّةً –বন্ধুত্বে ; لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا –(ل+الذين+امنوا)-মু'মিনদের প্রতি ; الَّذِيْنَ –তাদেরকে যারা ; قَالُوْٓا –বলে ; اِنَّا –নিশ্চয়ই আমরা ; نَصٰرٰى –নাসারা ; ذٰلِكَ –এটা ; بِاَنَّ –এ কারণে যে ; مِنْهُمْ–তাদের মধ্যে রয়েছে ; قِسِّيْسِيْنَ–অনেক আলেম ; وَ–ও ; رُهْبَانًا –সংসারত্যাগী দরবেশ ; وَّ –এবং ; اَنَّهُمْ –(ان+هم)-তারা কখনো ; لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ –অহংকার করে না।

১০৪. মুসলমানদের কাজ-কারবারে দেখা যায় বর্তমানকালের খৃষ্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইয়াহুদীদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। তবে এক সময় খৃষ্টানদের মধ্যে আল্লাহভীরু ও সত্য প্রিয় লোকের সংখ্যাধিক্য ছিলো। ফলে তখন দেখা গেছে তারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। অপরদিকে ইয়াহুদীদের অবস্থা এমন ছিলো না। ইয়াহুদী আলেমরাও সংসার ত্যাগের পরিবর্তে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কেবল জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলো। তারা সংসারের মোহে এমনই আবিষ্ট ছিলো যে, সত্য-মিথ্যা ও হালাল-হারামের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করতো না।

﴿٨٣﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ

৮৩. আর তারা যখন তা শোনে, যা রাসূলের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আপনি তাদের চোখগুলোকে দেখবেন প্রবাহিত হচ্ছে

مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا

অশ্রু, যেহেতু তারা চিনে নিয়েছে সত্যকে ; তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান আনলাম, সুতরাং আমাদেরকে তালিকাভুক্ত করুন

مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٤﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ

(সত্যের) সাক্ষ্যদাতাদের সাথে। ৮৪. আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা ঈমান আনবো না আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের নিকট যা সত্য থেকে এসেছে তার প্রতি

وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ

অথচ আমরা কামনা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের মধ্যে শামিল করবেন।[১০৫] ৮৫. ফলে আল্লাহ তাদেরকে বিনিময় দিলেন

(৮৩) وَ-আর ; إِذَا-যখন ; سَمِعُوا-তারা শোনে ; مَا-যা ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَى-প্রতি ; الرَّسُولِ-রাসূলের ; تَرَى-আপনি দেখবেন ; أَعْيُنَهُمْ-(اعين+هم)-তাদের চোখগুলোকে ; تَفِيضُ-প্রবাহিত হচ্ছে ; مِنَ الدَّمْعِ-(من+ال+دمع)-অশ্রু ; مِمَّا-(من+ما)-যেহেতু ; عَرَفُوا-তারা চিনে নিয়েছে ; مِنَ الْحَقِّ-(من+ال+حق)-সত্যকে ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; آمَنَّا-আমরা ঈমান আনলাম ; فَاكْتُبْنَا-(ف+اكتبنا)-সুতরাং আপনি আমাদেরকে তালিকাভুক্ত করুন ; مَعَ-সাথে ; الشَّاهِدِينَ-(ال+شهدين)-(সত্যের) সাক্ষ্যদাতাদের। (৮৪) وَ-আর ; مَا-কি হয়েছে ; لَنَا-আমাদের যে ; لَا نُؤْمِنُ-আমরা ঈমান আনবো না ; بِاللَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; مَا-যা, তার প্রতি ; جَاءَنَا-(جاء+نا)-আমাদের নিকট এসেছে ; مِنَ الْحَقِّ-(من+ال+حق)-সত্য থেকে ; وَ-অথচ ; نَطْمَعُ-আমরা কামনা করি ; أَنْ-যে ; يُدْخِلَنَا-(يدخل+نا)-আমাদেরকে শামিল করবেন ; رَبُّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালক ; مَعَ-মধ্যে ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-লোকদের ; الصَّالِحِينَ-সৎ। (৮৫) فَأَثَابَهُمُ-(ف+اثاب+هم)-ফলে তাদেরকে বিনিময় দিলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

১০৫. এখানে খৃস্টানদের মধ্যেকার আল্লাহভীরু ও সত্য প্রিয় দলের কথা বলা হয়েছে

بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ

তাদের একথার জন্য, এমন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ, তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে ;

وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ

আর এরূপই হয় নেককারদের প্রতিদান। ৮৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা জেনেছে

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

بِمَا قَالُوْا-(ب+ما+قالوا)-তাদের একথার জন্য ; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাত ; تَجْرِىْ-প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-(ال+انهار)-নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ-তারা চিরস্থায়ী থাকবে ; فِيْهَا-সেখানে ; وَ-আর ; ذٰلِكَ-এরূপই হয় ; جَزَآءُ-প্রতিদান ; الْمُحْسِنِيْنَ-(ال+محسنين)-নেককারদের। ৮৬ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা জেনেছে ; بِاٰيٰتِنَآ-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনসমূহকে ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; اَصْحٰبُ-অধিবাসী ; الْجَحِيْمِ-(ال+جحيم)-জাহান্নামের।

হয়েছে। তবে যারাই এ ধরনের গুণের অধিকারী হবে ইসলামের দাওয়াত তাদের নিকট পৌছলে তারা অবশ্যই শেষ নবীর উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাবে। এমন লোকেরা অবশ্যই মুসলমানদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। এর অর্থ এটা কখনো নয় যে, খৃষ্টানরা যত অপকর্মই করুক না কেন তাদেরকে মুসলমানদের হিতৈষী মনে করতে হবে।

১১ রুকূ' (৭৮-৮৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য দুটো মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন-এর একটি হলো আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হলো নবী-রাসূল। এ দুটোর কোনোটাকে বাদ দিয়ে কোনোটাকে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

২. আল্লাহর কিতাবের বাস্তব প্রয়োগ হলো—নবী-রাসূলদের জীবন। সুতরাং এ দুটোর প্রতি যথোচিত ঈমান আনয়নকারীই হলো মু'মিন।

৩. অপরদিকে এ দুটোকে অমান্যকারী যেমন কাফের, তেমনি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনও কুফরী।

৪. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা যেমন কাফের, তেমন যারা নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহর স্থানে নিয়ে পৌঁছিয়েছে তারাও কাফের।

৫. নবী-রাসূলদের সাথে বনী ইসরাঈলের এরূপ চরম বাড়াবাড়িমূলক আচরণের জন্যই তারা তাঁদের লা'নতের উপযুক্ত হয়েছে এবং লা'নত তাদের উপর আপতিত হয়েছে। যারাই এরূপ আচরণ করবে তারাই নবীদের লা'নতের উপযোগী হবে।

৬. এটাই চিরন্তন রীতি—যে সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের তৎপরতা থাকবে না এবং যারা আল্লাহদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হবে। আর আখেরাতে তারা চিরকাল আযাবে নিপতিত থাকবে।

৭. কাফের-মুশরিকরা যেমন মু'মিনদের বন্ধু হতে পারে না। তেমনি যারা কাফের-মুশরিকদের বন্ধু তারা মু'মিন হতে পারে না।

৮. ইয়াহুদীরাই সমগ্র মানুষের মধ্যে মুসলমানদের চরম শত্রু।

৯. খৃষ্টানদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আল্লাহভীরু ও সত্যপ্রিয় লোক রাসূলের সময়ে ছিলো যারা বন্ধুত্বের দিক থেকে মুসলমানদের অধিকতর নিকটবর্তী। তারা অহংকারী নয়। এমন চরিত্রের লোক তাদের মধ্যে ভবিষ্যতেও থাকতে পারে। তবে এমন লোকেরা মুসলমান না হয়ে খৃষ্টান থাকতে পারে না।

১০. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তাদের মুক্তি এ জান্নাত লাভের উপায় হলো—হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত দীনের আনুগত্য করে জীবন যাপন করা।

১১. আর যারা মুহাম্মাদ (স)-এর উপর ঈমান আনবে না এবং তাঁর আনীত দীনের আনুগত্য করবে না তাদের স্থান হবে জাহান্নামে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-৭

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ

৮৭. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা সেসব পবিত্র বস্তু নিষিদ্ধ করো না যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন[১০৬]

وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ

এবং তোমরা সীমালংঘন করো না ;[১০৭] অবশ্যই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।
৮৮. আর তোমরা খাও তা থেকে যে রিযক তোমাদেরকে দিয়েছেন

ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

আল্লাহ হালাল ও পবিত্র বস্তু হিসেবে। আর আল্লাহকে ভয় করো যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

(৮৭) يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَاتُحَرِّمُوْا-তোমরা নিষিদ্ধ করো না ; طَيِّبٰتِ-সেসব পবিত্র বস্তু ; مَآ-যা ; اَحَلَّ-বৈধ করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-এবং ; لَاتَعْتَدُوْا-তোমরা সীমালংঘন করো না ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَايُحِبُّ-ভালোবাসেন না ; الْمُعْتَدِيْنَ-(ال+معتدين)-সীমালংঘনকারীদেরকে। (৮৮) وَ-আর ; كُلُوْا-তোমরা খাও ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে, যে ; رَزَقَكُمُ-(رزق+كم)-রিয্ক তোমাদেরকে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; حَلٰلًا-হালাল বস্তু ; طَيِّبًا-পবিত্র বস্তু হিসেবে ; وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; الَّذِىٓ-যার ; اَنْتُمْ-তোমরা ; بِهٖ-প্রতি ; مُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাসী।

১০৬. এখানে দুটো দিকে ইংগীত করা হয়েছে-(১) তোমরা নিজেরা কোনো জিনিস হালাল বা হারাম করার অধিকারী নও। কোনো জিনিস হালাল বা হারাম করার অধিকারী হলেন আল্লাহ। তিনি যা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তাকে তোমরা হালালই মনে করো এবং যা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন তাকে তোমরা হারাম মনে করো।

(২) খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সন্যাসী, যোগী ও ভিক্ষুদের মতো বৈরাগ্যবাদ, সংসার ত্যাগ এবং দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত বৈধ বস্তুর স্বাদ আস্বাদন

⑧⑨ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ

৮৯. আল্লাহ তোমাদেরকে বৃথা কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না, তবে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন

بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ

তার জন্য যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে করে থাকো ; এমতাবস্থায় তার কাফ্ফারা হবে দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা

مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ

মধ্যম মানের যা তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাকো—অথবা তাদের বস্ত্রদান করা, বা একজন ক্রীতদাস আযাদ করা,

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ

আর যে সামর্থ রাখে না তবে তিন দিন রোযা রাখা ; এটাই তোমাদের কসমের কাফ্ফারা, যখন তোমরা কসম করবে;[১০৮]

(৮৯) لَا يُؤَاخِذُكُمُ -(لايؤخذ+كم)-তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ -(ب+ال+لغو+فى+ايمان+كم)-তোমাদের বৃথা শপথের জন্য ; وَلٰكِنْ –তবে ; يُؤَاخِذُكُمْ -(يؤاخذ+كم)-তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন ; بِمَا-তার জন্য, যে ; عَقَّدْتُّمُ–তোমরা দৃঢ়ভাবে করে থাকো ; الْاَيْمَانَ-(ال+ايمان)-কসম ; فَكَفَّارَتُهٗ -(ف+كفارة+ه)-এমতাবস্থায় তার কাফ্ফারা হবে ; اِطْعَامُ–খাদ্য দান করা ; عَشَرَةِ–দশজন ; مَسٰكِيْنَ–মিসকীনকে ; مِنْ اَوْسَطِ-(من+اوسط)-মধ্যম মানের ; مَا –যা ; تُطْعِمُوْنَ –তোমরা খাইয়ে থাকো ; اَهْلِيْكُمْ -(اهلى+كم)-তোমাদের পরিবারবর্গকে ; اَوْ –অথবা ; كِسْوَتُهُمْ -(كسوة+هم)-তাদেরকে বস্ত্রদান করা ; اَوْ –অথবা ; تَحْرِيْرُ –আযাদ করা ; رَقَبَةٍ –একজন ক্রীতদাস ; فَمَنْ -(ف+من)-আর যে ; لَمْ يَجِدْ –সামর্থ রাখে না ; فَصِيَامُ-(ف+صيام)-তবে রোযা রাখা ; ثَلٰثَةِ–তিন ; اَيَّامٍ –দিন ; ذٰلِكَ–এটাই ; كَفَّارَةُ –কাফ্ফারা ; اَيْمَانِكُمْ -(ايمان+كم)-তোমাদের কসমের ; اِذَا –যখন ; حَلَفْتُمْ –তোমরা কসম করবে ;

ত্যাগ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করো না। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীসে এ ধরনের সংসার বিমুখতার বিপক্ষে বক্তব্য এসেছে।

وَاحْفَظُوٓا اَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

আর তোমরা তোমাদের কসমসমূহকে হিফাযত করো,[১০৯] আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

﴿٩٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَ

৯০. হে যারা ঈমান এনেছো ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদী ও

الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

ভাগ্য নির্ধারক তীর[১১০] শয়তানের কাজের ঘৃণ্য প্রতিফলন ছাড়া কিছু নয়, সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে।[১১১]

وَ –আর ; اَحْفَظُوٓا –তোমরা হিফাযত করো ; اَيْمَانَكُمْ-(ايمان+كم)-তোমাদের কসমসমূহের ; كَذٰلِكَ -এভাবেই ; يُبَيِّنُ -সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনসমূহ ; لَعَلَّكُمْ–সম্ভবত ; تَشْكُرُوْنَ -তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। ⑨⓪ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوٓا –ঈমান এনেছো ; اِنَّمَا –নিশ্চয়ই কিছুই নয় ; الْخَمْرُ-(ال+خمر)-মদ ; وَالْمَيْسِرُ-(و+ال+ميسر)-ও জুয়া ; وَالْاَنْصَابُ-(و+ال+انصاب)-ও প্রতিমার বেদী ; وَالْاَزْلَامُ-(و+ال+ازلام)-ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ; رِجْسٌ–ঘৃণ্য প্রতিফলন ; مِّنْ عَمَلِ–কাজের ; الشَّيْطٰنِ-(ال+شيطن)-শয়তানের ; فَاجْتَنِبُوْهُ-(ف+اجتنبوا+ه)-সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো ; لَعَلَّكُمْ –সম্ভবত ; تُفْلِحُوْنَ –তোমরা সফলকাম হবে।

১০৭. আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস অপসন্দনীয় ও বাড়াবাড়ি। (ক) হালালকে হারাম মনে করা। আল্লাহ কর্তৃক বৈধ জিনিস থেকে এমনভাবে দূরে সরে থাকা যেন তা অপবিত্র-অস্পৃশ্য। এটা এক প্রকার সীমালংঘন। (২) আল্লাহ প্রদত্ত বৈধ ও পবিত্র জিনিসসমূহ অযথা বা অপ্রয়োজনে খরচ করা, অপব্যয়-অপচয় করা—এটাও এক ধরনের সীমালংঘন। (৩) হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামে প্রবেশ করাও সীমালংঘনের আওতায় পড়ে। আল্লাহর নিকট উল্লেখিত তিন প্রকারের সীমালংঘনই অপসন্দনীয়।

⑨١ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

৯১. শয়তানতো অবশ্য চায় তোমাদের মধ্যে ঘটাতে শত্রুতা ও বিদ্বেষ

فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ

মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে বিরত রাখতে
আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে

فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ⑨٢ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

তবে কি তোমরা বিরত হবে না ? ৯২. আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং
আনুগত্য করো রাসূলের, আর সতর্ক হও ;

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ○

কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো, আমার রাসূলের দায়িত্ব
সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া বৈ কিছু নয়।

(৯১) إِنَّمَا يُرِيدُ-(انما+يريد)-অবশ্য চায় ; الشَّيْطَٰنُ-(ال+شيطن)-শয়তানতো ; أَن يُوقِعَ-ঘটাতে ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; الْعَدَٰوَةَ-(ال+عداوة)-শত্রুতা ; وَ-ও ; الْبَغْضَاءَ-(ال+بغضاء)-বিদ্বেষ ; فِي-মাধ্যমে ; الْخَمْرِ-(ال+خمر)-মদ ; وَ-ও ; الْمَيْسِرِ-(ال+ميسر)-জুয়ার ; وَ-এবং ; يَصُدَّكُمْ-(يصد+كم)-তোমাদেরকে বিরত রাখতে ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِ-স্মরণ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; عَنِ-থেকে ; الصَّلَوٰةِ-(ال+صلوة)-নামায ; فَهَلْ-(ف+هل)-তবে কি ; أَنتُمْ-তোমরা ; مُّنتَهُونَ-বিরত হবে না। (৯২) وَ-আর ; أَطِيعُوا-তোমরা আনুগত্য করো ; اللَّهَ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; أَطِيعُوا-আনুগত্য করো ; الرَّسُولَ-রাসূলের ; وَ-আর ; احْذَرُوا-সতর্ক হও ; فَإِنْ-(ف+ان)-কিন্তু যদি ; تَوَلَّيْتُمْ-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ; فَاعْلَمُوا-(ف+اعلموا)-তবে জেনে রেখো ; أَنَّمَا-বৈ কিছু নয় ; عَلَىٰ رَسُولِنَا-(على+رسول+نا)-আমার রাসূলের দায়িত্ব ; الْبَلَٰغُ-(ال+بلغ)-পৌঁছে দেয়া ; الْمُبِينُ-(ال+مبين)-সুস্পষ্টভাবে।

১০৮. অনিচ্ছাকৃতভাবে কেউ কসম করে ফেললে তার জন্য তাকে দায়ী করা হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-বুঝে কেউ যদি দৃঢ়ভাবে কসম করে বসে তবে তার এ কসম পূর্ণ করা উচিত নয়। কারণ হালাল বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার কসম ভেঙ্গে ফেলাই উচিত। আর তাই আল্লাহ তাআলা এখানে এ ধরনের কসমের কাফ্ফারার বিধান বর্ণনা করেছেন।

٩٣ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা আগে যা খেয়েছে তাতে তাদের কোনো গুনাহ নেই

إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا

যদি তারা সতর্ক হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারপর সংযত থাকে ও বিশ্বাস রাখে

ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

এরপর সংযত থাকে ও সৎকর্ম করে যায় ; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

৯৩ لَيْسَ –নেই ; عَلَى الَّذِيْنَ–(على+الذين)-তাদের যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; وَ –ও ; عَمِلُوْا –করেছে ; الصّٰلِحٰتِ –(ال+صلحت)-সৎকাজ ; جُنَاحٌ –কোনো গুনাহ ; فِيْمَا –তাতে, যা ; طَعِمُوْٓا –আগে খেয়েছে ; اِذَا مَا –যদি ; اتَّقَوْا –সতর্ক হয় ; وَّ –এবং ; اٰمَنُوْا –ঈমান আনে ; وَ –ও ; عَمِلُوْا –করে ; الصّٰلِحٰتِ –সৎকাজ ; ثُمَّ –তারপর ; اتَّقَوْا –সংযত থাকে ; وَ –ও ; اٰمَنُوْا –বিশ্বাস রাখে ; ثُمَّ –এরপর ; اتَّقَوْا –সংযত থাকে ; وَّ –ও ; اَحْسَنُوْا –সৎকর্ম করে যায় ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; يُحِبُّ –ভালোবাসেন ; الْمُحْسِنِيْنَ –(ال+محسنين)-সৎকর্মশীলদেরকে।

১০৯. কসমকে হিফাযত করা এখানে বুঝানো হয়েছে যে—(১) সঠিক ক্ষেত্রেই কসমকে ব্যবহার করতে হবে, বাজে কথা-কাজে বা গুনাহের কাজে কসম করা যাবে না। (২) সংগত কোনো ব্যাপারে কসম করলে তা যথারীতি মেনে চলতে হবে ; গাফলতী করে বা হেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে কসমের বিপক্ষে কাজ করা যাবে না। (৩) কোনো বৈধ ব্যাপারে কসম করলে তাকে যথাসাধ্য পূর্ণতায় পৌঁছাতে হবে। এমন কসমের বিরুদ্ধে কাজ করলে অবশ্যই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

১১০. এর ব্যাখ্যার জন্য অত্র সূরার প্রথম দিকে ৩নং আয়াতের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 'আযলাম' বা ভাগ্য নির্ধারণ তীরও এক ধরনের জুয়া, তবে জুয়ার সাথে এর কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। জুয়া সাধারণত একটি খেলা যার মাধ্যমে হঠাৎ করে টাকার মালিক হওয়া যায় বলে মনে করা হয়। এটাকে 'মাইসির' বলা হয়েছে। আর ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপের সাথে মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস জড়িত।

১১১. এখানে ৪টি জিনিস চূড়ান্তভাবে চিরদিনের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

—(১) মদ, (২) জুয়া, (৩) প্রতিমার বেদী বা এমন স্থান যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কোনো কিছু উৎসর্গ করার স্থান হিসাবে নির্ধারিত, (৪) ভাগ্য নির্ধারক তীর।

মদের নিষিদ্ধতা প্রসংগে ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারার ২১৯নং আয়াতে এবং সূরা আন নিসার ৪৩নং আয়াতে আলোচনা এসেছে। উল্লেখিত দুই স্থানে মদ চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়নি। বরং তার মন্দ দিকটা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মদ ব্যবহারের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। এরপর মদ ব্যবহারের কোনো প্রক্রিয়া বৈধ নেই।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"আল্লাহ তাআলা মদ, মদপানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক, শোধনকারী, উৎপাদন-শোধন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক, মদ বহনকারী এবং যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এ সকল ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন।"

মদ ব্যবহারের পাত্র এবং এ কাজে ব্যবহৃত দস্তরখানা ব্যবহার নিষেধ করার মধ্য দিয়ে মদ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা অনুধাবন করা যায়।

মদ দ্বারা এমন বস্তু বুঝায় যা মাদকতা আনে এবং বুদ্ধিকে বিকৃত করে। এমন বস্তু বেশী হোক বা কম তা হারাম।

ইসলামী শরীআতে মদ পানের শাস্তি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ৮০টি বেত্রাঘাত। মদ পানের শাস্তির বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরী করা সরকারের কর্তব্য। এ কর্তব্য কোনো প্রকারে এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই।

১২ রুকূ' (৮৭-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা যা বৈধ করে দিয়েছেন তাকে হারাম মনে করে সংসার ত্যাগ হারাম।

২. কোনো হালাল বস্তুকে হারাম বলে বিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যাবে।

৩. কেউ যদি হালাল বস্তুকে হালাল জেনে কোনো কারণে কসম করে নিজের জন্য হারাম করে নেয়, তাহলে তার কসম শুদ্ধ হবে। তবে বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম করা গুনাহ। এরূপ কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেয়া জরুরী।

৪. বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোনো হালালকে হারাম মনে না করে কার্যত হারামের মতো আচরণ দেখালে এবং এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করলে এটা বিদয়াত এবং সংসার ত্যাগ বা বৈরাগ্য। এরূপ করা কবীরা গুনাহ। তবে সাওয়াবের নিয়ত না থাকলে এবং দৈহিক বা আত্মিক অসুস্থতার জন্য কোনো বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে কোনো গুনাহ হবে না।

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে শুনে কোনো ব্যাপারে মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ।

৬. নিজের ধারণা মতে সত্য মনে করে কোনো ব্যাপারে কসম করা অর্থহীন। এতে কোনো গুনাহ না হলেও এরূপ কসম করা ঠিক নয়।

৭. ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার কসম করলে তা পূর্ণ করা জরুরী। এরূপে কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা প্রদান করতে হবে।

৮. কসমের কাফ্ফারা হলোঃ—দশজন মিসকীনকে দু বেলা মধ্যম মানের খাদ্য দান করা। অথবা দশজন দরিদ্র লোককে সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক দেয়া। অথবা কোনো ক্রীতদাস আযাদ করে দেয়া।

৯. কসম ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি আর্থিক দুর্বলতার কারণে উল্লেখিত কাফ্ফারা দিতে সমর্থ না হয়, তাহলে সে ক্রমাগত তিন দিন রোযা রাখবে।

৯. কসম করাকে গুরুত্বহীন মনে করা যাবে না ; যখন-তখন যেখানে-সেখানে কসম করা এবং তা ভেঙ্গে ফেলা—এরূপ করা অন্যায়। কসম করার প্রয়োজন দেখা দিলে তার যথার্থতা সম্পর্কে জেনে বুঝে এবং তা রক্ষা করার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কসম করা উচিত এবং তা রক্ষা করাও আবশ্যক।

১০. মদ, জুয়ার বিভিন্ন প্রকার ; আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বা কোনো প্রতিমার সামনে তৈরি বেদীতে কিছু উৎসর্গ করা ; অথবা ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা কোনো কিছু বণ্টন করা হারাম।

১১. বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লটারীও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা হারাম।

১২. সকলের অধিকার সমান এবং নির্ণেয় অংশগুলো পরস্পর সমান এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ অংশ কে নেবে এটা নির্ধারণের জন্য লটারী দেয়া জায়েয। অথবা একশটি দ্রব্যের প্রার্থী এক হাজার এবং সকলের অধিকারও সমান। এরূপ ক্ষেত্রে সকলের সম্মতিতে লটারীর সাহায্যে বণ্টন করা জায়েয।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٩٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ

৯৪. হে যারা ঈমান এনেছো ! অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এমন কতেক শিকার দ্বারা

تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ

যা শিকার করতে পারে তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে ;

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

সুতরাং এরপরও যে কেউ সীমালংঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ৯৫. হে যারা ঈমান এনেছো

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا

তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না ;[১১২] আর তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে

(৯৪) يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَيَبْلُوَنَّكُمُ-(ليبلون+كم)-অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِشَيْءٍ-এমন কতেক দ্বারা ; مِّنَ الصَّيْدِ-(من+ال+صيد)-শিকার ; تَنَالُهٗٓ-(تنال+ه)-যা শিকার করতে পারে ; اَيْدِيْكُمْ-(ايدى+كم)-তোমাদের হাত ; وَ-ও ; رِمَاحُكُمْ-(رماح+كم)-তোমাদের বর্শা ; لِيَعْلَمَ-যাতে জেনে নিতে পারেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَنْ-কে ; يَّخَافُهٗ-(يخاف+ه)-তাঁকে ভয় করে ; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-না দেখেও ; فَمَنِ-(ف+من)-সুতরাং যে কেউ ; اعْتَدٰى-সীমালংঘন করবে ; بَعْدَ-পরও ; ذٰلِكَ-এর ; فَلَهٗ-তার জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। (৯৫) يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো; لَا تَقْتُلُوا-তোমরা হত্যা করো না ; الصَّيْدَ-(ال+صيد)-শিকার ; وَ-অবস্থায় ; اَنْتُمْ-তোমরা ; حُرُمٌ-ইহরাম ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; قَتَلَهٗ-(قتل+ه)-তা হত্যা করবে ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; مُّتَعَمِّدًا-ইচ্ছাকৃতভাবে ;

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

তবে তার বিনিময় অনুরূপ গৃহপালিত পশু হবে, যা সে হত্যা করেছে,
তার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক

هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا

তা কুরবানীর পশু হিসেবে কা'বায় পৌঁছাতে হবে ; অথবা তার (পশু হত্যার) কাফফারা হবে কয়েকজন
মিসকীনকে খাদ্যদান করা, অথবা তা হবে সমান সংখ্যক রোযা রাখার মাধ্যমে[১১৩]

لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ

যাতে সে ভোগ করে নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল ; যা পেছনে হয়ে গেছে, আল্লাহ্ তা মাফ করে দিয়েছেন ;
আর যে পুনরায় করবে, আল্লাহ্ তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবেন ;

فَجَزَآءٌ-(ف+جزاء)-তবে তার বিনিময় হবে ; مِثْلُ-অনুরূপ ; مَا-যা ; قَتَلَ-সে হত্যা করেছে ; مِنَ النَّعَمِ-(من+ال+نعم)-গৃহ পালিত পশু থেকে ; يَحْكُمُ-ফায়সালা করবে ; بِهِ-তার ; ذَوَا عَدْلٍ-(ذوا+عدل)-দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; هَدْيًا-কুরবানীর পশু হিসেবে ; بٰلِغَ-পৌঁছাতে হবে ; الْكَعْبَةِ-(ال+كعبة)-কা'বায় ; أَوْ-অথবা ; كَفَّارَةٌ-কাফ্ফারা হবে ; طَعَامُ-খাদ্যদান ; مَسٰكِينَ-কয়েকজন মিসকীনকে ; أَوْ-অথবা ; عَدْلُ-সমান সংখ্যক ; ذٰلِكَ-তা হবে ; صِيَامًا-রোযা রাখার মাধ্যমে ; لِيَذُوقَ-যাতে সে ভোগ করে ; وَبَالَ-প্রতিফল ; أَمْرِهِ-(امر+ه)-নিজ কৃতকর্মের ; عَفَا-মাফ করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَمَّا-(عن+ما)-তা যা ; سَلَفَ-পেছনে হয়ে গেছে ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; عَادَ-পুনরায় করবে ; فَيَنْتَقِمُ-(ف+ينتقم)-তাহলে প্রতিশোধ নেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْهُ-তার নিকট থেকে ;

১১২. ইহরাম অবস্থায় নিজে শিকার করা অন্য কাউকে শিকার দেখিয়ে দেয়া উভয়ই নিষিদ্ধ। এছাড়া যে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আছে তার জন্য অন্য কেউ শিকার করে আনলে তা খাওয়াও জায়েয নেই। তবে কেউ নিজের জন্য শিকার করা প্রাণীর গোশ্ত তাকে হাদিয়া স্বরূপ দিলে তা খাওয়া জায়েয। কোনো হিংস্র প্রাণী এ বিধানের আওতাধীন নয়। যেমন সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং এমন কোনো হিংস্র প্রাণী যা মানুষের জন্য ক্ষতিকারক তা ইহরাম অবস্থায় মারা যেতে পারে।

১১৩. কোনো প্রাণী হত্যা করলে কতজন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে হবে তার কয়টি রোযা রাখতে হবে তাও দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক সিদ্ধান্ত দেবেন।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ

আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ৯৬. তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার করা ও তা খাওয়া[১১৪]

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ

তোমাদের এবং ভ্রমণকারীদের ভোগের জন্য ; আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে স্থলের শিকার যতক্ষণ তোমরা ইহরামে থাকবে ;

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। ৯৭. আল্লাহ্ নির্ধারিত করে দিয়েছেন—কা'বাকে

الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ۚ

যা মহাসম্মানিত ঘর, পবিত্র মাসকে, কা'বায় প্রেরিত কুরবানীর পশুকে এবং মালা পরিহিত পশুকে মানুষের জন্য স্থায়িত্বের মাধ্যম হিসেবে[১১৫]

وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَزِيْزٌ-পরাক্রমশালী ; ذُوا نْتِقَامٍ-প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ﴿٩٦﴾ اُحِلَّ-হালাল করা হয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; صَيْدُ-শিকার করা ; الْبَحْرِ-(ال+بحر)-সমুদ্রের ; وَ-ও ; طَعَامُهٗ-(طعام+ه)-তা খাওয়া ; مَتَاعًا-ভোগের জন্য ; لَكُمْ-তোমাদের ; وَ-এবং ; لِلسَّيَّارَةِ-(ل+ال+سيارة)-পর্যটকদের জন্য ; وَ-আর ; حُرِّمَ-নিষিদ্ধ করা হয়েছে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের জন্য ; صَيْدُ-শিকার ; الْبَرِّ-(ال+بر)-স্থলের ; مَا دُمْتُمْ-যতক্ষণ তোমরা থাকবে ; حُرُمًا-ইহরামে ; وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; الَّذِيْٓ-যার ; اِلَيْهِ-নিকট ; تُحْشَرُوْنَ-তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। ﴿٩٧﴾ جَعَلَ-নির্ধারিত করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْكَعْبَةَ-(ال+كعبة)-কা'বাকে ; الْبَيْتَ-(ال+بيت)-ঘর ; الْحَرَامَ-(ال+حرام)-মহা সম্মানিত ; قِيٰمًا-স্থায়িত্বের মাধ্যমে ; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য ; وَالشَّهْرَ-(و+ال+شهر)-মাসকে ; الْحَرَامَ-পবিত্র ; وَالْهَدْيَ-(و+ال+هدى)-কা'বায় প্রেরিত কুরবানীর পশুকে ; وَالْقَلَآئِدَ-(و+ال+قلائد)-এবং মালা পরিহিত পশুকে ;

১১৪. সামুদ্রিক শিকার হালাল হওয়ার কারণ হলো—সমুদ্রের সফরে অনেক সময় খাদ্য পানীয় শেষ হয়ে যায়, তখন সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর এজন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা হালাল করা হয়েছে।

ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

এটা এজন্য যেন তোমরা জানতে পারো—যাকিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে তা আল্লাহ অবশ্যই জানেন ;

وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

আর অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[১১৬] ৯৮. তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর

ذٰلِكَ–এটা এজন্য ; لِتَعْلَمُوْٓا–যেন তোমরা জানতে পারো যে ; اَنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; يَعْلَمُ–জানেন ; مَا–তা, যা কিছু আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ–(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ–এবং ; مَا–যা কিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ–(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ–আর ; اَنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; بِكُلِّ–প্রত্যেক ; شَىْءٍ–বিষয়ে ; عَلِيْمٌ–সর্বজ্ঞ। ﴿٩٨﴾ اِعْلَمُوْٓا–তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّ–নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; شَدِيْدُ–অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ–(ال+عقاب)-শাস্তি দানে ;

১১৫. আরব দেশে কা'বাঘর তার কেন্দ্রীয় অবস্থান ও পুত-পবিত্র ভাবমূর্তির কারণে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো। হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র দেশ কা'বাঘরের দিকে ধাবিত হতো। আর এজন্য সারা দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা এর উপর নির্ভরশীল ছিলো। হজ্জ উপলক্ষে সারা দেশের মানুষের যে সমাবেশ হতো তা আরবদেরকে এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতো। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রের মধ্যে এ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতো। এ উপলক্ষ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন বাড়ার ফলে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ হতো। হারাম ৪ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার কারণে বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করতো। এ সময় তাদের ব্যবসায়িক কাফেলাগুলো সারা দেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারতো। কুরবানীর পশু ও রং-বেরংয়ের মালা পরানো পশুর সারিও ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টিতেও সহায়ক হতো। এ সময় লুটতরাজ-রাহাজানিও বন্ধ থাকতো ; ফলে তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য কা'বাঘর ছিলো একটি মাধ্যম।

১১৬. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তাআলার এসব বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে তোমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারবে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কল্যাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে কত সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন। তিনি যেসব বিধি-বিধান জারী করেন তার মাধ্যমে মানব জীবন কতভাবে উপকৃত হচ্ছে। রাসূলের আগমনের পূর্বে তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রয়োজন ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত ছিলে না ; তোমরা ধ্বংসের পথের পথিক। আল্লাহ তোমাদের প্রয়োজন জানতেন বলেই তোমাদের জন্য কা'বা

وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

আর অবশ্যই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৯৯. রাসূলের দায়িত্ব পৌঁছে দেয়া ছাড়া কিছু নেই ; আর আল্লাহ জানেন

مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ

যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো।
১০০. আপনি বলুন—সমান নয় অপবিত্র

وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ

ও পবিত্র, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে,[১১৭]
অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো

يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۟

হে জ্ঞানীরা, সম্ভবত তোমরা সফলতা লাভ করবে।

وَ –আর ; اَنَّ –অবশ্যই ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; غَفُوْرٌ –অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ –পরম দয়ালু। ﴿٩٩﴾ مَا –কিছু নেই ; عَلَى –দায়িত্বে ; الرَّسُوْلِ –(ال+رسول)-রাসূলের ; اِلَّا –ছাড়া ; الْبَلٰغُ –(ال+بلغ)-পৌঁছে দেয়া ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; يَعْلَمُ –জানেন ; مَا –যা ; تُبْدُوْنَ –তোমরা প্রকাশ করো ; وَ –এবং ; مَا –যা ; تَكْتُمُوْنَ –তোমরা গোপন করো। ﴿١٠٠﴾ قُلْ –আপনি বলুন ; لَايَسْتَوِى –সমান নয় ; الْخَبِيْثُ –(ال+خبيث)-অপবিত্র ; وَ –ও ; الطَّيِّبُ –(ال+طيب)-পবিত্র ; وَلَوْ –যদিও ; اَعْجَبَكَ –(اعجب+ك)-তোমাকে মুগ্ধ করে ; كَثْرَةُ –আধিক্য ; الْخَبِيْثِ –অপবিত্রের ; فَاتَّقُوْا –(ف+اتقوا)-অতএব তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ –আল্লাহকে ; يٰۤاُولِى –(يا+اولى)-হে অধিকারীগণ ; الْاَلْبَابِ –(ال+الباب)-জ্ঞানের ; لَعَلَّكُمْ –সম্ভবত তোমরা ; تُفْلِحُوْنَ –সফলতা লাভ করবে।

ঘরকে কেন্দ্র বানিয়ে দিয়েছেন। আর এর ফলে তোমাদের জাতীয় জীবন নিরাপদ হয়ে গিয়েছিলো। কেবলমাত্র কা'বার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে চিন্তা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

১১৭. পবিত্র বস্তু যত নগণ্যই হোক না কেন তা অপবিত্রের বিশালাকার স্তূপ থেকে অনেক বেশী মূল্যবান। আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে বিপুল অর্থের মালিক হওয়ার

চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে সহজ-সরল স্বাভাবিক জীবন যাপন অনেক বেশী উত্তম। আবর্জনার একটি বিরাট স্তুপের চেয়ে এক ফোঁটা আতরের মূল্য অনেক বেশী। আর তাই যাঁরা যথার্থ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে হালালভাবে উপার্জিত জিনিস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। হারামের জাঁকজমক ও পরিমাণাধিক্য তাদের অন্তরে রেখাপাত করতে পারে না।

১৩ রুকূ' (৯৪-১০০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য হালাল-হারামের যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা-ই মানুষের জন্য কল্যাণকর।

২. হালাল বস্তুসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার যে সীমা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে সীমা অতিক্রম করা ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা।

৩. একইভাবে হারাম বস্তুসমূহের ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করাও বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা।

৪. আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহকে হালাল জেনে যথাযোগ্য স্থানে তা ব্যবহার করা এবং তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হারাম জেনে তা থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

৫. হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কা'বার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সকল প্রকার প্রাণী শিকার করা হারাম।

৬. তবে ইহরাম অবস্থায় সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা হালাল তথা বৈধ।

৭. ইহরাম অবস্থায় নিজে শিকার করবে না এবং শিকারে সহায়তাও করা যাবে না।

৮. কেউ যদি ইহরামকারীর নির্দেশ বা সহায়তা ছাড়া হারাম শরীফের আওতার বাইরে কোনো হালাল প্রাণী শিকার করে তার জন্য গোশত পাঠিয়ে দেয় তবে তা খাওয়া জায়েয।

৯. হারাম-এর এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনি অজান্তে ভুলক্রমে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব হয়।

১০. প্রথমবার বধ করলে যেমন বিনিময় দিতে হয়, তেমনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বধ করলেও বিনিময় দিতে হয়।

১১. দুজন ন্যায়বান ব্যক্তি বিনিময় নির্ধারণ করে দেবেন, সে অনুসারে তা প্রদান করতে হবে। বিনিময় দিতে অসমর্থ হলে কয়েকজন মিসকীনকে খাদ্য দিতে হবে। এতেও অসমর্থ হলে সমপরিমাণ রোযা রাখতে হবে। মিসকীনের ও রোযার পরিমাণ উল্লেখিত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদ্বয় স্থির করে দেবেন।

১২. কা'বা সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য শান্তি, স্থিতি ও স্থায়িত্বের মাধ্যম। কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন কা'বার প্রতি মুখ করে নামায আদায় হতে থাকবে এবং হজ্জ পালিত হতে থাকবে, ততদিন জগত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কখনো কা'বার এ মর্যাদা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে বিশ্বজ গতও বিলীন হয়ে যাবে।

১৩. কা'বার অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ। রাষ্ট্রীয় কঠোর আইনের কারণে চোর, ডাকাত, দুষ্কৃতকারীরা এবং সকল প্রকার সমাজ-বিরোধীরা সংযত থাকে ; তেমনি কা'বার মর্যাদাহানীকর

কোনো কাজ করার সাহস কেউ করতে পারে না। জাহেলিয়াতের যুগেও কা'বার সম্মান ও মাহাত্ম্য মানুষের অন্তরে এমনই বিরাজমান ছিলো।

১৪. কা'বার সাথে সাথে যিলহাজ্জ মাস, কুরবানীর পশু এবং কুরবানীর জন্য নির্ধারিত মালা-পরিহিত পশুও মানুষের নিকট সম্মানিত। এগুলোর মর্যাদাহানিকর কোনো তৎপরতাকে মানুষ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না।

১৫. উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা দ্বারা মানুষ আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-বিধানের কল্যাণ এবং আল্লাহ তাআলা যে সর্বজ্ঞ সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

১৬. আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে চললে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করলে আল্লাহর কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি দয়া করে ক্ষমাও করে দেন।

১৭. আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সকল বিধানই মানুষের নিকট পৌঁছেছে। রাসূল তাঁর দায়িত্ব যথাযথ আনজাম দিয়েছেন। এতে কোনো ঘাটতি নেই। সুতরাং এসব বিধানাবলী সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কোনো অজুহাত মানুষ পেশ করতে পারবে না।

১৮. আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে মানুষের কিছুই করার নেই। অপবিত্র এবং পবিত্র সুস্পষ্টভাবে মানুষের নিকট বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো—অপবিত্র বিষয়ের আধিক্যে মুগ্ধ না হয়ে আল্লাহর ভয়কে অন্তরে জাগরুক রেখে পবিত্র বিষয়কে গ্রহণ করা এবং পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৮

(১০১) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

১০১. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট লাগবে;[১১৮]

وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا

আর যদি কুরআন নাযিলের সময় তোমরা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করো, তোমাদের নিকট তা প্রকাশ করা হবে ; আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন ;

(১০১) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَاتَسْئَلُوْا-তোমরা প্রশ্ন করো না ; عَنْ-সম্পর্কে ; اَشْيَاءَ-এমন বিষয় ; اِنْ تُبْدَ-প্রকাশ করা হলে ; لَكُمْ-তোমাদের নিকট ; تَسُؤْكُمْ-(تسؤ+كم)-তোমাদের কষ্ট লাগবে ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَسْئَلُوْا-তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ করো ; عَنْهَا-(عن+ها)-সে সম্পর্কে ; حِيْنَ-সময় ; يُنَزَّلُ-নাযিল হচ্ছে ; الْقُرْاٰنُ-কুরআন ; تُبْدَ-প্রকাশ করা হবে ; لَكُمْ-তোমাদের নিকট ; عَفَا-ক্ষমা করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَنْهَا-(عن+ها)-তা ;

১১৮. আল্লাহ তাআলা শরীআতের কিছু কিছু বিধান সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন বা অনির্ধারিত রেখেছেন, এসব ব্যাপারে অনর্থক প্রশ্ন করা ঠিক নয়। শরীআতের বিধানদাতা যেসব বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন অথবা যেসব বিষয়ের সংক্ষেপে বিধান দিয়েছেন, পরিমাণ, সংখ্যা বা বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেননি—এর কারণ এটা নয় যে, তিনি তা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। এর মূল কারণ হলো—বিধানদাতা এটাকে ব্যাপক রাখতে চান ; এর ব্যাপকতা ও প্রশস্ততাকে সংকুচিত করতে চান না। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এসব ব্যাপারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে বা আন্দাজ-অনুমান করে কল্পনার পাখায় ভর করে কোনো না কোনো বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাপারটাকে বিস্তারিত এবং ব্যাপককে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, সে আসলে মু'মিনদেরকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। কারণ যতই এর আড়ালের বিষয়গুলো সামনের দিকে আসবে ততই মু'মিনদের জন্য জটিলতা বেড়ে যাবে। আবার কিছু কিছু লোকতো এমনই আছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে এমন সব প্রশ্ন করতো যার সাথে দীন-দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক থাকতো না। তাই এ জাতীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। যেমন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করলো—'বলুনতো আমার

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا

আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম সহনশীল। ১০২. তোমাদের পূর্বেও এমন প্রশ্ন করেছিলো একটি সম্প্রদায় ; অতপর তারা সে সম্পর্কে থেকেই গেলো

كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ

কাফের হয়ে।[১১৯] ১০৩. আল্লাহ নির্ধারণ করেননি বাহীরা, আর সায়েবাও নয়, আর না ওয়াসীলা

وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ

আর না হাম;[১২০] কিন্তু যারা কুফরী করে তারাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে

وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; غَفُوْرٌ–অতীব ক্ষমাশীল ; حَلِيْمٌ–পরম সহনশীল। (১০২) قَدْ سَاَلَهَا–(قد+سال+ها)-এমন প্রশ্ন করেছিলো ; قَوْمٌ–একটি সম্প্রদায় ; مِّنْ قَبْلِكُمْ–(من+قبل+كم) তোমাদের পূর্বেও ; ثُمَّ–তারপর ; اَصْبَحُوْا–তারা থেকেই গেলো ; بِهَا–সে সম্পর্কে ; كٰفِرِيْنَ–কাফের হয়ে। (১০৩) مَا جَعَلَ–নির্ধারণ করেননি ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; مِنْ بَحِيْرَةٍ–বাহীরা ; وَّلَا سَائِبَةٍ–আর সায়েবাও নয় ; وَّلَا وَصِيْلَةٍ–আর না ওয়াসীলা ; وَّلَا حَامٍ–আর না হাম ; وَّلٰكِنَّ–কিন্তু ; الَّذِيْنَ–যারা ; كَفَرُوْا–কুফরী করে ; يَفْتَرُوْنَ–তারাই আরোপ করে ; عَلَى اللّٰهِ–আল্লাহর প্রতি ; الْكَذِبَ–(ال+كذب)-মিথ্যা ;

পিতা কে ?' হজ্জ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে' এক ব্যক্তি এটা শোনার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করে বসলো—'এটা কি প্রত্যেক বছরই ফরয করা হয়েছে ? তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তিনি এবারও চুপ রইলেন, তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন—'তোমার জন্য আফসোস, আমার মুখ থেকে হাঁ শব্দ বের হয়ে গেলে প্রতি বছরই তোমাদের উপর হজ্জ ফরয হয়ে যেতো। তখন তোমরা তা মেনে চলতে পারতে না, ফলে নাফরমানী করা শুরু করতে। তাই অর্থহীন ও খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১১৯. অর্থাৎ তারা (ইহুদীরা) নিজেরাই আকায়েদ ও শারীআতের বিধি-বিধানের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এবং বিভিন্ন প্রকার শর্তাবলী জুড়ে দিয়ে শরীআতকে মানা নিজেদের উপর কঠিন করে নিয়েছে। অতপর এর অনিবার্য ফল হিসেবে শরীআত অমান্য করা শুরু করেছে। এভাবেই তারা আকীদাগত গুমরাহী

وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

এবং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ১০৪. আর তাদেরকে যখন বলা হয়—তোমরা এসো সেদিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন

وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ

এবং রাসূলের দিকে, তারা বলে—আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট ;

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

তবে কি তাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো কিছুর জ্ঞান না রাখলেও এবং হেদায়াত না পেয়ে থাকলেও ?

وَ–এবং ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَايَعْقِلُوْنَ–জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ﴿١٠٤﴾وَ–আর; اذا–যখন ; قِيْلَ–বলা হয় ; لَهُمْ–তাদেরকে ; تَعَالَوْا–তোমরা এসো ; الى–সেদিকে ; مَآ–যা ; اَنْزَلَ–নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; وَ–এবং ; الى–দিকে ; الرَّسُوْلِ–রাসূলের ; قَالُوْا–তারা বলে ; حَسْبُنَا–আমাদের জন্য যথেষ্ট ; مَا–যা ; وَجَدْنَا-আমরা পেয়েছি ; عَلَيْهِ-যার উপর ; اٰبَآءَنَا-(اباء+نا)-আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে; اَوَلَوْ-(او+لو)-তবে কি যদি ; كَانَ–হয় ; اٰبَآؤُهُمْ-(اباء+هم)-তাদের পূর্বপুরুষেরা ; لَايَعْلَمُوْنَ–জ্ঞান না রাখলেও ; شَيْئًا–কোনো কিছুর ; وَّ–এবং ; لَايَهْتَدُوْنَ–হিদায়াত না পেয়ে থাকলেও।

এবং অবশেষে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। কুরআন মাজীদ তাই মুসলমানদেরকে ইয়াহুদীদের পদচিহ্ন অনুসরণ না করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

১২০. বর্তমানকালেও দেখা যায় যে, গরু, ছাগল বা ষাঁড় প্রভৃতিকে আল্লাহর নামে অথবা কোনো দেব-দেবী, পীর-ফকীর ও ঠাকুর-দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয় এবং এগুলো থেকে কোনো কাজ নেয়াকে নাজায়েয মনে করা হয় ; আরবেও এ ধরনের প্রচলন ছিলো এবং এগুলোকে তারা বিভিন্ন নামে অভিহিত করতো। যেমন

বাহীরা ঃ পাঁচবার বাচ্চাদানকারীনী এবং শেষবারে নর বাচ্চাদানকারীনী উষ্ট্রীকে 'বাহীরা' বলা হতো। এটা ছাড়া থাকতো এবং যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াতো। একে কোনো কাজে লাগানো হতো না এবং এর দুধও কেউ পান করতো না।

সায়েবা ঃ কোনো মানত পুরো হলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বা রোগমুক্তির বা বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ছেড়ে দেয়া উটনীকে সায়েবা বলা হতো। তাছাড়া

﴿١٠٥﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم

১০৫. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব ; সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না

مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم

যে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; যদি তোমরা সৎপথে থাকো[১২১] তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহর নিকটই, তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ

সে সম্পর্কে যা তোমরা করতে। ১০৬. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমাদের মধ্যে সাক্ষী থাকা প্রয়োজন—

(১০৫) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; اَنْفُسَكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব ; لَايَضُرُّكُمْ-সে তোমাদের ক্ষতি করবে না ; مَنْ-যে ; ضَلَّ-পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; اِذَا-যদি ; اهْتَدَيْتُمْ-তোমরা সৎপথে থাকো ; اِلَى-নিকটই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তনতো ; جَمِيْعًا-সকলের ; فَيُنَبِّئُكُمْ-(ف+ينبئ+كم)-তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করতে। (১০৬) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; شَهَادَةُ-সাক্ষী থাকা প্রয়োজন ; بَيْنِكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ;

দশবার মাদী বাচ্চা প্রসবকারিণী উটনীকেও এ নামে অভিহিত করা হতো এবং স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হতো।

অসীলা ঃ ছাগলের প্রথম প্রসবে 'পাঁঠা' বাচ্চা হলে তা দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো ; আর 'পাঁঠী' বাচ্চা হলে নিজেদের জন্য রেখে দেয়া হতো। প্রথম প্রসবে একটা পাঁঠা ও একটি পাঁঠী হলে পাঁঠাটাকে দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হতো এবং এটাকেই তারা বলতো 'অসীলা'।

হাম ঃ কোনো উটের পৌত্র তথা বাচ্চার বাচ্চা সওয়ারী বহন করার যোগ্যতা অর্জন করলে সে উটটাকে ছেড়ে দেয়া হতো এবং কোনো উটের ঔরসে ১০টি বাচ্চার জন্ম হলেও তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। এ ছেড়ে দেয়া উটগুলোকে তারা 'হাম' বলতো।

১২১. এ আয়াতের অর্থ হলো—তোমরা যখন সঠিক পথে চলতে থাকবে তখন অন্যের পথভ্রষ্টতায় তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। এখানে এ ধরনের ভুল অর্থ বুঝার

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসিয়ত করার সময়—
তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক ;[১২২]

أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم

অথবা (সাক্ষী থাকবে) অন্য দুজন তোমাদেরকে ছাড়া,[১২৩] যদি তোমরা যমীনে
সফররত থাকো এবং উপস্থিত হয় তোমাদের

مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ

মৃত্যুর বিপদ ; তোমরা নামাযের পর তাদের উভয়কে আটকে রাখবে এবং তারা
আল্লাহর নামে কসম করে বলবে—

إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ

যদি তোমরা সন্দেহ করো—আমরা তার বিনিময়ে কোনো মূল্য চাই না, যদিও সে
নিকটাত্মীয় হয়, এবং আমরা গোপন করবো না

اذا-যখন ; حَضَرَ-উপস্থিত হয় ; اَحَدَكُمْ-(احد+كم)-তোমাদের কারো ; الْمَوْتُ-(ال+موت)-মৃত্যু ; حِيْنَ-সময় ; الْوَصِيَّةِ-(ال+وصية)-অসীয়ত করার ; اثْنَان-দুজন ; ذَوَا عَدْلٍ-(ذوا+عدل)-ন্যায়পরায়ণ লোক ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; اَوْ-অথবা ; اٰخَرٰنِ-অন্য দুজন ; مِنْ غَيْرِكُمْ-(من+غير+كم)-তোমাদের ছাড়া ; اِنْ-যদি ; اَنْتُمْ-তোমরা ; ضَرَبْتُمْ-সফররত থাকো ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; فَاَصَابَتْكُمْ-(ف+اصبت+كم)-এবং উপস্থিত হয় ; مُّصِيْبَةُ-বিপদ ; الْمَوْتِ-মৃত্যুর ; تَحْبِسُوْنَهُمَا-(تحبسون+هما)-তোমরা তাদের উভয়কে আটকে রাখবে ; مِنْ بَعْدِ-পরে ; الصَّلٰوةِ-(ال+صلوة)-নামাযের ; فَيُقْسِمٰنِ-(ف+يقسمن)-এবং তারা উভয়ে কসম করে বলবে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর নামে ; ان-যদি ; ارْتَبْتُمْ-তোমরা সন্দেহ করো ; لَانَشْتَرِىْ-আমরা চাই না ; بِهٖ-তার বিনিময়ে ; ثَمَنًا-কোনো মূল্য ; وَ-এবং ; لَوْ-যদিও ; كَانَ-হয় ; ذَا قُرْبٰى-নিকটাত্মীয় ; وَ-এবং ; لَانَكْتُمُ-আমরা গোপন করবো না ;

অবকাশ নেই যে, তাহলে জিহাদ ও 'আমর বিল মারূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার'-এর প্রয়োজন নেই। কারণ এ দুটো কাজও 'সঠিক পথে চলা'র মধ্যে শামিল। জিহাদ

شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا

আল্লাহর সাক্ষ্য, যদি করি তখন আমরা অবশ্যই পাপীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবো। ১০৭. অতপর যদি জানা যায় যে, তারা উভয়েই

اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ

শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, তবে অন্য দুজন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে তাদের মধ্য থেকে যাদের স্বার্থহানী হয়েছে—

الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَ

নিকটতম দুজন এবং তারা উভয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলবে—আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য এবং

مَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ

আমরা সীমালংঘন করিনি ; যদি করি তবে আমরা যালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবো। ১০৮. এটাই নিকটতর যে, তারা সাক্ষ্য দিবে

شَهَادَةَ –সাক্ষ্য ; اللّٰهُ –আল্লাহর ; اَنَّا –অবশ্যই আমরা ; اِذًا –তখন ; لَمِنْ –(ل+من)-মধ্যে শামিল হয়ে যাবো ; الْاٰثِمِيْنَ –(ال+اثمين)-পাপীদের। ⑩৭ فَاِنْ –অতপর যদি ; عُثِرَ –জানা যায় ; عَلٰٓى اَنَّهُمَا –(على+ان+هما)-যে, তারা উভয়েই ; اسْتَحَقَّا –শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ লিপ্ত হয়েছে ; اِثْمًا –গুনাহে ; فَاٰخَرٰنِ –(ف+اخران)-তবে অন্য দুজন ; يَقُوْمٰنِ –স্থলাভিষিক্ত হবে ; مَقَامَهُمَا –(مقام+هما)-তাদের উভয়ের স্থানে ; مِنَ –মধ্য থেকে ; الَّذِيْنَ –যাদের ; اسْتَحَقَّ –উপযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ যাদের স্বার্থহানী ঘটেছে ; عَلَيْهِمُ –তাদের উপর ; الْاَوْلَيٰنِ –(ال+اولين)-নিটকতম দুজন ; فَيُقْسِمٰنِ –(ف+يقسمن)-এবং তারা উভয়ে শপথ করে বলবে ; بِاللّٰهِ –আল্লাহর নামে ; لَشَهَادَتُنَا –(ل+شهادة+نا)-আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই ; اَحَقُّ –অধিকতর সত্য ; مِنْ –হতে ; شَهَادَتِهِمَا –(شهادة+هما)-তাদের সাক্ষ্য ; وَ –আর ; مَا اعْتَدَيْنَا –আমরা সীমালংঘন করিনি ; اِنَّا –অবশ্যই আমরা ; اِذًا –তখন ; لَمِنَ –মধ্যে শামিল হয়ে যাবো ; الظّٰلِمِيْنَ –যালেমদের। ⑩৮ ذٰلِكَ –এটাই ; اَدْنٰٓى –নিকটতর ; اَنْ –যে ; يَّاْتُوْا –তারা দান করবে ; بِالشَّهَادَةِ –(ب+ال+شهادة)-সাক্ষ্য ;

عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ

যথাযথভাবে, অথবা তারা ভয় করবে যে, তাদেরকে কসমের পর পুনরায় কসম করানো হবে

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۟

আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে এবং শুনে রাখো ; আল্লাহতো ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

عَلٰى وَجْهِهَا -(على+وجه+ها)-যথাযথভাবে ; اَوْ -অথবা ; يَخَافُوْٓا-তারা ভয় করবে ; اَنْ -যে ; تُرَدَّ -পুনরায় করানো হবে ; اَيْمَانٌ -কসম ; بَعْدَ-পর ; اَيْمَانِهِمْ -(ايمان+هم)-তাদের কসমের ; وَ -আর ; اتَّقُوا -তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ -আল্লাহকে ; وَ -এবং ; اسْمَعُوْا -শুনে রাখো ; وَاللّٰهُ -আল্লাহতো ; لَا يَهْدِىْ -হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ -সম্প্রদায়কে ; الْفٰسِقِيْنَ -(ال+فسقين)-ফাসেক।

এবং 'সৎকাজের আদেশ' ও অসৎকাজের প্রতিরোধ' না করলে 'সৎপথে থাকা' হলো না। কাজেই এর মূল কথা হলো তোমাদের আত্মিক সংশোধন এবং আল্লাহর পথে 'দায়ী' হিসেবে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালনের পরও যারা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থেকে যাবে তাদের দ্বারা তোমাদের কোনো ক্ষতিই হবে না।

১২২. অর্থাৎ দুজন দীনদার, সত্য নিষ্ঠ এবং বিশ্বাসভাজন লোক।

১২৩. এখানে 'মিন গাইরিকুম' দ্বারা অমুসলিম সাক্ষী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তবে মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিম সাক্ষী তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কোনো মুসলমান সাক্ষী পাওয়া না যায়।

১৪ রুকূ' (১০১-১০৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বিনা প্রয়োজনে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানের সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা বৈধ নয়।

২. ইয়াহুদীরা অনাবশ্যক প্রশ্ন উত্থাপন করে করে তাদের শরীআতকে কঠিন করে নিয়েছে। সুতরাং দীনের খুঁটিনাটি বিষয়াবলী নিয়ে মুসলমানদের বহস-মুনাযারায় লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়।

৩. স্মরণ রাখতে হবে-ইসলাম মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কোনো বিধান অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বলতে ভুল করেছেন (নাউযুবিল্লাহ) এমন নয় ; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিধানই দিয়ে দিয়েছেন।

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর বর্তমানে যেহেতু অহী আগমনের ধারা চালু ছিলো, তখন কোনো ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন ; তাঁর ইন্তিকালের পর যেহেতু অহী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই অনাবশ্যক প্রশ্ন উত্থাপন চিরদিনের জন্যই নিষিদ্ধ থাকবে।

৫. আজকালও দেখা যায় যে, প্রশ্ন করা হয় মূসা (আ)-এর মায়ের নাম কি ছিলো ? নূহ (আ)-এর নৌকার দৈর্ঘ-প্রস্থ কতো ছিলো ? এসব প্রশ্নের সাথে মানুষের কর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ ধরনের প্রশ্ন করা নিন্দনীয়। এসব প্রশ্নের উত্তর জানার সাথে দীনের আমল নির্ভরশীল নয়। অতএব এমন আচরণ পরিহার করে চলতে হবে।

৬. অনর্থক প্রশ্ন করে শরীআতের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীআত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া নিজ প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশী মতো হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ।

৭. আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের মাপকাঠি বাদ দিয়ে বাপ-দাদা, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের অনুসরণ করা বৈধ নয়।

৮. কোথাও মানুষের সংখ্যাধিক্য দেখা গেলেই সেটা সত্য অনুসরণের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা জগতে সর্বকালেই নির্বোধ ও ফাসেক লোকদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

৯. অযোগ্য, অসৎ ও ভ্রান্ত নেতৃত্বের অনুসরণ করা এবং যেসব লোকের কথা ও কাজে মিল নেই এমন লোক—সে যেই হোক না কেন, তাকে অনুসরণ করা যাবে না।

১০. অনুসরণ করার জন্য যাঁচাই করতে হবে তার সঠিক দীনী জ্ঞান আছে কিনা এবং জ্ঞানানুসারে সে নিজে পরিচালিত কিনা ; নচেৎ নিজের ধ্বংস অনিবার্য।

১১. দীনের যথার্থ আমল এবং 'দায়ী ইলাল্লাহ'-এর দায়িত্ব পালনের পর কারো পথভ্রষ্টতার জন্য মু'মিনদেরকে দায়ী করা হবে না।

১২. মরনোম্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায় তাকে 'ওসী' বলে।

১৩. সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ 'ওসী' নিয়োগ করা উত্তম—জরুরী নয়।

১৪. মোকদ্দমায় বাদীর নিকট থেকে সাক্ষী তলব করা হবে, সে শরীআতের বিধি-অনুসারে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলে তার পক্ষেই রায় হবে।

১৫. বাদী সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীর নিকট থেকে 'কসম' নিতে হবে, বিবাদী কসম করলে তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় হবে।

১৬. বিবাদী 'কসম' করতে অস্বীকৃতি জানালে বাদীর পক্ষে মোকদ্দমার রায় হবে।

১৭. কসমকে কঠোর করা বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাঁর জন্য এটা আবশ্যকীয় নয়।

১৮. উত্তরাধিকারের মোকদ্দমার ওয়ারিস বিবাদী হলে শরীআত অনুযায়ী ওয়ারিস এক বা একাধিক হোক, তাদেরকেই কসম করতে হবে, যারা ওয়ারিস নয়, তারা কসম করবে না।

১৯. কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

২০. যার যিম্মায় অপরের কোনো প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে, তাকে পাওনাদার পাওনার দায়ে প্রয়োজনবোধে কয়েদ করতে পারবে।

২১. কোনো বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্তযোগে কসমকে শর্তাধীন করা জায়েয।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৭

١٠٩ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ

১০৯. (স্মরণ করুন!) যেদিন[১২৪] আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্রিত করবেন, অতপর তিনি বলবেন—তোমাদেরকে কি জবাব দেয়া হয়েছিলো ?[১২৫] তারা বলবে—আমাদের তো কোনো ইলম-ই নেই

إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ١١٠ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

অবশ্যই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ১১০. (স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ বলবেন[১২৭]—হে ঈসা ইবনে মারইয়াম !

اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন 'পবিত্র রূহ' দ্বারা তোমাকে আমি শক্তিশালী করেছিলাম

(১০৯) يَوْمَ –যেদিন ; يَجْمَعُ-একত্রিত করবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الرُّسُلَ-(ال+رسل)-রাসূলদেরকে ; فَيَقُوْلُ-(ف+يقول)-অতপর তিনি বলবেন ; مَاذَآ-কি ; أُجِبْتُمْ –জবাব তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো ; قَالُوْا-তারা বলবে ; لَا-নেই ; عِلْمَ-কোনো ইল্‌ম ; لَنَا-আমাদেরতো ; اِنَّكَ-(ان+ك)-অবশ্যই ; اَنْتَ-আপনি ; عَلَّامُ-মহাজ্ঞানী ; الْغُيُوْبِ-(ال+غيوب)-অদৃশ্য বিষয়ে। (১১০) اِذْ-যখন ; قَالَ-বলবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ-হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! اذْكُرْ-স্মরণ করো ; نِعْمَتِىْ-(نعمة+ى)-আমার নিয়ামতের কথা ; عَلَيْكَ-(على+ك) তোমার প্রতি ; وَ-ও ; عَلٰى-প্রতি ; وَالِدَتِكَ-(والدة+ك)-তোমার মায়ের ; اِذْ–যখন ; اَيَّدْتُّكَ-(ايدت+ك)-আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম ; بِرُوْحِ-(ب+روح)-রূহ দ্বারা ; الْقُدُسِ-(ال+قدس)-পবিত্র ;

১২৪. 'যেদিন' বলে 'কিয়ামতের দিন' বুঝানো হয়েছে।

১২৫. অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে—"তোমরা দুনিয়ার মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর তারা তোমাদের সাথে কি আচরণ দেখিয়েছে ?"

১২৬. অর্থাৎ আমরাতো দুনিয়ার মানুষের বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কেই জ্ঞান রাখি ; আমাদের দাওয়াতের কোথায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং কোন্‌ভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে তার যথার্থ জ্ঞানতো আপনি ছাড়া কারোই নেই।

تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

তুমি কথা বলতে মানুষের সাথে দোলনায় থেকে ও পরিণত বয়সে ; আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিকমত

وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

এবং তাওরাত ও ইনজীল ; আর যখন তুমি মাটি থেকে তৈরি করতে পাখির আকৃতি সদৃশ

بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ

আমার আদেশে এবং তুমি তাতে ফুঁ দিতে ফলে তা আমার নির্দেশে পাখি হয়ে যেতো ও তুমি নিরাময় করতে জন্মান্ধকে এবং

الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ

কুষ্ঠরোগীকে আমার নির্দেশে ; আর যখন তুমি আমার নির্দেশে মৃতকে বের করে আনতে (কবর থেকে) ;[১২৮] আর যখন আমি বিরত রেখেছিলাম

تُكَلِّمُ-তুমি কথা বলতে ; النَّاسَ-(ال+ناس)-মানুষের সাথে ; فِي الْمَهْدِ-(فى+ال+مهد)-দোলনায় থেকে ; وَ-ও ; كَهْلًا-পরিণত বয়সে ; وَ-আর ; إِذْ-যখন ; عَلَّمْتُكَ-(علمت+ك)-আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব; وَ-ও ; الْحِكْمَةَ-(ال+حكمة)-হিকমাত ; وَ-এবং ; التَّوْرٰىةَ-(ال+تورىة)-তাওরাত ; وَ-ও ; الْإِنْجِيلَ-(ال+انجيل)-ইনজিল ; وَ-আর ; إِذْ-যখন ; تَخْلُقُ-তুমি সৃষ্টি করতে; مِنَ-থেকে ; الطِّينِ-(ال+طين)-মাটি ; كَهَيْئَةِ-(ك+هيئة)-আকৃতি সদৃশ ; الطَّيْرِ-(ال+طير)-পাখির ; بِإِذْنِي-(ب+اذن+ى)-আমার নির্দেশে ; فَتَنْفُخُ-(ف+تنفخ)-এবং তুমি ফুঁ দিতে ; فِيهَا-(فى+ها)-তাতে ; فَتَكُونُ-(ف+تكون)-ফলে তা হয়ে যেত ; طَيْرًا-পাখি ; بِإِذْنِي-(ب+اذن+ى)-আমার নির্দেশে ; وَ-ও ; تُبْرِئُ-তুমি নিরাময় করতে ; الْأَكْمَهَ-(ال+اكمه)-জন্মান্ধকে ; وَ-এবং ; الْأَبْرَصَ-(ال+ابرص)-কুষ্ঠ রোগীকে ; بِإِذْنِي-(ب+اذن+ى)-আমার নির্দেশে ; وَ-আর ; إِذْ-যখন ; تُخْرِجُ-তুমি বের করে আনতে ; الْمَوْتٰى-(ال+موتى)-মৃতকে ; بِإِذْنِي-(ب+اذن+ى)-আমার নির্দেশে ; وَ-আর ; إِذْ-যখন ; كَفَفْتُ-আমি বিরত রেখেছিলাম ;

১২৭. প্রথমে সমষ্টিগতভাবে সকল নবী-রাসূলকে প্রশ্ন করা হবে ; অতপর প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রশ্ন করা হবে। এখানে হযরত ঈসা (আ)-কে যে প্রশ্ন করা

بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ

বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের নিকট এসেছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো তারা বলেছিলো—

اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١١﴾ وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ

এটাতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। ১১১. আর যখন হাওয়ারীদের প্রতি নির্দেশ দিলাম যে,

اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○

তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো ; তারা বললো—আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অবশ্যই মুসলিম।[১২৯]

بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ –বনী ইসরাঈলকে ; عَنْكَ-(عن+ك)-তোমার থেকে ; اِذْ–যখন ; جِئْتَهُمْ-(جئت+هم)-তুমি তাদের নিকট নিয়ে এসেছিলে ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে ; فَقَالَ-(ف+قال)-তখন তারা বলেছিল ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিলো ; مِنْهُمْ–তাদের মধ্যে ; اِنْ هٰذَآ–এটা আর কিছু নয় ; اِلَّا–ছাড়া ; سِحْرٌ-যাদু ; مُّبِيْنٌ-স্পষ্ট। وَ﴿١١١﴾-আর ; اِذْ-যখন ; اَوْحَيْتُ-নির্দেশ দিলাম ; اِلَى-প্রতি ; الْحَوَارِيّٖنَ-(ال+حوارين)-হাওয়ারীদের ; اَنْ-যে ; اٰمِنُوْا–তোমরা ঈমান আনো ; بِيْ-আমার প্রতি ; وَ–ও ; بِرَسُوْلِيْ-(ب+رسول+ى)-আমার রাসূলের প্রতি ; قَالُوْٓا-তারা বললো ; اٰمَنَّا-আমরা ঈমান আনলাম ; وَ-এবং ; اشْهَدْ-আপনি সাক্ষী থাকুন ; بِاَنَّنَا-(ب+ان+نا)-যে, আমরা অবশ্যই ; مُسْلِمُوْنَ–মুসলমান।

হবে তা উল্লেখিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন প্রসংগে কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

১২৮. অর্থাৎ তুমি আমার নির্দেশেই মৃত অবস্থা থেকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসতে।

১২৯. অর্থাৎ যে লোকদের নিকট তোমার দাওয়াত পৌঁছেছে, তারাতো তোমার দাওয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে। তাদের মধ্য থেকে একজনও নিজের শক্তিতে তোমাকে সমর্থন করতে পারেনি, আর তোমারও সেখান থেকে কাউকে তোমার পক্ষে নিয়ে আসার ক্ষমতা ছিলো না। আমার দয়ায় ও সুযোগদানের ফলেই হাওয়ারীগণ তোমার প্রতি ঈমান এনেছে। হাওয়ারীগণ যে মুসলিম ছিলো—খৃস্টান নয়, তাও প্রসংগত বলে দেয়া হয়েছে।

﴿١١٢﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ

১১২. (স্মরণ করুন)[১৩০] হাওয়ারীগণ যখন বলেছিলো—হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কি সক্ষম প্রেরণ করতে

عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

খাদ্যপূর্ণ ভাণ্ড আমাদের জন্য আসমান থেকে ? তিনি বললেন—তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

﴿١١٣﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ

১১৩. তারা বললো—আমরা চাই যে, আমরা তা থেকে কিছু খাবো এবং আমাদের অন্তর প্রশান্ত হবে, আর আমরা জেনে নেবো যে,

قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

নিসন্দেহে আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষীদের শামিল হয়ে থাকবো।
১১৪. ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন—

(১১২) إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিল ; الْحَوَارِيُّونَ-(ال+حواريون)-হাওয়ারীগণ ; يٰعِيسَى-(يا+عيسى)-হে ঈসা ; ابْنَ مَرْيَمَ-ইবনে মারইয়াম! هَلْ يَسْتَطِيعُ-সক্ষম কি ? ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; أَنْ يُنَزِّلَ-প্রেরণ করতে ; عَلَيْنَا-(على+نا)-আমাদের জন্য ; مَائِدَةً-খাদ্যপূর্ণ ভাণ্ড ; مِّنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমান ; قَالَ-তিনি বললেন ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-হয়ে থাকো ; مُّؤْمِنِينَ-মু'মিন। (১১৩) قَالُوا-তারা বললো ; نُرِيدُ-আমরা চাই ; أَنْ-যে ; نَّأْكُلَ-আমরা খাবো ; مِنْهَا-তা থেকে কিছু ; وَ-এবং ; تَطْمَئِنَّ-প্রশান্ত হবে ; قُلُوبُنَا-(قلوب+نا)-আমাদের অন্তর ; وَ-আর ; نَعْلَمَ-আমরা জেনে নেবো ; أَنْ-যে ; قَدْ صَدَقْتَنَا-(قد صدقت+نا)-নিসন্দেহে আপনি সত্য বলেছেন ; وَ-এবং ; نَكُونَ-আমরা হয়ে থাকবো ; عَلَيْهَا-তার ; مِنَ-শামিল ; الشّٰهِدِينَ-সাক্ষীদের। (১১৪) قَالَ-বললেন ; عِيسَى-ঈসা ; ابْنُ مَرْيَمَ-ইবনে মারইয়াম ;

১৩০. হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হয়েছে। তাঁরা ঈসা (আ)-এর নিকট থেকে সরাসরি দীক্ষা পেয়েছেন। তাঁরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ, আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার বা আল্লাহর পুত্র ইত্যাদি ধরনের কিছু মনে করতেন না।

اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ ভাণ্ড প্রেরণ করুন, যা আনন্দোৎসব স্বরূপ হবে আমাদের জন্য

لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

আমাদের পূর্বসূরী ও আমাদের উত্তরসূরী সকলের জন্য এবং (তা হবে) আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন ; আর আপনি আমাদেরকে রিয্ক দান করুন, আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।

﴿١١٥﴾ قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ

১১৫. আল্লাহ বললেন—অবশ্যই আমি তা তোমাদের প্রতি প্রেরণকারী[১৩১] তবে তোমাদের মধ্য থেকে এরপরেও যে কুফরী করবে

فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

তাকে আমি অবশ্যই এমন শাস্তি দেবো, যে শাস্তি জগতের আর কাউকেও দেবো না।

اَللّٰهُمَّ -হে আল্লাহ! رَبَّنَا -(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালক! اَنْزِلْ -আপনি প্রেরণ করুন ; عَلَيْنَا -আমাদের জন্য ; مَآئِدَةً -খাদ্যপূর্ণ জন্য ; مِّنَ -থেকে ; السَّمَآءِ -আসমান ; تَكُوْنُ -যা হবে ; لَنَا -আমাদের জন্য ; عِيْدًا -আসন্দোৎসব স্বরূপ ; لِّاَوَّلِنَا -(ل+اول+نا)-আমাদের পূর্বসূরীদের জন্য ; وَ -ও ; اٰخِرِنَا -(ل+اخر+نا)- আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য ; وَ -এবং ; اٰيَةً -একটি নিদর্শন ; مِّنْكَ -(من+ك)- আপনার পক্ষ থেকে ; وَ -আর ; ارْزُقْنَا -আপনি আমাদেরকে রিয্ক দান করুন ; وَاَنْتَ -আর আপনিতো ; خَيْرُ -সর্বশ্রেষ্ঠ ; الرّٰزِقِيْنَ -রিয্কদাতা। ﴿١١٥﴾ قَالَ -বললেন ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; اِنِّىْ -অবশ্যই আমি ; مُنَزِّلُهَا -(منزل+ها)-তা প্রেরণকারী ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের প্রতি ; فَمَنْ -(ف+من)-তবে যে ; يَّكْفُرْ -কুফরী করবে ; بَعْدُ -এরপরেও ; فَاِنِّىْٓ -(ف+ان+ى)-আমি অবশ্যই ; اُعَذِّبُهٗ -(اعذب+ه)-তাকে আমি শাস্তি দেবো ; عَذَابًا -এমন শাস্তি ; لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ -(لا+اعذب+ه)-যে শাস্তি দেবো না ; اَحَدًا -আর কাউকেও ; مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ -(من+ال+علمين)-জগতের ।

তাঁরা তাঁকে একজন মানুষ এবং আল্লাহর নবী ও বান্দাহ মনে করতেন। তাছাড়া ঈসা (আ)-ও নিজেকে তাঁদের সামনে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবেই তুলে ধরেছেন। বর্তমান

জীবনে খৃস্টানদের উচিত হাওয়ারীদের বক্তব্য থেকে শিক্ষালাভ করা এবং তার আলোকে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা।

১৩১. খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ ভাণ্ড আসমান থেকে নাযিল হয়েছিলো কিনা—এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো কারো মতে এটা নাযিল হয়েছিলো এবং এ ভাণ্ডে রুটি ও গোশ্‌ত ছিলো। এগুলো সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিলো ; কিন্তু তাদের কিছু লোক নিষিদ্ধতার নির্দেশ ভঙ্গ করেছিলো, ফলে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তবে কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে নীরব।

১৫ রুকূ' (১০৯-১১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা অগণিত নবী-রাসূলকে দুনিয়াতে মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠিয়েছেন ; তাই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁদের নিকট থেকেই তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে চাইবেন যে, তাঁদের দাওয়াতের প্রতি উত্তরে দুনিয়ার মানুষ কি জবাব দিয়েছে।

২. উল্লিখিত প্রশ্ন যদিও নবী-রাসূলদেরকে করা হবে কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাদের উম্মতদেরকে শোনানো। অর্থাৎ উম্মতরা যা করেছে তা তাদের নবীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে জেনে নেয়া। সুতরাং কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ থেকে কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না। অতএব তার জন্য দুনিয়াতেই প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন।

৩. নবী-রাসূলগণ এ সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন ; কারণ তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের যেসব উম্মত জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের সম্পর্কে না জেনে সাক্ষ্য প্রদান সম্ভব নয় ; আর যারা তাঁদের হাতেই ঈমান এনেছেন, আর ঈমানের সম্পর্ক যেহেতু অন্তরের সাথে এবং অন্তরের নিশ্চিত খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না—তাদের সম্পর্কেও নবী-রাসূলদের অজ্ঞতা প্রকাশ যথার্থ। এতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক আচরণ-ই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাও প্রয়োজন।

৪. হাশরের মাঠে হিসাবের কাঠগড়ায় আল্লাহর নবী-রাসূলগণ যেখানে কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন, সেখানে অন্যদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই এ জীবনকে হিসাব-নিকাশের উপযোগী করে গড়ে তোলা উচিত।

৫. হযরত ঈসা (আ)-এর দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলা মুজিযা; আর পরিণত বয়সে কথা বলাও মুজিযা এভাবে যে, যেহেতু পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আর আল্লাহর কথা অনুযায়ী তিনি পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন ও পরিণত বয়স পর্যন্ত দুনিয়াতে জীবন যাপন করবেন। এটাই মুসলমানদের আকীদা।

৬. বনী ইসরাঈল ঈসা (আ)-এর মুজিযাসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, এগুলো সুস্পষ্ট যাদু। এভাবে সকল নবী-রাসূলকেই আল্লাহদ্রোহী শক্তি একইভাবে অস্বীকার করেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না ; তাদের দাওয়াতের এ মিশন নিয়ে যারাই অগ্রসর হবে তাদেরকেও বাতিল শক্তির বিভিন্ন অভিযোগ-অস্বীকৃতির মুকাবিলায় করতে হবে।

৭. ঈমানদার হওয়ার জন্য আল্লাহভীতি শর্ত।

৮. দীনী দাওয়াতে হিদায়াত লাভ করাও আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়।

৯. মুজিযা দাবী করা মু'মিনদের জন্য উচিত নয়।

১০. আল্লাহর নিয়ামত যত অসাধারণ হবে, তার কৃতজ্ঞতার জন্য বিনিময়ও অসাধারণ হবে ; অপরদিকে তার অকৃতজ্ঞতার জন্য শাস্তিও হবে তত কঠিন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿١١٦﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

১১৬. আর (স্মরণ করো) যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম ! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে—তোমরা বানিয়ে নাও আমাকে

وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ

ও আমার মাতাকে দুই ইলাহ[১৩২]—আল্লাহ্ ছাড়া ? তিনি বলবেন—পবিত্র আপনার সত্তা, আমার জন্য সংগত নয়

أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ

যে, আমি এমন কথা বলবো যার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম, তবে তো আপনি নিসন্দেহে তা জানতেন ; আপনিতো জানেন

(১১৬) وَ-আর ; اِذْ -যখন ; قَالَ-বলবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يٰعِيْسَى-হে ঈসা ; ابْنَ مَرْيَمَ-ইবনে মারইয়াম (মারইয়াম পুত্র) ; ءَ اَنْتَ-(ء+انت)-তুমি কি ; قُلْتَ-বলেছিলে ? لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষকে ; اتَّخِذُوْنِىْ-(اتخذوا+ن+ى)-তোমরা বানিয়ে নাও আমাকে ; وَ-ও ; اُمِّىَ-(ام+ى)-আমার মাতাকে ; اِلٰـهَيْنِ-দুই ইলাহ ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ -আল্লাহ ; قَالَ-তিনি বলবেন ; سُبْحٰنَكَ-(سبحن+ك)-পবিত্র আপনার সত্তা ; مَا يَكُوْنُ-সংগত নয় ; لِىْٓ-(ل+ى)-আমার জন্য ; اَنْ-যে ; اَقُوْلَ-আমি এমন কথা বলবো ; مَا-যার ; لَيْسَ-নেই ; لِىْ-আমার ; بِحَقٍّ-(ب+حق)-কোনো অধিকার; اِنْ-যদি ; كُنْتُ قُلْتُهٗ-(كنت قلت+ه)-আমি তা বলতাম ; فَقَدْ عَلِمْتَهٗ-(ف+قد+علمت+ه)-তবে তো আপনি নিসন্দেহে তা জানতেন ; تَعْلَمُ -আপনিতো জানেন ;

১৩২. এখানে ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা ব্যাপারটা সম্পর্কে জ্ঞাত নন ; বরং এ জিজ্ঞেসার উদ্দেশ্য হচ্ছে খৃস্টানদেরকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেয়া যে, যাকে তোমরা ইলাহ মনে করে পূজা করেছো সে স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবেই পেশ করছে। আর তোমাদের দেয়া অপবাদ থেকে মুক্ত। খৃস্টানদের মধ্যে হযরত মারইয়ামের ইলাহ হওয়ার ধারণা অনুপ্রবেশ করে ঈসা (আ)-এর উর্ধগমনের তিনশত বছর পর।

مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

যা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আপনার মনে যা আছে, আমিতো তা জানি না
অবশ্যই আপনি অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

⑪⑦ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِىْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۚ

১১৭. আপনি যে সম্পর্কে আমাকে আদেশ দিয়েছেন তা ছাড়া আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি, (তাহলো)—
তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত করো ;

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ

আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম তাদের সাক্ষী ছিলাম ;
অতপর যখন আপনি আমাকে ওফাত দান করলেন

كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

তখন থেকে আপনি তাদের তত্ত্বাবধানকারী রইলেন ;
আর সকল বিষয়ে সাক্ষীতো আপনিই।

مَا-যা ; فِىْ نَفْسِىْ-(فى+نفس+ى)-আমার অন্তরে আছে ; وَ-কিন্তু ; لَا اَعْلَمُ-আমি তো জানি না ; مَا-তা, যা ; فِىْ نَفْسِكَ-(فى+نفس+ك)-আপনার অন্তরে আছে ; اِنَّكَ-(ان+ك)-অবশ্যই আপনি ; اَنْتَ-আপনিই ; عَلَّامُ-সম্যক জ্ঞাত ; الْغُيُوْبِ-(ال+غيوب)-অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে। ⑪⑦ مَا قُلْتُ-আমি কিছুই বলিনি ; لَهُمْ-তাদেরকে; اِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যে ; اَمَرْتَنِىْ-(امرت+نى)-আপনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন ; بِهٖ-সম্পর্কে ; اَنِ-যে ; اعْبُدُوْا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; وَ-ও ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; وَ-আর ; كُنْتُ-আমি ছিলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; شَهِيْدًا-সাক্ষী ; مَا دُمْتُ-যতদিন আমি ছিলাম ; فِيْهِمْ-(فى+هم)-তাদের মধ্যে ; فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; تَوَفَّيْتَنِىْ-(توفيت+نى)-আপনি আমাকে ওফাতদান করলেন ; كُنْتَ اَنْتَ-আপনি রইলেন ; الرَّقِيْبَ-(ال+رقيب)-তত্ত্বাবধানকারী ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; وَ-আর ; اَنْتَ-আপনিই ; عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ-সকল বিষয়ে ; شَهِيْدٌ-সাক্ষী।

⑪⑧ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

১১৮. আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা অবশ্যই আপনার বান্দাহ, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে অবশ্যই আপনি পরাক্রমশালী

الْحَكِيمُ ⑪⑨ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ

প্রজ্ঞাময়।[১৩৩] ১১৯. আল্লাহ্ বলবেন, এটা এমন দিন যাতে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা-ই তাদের উপকারে আসবে ;[১৩৪]

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ

তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ তাতে তারা থাকবে চিরকাল ;

(১১৮) اِنْ –যদি ; تُعَذِّبْهُمْ –(تعذب+هم)-আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন ; فَاِنَّهُمْ –(ف+ان+هم)-তবে তারা অবশ্যই ; عِبَادُكَ –(عباد+ك)-আপনার বান্দাহ ; وَ –আর ; اِنْ –যদি ; تَغْفِرْ –আপনি ক্ষমা করে দেন ; لَهُمْ –তাদেরকে ; فَاِنَّكَ –(ف+ان+ك)-তাহলে অবশ্যই আপনি ; اَنْتَ –আপনিই ; الْعَزِيْزُ -পরাক্রমশালী; الْحَكِيْمُ –প্রজ্ঞাময়। (১১৯) قَالَ –বলবেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; هٰذَا –এটা ; يَوْمُ –এমন দিন যাতে ; يَنْفَعُ –উপকারে আসবে ; الصّٰدِقِيْنَ –সত্যবাদীদের ; صِدْقُهُمْ –(صدق+هم)-তাদের সত্যবাদিতাই ; لَهُمْ –তাদের জন্য রয়েছে ; جَنّٰتٌ –এমন জান্নাত ; تَجْرِىْ –প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا –(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ –(ال+انهار)-নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ –তারা থাকবে ; فِيْهَا –তাতে ; اَبَدًا –চিরকাল ;

১৩৩. অর্থাৎ আপনি যদি বান্দাহদেরকে শাস্তি দেন তবে সেটা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা ভিত্তিকই হবে। কেননা আপনি যুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। অপরদিকে আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমাও করে দেন তবে তাও আপনার অক্ষমতা প্রসূত নয়। কেননা আপনি প্রবল-পরাক্রান্ত। আপনি সুবিজ্ঞ, তাই অপরাধীরা বিনা বিচারেই ছাড়া পেয়ে যাবে সেটাও সম্ভব নয়। হাশরের ময়দানে হযরত ঈসা (আ) একথাগুলো বলবেন।

১৩৪. অর্থাৎ ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েছে, আন্তরিক বিশ্বাস করেছে এবং বাস্তবে কর্মের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করেছে তারাই সত্যবাদী। হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তরমরূপে নামায আদায় করে তাকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ;[১৩৫] এটাই মহান সফলতা।

১২০. আল্লাহর জন্যই সার্বভৌমত্ব

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

আসমান ও যমীনের এবং যাকিছু আছে এর মধ্যে তার ;
আর তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

رَضِيَ–সন্তুষ্ট ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; عَنْهُمْ–তাদের প্রতি ; وَ–এবং ; رَضُوْا–তারাও সন্তুষ্ট ; عَنْهُ–তাঁর প্রতি ; ذٰلِكَ–এটাই ; الْفَوْزُ–(ال+فوز)–সফলতা ; الْعَظِيْمُ–(ال+عظيم)–মহান। ﴿١٢٠﴾ لِلّٰهِ–আল্লাহর জন্যই ; مُلْكُ–সার্বভৌমত্ব ; السَّمٰوٰتِ–আসমান ; وَ–ও ; الْاَرْضِ–যমীনের ; وَ–এবং ; مَا–যাকিছু আছে, তার ; فِيْهِنَّ–এর মধ্যে ; وَ–আর ; هُوَ–তিনিই ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ–(على+كل+شئ)–প্রত্যেক বিষয়ে ; قَدِيْرٌ–সর্বশক্তিমান।

১৩৫. জান্নাতবাসীদের আল্লাহ তাআলা বলবেন–তোমাদের জন্য আমার বড় নিয়ামত হলো–আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এখন থেকে আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। আর এটাই মহান সফলতা। কারণ পরম প্রভুর সন্তুষ্টি পাওয়া গেলে এবং আর কখনো তাঁর অসন্তুষ্টির আশংকা না থাকলে এর চেয়ে মহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে ?

১৬ রুকূ' (১১৬-১২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হাশরের ময়দানে প্রত্যেক নবীর উম্মতের ব্যাপারে নবীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্যও খৃস্টানদের ব্যাপারে গ্রহণ করা হবে।

২. আল্লাহ তাআলা অজানাকে জানার জন্য প্রশ্ন করেছেন এমন নয় ; বরং খৃস্টান জাতিকে তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়ার জন্য এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

৩. আল্লাহর সাথে ঈসা (আ)-এর এ কথোপকথন হবে তখন যখন তিনি দুনিয়াতে দ্বিতীয়বার আগমন করবেন এবং তাঁর সত্যিকার মৃত্যু হবে। কিয়ামতের দিন তাঁর মৃত্যু অতীত বিষয় হিসেবেই পরিগণিত হবে। সুতরাং 'তাওয়াফফাইতামী' শব্দ দ্বারা ঈসা (আ)-এর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রমাণ করার কোনো অবকাশ নেই।

৪. কিয়ামতের দিন কারো পক্ষে কোনো চিন্তা বা ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয়া সম্ভব নয়। সেখানে খৃস্টানরা নিজেরাই সাক্ষ্য দেবে যে, ঈসা (আ) কখনো আল্লাহর সাথে শিরক করতে নির্দেশ দেননি—তারা নিজেরাই ঈসা (আ)-ও মারইয়াম (আ)-কে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে। অতপর

শিরকের শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সুতরাং মুসলমানদেরকেও শিরক থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা বান্দাহর প্রতি যুল্ম করেন না ; সুতরাং আল্লাহ যাকে শাস্তি দেবেন সেটাই ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা প্রসূত সিদ্ধান্তই হবে।

৬. আল্লাহ যদি বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন তবে তা শাস্তি দিতে আল্লাহর অক্ষমতাজনিত নয়। কারণ তাঁর নাগালের বাইরে কেউ যেতে পারবে না ; তিনি পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।

৭. হাশরের ময়দানে কাফেরদের প্রতি কোনো প্রকার দয়া অনুগ্রহ করা হবে না বা কারো সুপারিশ তাদের জন্য গৃহীত হবে না।

৮. হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার সমস্ত রাতে নামাযে ان تعذهم فانهم عبادك। আয়াতটি পাঠ করে উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। অতপর আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁকে উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করার সুসংবাদ দান করেন। এতে উম্মতের মুক্তির জন্য তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৯. যার প্রকাশ্য ইবাদাত ও নির্জনে ইবাদাত একই রূপ হবে সে-ই সাদিক তথা সত্যিকার বান্দাহ। হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমভাবে নামায আদায়কারীকে সত্যিকার বান্দাহ বলা হয়েছে। এর অর্থ সকল দীনী কাজ ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হবে।

১০. নিষ্ঠাবান বান্দাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল মু'মিন বান্দারই যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকা উচিত।

১১. মু'মিনের জন্য সর্বাধিক পাওয়া এবং সবচেয়ে বড় সফলতা হলো আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

❐

সূরা আল আনআম
আয়াত ঃ ১৬৫
রুকূ' ঃ ২০

আল আনআম ভূমিকা

নামকরণ ঃ 'আনআম' অর্থ গৃহপালিত পশু। গৃহপালিত পশুর কোন্‌টি হালাল এবং কোন্‌টি হারাম হওয়া সম্পর্কিত জাহেলী আরবের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করে সূরার ১৬ ও ১৭ রুকূ'তে আলোচনা করা হয়েছে। আর এজন্যই এর নামকরণ হয়েছে আল আনআম তথা 'গৃহপালিত পশু'।

নাযিলের সময়কাল ও উপলক্ষ ঃ কিছু সংখ্যক আয়াত ছাড়া সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ ভাগে একযোগে নাযিল হয়েছে।

এ সময় মুসলমানদের উপর কুরাইশদের যুলম-নির্যাতন চরমে উঠে গিয়েছিলো। অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের একটি দল হাবশা তথা ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলো। কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করেই রাসূলুল্লাহ (স) দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছিলেন। এতদসত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যারা ইসলাম গ্রহণ করছিলো তাদের উপর চলছিলো তিরস্কার ও গালি-গালাজ ছাড়াও শারীরিকভাবে নির্যাতন ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। এ পরিস্থিতিতে ইয়াসরিব তথা মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বাইয়াত করে যান এবং মদীনাতে বিনা বাধায় ইসলাম প্রসার লাভ করতে শুরু করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তখন ইসলামকে বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি বিহীন একটি দুর্বল আন্দোলন এবং মুসলমানদেরকে মুষ্টিমেয় কিছু দরিদ্র, অসহায় ও সমাজচ্যুত ব্যক্তিদের একটি দল বলে মনে হচ্ছিল। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে সূরা আল আনআম নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ঃ সূরা আল আনাআমে শিরকের ভিত্তিহীনতা বর্ণনা করে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। দুনিয়ার জীবনের অস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের জীবনের মৌলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবাদ করা হয়েছে জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের। শিক্ষা দেয়া হয়েছে ইসলামী সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় নৈতিক বিধানাবলী। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব দিয়ে দাওয়াত অস্বীকারকারীদেরকে তাদের গাফলতী ও মূর্খতাজনিত আত্মহননের জন্য ভয় প্রদর্শন ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার

وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

ও আলো ; তা সত্ত্বেও যারা কুফরী করেছে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়।[১]

② هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ

২. তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন,[২] অতপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি মেয়াদ ; আর তাঁর নিকট রয়েছে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ[৩]

① اَلْحَمْدُ-(ال+حمد)-যাবতীয় প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্যই ; الَّذِى-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; وَ-আর ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; الظُّلُمٰتَ-(ال+ظلمت)-অন্ধকার ; وَ-ও ; النُّوْرَ-(ال+نور)-আলো ; ثُمَّ-তা সত্ত্বেও ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; بِرَبِّهِمْ-(ب+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ; يَعْدِلُوْنَ-তারা সমকক্ষ দাঁড় করায়। ② هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِىْ-যিনি ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; طِيْنٍ-মাটি ; ثُمَّ-অতপর ; قَضٰى-নির্ধারণ করে দিয়েছেন ; اَجَلًا-একটি মেয়াদ ; وَ-আর ; اَجَلٌ-একটি মেয়াদ ; مُسَمًّى-নির্দিষ্ট ; عِنْدَهٗ-(عند+ه)-তাঁর নিকট রয়েছে ;

১. এখানে মক্কার মুশরিকদের কথা বলা হচ্ছে। আসমান-যমীনের সৃষ্টি, চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্ব দান এবং দিন-রাতের আবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, এগুলো আল্লাহই করেছেন। লাত, মানাত, হোবল বা উয্যা বা অন্য কোনো দেব-দেবী যে এগুলোর স্রষ্টা নয় একথা তারা স্বীকার করতো ; কিন্তু এসব মূর্খের দল তা সত্ত্বেও এসব পাথরের মূর্তীর কাছে প্রার্থনা জানাতো, তাদের সামনে নযরানা পেশ করতো, তাদের নিকটই নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করতো।

ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْأَرْضِ ط

তা সত্ত্বেও তোমরা করো সন্দেহ। ৩. আর তিনিইতো আল্লাহ আসমানে ও যমীনে

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ

তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও তোমাদের প্রকাশ্য সবকিছু এবং তিনিই জানেন তোমরা যা অর্জন করো। ৪. আর আসেনি তাদের নিকট এমন কোনো নিদর্শন

مِنْ آيٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ

তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে যা থেকে তারা মুখ ফেরায়নি। ৫. সুতরাং তারা নিসন্দেহে মিথ্যা জেনেছে

لَمَّا جَاءَهُمْ ط فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبٰؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

সত্যকে যখনই তা তাদের নিকটে এসেছে ; অতএব তারা যা নিয়ে উপহাস করতো তার যথার্থ সংবাদ শীঘ্রই তাদের নিকট পৌছবে।[৪]

ثُمَّ-তা সত্ত্বেও ; أَنْتُمْ-তোমরা ; تَمْتَرُونَ—করো সন্দেহ। ③ وَ—আর ; هُوَ-তিনিইতো ; اللّٰهُ—আল্লাহ ; فِى السَّمٰوٰت—আসমানে ; وَ-ও ; فِى الْأَرْضِ-যমীনে ; يَعْلَمُ—তিনি জানেন ; سِرَّكُمْ-(سر+كم)-তোমাদের গোপন ; وَ—ও ; جَهْرَكُمْ-(جهر+كم)-প্রকাশ্য সবকিছু ; وَ—এবং ; يَعْلَمُ-তিনিই জানেন ; مَا-যা ; تَكْسِبُوْنَ—তোমরা অর্জন করো। ④ وَ-আর ; مَا تَأْتِيْهِمْ-আসেনি তাদের নিকট ; مِّنْ اٰيَةٍ-এমন কোনো নিদর্শন ; مِّنْ—থেকে ; اٰيٰتِ—নিদর্শনাবলী ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; إِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ-যা থেকে তারা মুখ ফেরায়নি। ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوْا-(ف+قد كذبوا)-সুতরাং তারা নিসন্দেহে মিথ্যা জেনেছে; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যকে ; لَمَّا جَاءَهُمْ-(لما+جاء+هم)-যখনই তা তাদের নিকট এসেছে ; فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمْ-(ف+سوف يأتى+هم)-অতএব শীঘ্রই তাদের নিকট পৌছবে ; اَنْبٰؤُا—যথার্থ সংবাদ ; مَا—যা ; بِهِ-নিয়ে ; كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ-(كانوا+به+يستهزء ون)-তারা উপহাস করতো।

'নূর' শব্দটির বিপরীত 'যুলুমাত'। 'নূর' একবচন আর 'যুলুমাত' বহুবচন। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, 'নূর' বা আলো হলো একক এবং 'যুলুমাত' বা অন্ধকারের রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়। এদিক থেকেই 'যুলুমাত'কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

২. মানুষের দেহের কোনো অংশই মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

⑥ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ

৬. তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে এ যমীনে কত মানব বংশকে আমি নিপাত করে দিয়েছি, যাদেরকে এমনভাবে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম

مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ

তেমনিভাবে আমি প্রতিষ্ঠিত করিনি তোমাদেরকেও এবং তাদের উপর আকাশ থেকে মুষলধারে বর্ষণ করেছিলাম, আর তৈরি করে দিয়েছিলাম নহরসমূহ

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا

যা প্রবাহিত রয়েছে তাদের পদতলে, অতপর তাদের পাপের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি তাদেরকে এবং আমি নতুন করে সৃষ্টি করেছি

مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ⑦ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ

তাদের পরে অপর এক মানবগোষ্ঠী। ৭. আর যদি আমি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কোনো কিতাবও নাযিল করতাম

⑥ اَلَمْ يَرَوْا-(أ+لم يروا)-তারা কি দেখেনি যে; كَمْ-কতো ; اَهْلَكْنَا-আমি নিপাত করে দিয়েছি ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে ; مِنْ قَرْنٍ-মানব বংশকে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-এ যমীনে ; مَا-তেমনিভাবে ; لَمْ نُمَكِّنْ-আমি প্রতিষ্ঠিত করিনি ; لَكُمْ-তোমাদেরকেও ; وَ-এবং ; اَرْسَلْنَا-বর্ষণ করেছিলাম ; السَّمَاءَ-(ال+سماء)-আকাশ থেকে ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; مِدْرَارًا-মুষলধারে ; وَ-আর ; جَعَلْنَا-তৈরি করে দিয়েছিলাম ; الْاَنْهٰرَ-(ال+انهر)-নহরসমূহ ; تَجْرِىْ-যা প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهِمْ-(من+تحت+هم)-তাদের পদতলে ; فَاَهْلَكْنٰهُمْ-(ف+اهلكنا+هم)-অতপর নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি তাদেরকে ; بِذُنُوْبِهِمْ-(ب+ذنوب+هم)-তাদের পাপের জন্য ; وَ-এবং ; اَنْشَاْنَا-আমি নতুন করে সৃষ্টি করেছি ; مِنْ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরে ; قَرْنًا-এক মানবগোষ্ঠী ; اٰخَرِيْنَ-অপর। ⑦ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; نَزَّلْنَا-আমি নাযিল করতাম ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; كِتٰبًا-কোনো কিতাব ; فِى قِرْطَاسٍ-কাগজে লিখিত ;

৩. 'তাঁর কাছে নির্ধারিত মেয়াদ' দ্বারা কিয়ামতের নির্দিষ্ট মেয়াদ বুঝানো হয়েছে। হাশরের ময়দানে আগের-পরের সকল মানুষকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে। তখন সবাই নিজেদের দুনিয়ার জীবনের কর্মের হিসাব দেয়ার জন্য তাদের স্রষ্টার সামনে উপস্থিত হবে।

فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

এবং তারা তা তাদের হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখতো, তবুও যারা কুফরী করে তারা বলতো—এটাতো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

⑧ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ

৮. আর তারা বলে—কেন তার প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয় না ;[৫] আর যদি আমি ফেরেশতা নাযিল করতাম, তাহলে অবশ্যই বিষয়টি ফায়সালা হয়ে যেতো

ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ⑨ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا

অতপর তাদেরকে কোনো অবকাশই দেয়া হতো না।[৬] ৯. আর যদি আমি ফেরেশতা পাঠাতাম তাকে অবশ্যই মানুষ হিসেবেই পাঠাতাম এবং ফেলে রাখতাম আমি সন্দেহ-সংশয়ে

-فَلَمَسُوْهُ-(ف+لمسوا+ه)-এবং তারা তা ছুঁয়েও দেখতো ; بِاَيْدِيْهِمْ-(ب+ايدى+هم)-তাদের হাত দিয়ে ; لَقَالَ-(ل+قال)-তবুও তারা বলতো; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْٓا-কুফরী করে ; اِنْ هٰذَآ-এটাতো নয় ; اِلَّا-ছাড়া ; سِحْرٌ-যাদু ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। ⑧ وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলে ; لَوْلَآ اُنْزِلَ-(لو+لا+انزل)-কেন নাযিল হয় না ; عَلَيْهِ-তার প্রতি ; مَلَكٌ-ফেরেশতা ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; اَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করতাম ; مَلَكًا-ফেরেশতা ; لَّقُضِيَ-(ل+قضى)-তাহলে অবশ্যই ফায়সালা হয়ে যেতো ; الْاَمْرُ-বিষয়টি ; ثُمَّ-অতপর ; لَا يُنْظَرُوْنَ-তাদেরকে কোনো অবকাশই দেয়া হতো না। ⑨ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; جَعَلْنٰهُ-(جعلنا+ه)-আমি পাঠাতাম তাকে ; مَلَكًا-ফেরেশতা ; لَّجَعَلْنٰهُ-(ل+جعلنا+ه)-অবশ্যই তাকে পাঠাতাম ; رَجُلًا-মানুষ হিসেবে ; وَّ-এবং ; لَلَبَسْنَا-(ل+لبسنا) ফেলে রাখতাম আমি সন্দেহ-সংশয়ে ;

৪. এখানে হিজরত পরবর্তীকালের মুসলমানদের যেসব সফলতা এসেছে, সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। এসব সফলতা সম্পর্কে কাফের-মুশরিকরাতো কল্পনাও করতে পারেনি, এমনকি মুসলমানরাও এ সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (স)-ও এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

৫. এটা ছিলো মুশরিকদের আপত্তি। আল্লাহর রাসূলকে অমান্য অস্বীকার করার তাদের বানোয়াট অজুহাত এটাই ছিলো যে, আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন, তাঁর সাথে একজন ফেরেশতা অন্তত পাঠানো উচিত ছিলো। সেই ফেরেশতা মানুষদের ডেকে বলতো–ইনি আল্লাহর নবী, তোমরা তাঁকে মেনে চলো, তাঁর আনুগত্য করো ; নচেত তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে।" মূলত এটা ছিলো নবীর প্রতি

عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ⑩ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ

তাদেরকে, যেমন তারা পড়ে আছে সন্দেহ-সংশয়ে।[৭] ১০. আর নিসন্দেহে উপহাস করা হয়েছিলো আপনার পূর্বেকার রাসূলদের সাথেও

فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

তখন যারা তাদের মধ্যে উপহাস করেছিলো তাদেরকেই তা ঘিরে নিয়েছে যা নিয়ে তারা উপহাস করতো।

عَلَيْهِمْ–তাদেরকে ; مَّا–যেমন ; يَلْبِسُوْنَ–তারা পড়ে আছে সন্দেহ-সংশয়ে। ⑩ وَ–আর ; لَقَدِ اسْتُهْزِئَ–(ل+قد+استهزئ)-নিসন্দেহে উপহাস করা হয়েছিলো ; بِرُسُلٍ–(ب+رسل)-রাসূলদের সাথেও ; مِّنْ قَبْلِكَ–(من+قبل+ك)-আপনার পূর্বেকার ; فَحَاقَ–(ف+حاق)-তখন ঘিরে ধরেছে ; بِالَّذِيْنَ–(ب+الذين)-তাদেরকেই যারা ; سَخِرُوْا–উপহাস করেছিলো ; مِنْهُمْ–তাদের মধ্যে ; مَّا–যা নিয়ে ; كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ–তারা উপহাস করতো।

বিদ্রূপ। তাই আল্লাহ তাআলাও তাদের বিদ্রূপের জবাব দিয়েছেন যে, ফেরেশতা পাঠালেতো সেই ফেরেশতা তোমাদের বিদ্রূপের যথার্থ উত্তরই দিতো এবং তোমাদের বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান দিয়ে দিতো।

৬. এখানে মুশরিকদের আপত্তির একটি জবাব প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার জীবনতো ঈমান আনা ও নেক কাজ করার জন্য একটি অবকাশ মাত্র। আর এ অবকাশ ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য দৃষ্টির অগোচরে থাকে। সত্য দৃশ্যমান হয়ে গেলেই অবকাশকাল শেষ হয়ে যাবে। তখন বাকী থাকবে অবকাশকালের কর্মের হিসাব নেয়া। দুনিয়ার জীবন যেহেতু পরীক্ষাকাল, তাই পরীক্ষার বিষয়াবলী অদৃশ্য ও গোপন থাকাই সমিচীন। তা প্রকাশ হয়ে গেলেতো পরীক্ষার কোনো অর্থই থাকে না। তখনতো পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়। এখন যদি আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য ফেরেশতাকে তোমাদের সামনে দৃশ্যমান করে দেন তাহলে তোমাদের পরীক্ষার সময়ই শেষ হয়ে যায়—এটা তো তোমাদের জন্য মঙ্গলকর নয়।

৭. মুশরিকদের আপত্তির অপর একটি জবাব হলো—ফেরেশতা হয়তো নিজের আসল আকৃতিতে আসতো অথবা মানুষের আকৃতি নিয়ে আসতো। এতে বলা হয়েছে–ফেরেশতা তার আসল আকৃতিতে আসার সময় এখনো হয়নি। কারণ এখনো অবকাশকাল শেষ হয়নি। আর যদি মানুষের আকৃতিতে আসে তাহলে সে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সে ব্যাপারে তোমরা একইভাবে সন্দেহের মধ্যে পড়ে

থাকতে, যেমন এখন তোমরা সন্দেহে পড়ে আছো যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কিনা।

১ রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। কেননা তিনিই আসমান-যমীন, অন্ধকার ও আলোর স্রষ্টা।

২. মানুষ যদি কারো প্রশংসা করে তবে সেই প্রশংসার পাত্র হবেন একমাত্র আল্লাহ।

৩. সপ্ত আসমান একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র ; কিন্তু সপ্ত যমীন পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট।

৪. 'যুলুমাত' তথা ভ্রান্ত পথের সংখ্যা অগণিত ; কিন্তু 'নূর' তথা বিশুদ্ধ সরল পথ মাত্র একটিই।

৫. অন্ধকার ও আলো আসমান-যমীনের মতো স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র বস্তু নয় ; বরং এগুলো পরনির্ভর।

৬. আসমান-যমীনের সৃষ্টি এবং অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টি আল্লাহর একত্ববাদের অন্যতম প্রমাণ। সুতরাং নিসন্দেহে আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান আনতে হবে।

৭. আল্লাহর একত্ববাদের অসংখ্য প্রমাণ আমাদের আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে। এসব প্রমাণকে অস্বীকার করার মতো কোনো যুক্তিই নেই।

৮. এত প্রমাণ বর্তমান থাকাবস্থায় যারা বিভিন্ন ঠুনকো আপত্তি ও অজুহাত খাড়া করতে চায়, ঈমান আনা তাদের নসীবে নেই।

৯. যারা সত্যকে অস্বীকার করছে তাদের জন্য উভয় জাহানে ধ্বংস অনিবার্য।

১০. মাটি থেকে মানুষের নিজের সৃষ্টি ও আল্লাহর একত্ববাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১১. মানুষের ব্যক্তিগত পরিণতি হলো মৃত্যু এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিণতি হলো কিয়ামত।

১২. মানুষ তার পরিণতি তথা মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় না জানলেও মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে সে অবগত।

১৩. সমগ্র সৃষ্টির পরিণতি তথা কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় একমাত্র আল্লাহরই জ্ঞানে রয়েছে। তবে কিয়মাতের আগমনে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

১৪. রাসূলুল্লাহ (স) এবং কুরআন-মাজীদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের জন্য অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন পড়ে না।

১৫. আল্লাহ, দীন, কিয়ামত ও পরকাল ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে উপহাস করা সুস্পষ্ট কুফরী। কারণ কাফেররাই এসব নিয়ে উপহাস করতো।

১৬. এ ধরনের উপহাসকারী ও হঠকারী লোক সর্বকালেই ছিলো। সকল নবী-রাসূলকেই তারা উপহাসের পাত্র বানিয়েছে। ফলে তারা চরম পরিণতির শিকার হয়েছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১০

⑪ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১১. আপনি বলুন—তোমরা ভ্রমণ করো যমীনে অতপর দেখো যে, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিলো।[৮]

⑫ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلْ لِّلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ

১২. আপনি বলুন—আসমান ও যমীনে যাকিছু'আছে তা কার ? বলে দিন—আল্লাহরই ;[৯] তিনি তাঁর নিজের দায়িত্বে রেখেছেন

الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا

দয়াকে ; তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই ; যারা ক্ষতি করেছে

⑪ قُلْ -আপনি বলুন ; سِيْرُوْا -তোমরা ভ্রমণ করো ; فِى الْاَرْضِ -(فى+ال+ارض)- যমীনে ; ثُمَّ -অতপর ; انْظُرُوْا -তোমরা দেখো যে ; كَيْفَ -কিরূপ ; كَانَ -হয়েছিলো ; عَاقِبَةُ -পরিণাম ; الْمُكَذِّبِيْنَ -(ال+مكذبين)-মিথ্যাবাদীদের। ⑫ قُلْ -আপনি বলুন ; لِمَنْ -কার ; مَا -যাকিছু আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ -(فى+ال+سموت)- আসমানে ; وَ -ও ; الْاَرْضِ -যমীনে ; قُلْ -বলে দিন ; لِلّٰهِ -আল্লাহরই ; كَتَبَ -তিনি দায়িত্বে রেখেছেন ; عَلٰى نَفْسِهِ -(على+نفس+ه)-তাঁর নিজের ; الرَّحْمَةَ -(ال+رحمة)-দয়াকে ; لَيَجْمَعَنَّكُمْ -(ليجمعن+كم)-তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে একত্র করবেন ; اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -(الى+يوم+ال+قيمة)-কিয়ামতের দিনে ; لَا رَيْبَ -কোনো সন্দেহই নেই ; فِيْهِ -তাতে ; الَّذِيْنَ -যারা ; خَسِرُوْا -ক্ষতি করেছে ;

৮. অর্থাৎ তোমরা সফর করলেই দেখতে পাবে যে, অতীতের যেসব জাতি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলো এবং বাতিলের অনুসরণের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করেছিলো তাদের করুণ পরিণতির সাক্ষ্য হিসেবে তাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ কিভাবে পড়ে আছে।

৯. আল্লাহ তাআলা এখানে প্রথমে প্রশ্ন উত্থাপন করছেন যে, আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী যাবতীয় কিছুর মালিকানা কার ? এবং উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই

أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑫ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ

তাদের নিজেদের, তারাতো ঈমান আনবে না। ১৩. আর রাতে ও দিনে যাকিছু অবস্থান করে, তা তাঁরই ;

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑬ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا

এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৪. আপনি বলুন—আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক মেনে নেবো ?

فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ

যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অথচ তিনিই আহার দান করেন এবং তিনি আহার প্রদত্ত হন না ;[১০] আপনি বলুন—আমাকে অবশ্যই আদেশ দেয়া হয়েছে যে,

أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

আমিই তাদের প্রথম ব্যক্তি হই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং (বলা হয়েছে যে,) তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

أَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের ; فَهُمْ-(ف+هم)-তারাতো ; لَايُؤْمِنُوْنَ-ঈমান আনবে না। ⑬ وَ-আর ; لَه-তা তাঁরই ; مَا-যাকিছু ; سَكَنَ-অবস্থান করে ; فِى اللَّيْلِ-(فى+ال+ليل)-রাতে ; وَ-ও ; النَّهَار-(ال+نهار)-দিনে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; السَّمِيْعُ-(ال+سميع)-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيْمُ-(ال+عليم)-সর্বজ্ঞ। ⑭ قُلْ-আপনি বলুন ; اَغَيْرَ اللّٰه-আল্লাহ ছাড়া অন্যকে কি ; اَتَّخِذُ-আমি মেনে নেবো ; وَلِيًّا-অভিভাবক ; فَاطِرِ-(যিনি) স্রষ্টা ; السَّمٰوٰت-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-অথচ ; هُوَ-তিনিই ; يُطْعِمُ-আহার দান করেন ; وَ-এবং ; لَايُطْعَمُ-তিনি আহার প্রদত্ত হন না ; قُلْ-আপনি বলুন ; اِنِّىٓ-অবশ্যই আমাকে ; اُمِرْتُ-আদেশ দেয়া হয়েছে ; اَنْ-যে ; اَكُوْنَ-আমি হই ; اَوَّلَ-প্রথম ব্যক্তি ; مَنْ-যারা ; اَسْلَمَ-ইসলাম গ্রহণ করেছে ; وَ-এবং (বলা হয়েছে যে,) ; لَاتَكُوْنَنَّ-তুমি কখনো হয়ো না ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُشْرِكِيْنَ-(ال+مشركين)-মুশরিকদের।

তার উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব কিছুর মালিকানা আল্লাহরই। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানুষকে কোনো বিষয় জানানো কুরআন মাজীদের একটি বিশেষ পদ্ধতি।

১০. অর্থাৎ মানুষের নিজেদের বানানো দেব-দেবী ও ইলাহদের সকল জাতি-

⑮ قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

১৫. আপনি বলুন—আমি যদি নাফরমানী করি আমার প্রতিপালকের, তবে আমি অবশ্যই এক কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি।

⑯ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ○

১৬. সেদিন যাকে তা থেকে রক্ষা করা হবে, নিসন্দেহে তিনি তার প্রতি দয়া করবেন, আর এটাই হবে সুস্পষ্ট সফলতা।

⑰ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ

১৭. আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্টে ফেলেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার জন্য কোনো অপসারণকারী নেই, আর যদি তোমাকে দান করেন

بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑱ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ

কোনো কল্যাণ, তবে তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ১৮. আর তিনি নিজ বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল ;

⑮ قُلْ –আপনি বলুন ; اِنِّىٓ–আমি অবশ্যই ; اَخَافُ–ভয় করি ; اِنْ–যদি ; عَصَيْتُ –আমি নাফরমানী করি ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; عَذَابَ–শাস্তির ; يَوْمٍ-দিনের; عَظِيْمٌ-কঠিন। ⑯ مَنْ-যাকে ; يُصْرَفْ-রক্ষা করা হবে ; عَنْهُ-তা থেকে ; يَوْمَئِذٍ–সেদিন ; فَقَدْ رَحِمَهُ-(ف+قد رحم+ه)-নিসন্দেহে তার প্রতি দয়া করবেন ; وَ–আর ; ذٰلِكَ-এটাই হবে ; الْفَوْزُ-(ال+فوز)-সফলতা ; الْمُبِيْنُ-(ال+مبين)-সুস্পষ্ট। ⑰ وَاِنْ-(و+ان)-আর যদি; يَّمْسَسْكَ-(يمسس+ك)-তোমাকে ফেলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِضُرٍّ-(ب+ضر)-কোনো কষ্টে ; فَلَا كَاشِفَ-(ف+لا+كاشف)-তাহলে কোনো অপসারণকারী নেই ; لَهٗ –তার জন্য ; اِلَّا–ছাড়া ; هُوَ–তিনি ; وَ–আর ; اِنْ –যদি ; يَّمْسَسْكَ-(يمسس+ك)-তোমাকে দান করেন ; بِخَيْرٍ-(ب+خير)-কোনো কল্যাণ ; فَهُوَ-(ف+هو)-তবে তিনি ; عَلٰى –উপর ; كُلِّ شَىْءٍ-(كل+شئ)-সবকিছুর ; قَدِيْرٌ–সর্বশক্তিমান। ⑱ وَ -আর ; هُوَ -তিনি ; الْقَاهِرُ-(ال+قاهر)-পূর্ণ কর্তৃত্বশীল ; فَوْقَ –উপর ; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-নিজ বান্দাহদের ;

প্রজাতি মানুষেরই মুখাপেক্ষী। মানুষের নযরানা না পেলে তাদের প্রভুত্ব অকার্যকর হয়ে পড়ে ; দেবতাগণ পূজারীদের মুখাপেক্ষী। কারণ পূজারীরা যদি দেবতার মূর্তি

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ

আর তিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞাতা। ১৯. বলুন—সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় কি ? বলুন—আল্লাহই

شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ

সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে ;[১১] আর আমার প্রতি প্রেরিত হয়েছে এ কুরআন

لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ

যাতে আমি ভয় দেখাই তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌছবে (তাদেরকে) ; তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহর সাথে

آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

অন্য মাবুদও রয়েছে ?[১২] আপনি বলে দিন—আমি এমন সাক্ষ্য দেই না ;[১৩] বলুন—তিনিতো এক ইলাহ ছাড়া কিছু নন

وَهُوَ-(و+هو)-আর তিনি ; الْحَكِيمُ-(ال+حكيم)-মহাজ্ঞানী ; الْخَبِيرُ-(ال+خبير)- সর্বজ্ঞাতা।⑲ قُلْ-বলুন ; أَيُّ-কোন্ ; شَيْءٍ-বস্তু ; أَكْبَرُ-সবচেয়ে বড় ; شَهَادَةً-সাক্ষ্য হিসেবে ; قُلِ-বলুন ; اللَّهُ-আল্লাহই ; شَهِيدٌ-সাক্ষী ; بَيْنِي-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-আর ; أُوحِيَ-প্রেরিত হয়েছে ; إِلَيَّ-আমার প্রতি ; هَٰذَا-এ ; الْقُرْآنُ-কুরআন ; لِأُنْذِرَكُمْ-(لانذر+كم)-যাতে আমি ভয় দেখাই তোমাদেরকে ; بِهِ-তা দিয়ে ; وَ-এবং ; مَنْ-যাদের নিকট ; بَلَغَ-এটা পৌছবে (তাদেরকে) ; أَئِنَّكُمْ-(ا+ان+كم)-তোমরা কি ; لَتَشْهَدُونَ-সাক্ষ্য দিচ্ছো ; أَنَّ-যে ; مَعَ-সাথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; آلِهَةً-মাবুদও রয়েছে ; أُخْرَىٰ-অন্য ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَا أَشْهَدُ-আমি এমন সাক্ষ্য দেই না ; قُلْ-বলুন ; إِنَّمَا-(ان+ما)-নিশ্চয়ই নন ; هُوَ-তিনি ; إِلَٰهٌ-ইলাহ ছাড়া কিছু ; وَاحِدٌ-এক ;

বানিয়ে সুসজ্জিত মন্দিরে স্থাপন না করে তাহলে তাদের দেবত্ব প্রকাশ পায় না। কিন্তু বিশ্বপ্রভু বিশ্বের একমাত্র একচ্ছত্র মালিক ; যার সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব নিজ শক্তি ও মহিমায় তিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ; বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

১১. অর্থাৎ আমি যে তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর নির্দেশ নিয়ে এসেছি এবং তাঁর আদেশ-

وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا

আর তোমরা যে শিরক করছো তা থেকে অবশ্যই আমি মুক্ত। ২০. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে তেমনই চেনে যেমন

يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

চেনে তাদের সন্তানদেরকে,[১৪] যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারাতো ঈমান আনবে না।

وَ–আর ; اِنَّنِىْ–অবশ্যই আমি ; بَرِىْءٌ–মুক্ত ; مِمَّا–তা থেকে যে ; تُشْرِكُوْنَ–শিরক করছো। ⑳ اَلَّذِيْنَ–যাদেরকে ; اٰتَيْنٰهُمُ–(اتينا+هم)-আমি দিয়েছি ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ; يَعْرِفُوْنَهٗ–(يعرفون+ه)-তারা তাকে চেনে ; كَمَا–তেমনই যেমন ; يَعْرِفُوْنَ–চেনে তারা ; اَبْنَآءَهُمْ-(ابناء+هم)-তাদের সন্তানদেরকে ; اَلَّذِيْنَ-যারা ; خَسِرُوْٓا–ক্ষতি করেছে ; اَنْفُسَهُمْ–(انفس+هم)-নিজেরাই নিজেদের ; فَهُمْ-তারাতো ; لَايُؤْمِنُوْنَ–ঈমান আনবে না।

নির্দেশ অনুযায়ী সব বলছি তার সাক্ষী আল্লাহ তাআলা ; এর চেয়ে বড় কোনো সাক্ষী আর হতে পারে না।

১২. অর্থাৎ এ বিরাট বিশাল সৃষ্টিজগতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ আছে, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য—এমন কথা কি তোমরা নির্ভুলভাবে জানো ? যার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিতে পারো ? কারণ সাক্ষ্য দানের জন্য অনুমান নির্ভর জ্ঞান যথেষ্ট নয় ; এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান।

১৩. অর্থাৎ আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে তোমরা সাক্ষ্য দিতে চাইলে দিতে পারো ; কিন্তু এমন সাক্ষ্য আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।

১৪. অর্থাৎ যাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রয়েছে তাদের নিকট–আল্লাহর একক সত্তা হওয়া এবং তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বে কারো অংশ না থাকার বিষয়টা জানা এতোই সহজ, যেমন অনেক ছেলে-মেয়ের ভিড়ে তাদের নিজেদের সন্তানদের চেনা সহজ। অগণিত মত-পথ ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে তারা কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই আল্লাহর একক উপাস্য হওয়ার প্রকৃত সত্যকে চিনে নিতে পারে।

২ রুকূ' (১১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পৃথিবীতে সফর করলে অতীতের জাতি-গোষ্ঠীর পরিণতি দেখে ঈমান সবল হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ রয়েছে। এর জন্য দূরদেশ ভ্রমণ করা অপরিহার্য নয়।

২. আল্লাহর রহমত বা দয়া তাঁর গযব বা ক্রোধের উপর প্রবল থাকে। সুতরাং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৩. পৃথিবীর সূচনা থেকে নিয়ে ধ্বংস পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে সবাইকে হাশরের দিন একত্র করা হবে। এ বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক অংশ। এ বিশ্বাসে শিথিলতা থাকলে ঈমান থাকবে না।

৪. রাতে ও দিনে যাকিছু অবস্থান করে ও স্থিতি লাভ করে তা সবই আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে। এতে অন্য কারো হাত নেই।

৫. আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কাফের-মুশরিকরা যদি বঞ্চিত হয়, তবে তা তাদের নিজের কর্মের কারণেই হবে ; কেননা তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের উপায় তথা ঈমান আনয়ন করেনি।

৬. শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ অমান্য করলে আখিরাতের কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৭. আখেরাতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়াই মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সফলতা। বিপরীত পক্ষে আখেরাতে আযাব পাওয়াই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

৮. ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস তথা ঈমানের একটি মূল অংশ হলো—সকল প্রকার লাভ-ক্ষতির প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা।

৯. কোনো সৃষ্ট জীবকে সরাসরি বিপদ থেকে উদ্ধার করা এবং অভাব পূরণের জন্য ডাকা আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। আল্লাহ মুসলমানদেরকে সরল-সঠিক পথে কায়েম রাখুন।

১০. আল্লাহ তাআলা সবার উপর প্রবল-পরাক্রান্ত এবং অন্য সবাই তাঁর ক্ষমতার অধীন ও তাঁর মুখাপেক্ষী।

১১. মানব জাতির নিকট আল কুরআন পৌঁছার পর অপর কোনো জীবন-বিধান আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

১২. কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের জন্যই আল কুরআনই হলো হিদায়াত লাভের উৎস।

১৩. মুশরিকদের প্রতি দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর প্রয়োজন ছাড়া তাদের নিকট থেকে সদা-সর্বদা দূরে থাকা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য।

১৪. ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা সবকিছু জেনে-বুঝে আল্লাহর দীনের সাথে গাদ্দারী করছে। কিয়ামতের দিন তারা তাদের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে কোনো প্রকার কথাই পেশ করতে পারবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১০

㉑ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ

২১. আর তার চেয়ে অধিক যালেম কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে বানানো কথা বলে বেড়ায়,[১৫] অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে ?[১৬]

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ㉑ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ

এটা নিশ্চিত যে, যালেমরা সফলকাম হবে না। ২২. আর (স্মরণ করো) যেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করবো অতপর বলবো,

㉑ وَ–আর ; مَنْ–কে ; أَظْلَمُ–অধিক যালেম ; مِمَّنْ–(من+من)-তার চেয়ে যে ; افْتَرَىٰ–বলে বেড়ায় ; عَلَى–সম্পর্কে ; اللَّهِ–আল্লাহ ; كَذِبًا–বানানো কথা, মিথ্যা কথা ; أَوْ–অথবা ; كَذَّبَ–অস্বীকার করে ; بِآيَاتِهِ–(ب+ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলীকে ; إِنَّهُ–এটা নিশ্চিত যে ; لَا يُفْلِحُ–সফলকাম হবে না ; الظَّالِمُونَ–(ال+ظلمون)-যালেমরা। ㉒ وَ–আর (স্মরণ করুন) ; يَوْمَ–যেদিন ; نَحْشُرُهُمْ–(نحشر+هم)-তাদের একত্র করবো ; جَمِيعًا–সকলকে ; ثُمَّ–অতপর ; نَقُولُ–আমি বলবো ;

১৫. আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলার ধরণ হলো—প্রভুত্বের ব্যাপারে কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করা এবং কারো মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌম, কর্তৃত্ব ও গুণাবলী আছে বলে মনে করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার মধ্যে ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যতা আছে বলে মনে করা। এছাড়া কাউকে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করা এবং তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন বা তাদের সাথে সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে আল্লাহ সম্মত রয়েছেন এবং আল্লাহর প্রতি যেমন আচরণ করা উচিত, তাদের সাথেও তেমন আচরণ করতে হবে—এ জাতীয় কথা বলা ও এমন ধারণা পোষণ করাও আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলার পর্যায়ভুক্ত।

১৬. মানুষের নিজস্ব সত্তা, বিশ্বজগতের প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ এবং নবী-রাসূলদের চরিত্র ও কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর অস্তিত্ব-একত্বের প্রমাণাদিকেই এখানে নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব নিদর্শন নিসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এ জগতের স্রষ্টা অবশ্যই আছে এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এরপরও যে ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান ছাড়া, কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরিক্ষা ছাড়া, শুধুমাত্র আন্দাজ-অনুমানের উপর নির্ভর করে

لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَاۤؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

তাদেরকে যারা শিরক করেছে—কোথায় তোমাদের অংশীদারগণ যাদেরকে (আমার শরীক বলে) ধারণা করতে ?

⑳ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ○

২৩. তারপর তাদের এটা বলা ছাড়া কোনো ওযর থাকবে না—আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম, আমরাতো মুশরিক ছিলাম না।

㉔ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৪. আপনি দেখুন, কিভাবে তারা নিজেদের প্রতি মিথ্যারোপ করছে এবং যা তারা বানিয়ে বেড়াতো তা তাদের থেকে (কিভাবে) হারিয়ে গেছে।

㉕ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ

২৫. আর তাদের মধ্যে কেউ আছে আপনার দিকে কান পেতে রাখে ; কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে

لِلَّذِيْنَ–তাদেরকে যারা ; اَشْرَكُوْٓا–শিরক করেছে ; اَيْنَ-কোথায় ; شُرَكَاۤؤُكُمْ-(شركاؤ+كم)-তোমাদের অংশীদারগণ ; الَّذِيْنَ–যাদেরকে ; كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ–(আমার শরীক বলে) ধারণা করতে। ⑳ ثُمَّ-তারপর ; لَمْ تَكُنْ–থাকবে না ; فِتْنَتُهُمْ-(فتنة+هم)-তাদের কোনো ওযর ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَنْ قَالُوْا-এটা বলা ; وَ-কসম ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; رَبِّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালক ; مَا كُنَّا-আমরাতো মুশরিক ছিলাম না ; مُشْرِكِيْنَ-মুশরিক। ㉔ اُنْظُرْ–আপনি দেখুন ; كَيْفَ–কিভাবে ; كَذَبُوْا–মিথ্যারোপ করেছে ; عَلٰى–প্রতি ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-নিজেদের প্রতি ; وَ-এবং ; ضَلَّ–হারিয়ে গেছে ; عَنْهُمْ–তাদের থেকে ; مَا–যা ; كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ–তারা বানিয়ে বেড়াতো। ㉕ وَ-আর ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; مَنْ–কেউ আছে ; يَّسْتَمِعُ–কান পেতে রাখে ; اِلَيْكَ-আপনার দিকে ; وَ–কিন্তু ; جَعَلْنَا–আমি ফেলে রেখেছি ; عَلٰى-উপর ; قُلُوْبِهِمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরের ; اَكِنَّةً–পর্দা ; اَنْ يَّفْقَهُوْهُ-(ان يفقهوا+ه)-যেন তারা তা বুঝতে না পারে ;

এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কেউ হতে পারে না।

وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ

এবং তাদের কান বধির করে দিয়েছি ;[১৭] আর যদি তারা সকল নিদর্শনও দেখে তারা তাতে ঈমান আনবে না ;

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ

এমনকি তারা যখন আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্ক করতে থাকে আপনার সাথে তখন—যারা কুফরী করেছে—তারা বলে, এটা কিছুই নয়

اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ۚ

পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী ছাড়া।[১৮] ২৬. আর তারা বিরত রাখে (লোকদেরকে) তা থেকে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকে ;

وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرٰٓى

আর তারাতো নিজেদেরকে ছাড়া কাউকে ধ্বংস করছে না, অথচ তারা তা বুঝতে পারছে না। ২৭. আর যদি আপনি দেখতেন

وَ - এবং ; فِيْٓ اٰذَانِهِمْ-(فى+اذان+هم)-তাদের কান ; وَقْرًا-বধির করে দিয়েছি ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَّرَوْا-তারা দেখে ; كُلَّ-সকল ; اٰيَةٍ-নিদর্শনও ; لَّا يُؤْمِنُوْا-তারা ঈমান আনবে না ; بِهَا-তাতে ; حَتّٰىٓ-এমনকি ; اِذَا-যখন ; جَآءُوْكَ-(جاء وا+ك)-আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে ; يُجَادِلُوْنَكَ-(يجادلوا+ك)-আপনার সাথে বিতর্ক করতে থাকে ; يَقُوْلُ-তারা বলে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْٓا-কুফরী করেছে ; اِنْ هٰذَآ-এটা কিছুই নয় ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَسَاطِيْرُ-কিস্‌সা কাহিনী ; الْاَوَّلِيْنَ-(ال+اولين)-পূর্ববর্তীদের। ﴿٢٦﴾وَ-আর ; هُمْ-তারা ; يَنْهَوْنَ-বিরত রাখে (লোকদেরকে) ; عَنْهُ-তা থেকে ; وَ - এবং ; يَنْئَوْنَ-নিজেরাও দূরে সরে থাকে ; عَنْهُ-তা থেকে ; وَ-আর ; اِنْ يُّهْلِكُوْنَ-তারাতো ধ্বংস করছে না ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেদেরকে ; وَ-অথচ ; مَا يَشْعُرُوْنَ-তারা বুঝতে পারছে না। ﴿٢٧﴾وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَرٰٓى-আপনি দেখতেন ;

১৭. আমরা যেটাকে প্রাকৃতিক আইন বলি, প্রকৃতপক্ষে তা-ই আল্লাহর তৈরি আইন। সুতরাং প্রাকৃতিক আইনে যাকিছু সংঘটিত হয় তা আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। যারা সবকিছু জেনে বুঝেও সত্যেরআহ্বানে সাড়া না দেয় তাদের এ আচরণ হঠকারিতা, একগুঁয়েমি ও গোঁড়ামির স্বাভাবিক ফল। তাদের এ ধরনের কাজের ফলে তাদের মনের দরজা সত্যের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম অন্য কথায় আল্লাহর নিয়ম।

إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا

যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে আগুনের ধারে তখন তারা বলবে–'হায় ! আমাদেরকে যদি পুনরায় পাঠানো হতো, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতাম না

وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ

এবং আমরা মু'মিনদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। ২৮. বরং তারা যা ইতিপূর্বে গোপন করে রাখতো তা (আজ) তাদের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে ;[১৮]

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا

আর তাদেরকে যদি পুনরায় পাঠানোও হয়, তারা অবশ্য তা-ই আবার করবে, যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো এবং নিসন্দেহে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ২৯. আর তারা বলে।

اِذْ–যখন ; وُقِفُوا–তাদেরকে দাঁড় করানো হবে ; عَلَى–ধারে ; النَّارِ-(ال+نار)- আগুনের ; فَقَالُوا-(ف+قالوا)-তখন তারা বলবে ; يَٰلَيْتَنَا-(يا+ليت+نا)-হায়! আমাদেরকে যদি ; نُرَدُّ-পুনরায় পাঠানো হতো ; وَ-তবে ; لَانُكَذِّبَ-আমরা অস্বীকার করতাম না ; بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-নিদর্শনাবলীকে ; رَبِّنَا-(رب+نا)- আমাদের প্রতিপালকের ; وَ–এবং ; نَكُوْنَ–আমরা হয়ে যেতাম ; مِنَ-মধ্যে শামিল ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। ﴿٢٧﴾ بَلْ-বরং ; بَدَا-তা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে; لَهُمْ–তাদের নিকট ; مَّا-যা ; كَانُوا يُخْفُوْنَ-তারা গোপন করে রাখতো ; مِنْ قَبْلُ-(من+قبل)- ইতিপূর্বে ; وَ–আর ; لَوْ–যদি ; رُدُّوْا–তাদেরকে পুনরায় পাঠানোও হয় ; لَعَادُوْا- (ل+عادوا)-তারা অবশ্য তা-ই আবার করবে ; لِمَا–যা ; نُهُوْا- তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো ; عَنْهُ–তা থেকে ; وَ–এবং ; اَنَّهُمْ–(ان+هم)-নিসন্দেহে তারা ; لَكٰذِبُوْنَ –অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ﴿٢٨﴾ وَ–আর ; قَالُوْا –তারা বলে ;

১৮. সত্য চিরন্তন। সৃষ্টির আদি থেকে সত্য চিরদিন একই থাকবে। যারা আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে যুগে যুগে মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের জ্ঞান প্রাপ্তির উৎস যেহেতু একই এবং তাঁরা যেহেতু একই সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, সুতরাং তাদের কথা পুনরাবৃত্তি বলেই মনে হবে এবং এটাই সত্যের সত্য হওয়ার প্রমাণ। তাঁদের মুখ থেকে আজগুবী নতুন নতুন কথা বের হতে পারে না। নতুন আজগুবী কথা একমাত্র তারাই বলতে পারে যারা আল্লাহর জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত।

اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই এবং আমরা পুনঃপ্রেরিতও হবো না।

⑳ وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ

৩০. আর আপনি যদি দেখতেন যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তিনি বলবেন—এটা কি সত্য নয়?

قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

তারা বলবে—হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম, (অবশ্যই এটা সত্য); তিনি বলবেন—তাহলে তোমরা ভোগ করো সেই আযাব যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।[২০]

اِنْ هِىَ الاَّ-(ان+هى+الا)-এছাড়া নেই ; حَيَاتُنَا-(حيات+نا)-আমাদের জীবন ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; مَا نَحْنُ-(ما+نحن)-আমরা হবো না ; بِمَبْعُوْثِيْنَ-(ب+مبعوثين)-পুনঃ প্রেরিতও। ⑳ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَرٰى-আপনি দেখতেন ; اِذْ-যদি ; وُقِفُوْا-তাদেরকে দাঁড় করানো হবে ; عَلٰى-সামনে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; قَالَ-তিনি বলবেন ; اَلَيْسَ هٰذَا-(ا+ليس+هذا)-এটা কি নয়? بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য ; قَالُوْا-তারা বলবে ; بَلٰى-হ্যাঁ ; وَ-কসম ; رَبِّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের ; قَالَ-তিনি বলবেন ; فَذُوْقُوا-(ف+ذوقوا)-তাহলে তোমরা ভোগ করো ; الْعَذَابَ-(ال+عذاب)-সেই আযাব ; بِمَا-যাকে ; كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ-তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১৯. অর্থাৎ তাদের এসব কথাবার্তা তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করে মত পরিবর্তনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে হবে না ; বরং তারা যখন সত্যের মুখোমুখি হবে এবং সত্য তাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার ফলেই তারা এসব কথা বলবে ; কিন্তু তখনতো আর শুধরাবার কোনো উপায় থাকবে না। কারণ তখন কট্টর কাফেরও সত্যকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।

২০. মূলত কাফেররা সত্যকে সত্য জেনেও কেবল হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়েই সত্যের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা নিজ আদি জ্ঞানের মাধ্যমেই জানেন যে, এসব কাফেরদের কথা অনুসারে পুনরায় জগত সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করেছে।

৩ রুকূ' (২১-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাফের-মুশরিকরাই সবচেয়ে বড় যালেম। কারণ, বিশ্বজগতে বিরাজমান অগণিত নিদর্শন দেখেও তারা আল্লাহকে অস্বীকার বা আল্লাহর সাথে শরীক করে। তাদের এ বিশ্বাস ও কর্ম আল্লাহর উপর সুস্পষ্ট মিথ্যারোপ।

২. আখেরাতে তাদের সমস্ত বিশ্বাস ও কর্মের তিক্ত ফল ভোগ করবে, আর তারা হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

৩. যারা সত্যকে সত্য জেনেও আল্লাহর দীনের প্রতি কটাক্ষ করে এবং সত্যের পথের আহ্বানকারীদের দাওয়াত গুরুত্বহীনভাবে উড়িয়ে দেয়, আল্লাহ তাদের হিদায়াত নসীব করেন না।

৪. যারা আল্লাহর দীন থেকে নিজেরা দূরে সরে থাকে এবং অন্যদেরকেও দূরে সরিয়ে রাখে তারা নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনে। সুতরাং এ ধ্বংসোন্মুখ গোষ্ঠীর বৈষয়িক ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য দেখে মু'মিনদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৫. আল্লাহ তাআলা তাঁর আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, কাফের-মুশরিকদেরকে দুনিয়াতে প্রেরিত হলেও তারা তা-ই করবে যা তারা বর্তমানে করছে। পুনরায় পাঠানো হলে তারা মু'মিন হয়ে যাবে বলে তাদের দাবী মিথ্যা। যেহেতু তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েও মিথ্যা বলবে সেহেতু তাদের দুনিয়ার জীবনের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিও মিথ্যা। অতএব তাদেরকে বিশ্বাস করা যাবে না।

৬. কাফের-মুশরিকরা দুনিয়াতে মিথ্যা বলে অভ্যস্ত; তাই আখেরাতেও অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর সামনে মিথ্যা বলবে। কিন্তু তাদের সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। মিথ্যা সকল গুনাহের মূল। সুতরাং মিথ্যা থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

৭. হাদীসে আছে—মু'মিনের জীবনে মিথ্যা ও আত্মসাত থাকতে পারে না।

৮. হাদীসে আরও আছে—মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করলে কেউ পূর্ণাংগভাবে মু'মিন হতে পারে না।

৯. ইসলামের মূলনীতি তিনটি—(১) তাওহীদ বা একত্ববাদ, (২) রিসালাত ও (৩) আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটির অধীন। কুরআন মাজীদের মূল বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই আবর্তিত। অত্র রুকূ'র আয়াতসমূহে বিশেষভাবে আখেরাতের প্রশ্ন ও উত্তর। কঠোর শাস্তি, অশেষ প্রতিদান এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মু'মিনদের সকল কার্যক্রম আখেরাতের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿٣١﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللهِ ، حَتّٰى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

৩১. নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে ; এমনকি হঠাৎ তাদের নিকট যখন কিয়ামত এসে পড়বে

قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ

তখন তারা বলবে—হায় আফসোস ! এর প্রতি আমরা যে অবজ্ঞা দেখিয়েছি তার জন্য ; আর তারা বহন করে বেড়াবে

أَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

তাদের গুনাহর বোঝা তাদের পিঠের উপর ; শুনে নাও ! তারা যা বহন করে বেড়াবে তা অতি নিকৃষ্ট। ৩২. আর দুনিয়ার জীবনতো কিছুই নয়

(৩১) قَدْ خَسِرَ –নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; الَّذِيْنَ –যারা ; كَذَّبُوْا –মিথ্যা মনে করেছে ; بِلِقَاءِ اللهِ –(ب+لقاء+الله)-আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে ; حَتّٰى –এমনকি ; إِذَا –যখন ; جَاءَتْهُمْ –(جاءت+هم)-তাদের নিকট এসে পড়বে ; السَّاعَةُ –কিয়ামত ; بَغْتَةً –হঠাৎ ; قَالُوْا –তখন তারা বলবে ; يٰحَسْرَتَنَا –(يا+حسرت+نا)-হায় আফসোস ! عَلٰى –সে জন্য ; مَا فَرَّطْنَا –যে অবজ্ঞা আমরা দেখিয়েছি ; فِيْهَا –তার প্রতি ; وَ –আর ; هُمْ –তারা ; يَحْمِلُوْنَ –বহন করে বেড়াবে ; أَوْزَارَهُمْ –(اوزار+هم)-তাদের গুনাহের বোঝা ; عَلٰى –উপর ; ظُهُوْرِهِمْ –(ظهور+هم)-তাদের পিঠের ; أَلَا –সাবধান ; سَاءَ –তা অতি নিকৃষ্ট ; مَا يَزِرُوْنَ –(ما+يزرون)-যে বোঝা তারা বহন করে বেড়াবে। (৩২) وَ –আর ; مَا –কিছুই নয় ; الْحَيٰوةُ –(ال+حيوة)-জীবন ; الدُّنْيَا –(ال+دنيا)-দুনিয়ার ;

إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ

খেল-তামাশা ছাড়া ;[২১] আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের বাসস্থানই উত্তম

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ

তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ? ৩৩. নিসন্দেহে আমি অবগত যে, তারা যা বলে তা আপনাকে অবশ্যই ব্যথিত করে

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○

কেননা তারাতো আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করে না ; বরং এ যালেমগণ আল্লাহর আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করে।[২২]

-لَّا-ছাড়া ; لَعِبٌ-খেল ; وَّ-ও ; لَهْوَ-তামাশা ; وَ-আর; لِلدَّارُ-(ل+ال+دار)-বাসস্থানই ; الْآخِرَةَ-(ال+اخرة)-আখেরাতের ; خَيْرٌ-উত্তম ; لِلَّذِيْنَ-(ل+الذين)-তাদের জন্য ; يَتَّقُوْنَ-যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ; أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-(ا+ف+لاتعقلون)-তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ?৩৩ قَدْ نَعْلَمُ-নিসন্দেহে আমি অবগত ; انَّهُ-নিশ্চয়ই তা ; لَيَحْزُنُكَ-(ل+يحزن+ك)-আপনাকে অবশ্যই ব্যথিত করে ; الَّذِى-যা ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; فَانَّهُمْ-(ف+ان+هم)-কেননা তারা তো ; لَايُكَذِّبُوْنَكَ-(لايكذبون+ك)-আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করে না; وَلٰكِنَّ-বরং; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-এ যালেমগণ; بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-আয়াতসমূহকেই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يَجْحَدُوْنَ-অস্বীকার করে।

২১. দুনিয়ার জীবনকে 'খেল-তামাশা' এজন্য বলা হয়েছে যে, আখেরাতের আসল ও চিরন্তন জীবনের সাথে তুলনা করা হলে এটা এমনই মনে হবে। কোনো কর্মরত মানুষ যেমন কাজের ফাঁকে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে চিত্ত বিনোদন করে তারপর তার মূল কাজে ফিরে যায়, তেমনি মানুষও দুনিয়াতে যাত্রা বিরতী কালই অতিবাহিত করে। আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করার পর তার মনে হবে—দুনিয়ার জীবনে রাজা-প্রজা, মনিব-চাকর, ফকীর মিসকীন সবাই নিজ নিজ স্থানে অভিনয় করেছে ; এদের কেউই মূল চরিত্রে নয়। কেউ নিজেকে মনে করে বাদশাহ, কেউ মনে করে মনিব, কেউ মনে করে নিজেকে শাসক ; অথচ এরা কেউ প্রকৃত অর্থে তা নয়।

২২. কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কখনো মিথ্যাবাদী মনে করতো না ; কিন্তু যখনই তিনি তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে শুরু করলেন তখন থেকেই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করলো। তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিলো না, যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস দেখাতে সক্ষম

⑭وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا

৩৪. আর নিসন্দেহে আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো, তবে তাঁরা সবর অবলম্বন করেছেন—তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা সত্ত্বেও

وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰـهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ

এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও যে পর্যন্ত না তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে ; আর আল্লাহর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই ;[২৩]

وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ⑮ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ

আর নিসন্দেহে আপনার নিকট রাসূলগণের কিছু সংবাদ এসেছে। ৩৫. আর যদি আপনার নিকট কষ্টকর হয়

اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا

তাদের উপেক্ষা, তাহলে যদি আপনার ক্ষমতা থাকে খুঁজে নিন কোনো সুড়ঙ্গ পথ যমীনে অথবা কোনো সিঁড়ি

⑭ وَ–আর ; لَقَدْ كُذِّبَتْ–(ل+قد كذبت)-নিসন্দেহে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো ; رُسُلٌ–অনেক রাসূলকেই ; مِنْ قَبْلِكَ–(من+قبل+ك)-আপনার পূর্বে ; فَصَبَرُوْا–(ف+صبروا)-তবে তাঁরা সবর অবলম্বন করেছেন ; عَلٰى مَا–সত্ত্বেও ; كُذِّبُوْا–তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ; وَ–এবং ; اُوْذُوْا–তাদের কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও ; حَتّٰى–যে পর্যন্ত না ; اَتٰهُمْ–(اتى+هم)-তাদের নিকট এসে পৌঁছেছে ; نَصْرُنَا–(نصر+نا)-আমার সাহায্য ; وَ–আর ; لَا مُبَدِّلَ–(لا+مبدل)-পরিবর্তনকারী কেউ নেই ; لِكَلِمٰتِ–(ل+كلمت)-বাণীর ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; وَ–আর ; لَقَدْ جَآءَكَ–(ل+قد جاء+ك)-নিসন্দেহে আপনার নিকট এসেছে ; مِنْ نَّبَاِى–(من+نباى)-কিছু সংবাদ ; الْمُرْسَلِيْنَ–(ال+مرسلين)-রাসূলগণের। ⑮ وَ–আর ; اِنْ–যদি ; كَانَ كَبُرَ–কষ্টকর হয় ; عَلَيْكَ–আপনার নিকট ; اِعْرَاضُهُمْ–(اعراض+هم)-তাদের উপেক্ষা ; فَاِنْ–(ف+ان)-তাহলে যদি ; اسْتَطَعْتَ–আপনার ক্ষমতা থাকে ; اَنْ تَبْتَغِىَ–খুঁজে বের করার ; نَفَقًا–কোনো সুড়ঙ্গ পথ ; فِى الْاَرْضِ–(فى+ال+ارض)-যমীনে ; اَوْ–অথবা ; سُلَّمًا–সিঁড়ি ;

ছিলো। এমনকি তাঁর সবচেয়ে দুশমন আবু জেহেল তাঁর সাথে আলাপ প্রসংগে বলেছে—"আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না ; বরং আপনি যা নিয়ে এসেছেন সেটাকেই মিথ্যা বলি।"

فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ

আকাশে, অতপর নিয়ে আসুন কোনো নিদর্শন ;[২৪] আর যদি আল্লাহ চাইতেন অবশ্যই তাদেরকে হেদায়াতের উপর ঐক্যবদ্ধ করতেন

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ

অতএব আপনি জাহেলদের মধ্যে শামিল হবেন না।[২৫] ৩৬. যারা অন্তর দিয়ে শোনে তারাই ডাকে সাড়া দেয়

فِي السَّمَاءِ-(فى+ال+سماء)-আকাশে ; فَتَأْتِيَهُمْ-(ف+تاتى+هم)-অতপর নিয়ে আসুন তাদের নিকট ; بِآيَةٍ-কোনো নিদর্শন ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَجَمَعَهُمْ-(ل+جمع+هم)-অবশ্যই তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতেন ; عَلَى-উপর ; الْهُدَىٰ-(ال+هدى)-হিদায়াতের; فَلَا تَكُونَنَّ-(ف+لاتكونن)-সুতরাং আপনি হবেন না ; مِنَ-মধ্যে শামিল ; الْجَاهِلِينَ-(ال+جهلين)-জাহেলদের। ৩৬ إِنَّمَا-তারাই ডাকে সাড়া দেয় ; يَسْتَجِيبُ-তারাই ডাকে সাড়া দেয় ; الَّذِينَ-যারা ; يَسْمَعُونَ-অন্তর দিয়ে শোনে ;

বদর যুদ্ধের পূর্বে আবু জেহেলকে একান্তে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছিলো—"আল্লাহর কসম মুহাম্মাদ একজন সত্যবাদী, সারা জীবনে কখনো সে মিথ্যা বলেনি।" আল্লাহ তাআলা এখানে তাঁর নবীকে তাই এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তারাতো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করছে না, এরা আমাকেই মিথ্যা মনে করছে। আর অতীতেও নবী-রাসূলদের সাথে এমন আচরণই করা হয়েছিলো। তবে তাঁরা সবাই সকল অবস্থাতেই সবর অবলম্বন করেছেন, যতক্ষণ না আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছেছে।

২৩. অর্থাৎ হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সত্যপন্থীদের পরীক্ষার যে পদ্ধতি বা বিধান আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। মু'মিনদেরকে অবশ্যই সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, কুরবানী ও ঈমানী দৃঢ়তা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সকল প্রকার সংকট, বিপদ-মুসীবত মুকাবিলা করতে হবে। এটাই আল্লাহর চিরন্তন নীতি। আর এ পথেই আল্লাহর সাহায্য যথাসময়ে এসে পড়বে। সময়ের আগে কেউ চেষ্টা করে তা আনতে পারবে না।

২৪. মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন এনে চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করাই দীন প্রতিষ্ঠার যথার্থ পদ্ধতি। কোনো প্রকার অলৌকিকতার মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তাহলে তো আল্লাহই তা করে দিতেন। আর তাই রাসূলের মনের এ ধরনের আকাঙ্ক্ষার জবাব দিয়ে আল্লাহ তাআলা

وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ

আর মৃতদেরকে[২৬] পুনর্জীবিত করবেন আল্লাহ অতপর তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৩৭. আর তারা বলে—কেন তার প্রতি নাযিল করা হয় না

اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ

কোনো নিদর্শন তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ? আপনি বলুন—আল্লাহ অবশ্যই নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম

اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।[২৭] ৩৮. আর যমীনে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই আর না এমন কোনো পাখি আছে

وَ—আর ; الْمَوْتٰى—(ال+موتى)-মৃতদেরকে ; يَبْعَثُهُمُ—(يبعث+هم)-তাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন ; اللّٰهُ—আল্লাহ ; ثُمَّ—অতপর ; اِلَيْهِ—তাঁর দিকেই ; يُرْجَعُوْنَ—তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ﴿٣٧﴾ وَ—আরা ; قَالُوْا—তারা বলে ; لَوْلَا نُزِّلَ—(لو+لانزل)-কেন নাযিল করা হয় না ; عَلَيْهِ—তার প্রতি ; اٰيَةٌ—কোনো নিদর্শন ; مِنْ—পক্ষ থেকে ; رَبِّهٖ—(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; قُلْ—আপনি বলুন ; اِنَّ—নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ—আল্লাহ ; قَادِرٌ—সক্ষম ; عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ—(على+ان ينزل)-নাযিল করতে ; اٰيَةً—কোনো নিদর্শন ; وَّلٰكِنَّ—কিন্তু ; اَكْثَرَهُمْ—(اكثر+هم) -তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ—তা জানে না। ﴿٣٨﴾ وَ—আর ; مَا—নেই ; مِنْ دَآبَّةٍ—(من+دابة)-বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী ; فِى الْاَرْضِ—(فى+ال+ارض)-যমীনে; وَ—আর ; لَا—না ; طٰٓئِرٍ-এমন কোনো পাখি আছে ;

ইরশাদ করছেন—এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়া আমার পদ্ধতি নয়। তোমার ক্ষমতা থাকলে তুমি যমীনে সুড়ঙ্গ কেটে অথবা আসমানে সিঁড়ি লাগিয়ে কোনো নিদর্শন যদি আনতে পারো তাহলে চেষ্টা করে দেখো।

২৫. আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মু'মিনদেরকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদে লিপ্ত করে পর্যায়ক্রমে দীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য কিতাব নাযিল করার কারণ এই ছিলো যে, তিনি চান দীনকে যুক্তি-প্রমাণগ্রাহ্য করে মানুষের সামনে পেশ করতে, তারপর তাদের মধ্য থেকে সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করে মানুষ দীনকে বুঝে-শুনে গ্রহণ করবে ; নিজেদের চরিত্রকে সেই দীনের আলোকে নির্মল ও সুন্দর করে গড়ে তুলে বাতিলের সামনে নিজেদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।

يَّطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ

যা দু ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় তোমাদের মতো এক একটি উম্মত ছাড়া ; আমি কিতাবে বাদ দেইনি (লিপিবদ্ধ করতে)

مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا

কোনো কিছুই ; অতপর তাদেরকেও একত্র করা হবে তাদের প্রতিপালকের নিকট। ৩৯. আর যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা মনে করে

صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ۗ مَنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۗ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ

তারা বধির ও বোবা—(পড়ে আছে) অন্ধকারে ;[২৮] আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন যাকে চান ; আর যাকে চান তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন

يَّطِيرُ -যা উড়ে বেড়ায় ; بِجَنَاحَيْهِ-(ب+جناحى+ه)-দু ডানার সাহায্যে ; إِلَّآ-ছাড়া ; أُمَمٌ-এক একটি উম্মত; أَمْثَالُكُمْ (امثال+كم)-তোমাদের মতো ; مَا فَرَّطْنَا-আমি বাদ দেইনি (লিপিবদ্ধ করতে) ; فِي الْكِتٰبِ-(فى+ال+كتب)-কিতাবে ; مِنْ شَيْءٍ-(من+شئ)-কোনো কিছুই; ثُمَّ-অতপর; إِلٰى-নিকট; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের; يُحْشَرُونَ-তাদেরকেও একত্র করা হবে। ﴿٣٩﴾ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; كَذَّبُوا-মিথ্যা মনে করে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীকে ; صُمٌّ-বধির ; وَ-ও ; بُكْمٌ-বোবা ; فِي الظُّلُمٰتِ-(فى+ال+ظلمت) (পড়ে আছে) অন্ধকারে ; مَنْ-যাকে; يَّشَاءُ-চান ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يُضْلِلْهُ-(يضلل+ه)-তাকে পথভ্রষ্ট করেন ; وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; يَّشَأْ-চান ; يَجْعَلْهُ-(يجعل+ه)-তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন ;

নিজেদের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও উন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে লোকদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে ; আর বাতিলের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করে স্বাভাবিক পথে দীনকে প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছবে। এতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য লাভের যোগ্যতা অনুসারে সাহায্য দেবেন। নচেত সমস্ত মানুষকে যদি শুধুমাত্র হিদায়াত করা আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা 'কুন' শব্দের মাধ্যমেই তা করে ফেলতে পারতেন। এরূপ করা আল্লাহর আদত নয়।

২৬. এখানে 'মৃত' বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাকে স্থবির করে রেখেছে ; যারা সত্যকে চিনে নেয়ার জন্য জ্ঞান ও বিবেক খরচ করে না। আর 'যারা শোনে' তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সত্যের প্রতি আহ্বানে সাড়া দেয়, নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগিয়ে সত্যকে চিনে নিয়ে সে পথেই অগ্রসর হতে থাকে।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ

সঠিক পথের উপর।[২৭] ৪০. আপনি বলে দিন—তোমরা ভেবে দেখেছো কি, তোমাদের উপর যদি এসে পড়ে আল্লাহর আযাব, অথবা

اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ اِيَّاهُ

এসে পড়ে তোমাদের উপর কিয়ামত, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকো ? যদি তোমরা হও সত্যবাদী। ৪১. বরং তাকেই শুধু

تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝

তোমরা ডাকো, তখন তিনি চাইলে যে জন্য তোমরা ডাকো তা দূর করে দেন ; আর তোমরা ভুলে যাও তাকে, যাকে তোমরা তাঁর শরীক করছো।[৩০]

عَلٰى–উপর ; صِرَاطٍ–পথের ; مُسْتَقِيْمٍ–সঠিক। ৪০ قُلْ–আপনি বলে দিন ; اَرَ ءَيْتَكُمْ–(ارئيت+كم)-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; اِنْ–যদি ; اَتٰكُمْ–(اتى+كم)-তোমাদের উপর এসে পড়ে ; عَذَابُ–আযাব ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; اَوْ–অথবা ; اَتَتْكُمْ-(اتى+كم)-এসে পড়ে তোমাদের উপর ; السَّاعَةُ–(ال+ساعة)-কিয়ামত ; اَغَيْرَ-(ا+غير)-ছাড়া কি অন্যকে ; اللّٰهِ–আল্লাহ ; تَدْعُوْنَ–তোমরা ডাকো ; اِنْ–যদি ; كُنْتُمْ–তোমরা হও ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ৪১ بَلْ–বরং ; اِيَّاهُ-তাকেই শুধু ; تَدْعُوْنَ-তোমরা ডাকো ; فَيَكْشِفُ-(ف+يكشف)-তখন তিনি দূর করে দেন ; مَا-যে জন্য; تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ-(تدعون+الى+ه)-তোমরা ডাকো, তা ; اِنْ-যদি ; شَآءَ-তিনি ইচ্ছা করেন ; وَ–আর ; تَنْسَوْنَ–তোমরা ভুলে যাও তাকে ; مَا–যাকে ; تُشْرِكُوْنَ–তোমরা তাঁর শরীক করছো।

২৭. অর্থাৎ তারা একথা বুঝতে সক্ষম নয় যে, আল্লাহ নিদর্শন তথা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কোনো মুজিযা দেখাতে অক্ষম নন ; মুজিযা না দেখানোর কারণ তাদের বোধগম্যের বাইরে।

২৮. অর্থাৎ এ নবীর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য তোমরা নিদর্শন চাচ্ছো, অথচ তোমাদের আশেপাশে কতো নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তোমাদের পাশে রয়েছে অনেক বিচরণশীল প্রাণী, রয়েছে শূন্যে উড্ডীয়মান পাখি। এ সবের জীবন-জীবিকা, বংশ বিস্তার, আকার-আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই তো তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর যে ধারণা এ নবী তোমাদেরকে দিচ্ছেন এবং তদনুযায়ী জীবন-যাপনের যে কর্মনীতি তিনি পেশ করছেন

তা-ই যথার্থ সত্য। মূলত তোমাদের কান এগুলো শুনতে চায় না, তোমাদের চোখ এগুলো দেখতে চায় না, তাই তো চোখ-মুখ বন্ধ করে মূর্খতার অন্ধকারে পড়ে আছো। আর চাচ্ছো যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নবী আসমান থেকে মুজিযা নিয়ে আসুক।

২৯. এক শ্রেণীর লোক মূর্খ থাকতেই চায়, তার অজ্ঞতা তাকে আল্লাহর নিদর্শন দেখে তা থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। যেহেতু সে নিজেই হিদায়াত লাভে আগ্রহী নয়, তাই আল্লাহও তাকে সে সুযোগ দেন না। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা সত্য বিরোধী, তারা জ্ঞান লাভ করেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখতে পায় না, তারা বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়ে সত্য থেকে দূরে চলে যায়। এমন লোকেরাও হিদায়াত থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। তৃতীয় এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা সত্যান্বেষী, তারা বিশ্ব-চরাচরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর মধ্যে সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছার উপকরণ খুঁজে পায় এবং তা থেকে হিদায়াতের আলো নিয়ে এগিয়ে যায় সত্যের পথে।

৩০. এখানে আল্লাহর আর একটি নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে আর তাহলো—মানুষ যখন কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় অথবা মৃত্যুর মুখোমুখী হয় তখন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাই একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। তারা তখন উপলব্ধি করতে পারে যে, এ বিপদ থেকে তাদেরকে একমাত্র আল্লাহই উদ্ধার করতে পারে। এ সময় কাফের-মুশরিকরা যেমন তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের ভুলে গিয়ে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে, তেমনি কঠোর নাস্তিকও আল্লাহর নিকট দু হাত তুলে দোয়া করতে শুরু করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ভক্তি ও তাওহীদের সাক্ষ্য প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর উপর মূর্খতা ও অজ্ঞানতার আবরণ পড়লেও কখনো না কখনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে তা জেগে উঠে।

৪ রুকূ' (৩১-৪১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ক্ষতি। কারণ সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার কোনো সুযোগই বাকী থাকে না। সুতরাং সেই জীবনে যেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে না হয় সে অনুযায়ী কাজ করা প্রয়োজন।

২. হাশরের মাঠে অসৎলোকদের বদ আমল তাদের মাথায় ভারী বোঝার আকারে চাপিয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে নেক লোকদের নেক আমল তাদের বাহন হিসেবে কাজ করবে। অতএব এ অবস্থাকে সামনে রেখে বেশী বেশী নেক আমল করা প্রয়োজন।

৩. আখেরাতের জগত কর্মের জন্য নয়, ঈমান আনা ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ যতক্ষণ সে বিষয়গুলো অদৃশ্য থাকে। মৃত্যুর পর সেগুলো দেখার পর ঈমান আনা হলো দেখার প্রতিক্রিয়া—আল্লাহ ও রাসূলকে সত্য জেনে ঈমান আনা নয়। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেই ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে।

৪. দুনিয়ার জীবন যেহেতু কর্মক্ষেত্র, তাই এ জীবন অনেক বড় নিয়ামত। কারণ আখেরাতের জন্য এখানেই অর্জন করতে হবে। তাই ইসলামে আত্মহত্যা করা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করাও নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

৫. আল্লাহর বিরোধী শক্তি নবী-রাসূলদের সাথে যে আচরণ করেছে এবং নবী-রাসূলগণ সে পরিস্থিতিতে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন ; আজও তাঁদের দাওয়াত নিয়ে যে বা যারাই দাঁড়াবে তাদেরকেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং সে অবস্থায় তাঁদের দেখানো কর্মপন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

৬. আল্লাহর রাসূলকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে তাঁর দাওয়াতকে অস্বীকার করা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করার নামান্তর। আর রাসূলকে মিথ্যাবাদী মনে করা কুফরী। সুতরাং রাসূলকে মানার দাবী করলে তাঁর সম্পূর্ণ দাওয়াতকেই মানতে হবে।

৭. হাশরের দিন সকল চতুষ্পদ প্রাণী ও পক্ষীকুলকেও জীবিত করা হবে এবং তাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের অধিকার আদায় করা হবে ; অতপর তারা আল্লাহর নির্দেশে মাটি হয়ে যাবে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, মানুষ ও জ্বিন যারা শরীআত পালনে আদিষ্ট, তাদের ব্যাপারে অপরের হক তথা অধিকার কতো কঠোরভাবে আদায় করা হবে। অতএব মু'মিনদেরকে অপরের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ-সচেতন থাকতে হবে।

৮. আখেরাতের হিসাব-কিতাবের কথা সদা-সর্বদা অন্তরে জাগরুক রেখে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করা জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক।

৯. কঠিন বিপদে পড়ে মানুষ যেভাবে সবকিছু ভুলে গিয়ে যেমন আল্লাহকে ডাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে সেরূপ ডাকা আবশ্যক। এমন মুহূর্তে অনেক চরম নাস্তিকও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা শুরু করে, যদিও বিপদ উদ্ধার হলে শিরক করা আরম্ভ করে। মু'মিনদেরকে অবশ্যই সর্বাবস্থায় আল্লাহকেই অভিভাবক হিসেবে মানতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

৪২. আর নিসন্দেহে আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি, অতপর পাকড়াও করেছি অভাব অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা

لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا

যেন তারা বিনয়াবনত হয়। ৪৩. অতপর যখন তাদের উপর আমার শাস্তি এসে পড়লো তখনও তারা বিনত হলো না

وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

বরং কঠিন হয়ে গেলো তাদের অন্তর এবং তারা যা করে আসছিলো শয়তান তাদের সামনে তা আকর্ষণীয় করে তুলে ধরলো।

﴿٤٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

৪৪. তারপর তারা যখন তা ভুলে বসলো সে উপদেশ যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম[৩১]

(৪২) وَ-আর ; لَقَدْ-নিসন্দেহে ; أَرْسَلْنَا-আমি পাঠিয়েছি ; إِلَىٰ-নিকট ; أُمَمٍ-উম্মতদের ; مِنْ قَبْلِكَ-আপনার পূর্ববর্তী ; فَأَخَذْنَاهُمْ-অতপর আমি পাকড়াও করেছি ; بِالْبَأْسَاءِ-অভাব-অনটন দ্বারা ; وَ-ও ; الضَّرَّاءِ (ال+ضراء)-রোগ-ব্যাধি ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-যেন তারা ; يَتَضَرَّعُونَ-বিনয়াবনত হয়। (৪৩) فَلَوْلَا-অতপর না ; إِذْ-যখন ; جَاءَهُمْ-এসে পড়লো তাদের উপর ; بَأْسُنَا-আমার শাস্তি ; تَضَرَّعُوا-তারা বিনত হলো ; وَلَٰكِنْ-বরং ; قَسَتْ-কঠিন হয়ে গেলো ; قُلُوبُهُمْ-তাদের অন্তর; وَ-এবং ; زَيَّنَ-আকর্ষণীয় করে তুলে ধরলো ; لَهُمُ-(ل+هم)-তাদের জন্য ; الشَّيْطَانُ-শয়তান ; مَا-যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করে আসছিলো। (৪৪) فَلَمَّا-(ف+لما)-তারপর যখন ; نَسُوا-ভুলে বসলো ; مَا-তা ; ذُكِّرُوا بِهِ-যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো ; فَتَحْنَا-আমি খুলে দিলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; أَبْوَابَ-দরযাসমূহ ; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর ;

حَتّٰىٓ إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذْنٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ○

অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তার জন্য তারা যখন আনন্দে মত্ত হয়ে পড়লো তখন হঠাৎ তাদেরকে আমি পাকড়াও করলাম, ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়লো।

(৪৫) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ○

৪৫. পরিশেষে যারা যুল্‌ম করেছে সে সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হলো ; আর সকল প্রশংসাতো আল্লাহর জন্যেই যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।[৩২]

(৪৬) قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوبِكُم

৪৬. আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কেড়ে নেন তোমাদের শ্রবণশক্তি ও তোমাদের দৃষ্টিশক্তি এবং মোহর মেরে দেন তোমাদের অন্তরের উপর,[৩৩]

مَّنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأٰيٰتِ

আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ ইলাহ আছে, যে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে সেসব ? লক্ষ্য করো ! আমি নিদর্শনাবলী কিভাবে বিশদভাবে বর্ণনা করি

حَتّٰى-অবশেষে ; إِذَا-যখন ; فَرِحُوا-তারা আনন্দে মত্ত হয়ে পড়লো ; بِمَآ أُوتُوٓا-যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো ; أَخَذْنٰهُمْ-আমি পাকড়াও করলাম ; بَغْتَةً-হঠাৎ ; فَإِذَاهُمْ-(ف+اذا+هم)-ফলে তারা ; مُبْلِسُونَ-হতাশ হয়ে পড়লো। (৪৫) فَقُطِعَ-পরিশেষে উচ্ছেদ করে দেয়া হলো ; دَابِرُ-মূল ; الْقَوْمِ-সে সম্প্রদায়ের ; الَّذِينَ-যারা ; ظَلَمُوا-যুল্‌ম করেছে ; وَ-আর ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসাতো ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্যেই ; رَبِّ-প্রতিপালক ; الْعٰلَمِينَ-সমস্ত জগতের। (৪৬) قُلْ-আপনি বলুন ; أَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; إِنْ-যদি ; أَخَذَ-কেড়ে নেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَمْعَكُمْ-তোমাদের শ্রবণশক্তি ; وَ-ও ; أَبْصٰرَكُمْ-(ابصار+كم)-তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ; وَ-এবং ; خَتَمَ-মোহর মেরে দেন ; عَلٰى-উপর ; قُلُوبِكُمْ-(قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরের ; مَنْ-কোন্ ; إِلٰهٌ-ইলাহ আছে ; غَيْرُ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; يَأْتِيكُمْ-(ياتى+كم)-তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে ; بِهِ-সেসব ; انظُرْ-লক্ষ্য করো ; كَيْفَ-কিভাবে ; نُصَرِّفُ-আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি ; الْأٰيٰتِ-(ال+ايت)-নিদর্শনাবলী ;

৩১. অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করে যায় তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। আর তাহলো দুনিয়ার নিয়ামত ও সুখ-সাফল্যের দরজা খুলে দেয়া।

ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً

তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ৪৭. আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে হঠাৎ

أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ

অথবা প্রকাশ্যভাবে, (তাতে) যালিম সম্প্রদায় ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে কি ? ৪৮. আর আমিতো প্রেরণ করি না

الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ

রাসূলদেরকে সুসংবাদদানকারী ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে ছাড়া ; সুতরাং যে (রাসূলদের প্রতি) ঈমান আনবে এবং শুধরে নেবে (নিজেকে)

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا

তাদের নেই কোনো ভয়, আর না তাদেরকে হতে হবে চিন্তিত। ৪৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করবে,

ثُمَّ -তারপরও ; هُمْ -তারা ; يَصْدِفُونَ -মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ﴿٤٧﴾ قُلْ -আপনি বলুন ; أَرَءَيْتَكُمْ -তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; إِنْ -যদি ; أَتَىٰكُمْ -তোমাদের উপর এসে পড়ে; عَذَابُ -আযাব ; اللَّهِ -আল্লাহর ; بَغْتَةً -হঠাৎ ; أَوْ -অথবা ; جَهْرَةً -প্রকাশ্যভাবে ; هَلْ يُهْلَكُ -ধ্বংস হবে কি ; إِلَّا -ছাড়া ; الْقَوْمُ -সম্প্রদায় ; الظَّٰلِمُونَ -যালিম। ﴿٤٨﴾ وَ -আর ; مَا نُرْسِلُ -আমিতো প্রেরণ করি না ; الْمُرْسَلِينَ -(ال+مرسلين)-রাসূলদেরকে ; إِلَّا -ছাড়া ; مُبَشِّرِينَ -সুসংবাদদানকারী ; وَ -ও ; مُنذِرِينَ -ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে ; فَمَنْ -(ف+من)-সুতরাং যে ; ءَامَنَ -ঈমান আনবে ; وَ -এবং ; أَصْلَحَ -শুধরে নেবে ; فَلَا خَوْفٌ -(ف+لاخوف)-নেই কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ -তাদের ; وَ -আর ; لَا هُمْ -না তাদের ; يَحْزَنُونَ -হতে হবে চিন্তিত। ﴿٤٩﴾ وَ -আর ; الَّذِينَ -যারা ; كَذَّبُوا -মিথ্যা মনে করবে ; بِـَٔايَٰتِنَا -(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহকে ;

৩২. এখানে ইংগীত করা হয়েছে যে, অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়া বিশ্ববাসীর জন্য নিয়ামত স্বরূপ। আর তাই আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত।

৩৩. এখানে অন্তরের উপর মোহর মেরে দেয়া দ্বারা তাদের চিন্তা-ভাবনা ও অনুধাবনের শক্তি কেড়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝٤٩ قُلْ لَّآ أَقُولُ لَكُمْ

তারা যে নাফরমানী করতো তার জন্য তাদের স্পর্শ করবে আযাব।
৫০. আপনি বলুন—আমি তো তোমাদেরকে বলছি না যে,

عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۚ

আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানি না এবং আমি তোমাদেরকে এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা ;[৩৪]

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ

আমার প্রতি যে অহী আসে আমি তা ছাড়া কিছুর অনুসরণ করি না ;[৩৫]
আপনি বলুন—সমান হতে পারে কি অন্ধ

وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

ও চক্ষুষ্মান ?[৩৬] তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না ?

يَمَسُّهُمُ-(يمس+هم)-তাদের স্পর্শ করবে ; الْعَذَابُ-(ال+عذاب)-আযাব ; بِمَا-(ب+ما)-তার জন্য যে ; كَانُوا يَفْسُقُونَ-নাফরমানী তারা করতো। ৫০ قُلْ-আপনি বলুন ; لَآ أَقُولُ-আমিতো বলছি না যে, لَكُمْ-তোমাদেরকে ; عِندِى-(عند+ى)-আমার নিকট রয়েছে ; خَزَآئِنُ-ধনভাণ্ডার ; اللهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; لَآ أَعْلَمُ-আমি জানি না ; الْغَيْبَ-(ال+غيب)-অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও ; وَ-এবং ; لَآ أَقُولُ-আমি এটাও বলি না যে, لَكُمْ-তোমাদেরকে ; إِنِّى-(ان+ى)-আমি ; مَلَكٌ-ফেরেশতা ; إِنْ أَتَّبِعُ-আমি অনুসরণ করি না ; إِلَّا-তাছাড়া ; مَا-যে ; يُوحَىٰٓ-অহী আসে ; إِلَىَّ-আমার প্রতি ; قُلْ-আপনি বলুন ; هَلْ يَسْتَوِى-সমান হতে পারেকি ; الْأَعْمَىٰ-(ال+اعمى)-অন্ধ ; وَ-ও ; الْبَصِيرُ-চক্ষুষ্মান ; أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ-(ا+ف+لاتتفكرون)-তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না ?

৩৪. অর্থাৎ আমার মানবিক গুণ দেখে আমার রিসালাতকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ; কেননা আমিতো নিজেকে ফেরেশতা বলে দাবী করিনি।

৩৫. অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা চিরকাল এ ধারণা পোষণ করতো যে, যিনি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক বা নবী-রাসূল হবেন তিনি মানবিক বৈশিষ্ট্যের উর্ধে থাকবেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন।

এমন লোক কিভাবে নবী হবেন যিনি সাধারণ মানুষের মতো ক্ষুধা-পিপাসা অনুভব করেন, যার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে ; যিনি প্রয়োজনে আমাদের মতো কেনাবেচা করেন ; যাঁকে রোগ-ব্যাধির শিকার হতে হয় ; যিনি অভাব-অনটনে ধার-কর্জ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমকালীন লোকেরাও এমন ধারণা পোষণ করতো। আর তাই এখানে এসব ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য হলো—আমি যা বলছি সে সম্পর্কে তোমরা অন্ধ, আর আমি এসব বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলছি। কেননা আমাকে অহীর মাধ্যমে এসব বিষয়ের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। তোমাদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও অহীর কারণেই। নচেত আমার নিকট আল্লাহর কোনো ধনভাণ্ডারও নেই এবং আমি গায়েবের কোনো খবরও জানি না। আমি শুধু তা-ই জানি যা আমাকে জানানো হয়েছে।

৫ রুকূ' (৪২-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হলে পার্থিব জীবনেও কিছু শাস্তি হতে পারে। আর তা না হলে আখেরাতের শাস্তিতো অবশ্যই হবে। এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

২. দুনিয়ার জীবনে বিপদ-মসীবতও এক প্রকার পরীক্ষা। এ বিপদ-মসীবতে অধৈর্য না হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৩. দুনিয়ার জীবনে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য আর এক প্রকার পরীক্ষা। তবে দুঃখ-দৈন্যের মাধ্যমে যে পরীক্ষা নেয়া হয় তার চেয়ে প্রাচুর্যের পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন।

৪. দুঃখ-দৈন্যের পরীক্ষায়ই সফলতা অর্জন সহজ। এতে যারা ব্যর্থ হয় তারাই প্রাচুর্যের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সহজ পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ, কঠিন পরীক্ষায় তাদের ব্যর্থতাতো অবশ্যম্ভাবী।

৫. দুনিয়াতে যালিমদের উপর আযাব আসা জগতবাসীর উপর রহমত স্বরূপ ; সুতরাং সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করা বাঞ্ছনীয়।

৬. কোনো জাতিকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ প্রথমত তাদেরকে বিপদ-মসীবতে নিক্ষেপ করেন, এতে যদি তারা ধৈর্য না হারিয়ে এবং লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাহলে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। সুতরাং বিপদ-মসীবতকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করতে হবে।

৭. আবার কোনো জাতিকে আল্লাহ ধন-সম্পদের অধিকারী করেও পরীক্ষা করেন ; তবে এ পরীক্ষা পূর্বের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন। সুতরাং ধন-সম্পদের আধিক্য দ্বারা অহংকার না করে বেশী বেশী করে শোকর আদায় করতে হবে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে।

৮. দুনিয়াতে শাস্তি হিসেবে যে সামান্য বিপদ-মসীবত আপতিত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে শাস্তি নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হলো অসচেতনতা থেকে সচেতন করে সঠিক পথে পরিচালনা করা ; সুতরাং দুনিয়ার দুঃখ-দৈন্যতা ও বিপদ-মসীবতে অধীর না হয়ে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে—এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

৯. যে বিপদ-মসীবত মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে তা মূলত আল্লাহর রহমত।

১০. আল্লাহর রহমতের আশা ও তাঁর আযাবের ভয় অন্তরে জাগরুক রেখে রাসূলের নির্দেশিত পন্থা অনুসারে দুনিয়াতে জীবনযাপন করতে হবে, তাহলে দুনিয়াতেও শান্তি এবং আখেরাতেও শান্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।

১১. দুনিয়ার শান্তি আখেরাতের শান্তির সামান্য নমুনা মাত্র ; আর দুনিয়ার সুখ-সাচ্ছন্দ ও আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দের নমুনা। সুতরাং দুনিয়ার শান্তি দেখে আখেরাতের শান্তি থেকে বাঁচার প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হবে ; আর দুনিয়ার সুখ-সাচ্ছন্দ দেখে আখেরাতের সুখ লাভ করার জন্যও চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১২. দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি বা কোনো সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সম্পদের প্রাচুর্য তার সঠিক পথে থাকা ও সফলতার পরিচায়ক নয় ; এমন লোকেরা যদি তারপরও অবাধ্যতায় অটল থাকে তখন বুঝতে হবে যে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। এ প্রাচুর্য কঠোর আযাবে নিপতিত হওয়ার-ই পূর্বাভাস।

১৩. অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়া সারা বিশ্বের জন্য আল্লাহর একটি নিয়ামত। সুতরাং সে জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

১৪. দুনিয়াতে ধন-সম্পদের মালিক হওয়া ; রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ ; ক্ষমতা-প্রতিপত্তি অর্জন এবং অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান—এসব কিছুই আল্লাহর হাতেই রয়েছে। কোনো অলী-বুযর্গতো দূরের কথা, কোনো নবী-রাসূলের হাতেও নেই। এসব কোনো মানুষের হাতে আছে বলে কেউ যদি মনে করে তাহলে সে মুশরিক।

১৫. আল্লাহ তাআলা রাসূলকে মানুষ হিসেবেই প্রেরণ করেছেন, কেননা তাঁর আনীত জীবন বিধানও মানুষের জন্যই এবং মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং দীনী বিধান পালনে অনীহা প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই।

১৬. রাসূল (স) অহীর মাধ্যমে জ্ঞাত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো গায়েবী তথা অদৃশ্য বিষয় জ নতেন না। তাঁকে গায়েবী জানেন বলে মনে করা শিরক।

১৭. অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে রাসূল দুনিয়াবাসীকে যা বলেছেন তা অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেছেন। সুতরাং তাঁর কথায় সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। নিসন্দেহে তা বিশ্বাস করে নিতে হবে—এটাই ঈমানের দাবী।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৫

۞ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

৫১. আর আপনি এর (কিতাবের) সাহায্যে তাদেরকে সতর্ক করে দিন যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্র করা হবে

لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

(সেদিন) থাকবে না তাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী তিনি ছাড়া, যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।[৩৭]

۞ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

৫২. আর যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তারা কামনা করে তাঁর সন্তোষ, তাদেরকে আপনি দূরে সরিয়ে দেবেন না ;[৩৮]

(৫১) وَ-আর ; اَنْذِرْ-আপনি সতর্ক করে দিন ; بِهٖ-এর (কিতাবের) সাহায্যে ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; يَخَافُوْنَ-ভয় করে ; اَنْ-যে ; يُحْشَرُوْٓا-তাদেরকে একত্র করা হবে ; اِلٰى-নিকট ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; لَيْسَ-থাকবে না ; لَهُمْ-তাদের ; مِنْ دُوْنِهٖ-তিনি ছাড়া ; وَلِيٌّ-কোনো অভিভাবক ; وَ-ও ; لَاشَفِيْعٌ-না কোনো সুপারিশকারী ; لَعَلَّهُمْ-যেন তারা ; يَتَّقُوْنَ-তাকওয়া অবলম্বন করে। (৫২) وَ-আর ; لَاتَطْرُدِ-আপনি দূরে সরিয়ে দেবেন না ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; يَدْعُوْنَ-ডাকে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; بِالْغَدٰوةِ-(ب+ال+غدوة)-সকাল ; وَ-ও ; الْعَشِيِّ-(ال+عشى)-সন্ধ্যায় ; يُرِيْدُوْنَ-তারা কামনা করে ; وَجْهَهٗ-(وجه+ه)-তাঁর সন্তোষ ;

৩৭. অর্থাৎ আপনার এ সতর্ককরণ বা উপদেশ প্রদান দ্বারা এমন লোকেরা উপকৃত হবে না যারা আখেরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহিতার ভয় অন্তরে পোষণ করে না। তাছাড়া এমন লোকেরাও উপকার লাভ করবে না যারা ভিত্তিহীন ভরসা করে বসে আছে। তারা মনে করে যে, তারা দুনিয়াতে যাকিছু করুক না কেন, তাদের অপরাধের কোনো প্রভাব-ই তাদের উপর পড়বে না। তারা মনে করে যে, আমরা অমুকের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছি ; অমুক তাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

(যেহেতু) তাদের (কর্মের) হিসাবদানের কোনো দায়িত্ব আপনার উপর নেই এবং আপনার (কর্মের) হিসাবদানের কোনো দায়িত্বও তাদের উপর নেই

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

অতপর যদি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন তাহলে আপনিও বাড়াবাড়িকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবেন।[৩৯]
৫৩. আর এভাবেই আমি তাদের কতককে কতক দ্বারা পরীক্ষা করেছি[৪০]

مَا -নেই দায়িত্ব ; عَلَيْكَ -আপনার উপর ; مِنْ حِسَابِهِمْ -(من+حساب+هم)-তাদের হিসাব দানের ; مِنْ شَيْءٍ -কোনো কিছু ; وَ -এবং ; مَا -নেই দায়িত্ব ; مِنْ حِسَابِكَ -(من+حساب+ك)-আপনার হিসাব দানের ; عَلَيْهِمْ -তাদের উপর ; مِّنْ شَيْءٍ -কোনো কিছু ; فَتَطْرُدَهُمْ -(فتطرد+هم)-অতপর যদি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন ; فَتَكُوْنَ -তাহলে আপনিও শামিল হয়ে যাবেন ; مِنَ -মধ্যে ; الظّٰلِمِيْنَ -(ال+ظلمين)-বাড়াবাড়িকারীদের।﴿٥٢﴾ وَ -আর ; كَذٰلِكَ -এভাবেই ; فَتَنَّا -আমি পরীক্ষা করেছি ; بَعْضَهُمْ -(بعض+هم)-তাদের কতেককে ; بِبَعْضٍ -(ب+بعض)-কতেক দ্বারা ;

করে নিয়েছে। আপনার সতর্কীকরণ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে যারা আল্লাহর সামনে জবাবদিহীতার ভয় অন্তরে পোষণ করে। এদের উপরই আপনার উপদেশের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩৮. এখানে কুরাইশদের কতেক আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কুরাইশদের রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি ছিল তন্মধ্যে একটি এই ছিল যে, তাঁর চারপাশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সমবেত হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথী বিলাল, আম্মার, সুহাইব ও খাব্বাব প্রমুখ ব্যক্তি সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথা বলতো। তারা এমন কথাও বলতো যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাথী করার জন্য আমাদের মধ্য থেকে আর কোনো 'সম্মানিত লোক খুঁজে পেলেন না। কুরাইশদের এসব কথার প্রতিউত্তর অত্র আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার কর্ম ও দায়িত্বের জন্য নিজেই জবাবদিহী করবে। যারা ঈমান এনেছে তাদের কাজের জন্য তারাই জবাবদিহী করবে এবং আপনার কাজের জন্য আপনিই জবাবদিহী করবেন। আপনার কোনো নেক কাজের ফলাফল তারা ছিনিয়ে নিতে পারবে না এবং তাদের কোনো মন্দ কাজের দায় তারা আপনার কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারবে না। তারপরও তারা যখন নিছক সত্য-সন্ধানী হিসেবে আপনার নিকট হাজির হয় তখন আপনি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন কেন ?

لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ

যেন তারা বলে—এরাই কি তারা আমাদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ ইহ্সান করেছেন ? আল্লাহ কি অধিকতর জ্ঞানী নন

بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ

কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে ? ৫৪. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান রাখে তারা যখন আপনার নিকট আসে তখন আপনি বলুন—

سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক তাঁর নিজের উপর দয়া-অনুগ্রহ করাকে কর্তব্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন, যেমন তোমাদের কেউ যদি করে বসে

سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

অজ্ঞতাবশত কোনো মন্দ কাজ, আর তার পরপরই তাওবা করে নেয় এবং নিজেকে শুধরে নেয়, তবে নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪১]

لِيَقُولُوٓا -যেন তারা বলে ; أَهٰٓؤُلَآءِ -(ا+هؤلاء)-এরাই কি তারা ; مَنَّ -ইহ্সান করেছেন ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ -যাদের উপর ; مِنْ -থেকে ; بَيْنِنَا -(بين+نا)- আমাদের মধ্য ; أَلَيْسَ اللّٰهُ -(ا+ليس+اللّٰه)-আল্লাহ কি নন ; بِأَعْلَمَ -অধিকতর জ্ঞানী ; بِالشّٰكِرِيْنَ -(ب+ال+شكرين)-কৃতজ্ঞদের সম্পর্কের। ﴿٥٤﴾ وَ -আর ; اِذَا -যখন ; جَآءَكَ -(جآء+ك)-আপনার নিকট আসে ; الَّذِيْنَ -তারা যারা ; يُؤْمِنُوْنَ -ঈমান রাখে ; بِاٰيٰتِنَا -(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনসমূহের উপর ; فَقُلْ -(ف+قل)-তখন আপনি বলুন ; سَلٰمٌ -শান্তি বর্ষিত হোক ; عَلَيْكُمْ -(على+كم)-তোমাদের উপর ; كَتَبَ -কর্তব্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন ; رَبُّكُمْ -(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; عَلٰى -উপর ; نَفْسِهِ -(نفس+ه)-তাঁর নিজের ; الرَّحْمَةَ -(ال+رحمة)-দয়া অনুগ্রহ করাকে ; اَنَّهُ -যেমন ; مَنْ -কেউ (যদি) ; عَمِلَ -করে বসে ; مِنْكُمْ -তোমাদের কেউ ; سُوْٓءًا -কোনো মন্দ কাজ ; بِجَهَالَةٍ -(ب+جهالة)-অজ্ঞতাবশত ; ثُمَّ -আর ; تَابَ -তাওবা করে নেয় ; مِنْ بَعْدِهِ -(من+بعد+ه)-তারপরই ; وَ -এবং ; اَصْلَحَ -শুধরে নেয় ; فَاَنَّهُ -(ف+ان+ه)-তবে নিশ্চয়ই তিনি ; غَفُوْرٌ -অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ -পরম দয়ালু।

٥٥ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

৫৫. আর এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহের বিশদ বর্ণনা দেই ; আর যেন এতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অপরাধীদের চলার পথ।[৪২]

৫৫ وَ -আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نُفَصِّلُ-আমি বিশদ বর্ণনা দেই ; الْاٰيٰتِ - নিদর্শনসমূহের ; وَ -আর ; لِتَسْتَبِيْنَ-যেন এতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় ; سَبِيْلُ-চলার পথ ; الْمُجْرِمِيْنَ -(ال+مجرمين)-অপরাধীদের।

৪০. এ পরীক্ষা হলো সমাজের বিত্তবান-অহংকারী লোকদের পরীক্ষা। সমাজের বিত্তহীন দরিদ্র লোকদেরকে প্রথমে ঈমান আনার সুযোগ দান করে আল্লাহ তাআলা উঁচু স্তরের লোকদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন।

৪১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা জাহেলী যুগে বড় বড় গুনাহ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর বিরোধীরা তাঁদেরকে সেসব গুনাহের কথা উল্লেখ করে কটাক্ষ করতো। অত্র আয়াতে ঈমানদারদেরকে সেসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে সান্ত্বনা দান করা হচ্ছে যে, যারা জাহেলী যুগের গুনাহের জন্য তাওবা করে নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছে, তাদেরকে পেছনের গুনাহের জন্য পাকড়াও করা আল্লাহর নিয়ম নয়।

৪২. সূরার ৩৭ আয়াত থেকে যে বক্তব্য চলে আসছে সে দিকে ইংগীত করে বলা হচ্ছে যে, এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর মধ্যে দলীল-প্রমাণ পেশ করার পরও যারা নিজেদের অবিশ্বাস-অস্বীকারের উপর জিদ ধরে হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে, তাদের অপরাধ নিসন্দেহে প্রমাণিত। সত্যের পথে চলার স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি—গোমরাহীর পথই তাদের সামনে ফুটে উঠেছে।

৬ রুকূ' (৫১-৫৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখেরাত সম্পর্কে যেসব লোক নিশ্চিত বিশ্বাসী তাদেরকে ভয়প্রদর্শন করার জন্য এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ তারাই ভয়প্রদর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে বেশী। আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানকারীদের এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

২. ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নেই। ঈমান ও সৎকর্ম-ই হলো মর্যাদা ও আভিজাত্যের মানদণ্ড।

৩. বাহ্যিক বেশভূষাও আভিজাত্যের মাপকাঠি নয়। কারো দীনহীন বেশ দেখে তাকে হীন মনে করার অধিকার কারো নেই।

৪. পার্থিব ধন-সম্পদকে সভ্যতা ও ভদ্রতার পরিচায়ক মনে করা মানবতার অবমাননার শামিল। ভদ্রতা ও সভ্যতার মাপকাঠি সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম।

৫. জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য জরুরী। পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সকলের নিকট স্বীয় বক্তব্য পেশ করতে হবে ; কিন্তু যারা তাঁর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবে তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যদের কারণে তাদেরকে উপেক্ষা করা জায়েয নয়।

৬. আল্লাহর নিয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার জন্য অপরিহার্য।

৭. গুনাহের ক্ষমার জন্য অনুতপ্ত হওয়া যেমন আবশ্যক তেমনি ভবিষ্যত কাজের সংশোধনও জরুরী। সে মতে যেসব ফরয ও ওয়াজিব আদায় করা হয়নি সেগুলো কাযা করা আবশ্যক। আর বান্দাহর যেসব অধিকার হরণ করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যার্পন কিংবা সংশ্লিষ্ট লোকের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়াও আবশ্যক। আর ক্ষমা নেয়া সম্ভবপর না হলে তার জন্য নিয়মিত দোয়া করা আবশ্যক। এতে আশা করা যায় সে সন্তুষ্ট হবে এবং ঋণী ব্যক্তি ঋণ থেকে রেহাই পাবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ

৫৬..আপনি বলুন—অবশ্যই আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের ইবাদাত করতে যাদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা ডাকো,

قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○

বলে দিন,আমি তোমাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করি না ; (যদি করি) নিসন্দেহে আমি তখন গোমরাহ হয়ে যাবো এবং হেদোয়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে থাকবো না।

﴿٥٧﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي

৫৭. আপনি বলুন।আমিতো অবশ্যই আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ তাঁকেই তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করছো ;[৪৩] আমার নিকট তা নেই

مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ

যা সত্বর তোমরা চাচ্ছো ; নির্দেশদানের ক্ষমতা তো আল্লাহ ছাড়া কারো নেই ; এ সত্যই তিনি বর্ণনা করেন, আর তিনিই সর্বোত্তম

(৫৬) قُلْ-আপনি বলুন ; اِنِّيْ-অবশ্যই আমাকে ; نُهِيْتُ-নিষেধ করা হয়েছে ; اَنْ اَعْبُدَ-ইবাদাত করতে ; الَّذِيْنَ-তাদের যাদেরকে ; تَدْعُوْنَ- তোমরা ডাকো ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللهِ-আল্লাহকে ; قُلْ -বলে দিন ; لَاۤ اَتَّبِعُ-আমি অনুসরণ করি না ; اَهْوَآءَكُمْ-তোমাদের কামনা-বাসনার ; قَدْ ضَلَلْتُ-নিসন্দেহে আমি গোমরাহ হয়ে যাবো ; اِذًا-তখন ; وَّ-এবং ; مَاۤ اَنَا-আমি থাকবো না ; مِنَ-মধ্যে ; الْمُهْتَدِيْنَ-হিয়াদাতপ্রাপ্ত লোকদের। (৫৭) قُلْ -আপনি বলুন ; اِنِّيْ-আমি তো অবশ্যই ; عَلٰى-উপর প্রতিষ্ঠিত ; بَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণের ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّيْ-আমার প্রতিপালকের ; وَ -অথচ ; كَذَّبْتُمْ-তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করছো ; بِهٖ-তাঁকেই ; مَا-নেই ; عِنْدِيْ-আমার নিকট; مَا -যা ; تَسْتَعْجِلُوْنَ- সত্বর তোমরা চাচ্ছো ; بِهٖ-তা ; اِنِ الْحُكْمُ-নির্দেশ দানের ক্ষমতা কারো নেই ; اِلَّا-ছাড়া ; لِلّٰهِ-আল্লাহ ; يَقُصُّ-তিনি বর্ণনা করেন ; الْحَقَّ -এ সত্য ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; خَيْرُ- সর্বোত্তম ;

الْفَصِلِيْنَ ۝ قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ

ফায়সালাকারী। ৫৮. আপনি বলে দিন—তোমরা যা সত্বর চাচ্ছো তা যদি আমার নিকট থাকতো তাহলে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যেতো

بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

আমার ও তোমাদের মধ্যে ; আর আল্লাহই ভালো জানেন যালেমদের ব্যাপার। ৫৯. আর তাঁর নিকটেই রয়েছে অদৃশ্য[৪৪] জগতের চাবিকাঠি,[৪৫]

لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ

তিনি ছাড়া তা আর কেউ জানে না ; এবং জলে ও স্থলে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি জানেন ; আর একটি পাতাও ঝরে না

الْفَصِلِيْنَ-(ال+فصلين)-ফায়সালাকারী। قُلْ ⑤৮ -আপনি বলে দিন ; لَوْ-যদি ; اَنَّ-عِنْدِيْ-(ان+عند+ى)-আমার নিকট থাকতো ; مَا-যা ; تَسْتَعْجِلُوْنَ-তোমরা সত্বর চাচ্ছো ; بِهٖ-তা ; لَقُضِيَ-তাহলে চূড়ান্ত হয়ে যেতো ; الْاَمْرُ-(ال+امر)-বিষয়টি ; بَيْنِيْ-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-আর; اللّٰهُ-আল্লাহই ; اَعْلَمُ-ভালো জানেন ; بِالظّٰلِمِيْنَ-(ب+ال+ظلمين)-যালেমদের ব্যাপারে। وَ ⑤৯ -আর ; عِنْدَهٗ-(عند+ه)-তাঁর নিকটেই রয়েছে ; مَفَاتِحُ-চাবিকাঠি ; الْغَيْبِ-(ال+غيب)-অদৃশ্য জগতের ; لَا يَعْلَمُهَآ-কেউ জানে না তা ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; وَ-এবং ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন তাও ; مَا-যা কিছু রয়েছে ; فِي الْبَرِّ-স্থলে ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-জলে ; وَ-আর ; مَا تَسْقُطُ-ঝরে না ; مِنْ وَّرَقَةٍ-একটি পাতাও ;

৪৩. বিরোধীদের কথা ছিল যে, তুমি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের মিথ্যা বলে জানা এবং অমান্য করার জন্য আল্লাহর আযাব আমাদের উপর আসছে না কেন ? তাদের কথার জবাবেই বলা হচ্ছে যে, তোমরা যেটাকে মিথ্যা মনে করছো, সেটাতো কোনো মানুষের হাতে নেই, তা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর হাতে।

৪৪. 'গায়েব' শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয় যার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি।

৪৫. 'মাফাতিহ' শব্দটি 'মিফতাহ' বা 'মাফতাহ' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চাবিকাঠি বা ভাণ্ডার। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে। কেননা 'চাবির মালিক' বলে 'ভাণ্ডারের মালিক'-ও বোঝানো হয়ে থাকে। এর মূলকথা হলো—অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ

তাঁর অবগতি ছাড়া, যমীনের অন্ধকারে[৪৬] একটি শস্যদানাও নেই এবং নেই কোনো আর্দ্রবস্তু ও নেই কোনো শুকনো বস্তু

إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ۞ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ

সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ ছাড়া। ৬০. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি রাতের বেলা তোমাদের (নিদ্রারূপ) মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই জানেন

مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى

যা তোমরা দিনের বেলায় উপার্জন করো, অতপর তাতেই তোমাদেরকে (নিদ্রারূপ মৃত্যু থেকে) পুনর্জীবন দান করেন যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয় ;

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

পুনরায় তাঁর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতপর তিনি তোমাদেরকে সে সম্পর্কে বলে দেবেন যা তোমরা করে আসছিলে।

الا يَعْلَمُهَا -(الا+يعلم+ها)-তাঁর অবগতি ছাড়া ; وَ-এবং ; لَاحَبَّةٍ-একটি শস্যদানাও নেই ; فِي ظُلُمَٰتِ-অন্ধকারে ; الْأَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনের ; وَ-এবং ; لَارَطْبٍ-নেই কোনো আর্দ্র বস্তু ; وَ-ও ; لَايَابِسٍ-নেই কোনো শুকনো বস্তু ; الا-ছাড়া ; فِي كِتَٰبٍ-কিতাবে লিপিবদ্ধ ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট। ৬০ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; يَتَوَفَّىٰكُم-(يتوفى+كم)-তোমাদের মৃত্যু ঘটনা (নিদ্রারূপ); بِاللَّيْلِ-(ب+ال+ليل)-রাতের বেলায় ; وَ-এবং ; يَعْلَمُ-তিনিই জানেন ; مَا جَرَحْتُمْ-যা তোমরা উপার্জন করো; بِالنَّهَارِ-(ب+ال+نهار)-দিনের বেলায় ; ثُمَّ-অতপর ; يَبْعَثُكُمْ-(يبعث+كم)-পুনর্জীবন দান করেন (মৃত্যুরূপ নিদ্রা যেতে) ; فِيهِ-তাতেই ; لِيُقْضَىٰ-যাতে পূর্ণ হয়; اَجَلٌ-মেয়াদ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ; ثُمَّ-পুনরায়; اِلَيْهِ-তাঁর নিকটই ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; ثُمَّ-অতপর ; يُنَبِّئُكُمْ-(ينبآ+كم)-তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করে আসছিলে।

৪৬. 'যুলুমাত' শব্দ দ্বারা এখানে পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার বুঝানো হয়েছে। ভূগর্ভের অন্ধকার, সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার ইত্যাদি এর মধ্যে শামিল।

৭ রুকূ' (৫৬-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সুখ প্রদানকারী অথবা দুঃখ-বিপদ, রোগ-শোক ইত্যাদি থেকে মুক্তিদানকারী হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তি তথা ব্যক্তি, বস্তু বা উপাদানকে মনে করে নেয়া শির্ক। এ শির্ক থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. পার্থিব বিপদাপদ মানুষের কুকর্মের ফল এবং এটা চূড়ান্ত ফল নয়, বরং পারলৌকিক শাস্তির নিতান্ত নগণ্য নমুনা মাত্র। তবে ঈমানদারদের জন্য পার্থিব বিপদাপদ এক প্রকার রহমত। কারণ এর দ্বারা ঈমানদারগণ সতর্ক হয়ে যায় এবং পারলৌকিক শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য পাপ কাজ থেকে বিরত হয়। সুতরাং পার্থিব বিপদে হতাশ না হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন আবশ্যক।

৩. দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট-ই রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর রাসূল অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত অদৃশ্য জগতের যে সকল জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন তা নিসন্দেহে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী।

৪. নিদ্রা মৃত্যুর সমান। নিদ্রিত ব্যক্তিকে যেমন পুনর্জীবন দান করা হয় তেমনি মৃত ব্যক্তিও হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হবে এবং তাকে দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের হিসাব প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাসের আলোকে দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٦١﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰٓى اِذَا

৬১. আর তিনি তাঁর বান্দাহদের উপর প্রবল পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের প্রতি হিফাযতকারী পাঠিয়ে থাকেন ;[৪৭] এমনকি যখন

جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ۝

তোমাদের কারো মৃত্যু এসে পড়ে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ হরণ করে এবং তারা ভুল করে না।

﴿٦٢﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ قف

৬২. অতপর তাদের মূল মালিক আল্লাহর নিকট তারা প্রত্যাবর্তিত হবে ; শুনে নাও—নির্দেশ দানের ক্ষমতা তাঁরই

وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

এবং তিনি হিসাব গ্রহণকারীদের মধ্যে দ্রুততম। ৬৩. আপনি বলুন— স্থলভাগ ও জল ভাগের অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে কে উদ্ধার করেন ?

(৬১) وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الْقَاهِرُ-প্রবল পরাক্রমশালী ; فَوْقَ-উপর ; عِبَادِهٖ-বান্দাদের ; وَ-এবং ; يُرْسِلُ-তিনিই পাঠিয়ে থাকেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; حَفَظَةً-হিফাযতকারী ; حَتّٰى-এমনকি ; اِذَا-যখন ; جَآءَ-এসে পড়ে ; اَحَدَكُمْ-(احد+كم)-তোমাদের কারো ; الْمَوْتُ-মৃত্যু ; تَوَفَّتْهُ-(توفت+ه)-প্রাণ হরণ করে তার ; رُسُلُنَا-(رسل+نا)-আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; لَا يُفَرِّطُوْنَ-ভুল করে না। (৬২) ثُمَّ-অতপর ; رُدُّوْٓا-তারা প্রত্যাবর্তিত হবে ; اِلَى-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَوْلٰىهُمُ-তাদের মালিক ; الْحَقِّ-মূল ; اَلَا-শুনে নাও ! لَهُ-তাঁরই ; الْحُكْمُ-নির্দেশদানের ক্ষমতা ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; اَسْرَعُ-দ্রুততম ; الْحٰسِبِيْنَ-হিসাব গ্রহণকারীদের মধ্যে। (৬৩) قُلْ-আপনি বলুন ; مَنْ-কে ; يُنَجِّيْكُمْ-তোমাদেরকে উদ্ধার করেন ; مِنْ-থেকে ; ظُلُمٰتِ-অন্ধকার ; الْبَرِّ-স্থলভাগ ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-জলভাগ ;

تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ

তোমরা যখন তাঁকে কাতর হয়ে চুপে চুপে ডাকো (এই বলে)—যদি তিনি আমাদের এ (বিপদ) থেকে মুক্তি দেন তবে অবশ্যই আমরা শামিল হয়ে যাবো

مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

কৃতজ্ঞজনদের মধ্যে। ৬৪. আপনি বলে দিন—আল্লাহই তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তা থেকে এবং যাবতীয় বিপদ-মুসীবত থেকে

ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ

তারপরও তোমরা শিরক করো।[৪৮] ৬৫. আপনি বলুন, তিনি অবশ্যই সমর্থ তোমাদের উপর প্রেরণ করতে

تَدْعُوْنَهٗ-(تدعون+ه)-তোমরা যখন তাঁকে ডাকো ; تَضَرُّعًا-কাতর হয়ে ; وَ-ও ; خُفْيَةً-চুপে চুপে (এই বলে) ; لَئِنْ-যদি ; اَنْجٰىنَا-(انجى+نا)-আমাদেরকে মুক্তি দেন ; مِنْ-থেকে ; هٰذِهٖ-এ (বিপদ) থেকে ; لَنَكُوْنَنَّ-আমরা অবশ্যই শামিল হয়ে যাবো ; مِنَ-মধ্যে ; الشّٰكِرِيْنَ-(ال+شكرين)-কৃতজ্ঞদের। ৬৪ قُلِ-আপনি বলে দিন ; اللّٰهُ-আল্লাহই ; يُنَجِّيْكُمْ-(ينجى+كم)-তোমাদেরকে উদ্ধার করেন ; مِّنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; وَ-এবং ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-যাবতীয় ; كَرْبٍ-বিপদ মসীবত; ثُمَّ-তারপরও ; اَنْتُمْ-তোমরা ; تُشْرِكُوْنَ-তোমরা শিরক করো। ৬৫ قُلْ-আপনি বলুন ; هُوَ-তিনি ; الْقَادِرُ-(ال+قادر)-অবশ্যই সামর্থ ; عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ-(على+ان يبعث)-প্রেরণ করতে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ;

৪৭. অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও নড়াচড়ার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তোমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধির উপর নযর রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে ; সুতরাং তোমাদের এ ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪৮. অর্থাৎ তোমরা জানো যে, আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, সকল শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তাঁরই হাতে ; তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণ করার মালিকও তিনি, তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠিও তাঁরই ইখতিয়ারে। তোমরা কোনো কঠিন সংকটে পড়লে তাঁর নিকটই আশ্রয় চাও, এসব কিছুর অকাট্য প্রমাণ তোমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো কোন্ যুক্তিতে ? তোমাদের বিপদ থেকে তিনিই উদ্ধার করেন অথচ বিপদ মুক্তির পরপরই অন্যদেরকে উদ্ধারকারী মনে করতে থাকো এবং অন্যদের নামেই ভেট-নযরানা দিতে থাকো।

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে কিংবা মুখোমুখি করে দিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়ে

وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

এবং তোমাদের কতককে অন্যদের সাথে সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করাতে ; লক্ষ্য করো, আমি কিভাবে বিভিন্ন প্রকারে নিদর্শনসমূহের বিবরণ পেশ করি

لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۞ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ

যাতে তারা বুঝতে পারে।[৪৯] ৬৬. আর আপনার জাতি মিথ্যা বলেছে তাকে, অথচ তা সত্য ;

قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۞ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

আপনি বলুন—আমিতো তোমাদের উপর কার্যনির্বাহক নই।[৫০] ৬৭. প্রত্যেক সংবাদের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।

عَذَابًا-শাস্তি ; مِّنْ-থেকে ; فَوْقِكُمْ-তোমাদের উপর থেকে ; اَوْ-অথবা ; مِنْ-থেকে ; تَحْتِ-নীচ; اَرْجُلِكُمْ-তোমাদের পায়ের ; اَوْ-অথবা ; يَلْبِسَكُمْ-(يلبس+كم)-তোমাদেরকে মুখোমুখি করে দিতে ; شِيَعًا-বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়ে ; وَ-এবং; يُذِيْقَ-স্বাদ আস্বাদন করাতে ; بَعْضَكُمْ-তোমাদের কতেককে ; بَاْسَ-সংঘর্ষের ; بَعْضٍ-অন্যদের সাথে ; اُنْظُرْ-তোমরা লক্ষ্য করো ; كَيْفَ-কিভাবে ; نُصَرِّفُ-আমি বিভিন্ন প্রকারে বিবরণ পেশ করি ; الْاٰيٰتِ-নিদর্শনসমূহের ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-যাতে তারা; يَفْقَهُوْنَ-বুঝতে পারে।৬৬ وَ-আর ; كَذَّبَ-মিথ্যা বলেছে ; بِهٖ-তাকে ; قَوْمُكَ-(قوم+ك)-আপনার জাতি ; وَ-অথচ ; هُوَ-তার ; الْحَقُّ-সত্য ; قُلْ-আপনি বলুন ; لَّسْتُ-আমিতো নই ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; بِوَكِيْلٍ-(ب+وكيل)-কার্যনির্বাহক নই। ৬৭ لِكُلِّ نَبَاٍ-(ل+كل+نبا)-প্রত্যেক সংবাদের জন্য ; مُّسْتَقَرٌّ-নির্ধারিত সময় রয়েছে ; وَ-এবং ; سَوْفَ-অচিরেই ; تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানতে পারবে।

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে চেনা-জানার সুবিধার্থে এবং সত্যকে চিনে নিয়ে সঠিক পথে তোমাদের চলার সুবিধার্থে তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী পেশ করেছেন ; সুতরাং তোমরা যদি এরপরও সঠিক পথ অবলম্বন না করো এবং আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে জীবন-যাপন করো তাহলে মনে রেখো যে কোনো সময়ই

⑥⑧ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

৬৮. আর আপনি যখন দেখবেন তাদেরকে, তারা আমার আয়াতসমূহে খুঁত খুঁজে ফিরছে, আপনি তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকুন

حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ

যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো আলোচনায় লিপ্ত হয় ; আর যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়েই দেয়[৫১]

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ⑥⑨ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ

তাহলে স্মরণে আসার পর আর আপনি যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না। ৬৯. আর তাদের উপর কোনো দায়িত্ব নেই যারা

⑥⑧ وَ -আর ; اِذَا -যখন ; رَاَيْتَ-আপনি দেখবেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; يَخُوْضُوْنَ -খুঁত খুঁজে ফিরছে ; فِيْٓ اٰيٰتِنَا-(فى+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহে; فَاَعْرِضْ-(ف+ اعرض)-আপনি দূরে সরে থাকুন ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না ; يَخُوْضُوْا-তারা লিপ্ত হয় ; فِيْ حَدِيْثٍ-আলোচনা ; غَيْرِهٖ-অন্য কোনো ; وَ-আর ; اِمَّا-যদি ; يُنْسِيَنَّكَ-(ينسين+ك)-আপনাকে ভুলিয়েই দেয় ; الشَّيْطٰنُ-(ال+شيطن)-শয়তান ; فَلَا تَقْعُدْ-(ف+لاتقعد)-তাহলে আপনি আর বসবেন না ; بَعْدَ-পর ; الذِّكْرٰى-(ال+ذكرى)-স্মরণে আসার ; مَعَ-সাথে ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-সম্প্রদায়ের ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-যালিম। ⑥⑨ وَ-আর ; مَا-নেই কোনো দায়িত্ব ; عَلٰى-উপর ; الَّذِيْنَ -তাদের যারা ;

আল্লাহর আযাব এসে পড়া অসম্ভব নয়। একটি ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্পের একটি মাত্র ধাক্কা তোমাদের জনপদকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তোমাদের দলে-উপদলে, অঞ্চলে-অঞ্চলে এবং দেশে দেশে বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ তোমাদেরকে দীর্ঘস্থায়ী দুর্দশায় ফেলে দিতে পারে। অতএব অন্ধ-কালা-বোবার মতো চলাফেরা করো না।

৫০. অর্থাৎ তোমরা দেখতে ও শুনতে না চাইলে জোর করে তোমাদেরকে তা দেখিয়ে দেয়া ও শুনানোর জন্য আমি নিয়োজিত নই। আমার দায়িত্বতো শুধুমাত্র তোমাদের সামনে সত্য-মিথ্যা ও হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা। এখন যদি তোমরা তা মেনে নিয়ে সেভাবে চলতে না চাও তাহলে যে আযাবের কথা আমি বলছি তা অবশ্যই যথাসময়ে এসে পড়বে।

يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

তাকওয়া অবলম্বন করে—ওদের (কর্মের) কোনো হিসাব দেয়ার ব্যাপারে, তবে উপদেশ দেয়া (দায়িত্ব), হয়ত তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে।[৫২]

﴿٧٠﴾ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

৭০. আর আপনি বর্জন করুন তাদেরকে যারা তাদের দীনকে হাসি-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে,

وَذَكِّرْ بِهٖٓ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আর এর (কুরআনের) সাহায্যে আপনি উপদেশ দিন যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার হয়ে না যায়, যখন থাকবে না তার আল্লাহ ছাড়া

وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ

কোনো অভিভাবক আর না কোনো সুপারিশকারী ; আর বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না ;

يَتَّقُوْنَ -তাকওয়া অবলম্বন করে; مِنْ -ব্যাপারে ; حِسَابِهِمْ -ওদের (কর্মের) হিসাব দেয়ার ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছুঃ ; وَلٰكِنْ -তবে ; ذِكْرٰى -উপদেশ দেয়া (দায়িত্ব) ; لَعَلَّهُمْ -হয়ত তারা ; يَتَّقُوْنَ -তাকওয়া অর্জন করতে পারে।(৭০) وَ -আর ; ذَرِ -আপনি বর্জন করুন ; الَّذِيْنَ -তাদেরকে যারা ; اتَّخَذُوْا -বানিয়ে নিয়েছে ; دِيْنَهُمْ-(دين+هم)- তাদের দীনকে ; لَعِبًا وَّلَهْوًا -হাসি তামাশার বস্তু ; وَ -এবং ; غَرَّتْهُمْ -(غرت+هم)- তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে ; الْحَيٰوةُ -(ال+حيوة)-জীবন ; الدُّنْيَا -(ال+دنيا)- দুনিয়ার জীবন ; وَ -আর ; ذَكِّرْ -আপনি উপদেশ দিন ; بِهٖ -এর সাহায্যে ; أَنْ تُبْسَلَ -গ্রেফতার হয়ে না যায় ; نَفْسٌ -কেউ ; بِمَا كَسَبَتْ -নিজ কৃতকর্মের জন্য ; لَيْسَ -থাকবে না ; لَهَا -তার ; مِنْ دُوْنِ -ছাড়া ; اللّٰهِ -আল্লাহ ; وَلِيٌّ -কোনো অভিভাবক ; وَ -আর ; لَا شَفِيْعٌ -না কোনো সুপারিশকারী ; وَ -আর ; إِنْ -যদি ; تَعْدِلْ -বিনিময়ে দিলেও ; كُلَّ -সবকিছু ; لَا يُؤْخَذْ -গ্রহণ করা হবে না ; مِنْهَا -তার থেকে ;

৫১. অর্থাৎ আপনি যদি কখনো আমার নির্দেশ ভুলে গিয়ে তাদের সাহচর্যে গিয়ে বসেই যান তাহলে স্মরণ আসার সাথে সাথেই এদের সংস্পর্শ ত্যাগ করবেন।

৫২. অর্থাৎ যারা নিজেরা তাকওয়া অবলম্বন করে জীবন যাপন করে এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে, নাফরমানদের নাফরমানীর দায়-দায়িত্ব তাদের উপর

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ

এরাই তারা যারা নিজের কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার হবে ;
তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত গরম পানীয়

وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা কুফরী করতো।

أُولَٰئِكَ -এরাই তারা ; الَّذِينَ-যারা ; أُبْسِلُوا -গ্রেফতার হবে ; بِمَا كَسَبُوا -নিজেদের কৃতকর্মের জন্য; لَهُمْ -তাদের জন্য থাকবে ; شَرَابٌ-পানীয় ; مِّنْ حَمِيمٍ-ফুটন্ত গরম ; وَ -এবং ; عَذَابٌ-শাস্তি ; أَلِيمٌ-যন্ত্রণাদায়ক ; بِمَا-কারণ ; كَانُوا يَكْفُرُونَ -তারা কুফরী করতো।

নেই। সুতরাং নাফরমানদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করে, তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরে অযথা সময় নষ্ট করা হকপন্থীদের কাজ নয়।

৮ রুকূ' (৬১-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদেরকে তাঁর পাঠানো হিফাযতকারীর মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে হিফাযত করছেন। এ বিশ্বাস ঈমানের অংশ। সন্দেহ ও অবিশ্বাস করা কুফরী।

২. আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতারাই–মানুষের প্রাণ হরণ করেন।–এ বিশ্বাসও ঈমানের অংশ। এতেও সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

৩. আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্রষ্টা, হিফাযতকারী, মৃত্যুদানকারী, সুতরাং আদেশ ও নিষেধ করার অধিকার এবং ক্ষমতাও তাঁরই। অতএব পৃথিবীতে একমাত্র তাঁর বিধানই কার্যকর হবে।

৪. যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মানুষকে একমাত্র আল্লাহই উদ্ধার করেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিপদ উদ্ধারকারী মনে করা শির্ক। এ ধরনের শির্ক থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৫. আল্লাহ আকাশ থেকে আযাব নাযিল করতে পারেন এবং যমীন থেকেও তা প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে আমাদের উপর আপতিত হতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা দেশে দেশে অথবা জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েও অশান্তি সৃষ্টি করে দিতে পারেন।

৬. সকল প্রকার অশান্তি, দুঃখ-দৈন্যতা, রোগ-শোক ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা জানাতে হবে।

৭. আল্লাহকে তাঁর সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য সহকারে চেনা-জানার জন্য প্রয়োজনীয় নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁকে না জানার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

৮. যেসব সভা-সমাবেশ বা আলোচনায় আল্লাহর কিতাব, দীন ও আখেরাত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা বিরূপ সমালোচনা হয় সেসব সভা-সমাবেশ বা আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯. বিরোধীদেরকেও দীনের দাওয়াত দিতে হবে। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করতেও পারেন।

১০. মানুষকে সরাসরি আল্লাহর কিতাবের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে।

১১. যারা আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে অস্বীকার করবে তারা কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে ; পরকালে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿٧١﴾ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا

৭১. আপনি বলুন—আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের করতে পারে না কোনো উপকার আর না করতে পারে আমাদের কোনো ক্ষতি এবং আমরা কি ফিরে যাবো আমাদের পেছনের দিকে

بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ

আমাদেরকে আল্লাহ যখন সঠিক পথ দেখিয়েছেন তারপরও ? সেই ব্যক্তির মতো যাকে শয়তানরা দুনিয়াতে পথহারা করেছে দিশেহারা করে ;

لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ

তার সাথীরা তাকে সঠিক পথের দিকে ডেকে বলে—এসো আমাদের নিকট ; আপনি বলে দিন—অবশ্যই আল্লাহর পথই

هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٢﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

সঠিক পথ ; আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করি। ৭২. এবং বলা হয়েছে যে, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো

(৭১) قُلْ-আপনি বলুন ; اَنَدْعُوْا-আমরা কি ডাকবো ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰه-আল্লাহকে; مَا-এমন কিছুকে যা ; لَايَنْفَعُنَا-করতে পারে না আমাদের কোনো উপকার ; وَ-আর ; لَايَضُرُّنَا-না করতে পারে আমাদের কোনো ক্ষতি ; وَ-এবং ; نُرَدُّ-আমরা কি ফিরে যাবো; عَلٰى-দিকে ; اَعْقَابِنَا-আমাদের পেছনের ; بَعْدَ-তারপরও ; اِذْ-যখন ; هَدٰنَا-আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; كَالَّذِىْ-সেই ব্যক্তির মতো ; اسْتَهْوَتْهُ-যাকে পথহারা করেছে ; الشَّيٰطِيْنُ-শয়তানরা ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; حَيْرَانَ-দিশেহারা করে ; لَهٗ-তার ; اَصْحٰبٌ-সাথীরা ; يَدْعُوْنَهٗٓ-তাকে ডেকে বলে ; اِلَى-দিকে ; الْهُدَى-সঠিক পথের ; ائْتِنَا-এসো আমাদের নিকট ; قُلْ-আপনি বলে দিন; اِنَّ-অবশ্যই ; هُدَى-পথই ; اللّٰهُ-আল্লাহর; هُوَ الْهُدٰى-সেটাই সঠিক পথ ; وَ-আর; اُمِرْنَا-আমরা আদিষ্ট হয়েছি; لِنُسْلِمَ-যেন আমরা আত্মসমর্পণ করি; لِرَبِّ-প্রতিপালকের নিকট ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্বজগতের। (৭২) وَ-এবং ; اَقِيْمُوْا-তোমরা প্রতিষ্ঠা করো ; الصَّلٰوةَ-নামায ;

وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ

ও তাঁকে ভয় করো ; আর তিনিতো সেই সত্তা যার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ৭৩. আর তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ

আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে ;[৫৩] আর যেদিন তিনি বলবেন, 'হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যাবে ; তাঁর কথাই সত্য ;

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ

আর যেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে[৫৪] সেদিন সর্বময় ক্ষমতা তাঁরই থাকবে,[৫৫] তিনিই সকল অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য[৫৬] অবগত ;

وَ -ও ; اتَّقُوهُ-(اتقوا+ه)-তাঁকে ভয় করো ; وَ -আর ; هُوَ -তিনিতো ; الَّذِيْ -সেই সত্তা ; الَيْهِ -যার নিকট ; تُحْشَرُوْنَ -তোমাদেরকে একত্র করা হবে। (৭৩) وَ -আর ; هُوَ-তিনি ; الَّذِيْ -সেই সত্তা ; خَلَقَ -যিনি সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰت-আসমানসমূহ ; وَ-ও ; الْأَرْضَ -যমীন ; بِالْحَقِّ -(ب+ال+حق)-যথাযথভাবে ; وَ -আর ; يَوْمَ-যেদিন ; يَقُوْلُ -তিনি বলবেন ; كُنْ -হয়ে যাও ; فَيَكُوْنُ -(ف+يكون)-তখনই তা হয়ে যাবে ; قَوْلُهُ -(قول+ه)-তাঁর কথাই ; الْحَقُّ -সত্য ; وَ -আর ; لَهُ -তাঁরই থাকবে ; الْمُلْكُ -সর্বময় ক্ষমতা ; يَوْمَ -যেদিন ; يُنْفَخُ -ফুঁক দেয়া হবে ; فِى الصُّوْرِ -শিঙ্গায় ; عٰلِمُ -তিনিই অবগত ; الْغَيْبِ -অপ্রকাশ্য ; وَ -ও ; الشَّهَادَةِ -(ال+شهادة)-প্রকাশ্য বিষয় ;

৫৩. আল্লাহ তাআলা অনর্থক, খেলাচ্ছলে অথবা নিছক খেয়ালের বশে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেননি ; বরং তা সৃষ্টি করেছেন নির্ভেজাল সত্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে। এ সৃষ্টিকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ন্যায়নীতি ও দায়িত্বশীলতার সাথেই তিনি সম্পাদন করেছেন। সুতরাং বাতিলের কোনো চেষ্টা-সাধনা, বিকাশ ও কর্তৃত্ব-রাজত্ব এখানে সফল হবে না, হতে পারে না। কারণ সৃষ্টি তাঁর এবং রাজত্বের অধিকারও তাঁরই। আপাতদৃষ্টিতে অন্যদের রাজত্ব সাময়িক দেখা গেলেও তাতে নিরাশ ও প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৫৪. শিংগায় ফুঁক দেয়ার ধরণ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বিস্তৃত বিবরণ নেই। তা থেকে যতটুকু জানা যায় তাহলো—কিয়ামতের দিন আল্লাহর নির্দেশে প্রথম যে ফুঁক দেয়া হবে তাতে বিশ্বজাহানের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তার একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় ফুঁক দেয়া হবে। এর ফলে পূর্বাপর সবাই পুনর্জীবন লাভ করবে এবং হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٤﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ

আর তিনি সুবিজ্ঞ ও সবিশেষ অবহিত। ৭৪. আর (স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন—আপনি কি গ্রহণ করেন

أَصْنَامًا آلِهَةً ۚ إِنِّي أَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾ وَكَذٰلِكَ

মূর্তীগুলোকে ইলাহরূপে ?[৫৭] আমিতো নিশ্চিত আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। ৭৫. আর এভাবেই

نُرِي إِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ○

আমি ইবরাহীমকে দেখিয়েছি আসমান ও যমীনের পরিচালন ব্যবস্থা[৫৮] যেন তিনি দৃঢ় বিশ্বাসীদের মধ্যে শামিল হয়ে যান।[৫৯]

وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الْحَكِيمُ-(ال+حكيم)-সুবিজ্ঞ ; الْخَبِيرُ-(ال+خبير)-সবিশেষ অবহিত।(৭৪)-وَ-আর (স্মরণ করুন) ; إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; إِبْرٰهِيمُ-ইবরাহীম ; لِأَبِيهِ-তাঁর পিতা ; آزَرَ-আযরকে ; أَتَتَّخِذُ-(ا+تتخذ)-আপনি কি গ্রহণ করেন ; أَصْنَامًا-মূর্তীগুলোকে ; آلِهَةً-ইলাহরূপে ; إِنِّي-আমিতো নিশ্চিত ; أَرٰىكَ-(ارى+ك)-দেখতে পাচ্ছি আপনাকে ; وَ-ও ; قَوْمَكَ-(قوم+ك)-আপনার সম্প্রদায়কে ; فِي ضَلٰلٍ-গোমরাহীতে নিমজ্জিত ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট।(৭৫)-وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نُرِي-আমি দেখিয়েছি ; إِبْرٰهِيمَ-ইবরাহীমকে ; مَلَكُوتَ-পরিচালন ব্যবস্থা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; وَلِيَكُونَ-যেন তিনি হয়ে যান ; مِنَ-শামিল ; الْمُوقِنِينَ-(ال+موقنين)-দৃঢ় বিশ্বাসীদের।

৫৫. অর্থাৎ আজকে যাদেরকে দুনিয়ার ক্ষমতায় আসীন দেখা যাচ্ছে, সেদিন তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন হয়ে যাবে। সেদিন মানুষের চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠে যাবে, তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ক্ষমতা ও রাজত্বের তিনিই একমাত্র অধিকারী এবং বাস্তবেও তা-ই হয়েছে।

৫৬. যাকিছু সৃষ্টির চোখের আড়ালে আছে তা-ই অপ্রকাশ্য বা অদৃশ্য। আর যাকিছু তার গোচরীভূত তা-ই প্রকাশ্য বা দৃশ্য।

৫৭. এখানে ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনী উল্লেখপূর্বক বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)ও তাঁর অনুসারীদের সাথে কুরাইশ কাফেরগণ যে আচরণ করছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথেও তাঁর স্বগোত্রীয় লোকেরা একই আচরণ করেছিল। ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করার কারণ হলো—আরবের কুরাইশ কাফেররা

﴿٧٦﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ

৭৬. অতপর যখন রাতের অন্ধকার তাঁর উপর ছেয়ে গেলো তখন তিনি দেখতে পেলেন তারকা, বললেন— 'এটাই আমার প্রতিপালক ;' কিন্তু যখন তা অস্ত গেলো, তিনি বললেন—

لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ

আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। ৭৭. তারপর যখন তিনি দীপ্ত চাঁদকে দেখলেন, বললেন—'এটাই আমার প্রতিপালক ; কিন্তু যখন তা অস্ত গেলো

৭৬ فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; جَنَّ-ছেয়ে গেলো ; عَلَيْهِ-তাঁর উপর ; الَّيْلُ-(ال+ليل)-রাতের অন্ধকার ; رَاٰ-তিনি দেখতে পেলেন ; كَوْكَبًا-তারকা ; قَالَ-তিনি বললেন ; هٰذَا-এটাই ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; فَلَمَّآ-কিন্তু যখন ; اَفَلَ-তা অস্ত গেলো ; قَالَ-তিনি বললেন ; لَآ اُحِبُّ-আমি ভালবাসি না ; الْاٰفِلِيْنَ-(ال+افلين)-অস্তগামীদের। ৭৭ فَلَمَّا-তারপর যখন ; رَاَ-তিনি দেখলেন ; الْقَمَرَ-(ال+قمر)-চাঁদকে ; بَازِغًا-দীপ্ত ; قَالَ-তিনি বললেন ; هٰذَا-এটাই ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; فَلَمَّآ-কিন্তু যখন ; اَفَلَ-তা অস্ত গেলো ;

নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর এবং তাঁর ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করতো। আরও বলা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, তারা ছিল মূর্খ ও বাতিল, তদ্রূপ মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে বিতর্ককারী যারা তারাও মূর্খ ও বাতিল। সুতরাং ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী বলে দাবী করার তোমাদের কোনো অধিকার নেই।

৫৮. অর্থাৎ তোমাদের সামনে যে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজী ইত্যাদি নিদর্শনাবলী রয়েছে। এসব নিদর্শনাবলী ইবরাহীম (আ)-এর সামনেও ছিল। কিন্তু তিনি এসব দেখে তাঁর প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহকে চিনতে পেরেছিলেন, আর তোমরা এসব দেখেও তা থেকে হিদায়াত লাভ করছো না ; বরং তোমরা দেখেও না দেখার ভান করছো।

৫৯. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সবকিছুই শিরকের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। আর তাঁর দাওয়াতের দ্বারাও দেশের সামগ্রিক দিক তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং সকল স্তরের লোকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ ছিল সমাজের উপরতলা থেকে নীচতলা পর্যন্ত পুরো ইমারতটি ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন করে তাওহীদের ভিত্তিতে সবকিছু গড়ে তোলা। আর এজন্যই সমাজের সকল সুবিধাভোগী শ্রেণীই তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিল। এমন একটি

قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ ○

তিনি বললেন—আমার প্রতিপালক যদি আমাকে হেদায়াত না করেন তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল হয়ে যাবো।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ ⑦⑧

৭৮. অতপর যখন তিনি সূর্যকে উজ্জ্বল অবস্থায় দেখলেন, বললেন—'এটাই আমার প্রতিপালক, এটা সবচেয়ে বড় ; কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তিনি বললেন—

يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ⑦⑧ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ

"হে আমার সম্প্রদায় তোমরা যে শির্‌ক করছো তা থেকে আমি অবশ্যই মুক্ত।[৫০]

৭৯. নিশ্চয়ই আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম সেই সত্তার দিকে—যিনি সৃষ্টি করেছেন

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ ⑦⑨ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ

আসমানসমূহ ও যমীন—একনিষ্ঠভাবে এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৮০. আর তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো ;

قَالَ-তিনি বললেন ; لَئِنْ-যদি ; لَمْ يَهْدِنِيْ-আমাকে হিদায়াত না করেন ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; لَاَكُوْنَنَّ-আমি অবশ্যই শামিল হয়ে যাবো ; مِنَ-মধ্যে ; الْقَوْمِ-সম্প্রদায়ের ; الضَّالِّيْنَ-পথভ্রষ্ট। ⑦⑧ فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَاَ-তিনি দেখলেন ; الشَّمْسَ-সূর্যকে ; بَازِغَةً-উজ্জ্বল অবস্থায় ; قَالَ-তিনি বললেন ; هٰذَا-এটাই ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; هٰذَآ-এটা ; اَكْبَرُ-সবচেয়ে বড় ; فَلَمَّآ-কিন্তু যখন ; اَفَلَتْ-তা অস্ত গেলো ; قَالَ-তিনি বললেন ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; اِنِّيْ-অবশ্যই আমি ; بَرِيْٓءٌ-মুক্ত ; مِّمَّا-তা থেকে, যে ; تُشْرِكُوْنَ-তোমরা শির্‌ক করছো। ⑦⑨ اِنِّيْ-নিশ্চয়ই আমি ; وَجَّهْتُ-ফিরিয়ে নিলাম ; وَجْهِيَ-(وجه+ى)-আমার মুখ ; لِلَّذِيْ-সেই সত্তার দিকে যিনি ; فَطَرَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমানসমূহ ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; حَنِيْفًا-একনিষ্ঠভাবে ; وَّ-এবং ; مَآ اَنَا-(ما+انا)-আমি নই ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের। ⑧⓪ وَ-আর ; حَآجَّهٗ-(حاج+ه)-তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো ; قَوْمُهٗ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায় ;

প্রতিকূল অবস্থাতে হযরত ইবরাহীম (আ) কেবলমাত্র আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই তাওহীদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছিলেন। এ থেকেই আল্লাহর উপর তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ

তিনি বললেন—তোমরা কি বিতর্ক করছো আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে, অথচ তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন ; আর আমিতো তাকে ভয় করি না যাকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করছো ;

اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیْ كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

যদি না আমার প্রতিপালক অন্য কিছু চান ; প্রত্যেক বিষয়েই আমার প্রতিপালকের জ্ঞান পরিব্যপ্ত ; তোমরা কি সচেতন হবে না ?[৬১]

وَكَیْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ ۝٨١

৮১. আর যাকে তোমরা শরীক বানিয়ে নিয়েছো তাকে আমি কিভাবে ভয় করবো ? অথচ তোমরা যে আল্লাহর সাথে শরীক করছো তাতে ভয় পাচ্ছো না—

مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهٖ عَلَیْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَیُّ الْفَرِیْقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ

যে সম্পর্কে তিনি তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি ; অতএব এ দু দলের কোনটি নিরাপত্তা পাওয়ার অধিক হকদার ?

قَالَ -তিনি বললেন ; اَتُحَاجُّوْنِّیْ -(ا+تحاجون+نی)-তোমরা কি আমার সাথে বিতর্ক করছো ; فِی اللّٰهِ -আল্লাহ সম্পর্কে ; وَ -অথচ ; قَدْ هَدٰىنِ -তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন ; وَ -আর ; لَاۤ اَخَافُ -আমিতো ভয় করি না ; مَا تُشْرِكُوْنَ -যাকে তোমরা শরীক করছো ; بِهٖ -তাঁর সাথে ; اِلَّاۤ اَنْ -যদি না ; یَّشَآءَ -চান ; رَبِّیْ -আমার প্রতিপালক ; شَیْـًٔا -অন্যকিছু ; وَسِعَ -পরিব্যপ্ত ; رَبِّیْ -আমার প্রতিপালকের ; كُلَّ -প্রত্যেক ; شَیْءٍ -বিষয়েই ; عِلْمًا -জ্ঞান ; اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ -তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না। ⑧১ وَ -আর ; كَیْفَ -কিভাবে ; اَخَافُ -ভয় করবো ; مَاۤ -তাকে, যাকে ; اَشْرَكْتُمْ -তোমরা শরীক বানিয়ে নিয়েছো ; وَ -অথচ ; لَا تَخَافُوْنَ -তোমরা ভয় পাচ্ছো না ; اَنَّكُمْ -(ان+كم)-তোমরা যে ; اَشْرَكْتُمْ -শরীক করছো ; بِاللّٰهِ -আল্লাহর সাথে ; مَا -যে ; لَمْ یُنَزِّلْ -তিনি নাযিল করেননি ; بِهٖ -সে সম্পর্কে ; عَلَیْكُمْ -তোমাদের প্রতি ; سُلْطٰنًا -কোনো প্রমাণ ; فَاَیُّ -(ف+ای)-অতএব কোনটি ; الْفَرِیْقَیْنِ -এ দুয়ের ; اَحَقُّ -অধিক হকদার ; بِالْاَمْنِ -(ب+ال+امن)-নিরাপত্তা পাওয়ার ;

৬০. এখানে এমন কিছু ভাববার অবকাশ নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় বিশ্বাসে উপনীত হবার পূর্বে কিছু সময়ের জন্য হলেও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

যদি তোমাদের জানা থাকে (তা বলো)। ৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে (শির্‌করূপ) যুল্‌ম দ্বারা মিশ্রণ ঘটায়নি

أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

ওদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।[৬২]

إِنْ -যদি ; كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -তোমাদের জানা থাকে (বলো)। ﴿٨٢﴾ الَّذِينَ -যারা ; آمَنُوا - ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; لَمْ يَلْبِسُوا-মিশ্রণ ঘটায়নি ; إِيمَانَهُمْ-(ايمان+هم)-তাদের ঈমানের সাথে ; بِظُلْمٍ-(ب+ظلم)-(শিরকরূপ) যুল্‌ম দ্বারা ; أُولَٰئِكَ-ওদের ; لَهُمْ - জন্যই রয়েছে ; الْأَمْنُ -নিরাপত্তা ; وَ -এবং ; هُمْ -তারাই ; مُهْتَدُونَ -হিদায়াতপ্রাপ্ত।

কারণ তারকা, চাঁদ ও সূর্যকে 'রব' মনে করে নেয়া তাঁর সিদ্ধান্তমূলক ছিল না ; বরং এ 'মনে করে নেয়াটা' ছিল প্রশ্ন ও অনুসন্ধানমূলক। এ সময়টাতে তিনি ছিলেন সত্য অনুসন্ধান পথের পথিক।

৬১. অর্থাৎ 'তোমরা কি সচেতন হবে না'? তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক যথার্থ জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তোমাদেরকে অবশ্যই এ চেতনাকে অন্তরে জাগরুক রেখেই কাজ করে যেতে হবে।

৬২. অর্থাৎ আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে মেনে নেবে এবং নিজেদের এ মেনে নেয়ার সাথে মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস-এর কোনো প্রভাব থাকবে না, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি একমাত্র তারাই লাভ করবে এবং একমাত্র তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

৯ রুকূ' (৭১-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীনের দাওয়াত সর্বপ্রথম নিজের ঘর থেকেই শুরু করা কর্তব্য। এটা নবী-রাসূলদের পন্থা।

২. এক আল্লাহতে বিশ্বাসী লোকদের সম্পর্ক কোনো মুশরিক-এর সাথে থাকতে পারে না। হোক সে অনাত্মীয় বা দূরবর্তী আত্মীয় অথবা নিকটতম আত্মীয়।

৩. ইসলামের সম্পর্কের দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম জাতীয়তার বিপরীত হলে বংশীয়, আঞ্চলিক বা ভাষাগত জাতীয়তা পরিত্যাজ্য।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর গৃহীত কর্মপন্থার মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য অনুকরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। মুশরিকদের সাথে তাওহীদপন্থীদের কোনো প্রকার সম্পর্কই থাকতে পারে না।

৫. সকল নবীর শরীআতেই নামায বিধিবদ্ধ ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথায় এটা প্রমাণিত। সুতরাং নামাযের ব্যাপারে সদা-সজাগ ও সচেতন থাকা মু'মিনের কর্তব্য।

৬. ইসলামী রাষ্ট্রের মূলভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সারা দুনিয়ার মুসলিম এক জাতি; বাকী সকল দল-মত এক জাতি।

৭. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা ও সম্প্রদায়ের লোকেরা মূর্তি ও নক্ষত্রের উপাসক ছিল।

৮. মুশরিকদের সাথে অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত না হওয়াটাই উত্তম।

৯. দীনী প্রচারকাজে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করা নবী-রাসূলদের আদর্শ।

১০. স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টিকে পূজা-উপাসনা করা কঠোর শির্ক। আর শির্ক হলো অত্যন্ত বড় যুল্ম।

১১. দীনী প্রচার কাজে সর্বক্ষেত্রে অতি কঠোরতা বা অতি নম্রতা সমীচীন নয়; সুস্পষ্ট গোমরাহীর ক্ষেত্রে কঠোরতা এবং অস্পষ্ট গোমরাহীর ক্ষেত্রে সন্দেহ নিরসনের পন্থা অনুসরণ করা উচিত।

১২. সত্য প্রকাশের বেলায় যেভাবে ইচ্ছা সত্য প্রকাশ করে দেয়াই সংস্কারক ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়; বরং হিকমতের সাথে কার্যকরীভাবেই সত্যকে উপস্থাপন করা জরুরী।

১৩. যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাসস্থাপন করে এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে তারা সুপথপ্রাপ্ত এবং শান্তি থেকে নিরাপদ।

১৪. শুধুমাত্র মূর্তি পূজা-ই শিরক নয়; বরং যারা আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীসহ স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যকে আল্লাহর গুণাবলীর বাহক মনে করে তারাও শিরক করে।

১৫. যারা কোনো ফেরেশতা, নবী ও অলী–বুযর্গকে আল্লাহর কোনো কোনো গুণে অংশীদার বলে বিশ্বাস করে অথবা অলী-বুযর্গের মাযারকে 'মনোবাঞ্ছা পূরণকারী' মনে করে তারাও শির্ক করে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৮

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۚ ⑧③

৮৩. আর এ যুক্তি-প্রমাণ ছিলো আমারই যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় দিয়েছিলাম ; আমি যাকে চাই তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেই ;

اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ⑧③ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ

নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সুবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ। ৮৪. আর আমি তাঁকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব ; প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম

وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ

আর ইতিপূর্বে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম নূহকে এবং তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ,

وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ⑧④ وَزَكَرِيَّا

মূসা ও হারূনকে ; আর সৎলোকদেরকে প্রতিদান আমি এভাবেই দিয়ে থাকি। ৮৫. আর (সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম) যাকারিয়া,

(৮৩) وَ-আর ; تِلْكَ-এ ; حُجَّتُنَآ-যুক্তি-প্রমাণ ছিলো আমারই ; اٰتَيْنٰهَآ-যা আমি দিয়েছিলাম ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমকে ; عَلٰى-মুকাবিলায় ; قَوْمِهٖ-তাঁর সম্প্রদায়ের ; نَرْفَعُ-আমি সমুন্নত করে দেই ; دَرَجٰتٍ-মর্যাদা ; مَّنْ-যাকে ; نَّشَآءُ-আমি চাই ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; حَكِيْمٌ-সুবিজ্ঞ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। (৮৪) وَ-আর ; وَهَبْنَا-আমি দান করেছিলাম ; لَهٗٓ-তাঁকে ; اِسْحٰقَ-ইসহাক ; وَ-ও ; يَعْقُوْبَ-ইয়াকুব; كُلًّا-প্রত্যেককেই ; هَدَيْنَا-সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম ; وَ-আর ; نُوْحًا-নূহকে ; هَدَيْنَا-আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; وَ-এবং ; مِنْ-থেকে ; ذُرِّيَّتِهٖ-তাঁর বংশধরদের ; دَاوٗدَ-দাউদ ; وَسُلَيْمٰنَ-ও সুলায়মান ; وَاَيُّوْبَ-ও আইউব ; وَيُوْسُفَ-ও ইউসুফ ; وَمُوْسٰى-ও মূসা ; وَهٰرُوْنَ-ও হারূনকে ; وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نَجْزِى-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি; الْمُحْسِنِيْنَ-সৎলোকদেরকে। (৮৫) وَ-আর ; زَكَرِيَّا-যাকারিয়া; ;

وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ

ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলইয়াসকে ; প্রত্যেকেই ছিলেন নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।
৮৬. আর (দেখিয়েছিলাম) ইসমাঈল, ইয়াসা

وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۭ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ

ইউনুস ও লূতকে ; সবাইকে আমি মর্যাদা দান করেছিলাম জগদ্বাসীর উপর।
৮৭. এবং (মর্যাদাবান করেছিলাম) তাদের পিতৃপুরুষদের, ও তাদের বংশধরদের

وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ

এবং তাদের ভাইদের কতককে ; আর তাদেরকে আমি মনোনীত করেছিলাম ও পরিচালিত করেছিলাম তাদেরকে সহজ-সঠিক পথে। ৮৮. এটাই আল্লাহর হেদায়াত

يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকে চান এর সাহায্যে সঠিক পথে পরিচালিত করেন ;
আর তারা যদি শির্ক করতো তবে অবশ্যই তাদের সৎকর্মগুলো নিষ্ফল হয়ে যেতো।[৬৩]

وَيَحْيٰى-ও ইয়াহইয়া ; وَعِيْسٰى-ও ঈসা ; وَالْيَاسَ-ও ইলইয়াসকে ; كُلٌّ-প্রত্যেকেই ছিলেন ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الصّٰلِحِيْنَ-নেককারদের। ﴿٨٦﴾ وَ-আর ; اِسْمٰعِيْلَ-ইসমাঈল; وَالْيَسَعَ-ও আল ইয়াসা ; وَيُوْنُسَ-ও ইউনুস ; وَلُوْطًا-ও লূতকে; وَ-এবং ; كُلًّا-সবাইকে ; فَضَّلْنَا-আমি মর্যাদা দান করেছিলাম ; عَلَى-উপর ; الْعٰلَمِيْنَ-জগদ্বাসীর। ﴿٨٧﴾ وَ-এবং ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اٰبَآئِهِمْ-তাদের পিতৃপুরুষদের ; وَ-ও ; ذُرِّيّٰتِهِمْ-তাদের বংশধরদের ; وَ-এবং ; اِخْوَانِهِمْ-তাদের ভাইদের কতককে ; وَ-আর ; اجْتَبَيْنٰهُمْ-আমি মনোনীত করেছিলাম ; وَ-ও ; هَدَيْنٰهُمْ-আমি সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম ; اِلٰى صِرَاطٍ-পথে ; مُّسْتَقِيْمٍ-সহজ-সঠিক। ﴿٨٨﴾ ذٰلِكَ-এটাই ; هُدَى-হিদায়াত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يَهْدِيْ-তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন ; بِهٖ-এর সাহায্যে ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِهٖ-তাঁর বান্দাহদের ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; اَشْرَكُوْا-তারা শির্ক করতো ; لَحَبِطَ-তবে অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো ; عَنْهُمْ-তাদের ; مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-সৎকর্মগুলো।

৬৩. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার সৎলোদেরকে নেতা ও হিদায়াতের ইমাম হবার মর্যাদায় আসীন হয়েছে তাঁরা কোনোক্রমেই তোমাদের মতো শির্কে লিপ্ত থাকতে পারে না। তাঁরা যদি শিরকে লিপ্ত হতো তাঁরা এ মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না।

٨٩ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ

৮৯. এরাই তারা যাদেরকে আমি দান করেছিলাম কিতাব, শাসন কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত ;[৬৪] অতপর তারা যদি অস্বীকার করে এসবকে

فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ٩٠ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

তবে আমি এমন এক কওমকে এর দায়িত্বে নিযুক্ত করেছি যারা এর প্রত্যাখ্যানকারী হবে না।[৬৫] ৯০. এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ দেখিয়েছেন

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

অতএব আপনি তাদের পথই অনুসরণ করুন ; আপনি বলুন—আমি তোমাদের নিকট এর প্রতিদান চাই না ; এটাতো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়।

(৮৯) أُولَٰئِكَ -এরাই তারা ; الَّذِينَ -যাদেরকে ; آتَيْنَاهُمْ -(اتينا+هم)-আমি দান করেছিলাম তাদেরকে ; الْكِتَابَ -কিতাব ; وَ -ও ; الْحُكْمَ -শাসন কর্তৃত্ব ; وَ -ও ; النُّبُوَّةَ -নবুওয়াত ; فَإِنْ -(ف+ان)-অতপর যদি ; يَكْفُرْ -অস্বীকার করে তারা ; بِهَا -তা ; هَٰؤُلَاءِ -এসবকে ; فَقَدْ وَكَّلْنَا -(ف+قد وكلنا)-তবে আমি দায়িত্বে নিযুক্ত করেছি ; بِهَا -এর; قَوْمًا -এমন এক কওমকে ; لَيْسُوا -যারা হবে না ; بِهَا -এর ; بِكَافِرِينَ -প্রত্যাখ্যানকারী। (৯০) أُولَٰئِكَ -এরাই তারা ; الَّذِينَ -যাদেরকে ; هَدَى -সঠিক পথ দেখিয়েছেন ; اللَّهُ -আল্লাহ ; فَبِهُدَاهُمُ -(ف+ب+هدى+هم)-অতএব তাদের পথ; اقْتَدِهْ -আপনি অনুসরণ করুন ; قُلْ -আপনি বলুন ; لَا أَسْأَلُكُمْ -(لااسئل+كم)-আমি তোমাদের নিকট চাই না ; عَلَيْهِ -এর ; أَجْرًا -প্রতিদান ; إِنْ هُوَ -এটাতো কিছুই নয় ; إِلَّا -ছাড়া ; ذِكْرَىٰ -উপদেশ ; لِلْعَالَمِينَ -বিশ্ববাসীর জন্য।

৬৪. আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদেরকে যে তিনটি জিনিস দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। (১) কিতাব–পথনির্দেশক গ্রন্থ। (২) হুকুম অর্থাৎ কিতাবের সঠিক জ্ঞান এবং কিতাবের মূলনীতিগুলোকে জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করার যোগ্যতা। আর জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকর মতকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা। (৩) নবুওয়াত অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিকে কিতাব অনুযায়ী পথ দেখাতে পারেন এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ পদমর্যাদা।

৬৫. অর্থাৎ আল্লাহর দীনের বিরোধিরা যদি তাঁর দেয়া হিদায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, করুক না কেন ; আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদের এমন একটি দল তৈরি

করে রেখেছেন যারা তাঁর এ নিয়ামতের যথার্থ মর্যাদা দেয় এবং তাঁরা কখনো বিরোধিদের মতো আল্লাহর দীনকে অস্বীকার-অমান্য করবে না।

১০ রুকূ' (৮৩-৯০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. শিরক ও কুফরের মুকাবিলায় আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী-রাসূলদেরকে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার যোগ্যতা দান করেন যা খণ্ডন করা কাফের-মুশরিকদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

২. যারা নবী-রাসূলের রেখে যাওয়া দীনের দাওয়াত নিয়ে আল্লাহর পথে বের হয় তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা দীনের এমন জ্ঞান দান করেন যার দ্বারা তাঁরা দীনকে সঠিকভাবে মানুষের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর জন্যে নিজ গোত্র ও সম্প্রদায় পরিত্যাগ করার বিনিময়ে নবীদের একটি দল লাভ করেন যাঁদের অধিকাংশই তাঁর সন্তান-সন্ততি।

৪. তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে উম্মুল কুরা তথা পবিত্র মক্কা লাভ করেন।

৫. তিনি তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার বিনিময়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমগ্র বিশ্বের মানুষের ইমাম হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হন।

৬. এখানে যে সতেরজন নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।

৭. পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ বাদ দিয়ে শেষ নবীর দীনের অনুসরণ করা বিশ্বমানবের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রচারিত দীনের সাথে পূর্ববর্তী নবীদের দীনের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আদম (আ) থেকে নিয়ে শেষ নবী পর্যন্ত একই বিশ্বাস ও একই কর্মপন্থা অব্যাহত আছে।

৯. অহীর নির্দেশ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) দীনের শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করতেন।

১০. শিক্ষা ও প্রচার কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সকল যুগে সব পয়গাম্বরদের অভিন্ন রীতি ছিল। শিক্ষা ও প্রচার কাজের কার্যকারিতার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৪

(৯১) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ

৯১. আর তারা আল্লাহকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী মর্যাদা দান করেনি, যখন তারা বললো—আল্লাহ কোনো মানুষের উপর কোনো কিছুই নাযিল করেননি ;[৬৬]

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ

আপনি বলুন—সেই কিতাবটি কে নাযিল করেছিলো, যা নিয়ে এসেছিলেন মূসা ? (যা ছিলো) মানুষের জন্য আলো ও হেদায়াত স্বরূপ

(৯১) وَ -আর ; مَا قَدَرُوا -তারা মর্যাদা দেয়নি ; اللّٰهَ -আল্লাহকে ; حَقَّ -অনুযায়ী ; قَدْرِهٖٓ -(قدر+ه)-তাঁর মর্যাদা ; اِذْ -যখন ; قَالُوْا -তারা বললো ; مَآ اَنْزَلَ -নাযিল করেননি ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; عَلٰى -উপর ; بَشَرٍ -কোনো মানুষের ; مِّنْ شَيْءٍ -কোনো কিছুই ; قُلْ -আপনি বলুন ; مَنْ -কে ; اَنْزَلَ -নাযিল করেছিলো ; الْكِتٰبَ -(ال+كتب)-সেই কিতাবটি ; الَّذِيْ -যা ; جَآءَ بِهٖ -নিয়ে এসেছিলেন ; مُوْسٰى -মূসা ; نُوْرًا -আলো ; وَّ -ও ; هُدًى -হিদায়াত স্বরূপ ; لِّلنَّاسِ -মানুষের জন্য ;

৬৬. রাসূলুল্লাহ (স) যেহেতু নবুওয়াত দাবী করেছিলেন, তাই আরবের কাফের ও মুশরিকগণ এর সত্যতা যাঁচাই করার জন্য ইহুদী ও খৃস্টানদের নিকটই গিয়েছিলো। তখন ইহুদীরা আলোচ্য আয়াতের কথাগুলো বলেছিলো। ইহুদীরা এসব কথা বলে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতো, তাই ইসলাম বিরোধিতায় তাগুতী শক্তিগুলো ইহুদীদের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগাতো ; কারণ ইহুদীরা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে নবুওয়াত দাবীর সত্যতা-অসত্যতার ব্যাপারে তাদের কথা সঠিক বলে মানুষ মনে করতো। এখানে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

ইহুদীরা তাওরাতকে তো আল্লাহর কিতাব মনে করতো, তারপরও তারা রাসূলের বিরোধিতায় এমনই অন্ধ হয়ে পড়েছিলো যে, তারা মূল রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে।

আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা তারা দেয়নি—এর অর্থ তারা আল্লাহর বিচক্ষণতা ও ক্ষমতার অবমূল্যায়ন করেছে ; কেননা তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেছে যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে এমনিই

تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ

যা তোমরা পাতায় পাতায় রাখতে—প্রকাশ করতে তার কতক, আর লুকিয়ে রাখতে বেশির ভাগ ; অথচ তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো

مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۖ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

এমন অনেক কিছু যা তোমরা জানতে না, আর না তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা (জানতো) ;[৬৭] আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ'; অতপর ছেড়ে দিন তাদেরকে তাদের অর্থহীন বিতর্কে তারা লিপ্ত থাকুক।

⑨② وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى

৯২. আর এটা (কুরআন) এমন কিতাব, আমিই তা নাযিল করেছি—এটি একটি বরকতময় (কিতাব) যা সত্যায়নকারী তার পূর্ববর্তী কিতাবের এটা এজন্য নাযিল করেছি যেন আপনি ভয়প্রদর্শন করেন মক্কাবাসীদেরকে

وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ

ও তার পরিপার্শ্বস্থ লোকদেরকে ; আর যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তারা এর উপরও ঈমান রাখে এবং নিজেদের নামাযেরও

-(تبدون+ها)-تُبْدُوْنَهَا-তোমরা তা রাখতে ; قَرَاطِيْسَ-পাতায় পাতায় ; تَجْعَلُوْنَهٗ- তোমরা তার কতেক প্রকাশ করতে ; وَ-আর ; تُخْفُوْنَ -লুকিয়ে রাখতে ; كَثِيْرًا- বেশীর ভাগ ; وَ-অথচ ; عُلِّمْتُمْ-তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো ; مَا-এমন অনেক কিছু যা ; لَمْ تَعْلَمُوْٓا-জানতে না ; اَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-আর ; لَآاٰبَآؤُكُمْ-(لا+ اباؤ+كم)-না তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (জানতো) ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; اللّٰهُ- আল্লাহ ; ثُمَّ- অতপর ; ذَرْهُمْ-(ذر+هم)-ছেড়ে দিন তাদেরকে ; فِيْ خَوْضِهِمْ-(فى+ خوض+هم)-তাদের অর্থহীন বিতর্কে ; يَلْعَبُوْنَ- তারা লিপ্ত থাকুক। ⑨② وَ- আর ; هٰذَا -এটা (কুরআন) ; كِتٰبٌ-এমন কিতাব ; اَنْزَلْنٰهُ-আমিই তা নাযিল করেছি ; مُبٰرَكٌ-বরকতময় (কিতাব) ; مُصَدِّقُ -যা সত্যায়নকারী ; الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ-(الذى+ بين+يدى+ه)-তার পূর্ববর্তী কিতাবের ; وَ-এবং ; لِتُنْذِرَ-(ل+تنذر)-এজন্য যে আপনি ভয়প্রদর্শন করেন ; اُمَّ الْقُرٰى-(ام+ال+قرى)-মক্কাবাসীদেরকে ; وَ-ও ; مَنْ حَوْلَهَا-(من+حول+ها)-তার পরিপার্শ্বস্থ লোকদেরকে ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখেরাতের উপর ; يُؤْمِنُوْنَ-তারা ঈমান রাখে ; بِهٖ- এর উপরও ; وَ- এবং ; هُمْ- তারা ; عَلٰى صَلٰوتِهِمْ-নিজেদের নামাযেরও ;

يُحَافِظُوْنَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ

তারা হিফাযত করে।[৬৮] ৯৩. আর তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে—'আমার প্রতি অহী নাযিল হয়েছে'

وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَوْ تَرَى

অথচ তার প্রতি কোনো অহী নাযিল হয়নি এবং যে বলে—'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুরূপ আমিও অচিরেই নাযিল করে ফেলবো ' আর আপনি যদি দেখতেন

إِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا أَيْدِيْهِمْ

যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলে-

يُحَافِظُوْنَ-হিফাযত করে। ৯৩ وَ-আর ; مَنْ-কে ; أَظْلَمُ-বড় যালেম ; مِمَّنِ-(من+من)-তার চেয়ে ; افْتَرٰى-যে আরোপ করে ; عَلَى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَذِبًا-মিথ্যা ; أَوْ-অথবা ; قَالَ-বলে ; أُوْحِيَ-অহী নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيَّ-আমার প্রতি ; وَ-অথচ ; لَمْ يُوْحَ-নাযিল করা হয়নি কোনো অহী ; إِلَيْهِ-তার প্রতি ; شَيْءٌ-কোনো কিছু ; وَ-এবং ; مَنْ-যে ; قَالَ-বলে ; سَأُنْزِلُ-অচিরেই আমিও নাযিল করে ফেলবো ; مِثْلَ-তার অনুরূপ ; مَا-যা ; أَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَرٰى-আপনি দেখতেন ; إِذْ-যখন ; الظّٰلِمُوْنَ-(ال+ظلمون)-যালেমরা ; فِي-যন্ত্রণায় থাকে ; غَمَرٰتِ-যন্ত্রণায় থাকে ; الْمَوْتِ-(ال+موت)-মৃত্যুর ; وَ-এবং ; الْمَلٰٓئِكَةُ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতারা ; بَاسِطُوْٓا-বাড়িয়ে বলে ; أَيْدِيْهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাত ;

ছেড়ে দিয়েছে, তাদের জীবন-যাপনের জন্য কোনো বিধান নাযির করেননি। এরূপ বক্তব্য আল্লাহর যথার্থ মর্যাদার অবমূল্যায়ন ছাড়া আর কি ?

৬৭. 'আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের প্রতি কিছু নাযিল করেননি'—ইহুদীদের একথার জবাবে মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবকে এজন্য প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন, যেহেতু তারা এ কিতাব মানে বলে দাবী করতো। এ প্রমাণের পর তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের কোনো ভিত্তি থাকে না। এতে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে, মানুষের উপর আল্লাহ ইতিপূর্বে কিতাব নাযিল করেছেন এবং এখনও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হতে পারে।

৬৮. মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তা যে আল্লাহর কিতাব এখানে তার প্রমাণ দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উপর আল্লাহর কিতাব নাযিল হতে পারে। এখানে শেষোক্ত প্রমাণের সপক্ষে চারটি বিষয় পেশ করা হয়েছে ঃ

أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ

বের করে দাও তোমাদের রূহ আজ তোমাদেরকে সেই অবমাননার প্রতিদানে আযাব দেয়া হবে, যেহেতু তোমরা বলতে—

عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ

আল্লাহ্ সম্পর্কে অসত্য কথা এবং তাঁর আয়াতমালার ব্যাপারে অহংকার করতে। ৯৪. অথচ তোমরাতো আমার নিকট একা একা এসেছো

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ

যেরূপ আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তোমরা তা ফেলে এসেছো তোমাদের পেছনে ;

أَخْرِجُوٓا-বের করে দাও ; أَنفُسَكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের রূহ ; الْيَوْمَ-(ال+يوم)-আজ ; تُجْزَوْنَ-তোমাদেরকে প্রতিদানে দেয়া হবে ; عَذَابَ-শাস্তি ; الْهُونِ-সেই অবমাননার ; بِمَا-যেহেতু ; كُنتُمْ تَقُولُونَ-তোমরা বলতে ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللَّهِ-আল্লাহ ; غَيْرَ الْحَقِّ-(غير+ال+حق)-অসত্য কথা ; وَ-এবং ; كُنتُمْ-তোমরা ; عَنْ-ব্যাপারে ; آيَاتِهِ-(ايت+ه)-তাঁর আয়াতমালার ; تَسْتَكْبِرُونَ-অহংকার করতে। ৯৪ وَ-অথচ ; لَقَدْ جِئْتُمُونَا-(ل+قد+جئتموا+نا)-নিসন্দেহে আমার নিকট এসেছো ; فُرَادَىٰ-একা একা ; كَمَا-যেরূপ ; خَلَقْنَاكُمْ-(خلقنا+كم)-তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম ; أَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বার ; وَ-এবং ; تَرَكْتُم-তোমারা তা ফেলে এসেছো ; مَّا-যা ; خَوَّلْنَاكُمْ-(خولنا+كم)-আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম ; وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ-(وراء+ظهور+كم)-তোমাদের পেছনে ;

এক ঃ মুহাম্মাদ (স)-এর নাযিলকৃত এ কিতাব মানুষের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময়। মানুষের কল্যাণ ও বরকতের জন্য এ কিতাব সর্বোত্তম ও নির্ভুল বিশ্বাস ও মূলনীতি পেশ করেছে। এতে অসৎ ও অকল্যাণকর কিছুর মিশ্রণ ঘটেনি।

দুই ঃ এ কিতাব তার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের হিদায়াতকে সমর্থন করে এবং সেগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে।

তিন ঃ পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যেমন পূর্বের কিতাবগুলো নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল, এ কিতাবের উদ্দেশ্যও তাই।

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا ؕ

আর আমি তো তোমাদের সাথে দেখছি না তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে যাদেরকে তোমরা ধারণা করতে যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের শরীক

لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

নিসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা নিষ্ফল (প্রমাণিত) হয়েছে।

وَ -আর ; مَا نَرٰى -আমিতো দেখছি না ; مَعَكُمْ -(مع+كم)-তোমাদের সাথে ; شُفَعَاءَ - كُمْ -(شفعاء+كم)-তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে ; الَّذِيْنَ -যাদেরকে ; زَعَمْتُمْ - তোমরা ধারণা করতে ; اَنَّهُمْ -নিশ্চয়ই তারা ; فِيْكُمْ -তোমাদের ; شُرَكٰؤُا -শরীক ; لَقَدْ تَقَطَّعَ -(ل+قد تقطع)-নিসন্দেহে ছিন্ন হয়ে গেছে ; بَيْنَكُمْ -তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ; وَ -এবং ; ضَلَّ -নিষ্ফল (প্রমাণিত) হয়েছে ; عَنْكُمْ -তোমাদের ; مَا -যা ; كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ - তোমরা ধারণা করতে।

চার ঃ যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে তাদের জীবন আখেরাতের উপর বিশ্বাস ও নিজেদের নামাযের হিফাযত করার কারণে সুন্দর হয়েছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কারণে দুনিয়াতে তারা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। যারা দুনিয়ার পূজারী ও ইচ্ছার দাস তারা এ কিতাব থেকে কোনো কল্যাণই লাভ করে না।

১১ রুকূ' (৯১-৯৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য দুনিয়াতে অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আর তাঁদের মাধ্যমে হিদায়াতনামাও পাঠিয়েছেন।

২. অতপর দুনিয়াতে সঠিক জীবন-যাপনের জন্য কোনো দিকনির্দেশনা না পাওয়ার মানুষের পক্ষে কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. ইহুদীরা তাওরাতে পরিবর্তন সাধন করেছে এটা প্রমাণিত সত্য। সুতরাং মানুষের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা বর্তমান তাওরাতে পাওয়া যাবে না।

৪. মানুষের জন্য বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতে একমাত্র হিদায়াতনামা হলো—আল কুরআন।

৫. 'উম্মুল কুরা' দ্বারা মক্কা ও তার চতুষ্পার্শ্বের এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' তথা মানব বসতীর মূল বলে বুঝানো হয়েছে যে, এখান থেকেই মানব বসতীর সূচনা হয়েছে। এটাই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল।

৬. 'ওয়া মান হাওলাহা' তথা তার চারিপার্শ্বের এলাকা বলে মক্কার পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ অর্থাৎ মক্কা কেন্দ্র থেকে চারিপার্শ্বের পৃথিবীর সমগ্র এলাকা বুঝানো হয়েছে।

৭. আখেরাতের উপর যারা বিশ্বাস করে তারাই আল-কুরআনে ঈমান আনতে সক্ষম হবে। আর যারা এ কিতাবে ঈমান আনবে তাদেরকে অবশ্যই যথাযথভাবে নামায আদায় করতে হবে।

৮. নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদাররা যালেম, আর যালেমদের মৃত্যুকষ্ট হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

৯. আল্লাহর কিতাব অমান্যকারীদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর। দুনিয়াতে তারা যাদেরকে অভিভাবক মনে করতো তাদেরকে তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১০. দীনী সম্পর্ক ছাড়া দুনিয়ার জীবনের কোনো সম্পর্কই আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৬

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোগমকারী,[৬৯] তিনিই নির্জীব থেকে জীবনের উন্মেষ ঘটান এবং তিনিই উদ্ভবকারী

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ

জীবিত থেকে মৃতের ;[৭০] তিনিই তোমাদের আল্লাহ ; সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে। ৯৬. তিনিই ভোর আনয়নকারী

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

এবং তিনি নির্ধারণ করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য আর সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য ; এসবই নির্ধারণ

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا

মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের। ৯৭. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তারকারাজী যাতে তার সাহায্যে তোমরা পথ চিনে নিতে পারো

(৯৫) إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; فَالِقُ-অঙ্কুরোদ্গমকারী ; الْحَبِّ-শস্যবীজ ; وَ-ও ; النَّوَىٰ-আঁটির ; يُخْرِجُ-তিনি উন্মেষ ঘটান ; الْحَيَّ-জীবনের ; مِنَ-থেকে ; الْمَيِّتِ-নির্জীব ; وَ-এবং ; مُخْرِجُ-উদ্ভবকারী ; الْمَيِّتِ-মৃতের ; مِنَ-থেকে ; الْحَيِّ-জীবিত ; ذَٰلِكُمُ-তিনিই তোমাদের ; اللَّهُ-আল্লাহ ; فَأَنَّىٰ-সুতরাং কোথায় ; تُؤْفَكُونَ-তোমরা ফিরে যাবে। (৯৬) فَالِقُ-তিনিই আনয়নকারী ; الْإِصْبَاحِ-ভোর ; وَ-এবং ; جَعَلَ-নির্ধারণ করেছেন ; اللَّيْلَ-রাতকে ; سَكَنًا-বিশ্রামের জন্য ; وَ-আর ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-সূর্য ; وَ-ও ; الْقَمَرَ-(ال+قمر)-চন্দ্রকে ; حُسْبَانًا-গণনার জন্য ; ذَٰلِكَ-এসবই ; تَقْدِيرُ-নির্ধারণ ; الْعَزِيزِ-(ال+عزيز)-মহাপরাক্রমশালী ; الْعَلِيمِ-(ال+عليم)-সর্বজ্ঞের। (৯৭) وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; النُّجُومَ-(ال+نجوم)-তারকারাজী ; لِتَهْتَدُوا-যাতে তোমরা পথ চিনতে পারো ; بِهَا-তার সাহায্যে ;

فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

স্থলভাগ ও জলভাগের অন্ধকারে ; নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে নিদর্শনাবলীর বর্ণনা দিয়েছি যারা জ্ঞান রাখে এমন সম্প্রদায়ের জন্য।[৭১]

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۭ

৯৮. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন,[৭২] অতপর রয়েছে ক্ষণিকের বাসস্থান ও সুদীর্ঘ সময়ের বাসস্থান ;

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ

নিসন্দেহে আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুঝে।[৭৩] ৯৯. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ;

فِي ظُلُمٰتِ-অন্ধকারে ; الْبَرِّ-(ال+بر)-স্থলভাগ ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-(ال+بحر)-জলভাগের; قَدْ فَصَّلْنَا-নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছি ; الْاٰيٰتِ-নিদর্শনাবলীর ; لِقَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يَعْلَمُوْنَ-যারা জ্ঞান রাখে। (৯৮) وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِيْٓ-যিনি ; اَنْشَاَكُمْ-(انشا+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; وَاحِدَةٍ-এক ; فَمُسْتَقَرٌّ-(ف+مستقر)-অতপর রয়েছে ক্ষণিকের বাসস্থান ; وَ-ও ; مُسْتَوْدَعٌ-সুদীর্ঘ সময়ের বাসস্থান ; قَدْ فَصَّلْنَا-নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ; الْاٰيٰتِ-নিদর্শনসমূহ ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يَفْقَهُوْنَ-যারা বুঝে। (৯৯) وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِيْٓ-যিনি ; اَنْزَلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاۗءِ-(ال+سماء)-আসমান ; مَاۗءً-পানি ;

৬৯. 'ফালিকুন' অর্থ বিদীর্ণকারী অর্থাৎ তিনিই শস্যবীজ ও ফলকে দীর্ণ করে বা ফাঁটিয়ে তাতে অঙ্কুর বের করেন।

৭০. অর্থাৎ তিনি প্রাণহীন বস্তু থেকে জীবন্ত সৃষ্টির উদ্ভব ঘটান এবং জীবন্ত থেকে মৃত বস্তু বের করেন।

৭১. অর্থাৎ অজ্ঞ-মূর্খদের পক্ষে আল্লাহর একত্ব ও তাঁর গুণাবলীতে যে অন্য কেউ শরীক হতে পরে না, সে সম্পর্কে বিবৃত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়।

৭২. হযরত আদম (আ) থেকে মানব বংশধারার সূচনা হয়েছে এখানে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ

অতপর তার সাহায্যে আমি প্রত্যেক ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি এবং উদ্‌গত করি তা থেকে সবুজ-শ্যামল পাতা, বের করি তা থেকে

حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ

পরস্পর-সন্নিবিষ্ট শস্য দানা এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত খেজুর কাঁদি, আর (সৃষ্টি করি) বাগানসমূহ

مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ

আঙুর, যায়তুন এবং দাড়িম্বের পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ ;

انظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ

তোমরা লক্ষ্য করো তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি ; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে

فَأَخْرَجْنَا-(ف+اخرجنا)-অতপর আমি উৎপন্ন করি ; بِهِ-তার সাহায্যে ; نَبَاتَ-উদ্ভিদ ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-ধরনের ; فَأَخْرَجْنَا-(ف+اخرجنا)-এবং উদগত করি ; مِنْهُ-তা থেকে ; خَضِرًا-সবুজ-শ্যামল পাতা ; نُّخْرِجُ-বের করি ; مِنْهُ-তা থেকে ; حَبًّا-শস্যদানা ; مُّتَرَاكِبًا-ঘন সন্নিবিষ্ট ; وَ-এবং ; مِنَ النَّخْلِ-খেজুর গাছের ; مِنْ-থেকে ; طَلْعِهَا-(طلع+ها)-তার মাথি ; قِنْوَانٌ-খেজুর কাঁদি ; دَانِيَةٌ-ঝুলন্ত ; وَ-আর ; جَنَّٰتٍ-বাগানসমূহ; مِنْ أَعْنَابٍ-আংগুর ; وَالزَّيْتُونَ-ও যায়তুন ; وَالرُّمَّانَ-এবং আনারের ; مُتَشَابِهًا-পরস্পর সদৃশ ; وَ-ও ; غَيْرَ مُتَشَابِهٍ-অসদৃশ ; انْظُرُوْا-তোমরা লক্ষ্য করো ; اِلَى-প্রতি ; ثَمَرِهِ-(ثمر+ه)-তার ফলের ; اِذَا-যখন ; اَثْمَرَ-তা ফলবান হয় ; وَ-এবং ; يَنْعِهِ-(ينع+ه)-তার পরিপক্কতার ; اِنَّ-অবশ্যই ; فِى-এতে ; ذٰلِكَ-এতে ; لَاٰيٰتٍ-(ل+ايت)-নিদর্শন রয়েছে ;

৭৩. অর্থাৎ যারা জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী, যারা আল্লাহর সৃষ্টিরাজী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মত বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী তারাই নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে প্রকৃত সত্যে পৌঁছতে পারে। তাদের অন্তর চক্ষুতে ভেসে উঠে—মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়, নারী-পুরুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্য, মাতৃগর্ভে বীর্যের মাধ্যমে মানব ভ্রূণের অস্তিত্ব সঞ্চার, অতপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মানব শিশুর পৃথিবীতে আগমন প্রভৃতি

لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ

সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে। ১০০. আর তারা জিনদেরকে আল্লাহর অংশিদার করে[৭৪] অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তারা আরোপ করে তাঁর প্রতি

بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿

কোনো জ্ঞান ছাড়া পুত্র ও কন্যা ;[৭৫] তিনি তো অতি পবিত্র এবং তারা যা বলে বেড়ায় তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يُّؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান রাখে। ﴿١٠٠﴾ وَ-আর ; جَعَلُوْا-তারা করে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; شُرَكَاۤءَ-শরীক ; الْجِنَّ-(ال+جن)-জ্বিনদেরকে ; وَ-অথচ ; خَلَقَهُمْ-(خلق+هم)-তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন ; وَ-এবং ; خَرَقُوْا-তারা আরোপ করে ; لَهٗ-তার প্রতি ; بَنِيْنَ-পুত্র ; وَ-ও ; بَنٰتٍ-কন্যা ; بِغَيْرِ-ছাড়া ; عِلْمٍ-কোনো জ্ঞান ; سُبْحٰنَهٗ-(سبحن+ه)-তিনিতো অতি পবিত্র ; وَ-এবং ; تَعٰلٰى-অনেক উর্ধে ; عَمَّا-তা থেকে যা ; يَصِفُوْنَ-তারা বলে বেড়ায়।

কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন। মূর্খতা ও জ্ঞান-বুদ্ধিহীনতা এসব নিদর্শন থেকে হিদায়াত লাভের অন্তরায়।

৭৪. মুশরিকরা বিভিন্ন প্রকার অশরীরী আত্মা তথা জ্বিন-ভূত, রাক্ষস, শয়তান ইত্যাদিকে দেবদেবী বানিয়ে মনগড়াভাবে আল্লাহর অংশীদার মনে করে নিয়েছে। এদের কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা আবার কাউকে বিদ্যার দেবী ইত্যাদি বানিয়ে রেখেছে।

৭৫. মূর্খ আরবরা নিজেদের অলীক কল্পনার মাধ্যমে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করতো। এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিক সম্প্রদায়গুলোও আল্লাহর বংশধারা তৈরি করে নিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)।

১২ রুকূ' (৯৫-১০০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের সৃষ্টি পর্যায়ক্রম এবং তার চারদিকের পরিবেশের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। অপরদিকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব অস্বীকার করার পক্ষে কোনো প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যুক্তি নেই ; অতএব আল্লাহ এক ; তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন—এতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

২. সকল প্রকার উদ্ভিদের উদগাতা তিনিই। রাত-দিনের আবর্তনকারীও তিনি। তিনিই জীবন-মৃত্যুর স্রষ্টা।

৩. তিনি রাত সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য এবং চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন দিন-মাস-বছর গণনা ও হিসাব রাখার জন্য।

৪. জল-স্থলের অন্ধকার পথে পথ চিনে চলার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন তারকারাজী।

৫. আল্লাহ সমস্ত মানব বংশকে একটি মাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

৬. তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর পানির সাহায্যে যাবতীয় বাগ-বাগিচা, ফলমূল উৎপন্ন করেন।

৭. আল্লাহর এসব নিদর্শন দেখে যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারাই জ্ঞানী—তারাই বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী।

৮. যারা এসব নিদর্শন দেখেও ঈমান আনে না তারাই মূর্খ, বিবেকহীন ও বোকা।

৯. মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে এবং বলে বেড়ায়, আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধে।

১০. ঈমানদাররাই প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান আর কাফের-মুশরিকরা অজ্ঞ-মূর্খ ও বোকা।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৯
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿١٠١﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ

১০১. তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবনকারী ; তাঁর কেমন করে সন্তান হতে পারে! অথচ তাঁরতো কোনো সঙ্গিনীও নেই ;

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ

আর তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।
১০২. তিনিই আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক ; নেই কোনো ইলাহ

اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

তিনি ছাড়া ; তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ; আর সবকিছুর কার্যনির্বাহকও তিনি।

﴿١٠٣﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

১০৩. দৃষ্টিশক্তি তাকে আয়ত্ব করতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ব করে নেন ; এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।

(১০১) بَدِيْعُ-উদ্ভাবনকারী ; السَّمٰوٰتِ-আসমানসমূহ ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; اَنّٰى-কেমন করে ; يَكُوْنُ-হতে পারে ; لَهٗ-তাঁর ; وَلَدٌ-সন্তান ; وَّ-অথচ ; لَمْ تَكُنْ-নেই ; لَّهٗ-তাঁর ; صَاحِبَةٌ-সঙ্গিনীও ; وَ-আর ; خَلَقَ-তিনিইতো সৃষ্টি করেছেন ; كُلَّ شَيْءٍ-সবকিছু ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; بِكُلِّ-সকল ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। (১০২) ذٰلِكُمُ-তিনিই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; لَآ اِلٰهَ-নেই কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; خَالِقُ-তিনি স্রষ্টা ; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর ; فَاعْبُدُوْهُ-অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর; وَكِيْلٌ-কার্যনির্বাহকও। (১০৩) لَا تُدْرِكُهُ-(لاتدرك+ه)-তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না; الْاَبْصَارُ-(ال+ابصار)-দৃষ্টিশক্তি ; وَ-অবশ্য ; هُوَ-তিনি ; يُدْرِكُ-আয়ত্ব করে নেন; الْاَبْصَارَ-দৃষ্টিসমূহকে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; اللَّطِيْفُ-সূক্ষ্মদর্শী ; الْخَبِيْرُ-সর্বজ্ঞ।

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ (১০৪)

১০৪. নিসন্দেহে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এসে গেছে ; সুতরাং যে তা দেখবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই, আর যে অন্ধ সাজবে তাও তার উপরই (ক্ষতি) বর্তাবে ;

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (১০৫) وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ

আর আমিতো তোমাদের উপর পাহারাদার নই।[৭৬] ১০৫. আর এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করি যাতে তারা বলে—'তুমিতো পড়ে এসেছো'

وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (১০৬) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ

এবং যারা জানে এমন লোকদের জন্য তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেই।[৭৭] ১০৬. আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যে অহী এসেছে আপনি তার অনুসরণ করুন

(১০৪) قَدْ جَاءَ كُمْ-(قد جاء+كم)-নিসন্দেহে তোমাদের নিকট এসে গেছে ; بَصَائِرُ-সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; فَمَنْ-(ف+من)-সুতরাং যে ; أَبْصَرَ-তা দেখবে ; فَلِنَفْسِهِ-(ف+ل+نفس+ه)-তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; عَمِيَ-অন্ধ সাজবে ; فَعَلَيْهَا-(ف+على+ها)-তাও তার উপরই (ক্ষতি) বর্তাবে ; وَ-আর ; مَا-নই ; أَنَا-আমিতো ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; بِحَفِيظٍ-(ب+حفيظ)-পাহারাদার। (১০৫) وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; نُصَرِّفُ-আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করি ; الْآيَاتِ-নিদর্শনাবলী ; وَ-এবং ; لِيَقُولُوا-যাতে তারা বলে ; دَرَسْتَ-তুমিতো পড়ে এসেছো ; وَ-এবং ; لِنُبَيِّنَهُ-(لنبين+ه)-তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেই ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমন লোকদের জন্য ; يَعْلَمُونَ-যারা জানে। (১০৬) اتَّبِعْ-আপনি তার অনুসরণ করুন ; مَا-যে ; أُوحِيَ-অহী এসেছে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ;

৭৬. 'আমিতো তোমাদের উপর পাহারাদার নই' নবীর কথাই আল্লাহ্ বলছেন ; অর্থাৎ আমার দায়িত্ব হলো—হিদায়াতের আলো তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয়া, অতপর এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া না দেয়া তোমাদের ব্যাপার। কারো উপর জোরপূর্বক আল্লাহর বিধানকে চাপিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব নয়।

৭৭. অর্থাৎ যারা সত্য সন্ধানী, আল্লাহর দেয়া উদাহরণসমূহ এবং বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তারা সত্যের সন্ধান পেয়ে যায় ; কিন্তু যাদের অন্তরে শিরক, কুফর ও নিফাকের রোগ রয়েছে তারা এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। এখানে উল্লেখিত আয়াত লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ

তিনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ এবং আপনি মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। ১০৭. আর যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা শির্‌ক করতো না ;

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ○

আর আমিতো আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি ; এবং আপনি তাদের অভিভাবকও নন।[৭৮]

﴿١٠٨﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

১০৮. আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তাদের তোমরা গালি দিও না তাহলে তারাও অজ্ঞতার কারণে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহকে গালি দেবে ;[৭৯]

لَآ -নেই ; إِلَٰهَ -কোনো ইলাহ ; إِلَّا -ছাড়া ; هُوَ -তিনি ; وَ -এবং ; أَعْرِضْ -আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন ; عَنِ থেকে ; الْمُشْرِكِينَ -মুশরিকদের। ﴿١٠٧﴾ وَ -আর ; لَوْ -যদি ; شَاءَ -চাইতেন ; اللَّهُ -আল্লাহ ; مَا أَشْرَكُوا -তারা শিরক করতো না ; وَ -আর ; مَا جَعَلْنَاكَ -(ماجعلنا+ك)-আমিতো আপনাকে নিযুক্ত করিনি ; عَلَيْهِمْ -তাদের উপর ; حَفِيظًا -পাহারাদার ; وَ -এবং ; مَا -নন ; أَنْتَ -আপনি ; عَلَيْهِمْ -তাদের ; بِوَكِيلٍ -(ب+وكيل)-অভিভাবকও। ﴿١٠٨﴾ وَ -আর ; لَا تَسُبُّوا -তোমরা গালি দিও না ; الَّذِينَ -তাদের যাদেরকে ; يَدْعُونَ -তারা ডাকে ; مِنْ دُونِ -বাদ দিয়ে ; اللَّهِ -আল্লাহকে ; فَيَسُبُّوا -(ف+يسبوا)-তাহলে তারাও গালি দেবে ; اللَّهَ -আল্লাহকে ; عَدْوًا -সীমা ছাড়িয়ে ; بِغَيْرِ عِلْمٍ -(ب+غير+علم)-অজ্ঞতার কারণে ;

ফলে এর মাধ্যমে খাঁটি ও অখাঁটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হচ্ছে। যারা খাঁটি তারা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করছে, অপরদিকে অখাঁটি তথা কৃত্রিম লোকেরা এ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

৭৮. অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহর দীনের আহ্বায়ক ও তার প্রচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কে তা গ্রহণ করলো আর কে করলো না তা পাহারা দেয়া আপনার দায়িত্ব নয়। সত্য দীনের প্রচার করাতে যেন কোনো প্রকার অপূর্ণাংগ না থাকে তা দেখাই আপনার কাজ। দুনিয়ার সব লোককে আল্লাহর দীনের অনুসারী করতে না পারার জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কারণ, আল্লাহ যদি তা চাইতেন তাহলে তাঁর একটা ইংগীত-ই এজন্য যথেষ্ট ছিল। মূলত আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষকে সত্য-মিথ্যার মধ্যে যে কোনো একটিকে বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া, যাতে সে কারো

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ

এভাবেই আমি সুশোভিত করে রেখেছি প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের কার্যাবলী,[৮০] অতপর তাদের প্রতিপালকের নিকটই তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে তা অবহিত করবেন

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ

যা তারা করতো। ১০৯. আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে—যদি আসে তাদের নিকট কোনো নিদর্শন[৮১]

كَذٰلِكَ-এভাবেই ; زَيَّنَّا-আমি সুশোভিত করে রেখেছি ; لِكُلِّ أُمَّةٍ-(ل+كل+امة)-প্রত্যেক জাতির নিকট ; عَمَلَهُمْ-(عمل+هم)-তাদের কার্যাবলী ; ثُمَّ-অতপর ; إِلٰى-নিকটই ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; مَرْجِعُهُمْ-(مرجع+هم)-তাদের প্রত্যাবর্তন ; فَيُنَبِّئُهُمْ-(ف+ينبؤ+هم)-তখন তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করতো। ﴿١٠٩﴾ وَ-আর ; أَقْسَمُوا-তারা শপথ করে বলে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর নামে ; جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ-(جهد+ايمان+هم)-কঠিন শপথ ; لَئِنْ-যদি ; جَاءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-আসে তাদের নিকট ; آيَةٌ-কোনো নিদর্শন ;

চাপের মুখে নতি স্বীকার করে দীন গ্রহণ করতে বাধ্য না হয় ; বরং তাকে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা যে, সে স্বেচ্ছায় সত্য-মিথ্যার মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করে। আপনার কর্মপদ্ধতি হলো—আপনি নিজে সত্য-সরল পথে থাকবেন এবং অন্যদেরকেও এ পথে আহ্বান জানাবেন। যারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে তাদেরকে আপনি বুকে তুলে নেবেন, তাদের সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন। আর যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদের ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাদের পেছনে সময় ব্যয় করারও আপনার প্রয়োজন নেই। তারা স্বেচ্ছায় যে পরিণামের দিকে যেতে আগ্রহী তাদেরকে সেদিকে যেতে দেয়াই আপনার উচিত।

৭৯. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসারীদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে নিজেদের আবেগকে সংযত রেখো। এমন যেন না হয় যে, অতিমাত্রায় আবেগ তাড়িত হয়ে অন্যদের উপাস্যদেরকে গালি দিয়ে না বসো ; কারণ এতে করে তারা মূর্খতাবশত সীমালংঘন করে তোমার প্রতিপালককেও গালি দেবে। আর এতে তারা দীনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আরও দূরে সরে যাবে।

৮০. মানুষের ভাষায় যেসব কর্মকাণ্ডকে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বলা হয়ে থাকে সেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিজের কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেন। কারণ এ আইনগুলো আল্লাহই প্রবর্তন করেছেন এবং এসব তাঁর হুকুমেই হয়ে থাকে। আমরা

لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ، قُلْ إِنَّمَا الْآيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ

তাহলে অবশ্যই তারা তাতে ঈমান আনবে ; আপনি বলে দিন—নিদর্শনাবলীতো আল্লাহর নিকট,[৮২] কিভাবে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে—

أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ

তা (নিদর্শন) এসে যাবে তখনও তারা ঈমান আনবে না।[৮৩] ১১০. আর আমি ঘুরিয়ে দেবো তাদের মনোভাব ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি[৮৪]

كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

যেমন তারা প্রথমবার এর প্রতি ঈমান আনেনি এবং আমি ছেড়ে দেবো তাদেরকে তাদের সীমালংঘনে—তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে।

لَيُؤْمِنُنَّ-তাহলে অবশ্যই ঈমান আনবে ; بِهَا-তাতে ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; اِنَّمَا ; الْاٰيٰتُ-নিদর্শনাবলীতো; عِنْدَ-নিকট; اللّٰه-আল্লাহর; وَمَا-কিভাবে ; يُشْعِرُكُمْ-(يشعر+كم)-তোমাদেরকে বুঝানো যাবে ; اَنَّهَا-তা ; اِذَا-যখন ; جَاءَتْ-তা (নিদর্শন) এসে যাবে ; لَايُؤْمِنُوْنَ-তখনও তারা ঈমান আনবে না। ﴿١١٠﴾ وَ-আর ; نُقَلِّبُ-আমি ঘুরিয়ে দেবো ; اَفْئِدَتَهُمْ-(افئدة+هم)-তাদের মনোভাব ; وَ-ও ; اَبْصَارَهُمْ-(ابصار+هم)-তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ; كَمَا-যেমন ; لَمْ يُؤْمِنُوْا-তারা ঈমান আনেনি ; اَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বার ; وَ-এবং ; نَذَرُهُمْ-আমি ছেড়ে দেবো তাদেরকে ; فِى طُغْيَانِهِمْ-(فى+طغيان+هم)-তাদের সীমালংঘনে ; يَعْمَهُوْنَ-তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে।

মানুষেরা বলে থাকি যে, মানুষের নিজের কাজকর্ম নিজের নিকট সুন্দর ও যথার্থ মনে হওয়াটা প্রকৃতিগত ; এর অর্থ এটা আল্লাহ প্রদত্ত, আল্লাহই এরূপ করে দিয়েছেন।

৮১. নিদর্শন অর্থ এমন মুজিযা তথা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা যা দেখে নবী-রাসূলের সত্যতার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করণ।

৮২. নিদর্শন বা মুজিযা দেখানোর কোনো ক্ষমতা আমার নেই, এটা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে এবং তা দেখানোর ক্ষমতা আমাকে প্রদান করলেই আমি তা দেখাতে সক্ষম হবো, নচেত নয়।

৮৩. মুসলমানরা আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করতো যে, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এমন কোনো মু'জিযা প্রকাশ হয়ে যাক, যা দেখে বিরুদ্ধবাদীরা হিদায়াতের পথে চলে আসে, তাই এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের ঈমান মু'জিযার উপর নির্ভরশীল নয়—একথা তোমাদেরকে কিভাবে বুঝানো যাবে। মু'ঢজযা দেখেও এরা ঈমান আনবে না। এটাতো একটা খোঁড়া অজুহাত মাত্র।

৮৪. অর্থাৎ এ বিরোধিরা প্রথম থেকেই ঈমান না আনার ব্যাপারে জিদ ধরে বসেছিল, তাদের সে মানসিকতাতো পরিবর্তন হয়নি। আর তাদের এ মানসিকতা পরিবর্তন হওয়া কোনো মুজিযা দেখার উপর নির্ভরশীল নয় ; সুতরাং আল্লাহই তাদের মানসিকতাকে তাদের ইচ্ছানুরূপ করে রেখেছেন।

১৩ রুকূ' (১০১-১১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র। সুতরাং এদের বানিয়ে নেয়া ধর্ম দুটোর ভ্রান্তি সুস্পষ্ট—এতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না।

২. দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। অতএব ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যও একমাত্র তিনি।

৩. জগতের সকল সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিশক্তি একত্র করলেও দুনিয়াতে তাঁকে দেখার ক্ষমতা অর্জিত হবে না। তবে আখেরাতে আল্লাহর নেক বান্দাহরা তাঁকে দেখতে সক্ষম হবে। কারণ তাঁর সত্তা অসীম আর মানুষের দৃষ্টি সসীম।

৪. আল্লাহ তাআলা জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুও দেখেন। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই।

৫. আল্লাহ তাআলাকে ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে অনুভব করাও সম্ভব নয়।

৬. সৃষ্টজগতে কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।

৭. আল্লাহ, আখেরাত এবং দুনিয়াতে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে দুনিয়াতে এসে গেছে। এখন প্রয়োজন সে অনুসারে বাস্তব অনুশীলন।

৮. রাসূলের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন। অতপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব।

৯. রাসূলের ডাকে যারা সাড়া দিয়ে নিজেকে শুধরে নেয়, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করে। আর যে এ দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে নিজেই নিজের ক্ষতিসাধন করে।

১০. যারা দীনের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাদের পেছনে দীনী আন্দোলনের কর্মীদের সময় ব্যয় করা সংগত নয়।

১১. আল্লাহর কিতাব দ্বারা যথার্থ বুদ্ধিমান ও সুস্থ-জ্ঞানীরাই উপকৃত হয়েছে। তাঁরা হিদায়াতের বাণী দ্বারা বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন। আর কুটিল ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা এ থেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

১২. আল্লাহর পথের 'দায়ী' তথা আহ্বায়ক যাঁরা—তাঁরা তাদের দাওয়াত কে গ্রহণ করলো আর কে করলো না সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না ; আর তা করা সমীচীনও নয়।

১৩. বিরোধীদের অন্যায় ও বাড়াবাড়িমূলক আচরণে মু'মিনদের অসন্তুষ্ট ও হতাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

১৪. অন্য ধর্মের উপাস্যদেরকে গালি-গালাজ করা কোনো মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয় ; কারণ এতে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেই গালি দিয়ে বসবে।

১৫. কোনো গুনাহর কারণ সৃষ্টি হয় এমন কাজও গুনাহ।

১৬. কোনো বৈধ বা সাওয়াবের কাজেও যদি অনিষ্টতা অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে সে কাজের বৈধতা রহিত হয়ে যায়। তবে কাজটি ইসলামের অত্যাবশ্যক কাজের অন্তর্ভুক্ত হলে তার বৈধতা রহিত হবে না।

১৭. ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের দ্বারা অনিষ্টতার আশংকা সৃষ্টি হলে তার বৈধতা রহিত হবে না ; বরং তা করা ওয়াজিব হবে।

১৮. মু'মিনদের মূল কাজ হলো নিজ দীনের উপর অটল থাকা এবং অপরের নিকট তা যথার্থভাবে পৌঁছে দেয়া।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿١١١﴾ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ

১১১. আর আমি যদি নাযিল করতাম তাদের নিকট ফেরেশতা এবং কথা বলতো তাদের সাথে মৃতরা

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

আর একত্রিত করতাম তাদের নিকট সকল বস্তুকে স্তরে স্তরে তারা কখনো ঈমান আনতো না তবে আল্লাহ চাইলে (তাহলে ঈমান আনতো)[৮৫]

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

কিন্তু তাদের বেশির ভাগই মূর্খতায় নিমজ্জিত। ১১২. আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছি শত্রু

﴿١١١﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; أَنَّنَا-(ان+نا)-আমি ; نَزَّلْنَا-নাযিল করতাম ; إِلَيْهِمُ-(الى+هم)-তাদের নিকট ; الْمَلَٰئِكَةَ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতা ; وَ-এবং ; كَلَّمَهُمُ-(كلم+هم)-কথা বলতো তাদের সাথে ; الْمَوْتَىٰ-(ال+موتى)-মৃতরা ; وَ-আর ; حَشَرْنَا-একত্রিত করতাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের নিকট ; كُلَّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বস্তুকে ; قُبُلًا-থরে থরে ; مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا-তারা কখনো ঈমান আনতো না ; إِلَّا-তবে ; أَن يَشَاءَ-চাইলে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের বেশির ভাগই; يَجْهَلُونَ-মূর্খতায় নিমজ্জিত। ﴿١١٢﴾ وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; جَعَلْنَا-আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি ; لِكُلِّ نَبِيٍّ-(ل+كل+نبى)-প্রত্যেক নবীর জন্য ; عَدُوًّا-শত্রু ;

৮৫. অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে তার সত্যকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে—তাকে প্রকৃতিগতভাবে যে সত্যপন্থী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন সে হিসেবে—জন্মগতভাবে তাদেরকে সত্যপন্থী বানিয়ে দিতে পারতেন ; কিন্তু এটা আল্লাহর আদতের পরিপন্থী। কারণ যে উদ্দেশ্যে ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, এতে তা প্রমাণিত হতো না। অতএব আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাউকে মু'মিন বানিয়ে দেবেন এমন আশা করা নিতান্তই বোকামী।

شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ

মানুষ ও জিন থেকে শয়তানদেরকে, তাদের একে অপরকে মন ভুলানো কথা দ্বারা প্ররোচনা দেয়

غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ;[৮৬] তবে যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন তারা তা করতো না ;[৮৭] অতএব আপনি এমনি থাকতে দিন তাদেরকে ও তারা যেসব মিথ্যা রচনা করে সেগুলোকে

﴿١١٣﴾ وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ

১১৩. আর (এজন্য) যেন আকৃষ্ট হয় তার প্রতি সেসব লোকের মন যারা ঈমান রাখে না আখেরাতের প্রতি এবং তারা যেন পরিতুষ্ট হয় তার প্রতি

شَيٰطِيْنَ-শয়তানদেরকে ; الْاِنْسِ-(ال+انس)-মানুষ ; وَ-ও ; الْجِنِّ-(ال+جن)-জ্বিনের; يُوْحِيْ-প্ররোচনা দেয় ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; اِلٰى بَعْضٍ-(الى+بعض)-অপরকে ; زُخْرُفَ-মন ভুলানো ; الْقَوْلِ-(ال+قول)-কথা দ্বারা ; غُرُوْرًا-ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ; وَ-তবে ; لَوْ شَآءَ-যদি চাইতেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; مَا فَعَلُوْهُ-(مافعلوا+ه)-তারা তা করতো না ; فَذَرْهُمْ-(ف+ذر+هم)-অতএব আপনি তাদেরকে এমনি থাকতে দিন ; وَ-ও ; مَا-যেসব ; يَفْتَرُوْنَ-মিথ্যা রচনা করে সেগুলোকে।(১১৩) وَ-আর ; لِتَصْغٰى-যেন আকৃষ্ট হয় ; اِلَيْهِ-তার প্রতি ; اَفْئِدَةُ-মন ; الَّذِيْنَ-সেসব লোকের যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে না ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখেরাতের প্রতি ; وَ-এবং ; لِيَرْضَوْهُ-(ليرضوا+ه)-তারা যেন পরিতৃপ্ত হয় তার প্রতি ;

৮৬. মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের শয়তানেরা যত চমকপ্রদ কথাই বলুকনা কেন এবং বাহ্যিক দিক থেকে তাদের প্রোপাগাণ্ডা যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন তাতে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ ইতিপূর্বেও নবী-রাসূলদের সাথে একই পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছিল ; কিন্তু তাদের সকল কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এখানে 'মন ভুলানো কথা' দ্বারা সেসব কৌশলকে বুঝানো হয়েছে যেসব কৌশল তারা প্রয়োগ করতো মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য।

৮৭. দুনিয়াতে কোনো ব্যাপারই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও অনুমোদন ছাড়া ঘটতে পারে না। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের কাজেও আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমোদন রয়েছে। আবার যারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য

وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا

আর যেন তারা করতেই থাকে তা যাতে তারা অভ্যস্ত। ১১৪. (বলুন) 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সালিস খুজবো'

وَّهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۖ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

অথচ তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের প্রতি একটি বিস্তৃত কিতাব নাযিল করেছেন[৮৮] আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি

يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

তারা জানে যে, তা সত্যসহ আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ, অতএব আপনি কখনো সন্দেহবাদীদের মধ্যে শামিল হবেন না।[৮৯]

وَ-আর ; لِيَقْتَرِفُوْا-যেন তারা করতেই থাকে ; مَا-তা যাতে ; هُمْ-তারা ; مُّقْتَرِفُوْنَ-অভ্যস্ত।(১১৪) أَفَغَيْرَ اللّٰهِ-(বলুন) আমি কি আল্লাহ ছাড়া ; أَبْتَغِيْ-খুঁজবো ; حَكَمًا-অন্য কোনো সালিশ ; وَ-অথচ ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِيْٓ-যিনি ; أَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; إِلَيْكُمُ-তোমাদের প্রতি ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; مُفَصَّلًا-বিস্তৃত ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; اٰتَيْنٰهُمُ-আমি দিয়েছি তাদেরকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; يَعْلَمُوْنَ-তারা জানে ; أَنَّهٗ-যে, তা ; مُنَزَّلٌ-অবতীর্ণ ; مِّنْ-নিকট থেকে ; رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; فَلَا تَكُوْنَنَّ-অতএব আপনি কখনো শামিল হবেন না ; مِنَ-মধ্যে ; الْمُمْتَرِيْنَ-সন্দেহবাদীদের।

নবী-রাসূলের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে তারাও আল্লাহর ইচ্ছায়ই তা করতে সমর্থ হচ্ছে। তবে আল্লাহর ইচ্ছা-অনুমোদন ও সন্তুষ্টি এক কথা নয়। চোর-ডাকাত, হত্যাকারী, গুণ্ডা-বদমাশ ইত্যাদির তৎপরতায়ও আল্লাহর অনুমোদন রয়েছে ; কিন্তু এসব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। অপরদিকে সৎকাজসমূহ এবং আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য যারা তৎপরতা চালাচ্ছেন তাদের কাজেও আল্লাহর ইচ্ছা-অনুমোদন রয়েছে ; নচেত তাঁরা এ কাজে সফল হতে পারতেন না। তবে তাঁদের কাজে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে তাঁর সন্তোষও রয়েছে। এরাই লাভ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ চান তাঁর বান্দাহ তাঁর প্রদত্ত স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে মন্দকে নয় ভাল ও কল্যাণকে অবলম্বন করুক, এটাতেই আল্লাহ সন্তুষ্ট।

৮৮. অর্থাৎ আল্লাহ কিতাব নাযিল করে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সত্যের পথের সৈনিকদেরকে অবশ্যই সত্যের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করে যেতে হবে।

(১১৫) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ

১১৫. আর পরিপূর্ণ হয়েছে আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ইনসাফের দিক থেকে ; তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই ;

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (১১৬) وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ

এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ১১৬. আর আপনি যদি দুনিয়াবাসীর অধিকাংশের কথামত চলেন তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

আল্লাহর রাস্তা থেকে ; তারাতো ধারণা-অনুমান ছাড়া কিছুর অনুসরণ করে না এবং তারাতো এমন নয় যে, অনুমান নির্ভর কথা ছাড়া বলে।[৯০]

(১১৫) وَ-আর ; تَمَّتْ-পরিপূর্ণ হয়েছে ; كَلِمَتُ-বাণী ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; صِدْقًا-সত্য ; وَ-ও ; عَدْلًا-ইনসাফের দিক থেকে ; لَا-নেই কেউ ; مُبَدِّلَ-পরিবর্তনকারী ; لِكَلِمٰتِهٖ-(لِ+كلمت+ه)-তাঁর বাণীর ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; السَّمِيْعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيْمُ-সর্বজ্ঞ। (১১৬) وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تُطِعْ-কথামত চলেন ; اَكْثَرَ-অধিকাংশের ; مَنْ فِي الْاَرْضِ-দুনিয়াবাসীর ; يُضِلُّوْكَ-তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-রাস্তা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ-তারাতো কিছুর অনুসরণ করে না ; اِلَّا-ছাড়া ; الظَّنَّ-ধারণা-অনুমান ; وَ-এবং ; اِنْ هُمْ-তারাতো এমন নয় যে ; اِلَّا-ছাড়া ; يَخْرُصُوْنَ-বলে অনুমান নির্ভর কথা।

কোনো প্রকার অস্বাভাবিক পন্থায় বা অলৌকিক ক্ষমতার জোরে বাতিলকে নির্মূল করা এবং সত্যকে বিজয়ী করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। যদি তা হতো তাহলে তোমাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না, আল্লাহ নিজেই শয়তানকে নির্মূল এবং শিরক ও কুফরের যাবতীয় তৎপরতা বন্ধ করে দিতে পারতেন। এটা ছাড়া বিকল্প কোনো পথও নেই ; নেই কোনো বিকল্প শক্তি, যে আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার শক্তি রাখে।

৮৯. অর্থাৎ এসব কথা কোনো নতুন কথা নয়, এগুলো এমন কথা নয় যে, আল্লাহ ইতিপূর্বে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন, এখনকার নির্দেশগুলো তার বিপরীত। যারা আসমানী কিতাবের ইল্‌ম রাখে এবং নবীদের দাওয়াত সম্পর্কে অবগত তারাই একথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহর কিতাবসমূহের সবগুলোর মূল কথাই এক এবং সবই অকাট্য সত্য, আদি, অকৃত্রিম ও চিরন্তন সত্য।

৯০. অর্থাৎ দুনিয়ার অধিকাংশ লোক যেহেতু আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে এবং সে অনুসারেই দুনিয়ায় জীবন যাপন করে, তাই তাদের অনুসরণ করলে পথহারা

(১১৭) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

১১৭. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন (তার সম্পর্কে), যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে ; আর তিনি সৎপথ প্রাপ্তদের সম্পর্কেও ভালো জানেন।

(১১৮) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ○

১১৮. আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে তোমরা খাও, যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো।[৯১]

(১১৯) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم

১১৯. আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা খাচ্ছো না তা থেকে যাতে উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহর নাম অথচ তিনি নিসন্দেহে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তোমাদের জন্য

(১১৭) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তিনি ; اَعْلَمُ-ভালো করেই জানেন ; مَنْ-যে ; يُضِلُّ-বিচ্যুত হয়ে পড়ে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِه-(سبيل+ه)-তার পথ ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; اَعْلَمُ-ভালো জানেন ; بِالْمُهْتَدِيْنَ-(ب+ال+مهتدين)-সৎপথ প্রাপ্তদের সম্পর্কে। (১১৮) فَكُلُوْا-(ف+كلوا)-আর তোমরা খাও ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে ; ذُكِرَ-উচ্চারিত হয়েছে ; اسْمُ-নাম ; اللهِ-আল্লাহর ; عَلَيْهِ-যাতে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; بِاٰيٰتِه-(ب+ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনের প্রতি ; مُؤْمِنِيْنَ-ঈমানদার। (১১৯) وَ-আর ; مَا-কি হয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের ; اَلَّا تَاْكُلُوْا-(ان+لا+تكلوا)-যে, তোমরা খাচ্ছো না ; مِمَّا-তা থেকে ; ذُكِرَ-উচ্চারিত হয়েছে ; اسْمُ-নাম ; اللهِ-আল্লাহর ; عَلَيْهِ-যাতে ; وَ-অথচ ; قَدْ فَصَّلَ-নিসন্দেহে তিনি বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;

হওয়া অনিবার্য। অপরদিকে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত একমাত্র পথ হলো আল্লাহর পথ—যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের নিকট এসেছে। এটাই একমাত্র সরল-সোজা পথ। তাই সত্যের পথে চলতে আগ্রহী লোকদেরকে এ পথেই দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে, দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষ কোন্ দিকে যাচ্ছে সেদিকে তার নযর দেয়া উচিত নয়। এ পথে চলতে গিয়ে যদি কেউ তার সাথী না হয় তাহলে তার জন্য একাকীই সে পথে চলা একান্ত কর্তব্য।

৯১. অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো তাহলে দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষের নিজস্ব ধারণা-কল্পনা প্রসূত ভুল কর্মনীতি ত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া নীতি অবলম্বন করো। পানাহারের ব্যাপারে কাফের-মুশরিকরা নিজেদের খেয়াল-খুশীর

مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۖ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ

যা তিনি হারাম করেছেন তোমাদের উপর[৯২] তবে যাতে তোমরা একান্ত বাধ্য হয়ে পড়ো (তা স্বতন্ত্র); অবশ্য অনেকে অন্যদের বিপথগামী করে

بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○

অজ্ঞতার কারণে নিজেদের কামনা-বাসনা দ্বারা ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক— তিনি সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে ভালই জানেন।

﴿١٢٠﴾ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ

১২০. আর তোমরা পরিত্যাগ করো প্রকাশ্য এবং গোপনীয় গুনাহের কাজ ; অবশ্যই যারা অর্জন করে গুনাহ

سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ

তারা যা অর্জন করে তার শাস্তি শীঘ্রই তাদের দেয়া হবে। ১২১. আর তোমরা তা থেকে খেয়ো না উচ্চারিত হয়নি

- مَا ; -যা-حَرَّمَ-তিনি হারাম করেছেন ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর ; الاَّ-তবে ; مَا-যাতে ; اضْطُرِرْتُمْ -একান্ত বাধ্য হয়ে পড়ো (তা স্বতন্ত্র) ; الَيْهِ-তার প্রতি ; وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয় ; كَثِيْرًا -অনেকে ; لَيُضِلُّوْنَ -অন্যদেরকে বিপথগামী করে ; بِاَهْوَائِهِمْ-(ب+اهواء+هم)-নিজেদের কামনা-বাসনা দ্বারা ; بِغَيْرِ عِلْمٍ-অজ্ঞতার কারণে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তিনি ; اَعْلَمُ-ভালই জানেন ; بِالْمُعْتَدِيْنَ-(ب+ال+معتدين)-সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে। ﴿١٢٠﴾ وَ-আর ; ذَرُوْا-তোমরা পরিত্যাগ করো ; ظَاهِرَ -প্রকাশ্য; الاثْمِ-(ال+اثم)-গুনাহের কাজ ; وَ-এবং ; بَاطِنَهٗ -গোপনীয় গুনাহের কাজ ; اِنَّ-অবশ্যই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَكْسِبُوْنَ-অর্জন করে ; الاثْمَ-গুনাহ ; سَيُجْزَوْنَ-শীঘ্রই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে ; بِمَا-তার যা ; كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ-তারা অর্জন করে। ﴿١٢١﴾ وَ-আর ; لَاتَاْكُلُوْا-তোমরা খেয়ো না ; مِمَّا-তা থেকে ; لَمْ يُذْكَرِ-উচ্চারিত হয়নি ;

অনুসরণ করে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে নিয়েছে তোমরা সেসব বিধান ভেঙে দিয়ে আল্লাহর বিধান কায়েম করো। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হারাম এবং তিনি যা হালাল করেছেন তাকেই হালাল মনে করো। বিশেষ করে যেসব পশু যবেহর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে সেগুলো খেতে কোনো প্রকার আপত্তি

اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۚ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ

যাতে আল্লাহর নাম, কেননা অবশ্যই তা গুনাহের কাজ ;
আর শয়তানরাতো অবশ্যই প্ররোচনা দেয়

اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝

তাদের বন্ধুদেরকে যাতে তারা বিবাদে লিপ্ত হয় তোমাদের সাথে,[৯৩] আর তোমরা যদি তাদের কথামত চলো তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক বলে পরিগণিত হবে।[৯৪]

اسْمُ-নাম ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَلَيْهِ-যাতে ; وَ-কেননা ; اِنَّهٗ- অবশ্যই তা ; لَفِسْقٌ-(ل+فسق)-গুনাহের কাজ ; وَ-আর ; اِنَّ- অবশ্যই ; الشَّيٰطِيْنَ- শয়তানরাতো ; لَيُوْحُوْنَ-প্ররোচনা দেয় ; اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ-(الى+اولياء+هم)-তাদের বন্ধুদেরকে ; لِيُجَادِلُوْكُمْ-(ليجادلوا+كم)-তোমাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় ; وَ- আর ; اِنْ- যদি ; اَطَعْتُمُوْهُمْ-(اطعتموا+هم)-তোমরা তাদের কথামতো চলো ; اِنَّكُمْ-(ان+كم)- অবশ্যই তোমরা ; لَمُشْرِكُوْنَ -মুশরিক বলে পরিগণিত হবে।

করো না ; আর যেসব পশু যবেহর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকো।

৯২. সূরা আন নাহলের ১১৫নং আয়াতে এ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ রয়েছে। আর সূরা আন নহল যে সূরা আনআমের পূর্বে নাযিল হয়েছে, তাও এ থেকে প্রমাণিত হয়।

৯৩. সকল যুগেই এক ধরনের কুটিল মানসিকতার লোক বর্তমান থাকে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে ও ইয়াহুদী আলেমদের বেশির ভাগ এ ধরনের কুটিল মানসিকতাসম্পন্ন ছিলো। তারা আরবের অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের মনে ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগিয়ে দিতো। যেমন তারা বলতো—আল্লাহ যেসব পশু হত্যা করেন সেগুলো হারাম আর তোমরা যেগুলো হত্যা করো সেগুলো হালাল হওয়ার রহস্য কি ? এখানে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

৯৪. অর্থাৎ জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে আল্লাহর বিধান কায়েম করার নাম যেমন তাওহীদ, তেমনি মুখে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বলে কার্যত আল্লাহবিমুখ লোকদের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার নাম শিরক। আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে অন্যদেরকে আনুগত্য লাভের অধিকারী মনে করা আকীদাগত শিরক। কার্যত এমন লোকদের আনুগত্য করা যারা আল্লাহর বিধানের কোনো তোয়াক্কা করে না, নিজেরাই বিধান তৈরি করে এবং বিধান তৈরির অধিকার আছে বলে দাবী করে—এটা কর্মগত শিরক।

১৪ রুকূ' (১১১-১২১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের দাওয়াত গ্রহণের মানসিকতা ও যোগ্যতা যাদের মধ্যে বর্তমান এবং যাদের ভাগ্যে আল্লাহ হিদায়াত রেখেছেন এবং তারা পারিপার্শ্বিক নিদর্শনাবলী দেখেই ঈমান গ্রহণ করে। তারাই শুধু আরো মুজিযা দেখার বায়না ধরে যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনবে না।

২. বিরোধীদের অবান্তর প্রশ্ন ও শত্রুতার কারণে আল্লাহর পথের সৈনিকদের মনক্ষুণ্ন হওয়া সংগত নয়।

৩. কুরআন মাজীদ পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাব। কুরআন মাজীদের পূর্ণতার চারটি বৈশিষ্ট্য—(ক) কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ অপূর্ণ কিতাব নাযিল করেননি। (খ) এ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অলৌকিক কিতাবের মুকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (গ) যাবতীয় মৌলিক বিষয় এতে সুবিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। (ঘ) ইয়াহুদী ও খৃস্টানরাও এ কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে জানে।

৪. ঈমান আনার পথে মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রধান প্রতিবন্ধক।

৫. আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ছাড়া পুঁথিগত সকল শিক্ষা মূর্খতার নামান্তর।

৬. আল্লাহর দীনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি কল্পে যারা কুটতর্কে লিপ্ত হয়, তারা শয়তানের দোসর।

৭. আল কুরআন ন্যায় ও ইনসাফের দিক থেকে পূর্ণাংগ ও অপরিবর্তনীয়। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধান কার্যকর থাকবে। কোনো প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হবে না।

৮. দুনিয়াতে অধিকাংশ লোকই পথভ্রষ্ট ; কারণ তাদের জীবনযাত্রা তাদের খেয়াল-খুশীমত নির্বাহ হয়। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ পথভ্রষ্ট হলে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তাদের অনুসরণ করা বা তাদের নির্দেশনা মতো চলা যাবে না। কারণ তাদের চলার পথ তাদের নিজেদের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে রচিত।

৯. কাফের-মুশরিকদের জীবনাচার মু'মিনরা কখনো গ্রহণ করতে পারে না। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাওহীদ ভিত্তিক আচার-আচরণকে গ্রহণ করে নেয়া ঈমানের দাবী।

১০. আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হারাম জেনে পরিত্যাগ করা এবং যা তিনি হালাল করেছেন তাকে হালাল জেনে গ্রহণ করাও ঈমানের দাবী।

১১. হালাল ও হারামের সীমালংঘনকারী ব্যক্তি সুস্পষ্ট গুনাহে লিপ্ত। তাদের এ কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্ত হালাল নয়। এটা শয়তানী কাজ।

১৩. যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলে না তারা শয়তানের বন্ধু।

১৪. শয়তানের বন্ধুদের কথামতো যারা চলে তারা মুশরিক বলে পরিগণিত হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৫
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-৮

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ ⑫⑫

১২২. যে লোকটি ছিল মৃত, অতপর আমি তাকে প্রাণ দিয়েছি[৯৫] এবং দান করেছি তাকে আলো, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে মানব সমাজে, সে কি হতে পারে

كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ

এমন লোকের মতো যে পড়ে আছে অন্ধকারে—তা থেকে সে বের হওয়ার নয় ;[৯৬] এভাবেই আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে

لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ⑫③ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ

কাফেরদের জন্য তারা যা করে আসছে তা।[৯৭] ১২৩. আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে সুযোগ দিয়েছি

(১২২) أَوَمَنْ-(او+من)-সে (লোকটি) যে হতে পারে ; كَانَ-ছিল ; مَيْتًا-মৃত ; فَأَحْيَيْنَٰهُ-(ف+احيينا+ه)-অতপর আমি তাকে প্রাণ দিয়েছি ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-দান করেছি ; لَهُ-তাকে ; نُورًا-আলো ; يَمْشِى-সে চলাফেরা করে ; بِهِ-যার সাহায্যে ; فِى النَّاسِ-(فى+ال+ناس)-মানব সমাজে ; كَمَنْ مَّثَلُهُ-(ك+من+مثل+ه)-এমন লোকের মতো, যে ; فِى الظُّلُمَٰتِ-(فى+ال+ظلمت)-পড়ে আছে অন্ধকারে ; لَيْسَ-নয় ; بِخَارِجٍ-(ب+خارج)-সে বের হওয়ার ; مِّنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; زُيِّنَ-আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে তা ; لِلْكَٰفِرِينَ-কাফেরদের জন্য ; مَا-যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করে আসছে। (১২৩) وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; جَعَلْنَا-আমি সুযোগ দিয়েছি ; فِى كُلِّ قَرْيَةٍ-(فى+كل+قرية)-প্রত্যেক জনপদে ;

৯৫. অর্থাৎ যে মানুষ জ্ঞান, উপলব্ধি এবং প্রকৃত সত্যকে চিনতে পারার চেতনা সম্পন্ন সে জীবন্ত ; অপরদিকে অজ্ঞ মূর্খ ও সত্যের চেতনাবিহীন মানুষ মৃত। জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবন্ত মানুষ বলে বিবেচিত হলেও কোনো মানুষের মধ্যে যদি ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে পার্থক্যবোধ না থাকে এবং জীবন-যাপনের সত্য ও সরল-সঠিক পথের স্বরূপ জানা না থাকে তবে প্রকৃত সত্যের বিচারে সে মৃত। জীবন্ত মানুষ একমাত্র তাকেই বলা যাবে, যে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ভুল-নির্ভুলের চেতনা রাখে।

أَكٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ

তার অপরাধীদের নেতাদেরকে, যেন তারা তাতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ; তবে তারাতো নিজেদের বিরুদ্ধে ছাড়া ষড়যন্ত্র করতে পারে না

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ

অথচ তারা খবর রাখে না। ১২৪. আর যখন তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আসে তারা বলে—আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ না আমাদেরকে দেয়া হয়

مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ

অনুরূপ কিছু যা দেয়া হয়েছিল আল্লাহর রাসূলদেরকে ;[৯৮] আল্লাহই ভালো জানেন তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কাকে তিনি দেবেন ;

اكٰبِرَ-নেতাদেরকে ; مُجْرِمِيهَا-(مجرمى+ها)-তার অপরাধীদের ; لِيَمْكُرُوا-যাতে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ; فِيهَا-তাতে ; وَ-তবে ; مَا يَمْكُرُونَ-তারা ষড়যন্ত্র করতে পারে না ; إِلَّا-ছাড়া ; بِأَنفُسِهِمْ-(ب+انفس+هم)-নিজেদের বিরুদ্ধে ; وَ-অথচ ; مَا يَشْعُرُونَ-তারা খবর রাখে না। ⑫④ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; جَاءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের নিকট আসে ; ءَايَةٌ-কোনো নিদর্শন ; قَالُوا-তারা বলে ; لَن نُّؤْمِنَ-আমরা কখনো ঈমান আনবো না ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; نُؤْتَىٰ-আমাদেরকে দেয়া হয় ; مِثْلَ-অনুরূপ কিছু ; مَا-যা ; أُوتِيَ-দেয়া হয়েছিল ; رُسُلُ-রাসূলদেরকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; اللَّهُ-আল্লাহই ; أَعْلَمُ-ভালো জানেন ; حَيْثُ-কাকে ; يَجْعَلُ-তিনি দেবেন ; رِسَالَتَهُ-তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব ;

৯৬. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে এবং তার এমন চেতনা নেই যে, সে সত্য পথ হারিয়ে বসে আছে, তার জীবনতো এমন লোকের ন্যায় আলোকময় হতে পারে না, যে মানবিক চেতনাসম্পন্ন এবং জ্ঞানের আলোর সাহায্যে সে সত্যের রাজপথটি সুস্পষ্টভাবে চিনে নিতে সক্ষম।

৯৭. অর্থাৎ সত্যের আলো দেখার পরও এবং সত্যের পথে চলার আহ্বান শুনেও যারা সেদিকে কর্ণপাত না করে অন্ধকার পথেই চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাদের জন্য আল্লাহর বিধান হলো—অতপর তাদের কাছে অন্ধকারই ভালো মনে হতে থাকবে। অন্ধ ব্যক্তির মতো পথ হাতড়ে চলা এবং সেখানে ধাক্কা খেয়ে পড়ে থাকাটা তাদের নিকট ভালো লাগবে। ঝোঁপ-ঝাড় তাদের কাছে বাগান বলে মনে হবে আর কাঁটা মনে হবে ফুলের মতো। সব রকমের অন্যায়, অসৎ কাজ ও ব্যভিচারে তারা আনন্দ পায়।

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ

যারা অপরাধ করেছে তাদের উপর শীঘ্রই আপতিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অপমান এবং কঠিন শাস্তি

بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

তারা যে ষড়যন্ত্র করতো সে জন্য। ১২৫. আর আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখাতে চান তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন

لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

ইসলামের জন্য ;[৯৯] আর যাকে আল্লাহ বিপথগামী করতে চান তার বক্ষকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেন

كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ

যেন সে আকাশে আরোহণ করছে ; এভাবেই আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন

سَيُصِيبُ-তাদের উপর শীঘ্রই আপতিত হবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اَجْرَمُوْا-অপরাধ করেছে; صَغَارٌ- অপমান ; عِنْدَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ- আল্লাহর ; وَ-এবং ; عَذَابٌ-শাস্তি ; شَدِيْدٌ -কঠিন ; بِمَا-সে জন্য ; كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ-যে ষড়যন্ত্র তারা করতো।(১২৫) فَمَنْ-(ف+من)- আর যাকে ; يُرِدْ-চান ; اللّٰهُ- আল্লাহ ; اَنْ يَّهْدِيَهٗ-(ان يهدى+ه)-তাকে সৎপথ দেখাতে ; يَشْرَحْ-প্রশস্ত করে দেন ; صَدْرَهٗ-(صدر+ه)-তার বক্ষকে ; لِلْاِسْلَامِ-(ل+ال+اسلام)-ইসলামের জন্য ; وَ-আর ; مَنْ- যাকে ; يُرِدْ- চান ; اَنْ يُّضِلَّهٗ-(ان يضل+ه)- তাকে বিপথগামী করতে ; يَجْعَلْ-করে দেন ; صَدْرَهٗ-(صدر+ه)-তার বক্ষকে ; ضَيِّقًا حَرَجًا- অত্যন্ত সংকীর্ণ ; كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ-(كانما+يصعد)-যেন সে আরোহণ করছে ; فِى السَّمَاءِ-(فى+ال+سماء)-আকাশে ; كَذٰلِكَ- এভাবেই ; يَجْعَلُ- করেন ; اللّٰهُ- আল্লাহ ; الرِّجْسَ-(ال+رجس)- লাঞ্ছিত ;

৯৮. অর্থাৎ ফেরেশতরা যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি আমাদের নিকট এ সাক্ষ্য না দেবে যে, 'এটা আল্লাহর বাণী' ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করবো না যে, রাসূলদের নিকট ফেরেশতা আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছে।

৯৯. অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর অন্তরে নিশ্চয়তা ও ইয়াকীন সৃষ্টি করে দেন এবং তাঁর অন্তর থেকে সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-সংকোচ দূর করে দেন।

عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٦﴾ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ

তাদেরকে যারা ঈমান গ্রহণ করে না। ১২৬. আর এটাই আপনার প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল-সঠিক পথ ;

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٧﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ

নিসন্দেহে আমি সেই জনগোষ্ঠীর জন্য বিশদভাবে নিদর্শনসমূহের বর্ণনা দিয়েছি যারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১২৭. তাদের জন্যই শান্তির আবাস[১০০]

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

তাদের প্রতিপালকের নিকট এবং তারা যা করতো সে জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক। ১২৮. আর (স্মরণ করো) যেদিন তিনি একত্রিত করবেন তাদের

جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ

সবাইকে (এবং বলবেন) হে জিন[১০১] সম্প্রদায় ! তোমরাতো মানুষের মধ্য থেকে অনেককে তোমাদের (অনুগামী) করে নিয়েছো ; আর বলবে

(১২৬) عَلَى الَّذِيْنَ-(عَلَى+الذين)-তাদেরকে যারা ; لَايُؤْمِنُوْنَ-ঈমান গ্রহণ করে না। وَ-আর ; هٰذَا-এটাই ; صِرَاطُ-পথ ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের (নির্দেশিত) ; مُسْتَقِيْمًا-সরল-সঠিক ; قَدْ فَصَّلْنَا-নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছি ; الْاٰيٰتِ-নিদর্শনসমূহ ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সেই জনগোষ্ঠীর জন্য ; يَذَّكَّرُوْنَ-যারা উপদেশ গ্রহণ করে। (১২৭) لَهُمْ-তাদের জন্যই ; دَارُ-আবাস ; السَّلٰمِ-(ال+سلام)-শান্তির ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনিই ; وَلِيُّهُمْ-(ولى+هم)-তাদের অভিভাবক ; بِمَا-সে জন্য-যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করতো। (১২৮) وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; يَحْشُرُهُمْ-(يحشر+هم)-একত্রিত করবেন তাদের ; جَمِيْعًا-সবাইকে (বলবেন) ; يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ-(يا+معشر+ال+جن)-হে জ্বিন সম্প্রদায় ; قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ-তোমরাতো অনেককে তোমাদের (অনুগত) করে নিয়েছো; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْاِنْسِ-মানুষের ; وَ-আর ; قَالَ-বলবে ;

১০০. 'শান্তির আবাস' অর্থ জান্নাত। সেখানে মানুষ সব রকম বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

১০১. 'জ্বিন' দ্বারা এখানে শয়তান জ্বিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

أَوْلِيَـؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْـسِ رَبَّـنَا اسْتَمْتَـعَ بَعْضُنَا بِبَعْـضٍ

মানুষের মধ্যকার তাদের বন্ধুরা—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছিলাম[১০২]

وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِيٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيهَآ

এবং আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন আমরা আমাদের নির্ধারিত সময়ে এসে পৌঁছেছি ; তিনি বলবেন—জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানেই চিরস্থায়ী হবে

إِلَّا مَا شَـآءَ اللّٰهُ ۗ إِنَّ رَبَّـكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذٰلِـكَ نُوَلِّي

যদি না আল্লাহ (অন্য) ইচ্ছা করেন ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সুবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ।[১০৩]
১২৯. আর এভাবেই আমি বন্ধু বানিয়ে দেই

بَعْـضَ الظّٰلِمِيْـنَ بَعْضًا بِمَا كَانُـوْا يَكْسِبُـوْنَ ۟

যালেমদের কতককে কতকের যা তারা উপার্জন করতো তার বিনিময়ে।[১০৪]

أَوْلِيَـؤُهُمْ-(اوليؤ+هم)-তাদের বন্ধুরা ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْإِنْسِ-মানুষের ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক! اسْتَمْتَعَ-লাভবান হয়েছিলাম ; بَعْضُنَا-আমাদের একে ; بِبَعْضٍ-(ب+بعض)-অপরের মাধ্যমে ; وَ-এবং ; بَلَغْنَا-আমরা এসে পৌঁছেছি ; أَجَلَنَا-আমাদের নির্ধারিত সময়ে ; الَّذِيٓ-যে ; أَجَّلْتَ-আপনি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ; لَنَا-আমাদের জন্য ; قَالَ-তিনি বলবেন ; النَّارُ-জাহান্নামই ; مَثْوٰىكُمْ-(مثوى+كم)-তোমাদের ঠিকানা ; خٰلِدِيْنَ-তোমরা চিরস্থায়ী হবে ; فِيهَا-সেখানেই ; إِلَّا-যদি না ; مَا شَآءَ-(ما+شاء)-(অন্য) ইচ্ছা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; حَكِيمٌ-সুবিজ্ঞ ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ।(১২৮) وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نُوَلِّي-আমি বন্ধু বানিয়ে দেই ; بَعْضَ-কতেককে ; الظّٰلِمِيْنَ-যালেমদের ; بَعْضًا-কতেকের ; بِمَا-তার বিনিময়ে যা ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা উপার্জন করতো।

১০২. অর্থাৎ আমরা মানুষেরা শয়তান জ্বিনদেরকে এবং শয়তান জ্বিনেরা আমাদের মানুষদের কাজে লাগিয়ে একে অপরকে প্রতারণা করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করেছি।

১০৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে তাঁর এ শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করা অন্যায় বা অসংগত হবে

না ; বরং তা হবে জ্ঞানানুগ ও ন্যায়সংগত। কারণ আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের সাহায্যে জানেন—কোন্ অপরাধী ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য আর কোন্ অপরাধী ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়।

১০৪. অর্থাৎ আখেরাতে তারা শাস্তিতে তেমনই শরীক থাকবে, যেভাবে দুনিয়াতে তারা পাপকাজে পরস্পর শরীক ছিলো।

১৫ রুকূ' (১২২-১২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষ, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ প্রত্যেকের জীবনই কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ; লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে তাকে মৃত বলাই উচিত। সে হিসাবে মু'মিন জীবিত, কাফের মৃত।

২. ঈমান হলো আলো আর কুফর হলো অন্ধকার।

৩. কুফর যেহেতু অন্ধকার, আর কাফের অন্ধকারেই হাবুডুবু খাচ্ছে, সেখান থেকে সেই আলোর পথে আসতে সে ইচ্ছুক নয়, সেজন্য আল্লাহ তাআলা অন্ধকারে থাকাকেই তার জন্য সুশোভিত করে দিয়েছেন।

৪. কাফেরের ঈমানরূপ আলো না থাকাতে সে একদিকে মৃত, অপরদিকে পড়ে আছে অন্ধকারে ; তাই উপকারী বস্তু দেখতে পায় না ও তা গ্রহণ করতে পারে না। আর ক্ষতিকর বস্তু থেকেও সে বাঁচতে পারে না।

৫. কাফের-মুশরিকদের নেতারা মু'মিনদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন তা সবই তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মু'মিনদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৬. কাফের-মুশরিকদের নেতারা যত ষড়যন্ত্র করুক না কেন, এর ফলে আখেরাতে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৭. ইসলামে খুঁত বের করার জন্য বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করা কুফরী।

৮. ইসলাম সম্পর্কে অন্তর সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত হওয়া এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য অন্তরকে উপযুক্ত করে দেয়া আল্লাহর দান।

৯. কাফেররা যেহেতু ইসলামী জীবন-বিধান মেনে চলতে আগ্রহী নয় সেহেতু আল্লাহ তাদের অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন। তাই ইসলাম গ্রহণ তার কাছে আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য মনে হয়।

১০. আল্লাহ নির্দেশিত পথই সত্য-সঠিক পথ, যারা এ পথে চলবে তাদের জন্যই শান্তির আবাস নির্ধারিত আছে।

১১. নবুওয়াত চেষ্টা-সাধনা দ্বারা লাভের বিষয় নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত দান। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তা দান করেন।

১২. জ্বিন জাতি আল্লাহর অপর এক সৃষ্টি। তাদেরকেও আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।

১৩. হাশরের ময়দানে মানুষ ও জ্বিন সবাইকে একত্রিত করা হবে। উভয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

১৪. যারা মন্দ জ্বিনের দ্বারা কোনো প্রকার অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে, তাদেরকে তাদের সাহায্যকারী জ্বিন সহ জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১১

(১৩০) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ

১৩০. হে সমবেত জিন ও মানুষেরা ! তোমাদের প্রতি কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যাঁরা বর্ণনা দিতেন তোমাদের কাছে

اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۭ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا

আমার নিদর্শনাবলীর এবং সতর্ক করতেন তোমাদেরকে আজকের এ দিনের মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কে ; তারা বলবে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের নিজেদের বিপক্ষে ;[১০৫]

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

মূলত দুনিয়ার জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে এবং তারা নিজেদের বিপক্ষে এ সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফের ছিল।[১০৬]

(১৩০) يٰمَعْشَرَ-হে সমবেত ; الْجِنِّ-জ্বিন ; وَ-ও ; الْاِنْسِ-(ال+انس)-মানুষেরা ; اَلَمْ يَاْتِكُمْ-(ا+لم يات+كم)-তোমাদের প্রতি কি আসেনি ; رُسُلٌ-রাসূলগণ ; مِّنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্য থেকে ; يَقُصُّوْنَ-যাঁরা বর্ণনা দিতেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; اٰيٰتِىْ-(ايات+ى)-আমার নিদর্শনাবলীর ; وَ-এবং ; يُنْذِرُوْنَكُمْ-(ينذرون+كم)-সতর্ক করতেন তোমাদেরকে ; لِقَاۤءَ-মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কে ; يَوْمِكُمْ-(يوم+كم)-তোমাদের আজকের দিনের ; هٰذَا-এ ; قَالُوْا-তারা বলবে ; شَهِدْنَا-আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি ; عَلٰۤى-বিপক্ষে ; اَنْفُسِنَا-আমাদের নিজেদের ; وَ-মূলত ; غَرَّتْهُمُ-(غرت+هم)-তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে ; الْحَيٰوةُ-জীবন ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; شَهِدُوْا-তারা এ সাক্ষ্য দেবে ; عَلٰۤى-বিপক্ষে ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের; اَنَّهُمْ-যে তারা ; كَانُوْا كٰفِرِيْنَ-কাফের ছিলো।

১০৫. অর্থাৎ তারা এটা স্বীকার করে নিয়ে বলবে যে, আপনার পক্ষ থেকে একের পর এক রাসূল এসেছেন, তাঁরা আমাদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানিয়েছেন ও সতর্ক করেছেন ; কিন্তু তাঁদের কথার গুরুত্ব না দিয়ে আমরাই নিজেরা ভুল করেছি।

১০৬. অর্থাৎ তারা যে আখিরাত সম্পর্কে অনবহিত ছিল এমন নয় বরং তারা দুনিয়ার জীবনের ধোঁকায় পড়ে আখিরাতকে অস্বীকার করেছে—এটা তারা স্বীকার করে নেবে।

(১৩১) ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ○

১৩১. এটা এজন্য যে, আপনার প্রতিপালক যুল্‌মের কারণে কোনো জনপদের ধ্বংসকারী নন—এমতাবস্থায় যে তার অধিবাসীগণ অসচেতন।[১০৭]

(১৩২) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩২. আর তারা যা করে সে অনুসারেই প্রত্যেকের জন্য মর্যাদা নির্ণিত হয় ; আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আপনার প্রতিপালক বেখবর নন।

(১৩৩) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ

১৩৩. আর আপনার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, অত্যন্ত দয়াশীল ;[১০৮] তিনি চাইলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন

(১৩১) ذٰلِكَ -এটা ; اَنْ -এজন্য যে ; لَّمْ يَكُنْ -নন ; رَّبُّكَ -আপনার প্রতিপালক ; مُهْلِكَ -ধ্বংসকারী ; الْقُرٰى -কোনো জনপদের ; بِظُلْمٍ -যুল্‌মের কারণে ; وَّ -এমতাবস্থায় যে ; اَهْلُهَا -(اهل+ها)-তার অধিবাসীগণ ; غٰفِلُوْنَ -অসচেতন। (১৩২) وَ -আর ; لِكُلٍّ -(ل+كل)-প্রত্যেকের জন্য ; دَرَجٰتٌ -মর্যাদা নির্ণিত হয় ; مِمَّا عَمِلُوْا -তারা যা করে সে অনুসারেই; وَ -আর ; مَا -নন ; رَبُّكَ -আপনার প্রতিপালক; بِغَافِلٍ -(ب+غافل)-বেখবর সে সম্পর্কে ; عَمَّا -(عن+ما)-তা থেকে যা ; يَعْمَلُوْنَ -তারা করে। (১৩৩) وَ -আর ; رَبُّكَ -আপনার প্রতিপালক; الْغَنِيُّ -(ال+غنى)-অভাবমুক্ত; ذُو الرَّحْمَةِ -(ذو+ال+رحمة)-অত্যন্ত দয়াশীল ; اِنْ يَّشَاْ -তিনি চাইলে ; يُذْهِبْكُمْ -(يذهب+كم)-তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন ; وَ -এবং ; يَسْتَخْلِفْ -স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন ;

১০৭. আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে জ্বিন ও মানুষকে সত্যপথ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং মন্দ ও ভ্রান্তপথ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং কারও পক্ষে এমন অজুহাত খাড়া করার কোনো সুযোগ নেই যে, 'আপনি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেননি এবং সত্য-সঠিক পথ সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ আমাদেরকে দেননি ; যার ফলে আমরা না জেনে ভুল পথে চলেছি। এখন আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করতে শুরু করেছেন।' অতএব মানুষ ভুলপথে চললে এবং সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসলে সে জন্য দায়ী সম্পূর্ণভাবে মানুষ—আল্লাহ নন।

১০৮. আল্লাহ তাআলার অভাবমুক্ত হওয়ার অর্থ—তিনি কোনো কাজে কারো কাছে আটকে নেই, কারো সাথে তার কোনো স্বার্থ জড়িত নেই ; অতএব দুনিয়ার সকল

مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ۝

তোমাদের পরে যাকে চান, যেমন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন
অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে।

۝١٣٤ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَءَاتٍ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝١٣٥ قُلْ يَٰقَوْمِ

১৩৪. তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে ;[১০৯] আর
তোমরা তা ব্যর্থ করতে সমর্থ নও। ১৩৫. আপনি বলুন—হে আমার সম্প্রদায়!

ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ

তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করতে থাকো, আমিও তৎপর ;[১১০]
অতপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে—

مِنْ بَعْدِكُمْ-(من+بعد+كم)-তোমাদের পরে ; مَا يَشَآءُ-যাকে চান ; كَمَآ-যেমন ; أَنشَأَكُمْ-(انشأ+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; ذُرِّيَّةِ-বংশধর ; قَوْمٍ-এক সম্প্রদায়ের ; ءَاخَرِينَ-অন্য। ১৩৪ إِنَّ-অবশ্যই ; مَا-যে ; تُوعَدُونَ-ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তোমাদেরকে ; لَءَاتٍ-তা বাস্তবায়িত হবে ; وَ-আর ; مَا-নও ; أَنتُمْ-তোমরা ; بِمُعْجِزِينَ-(ب+معجزين)-তা ব্যর্থ করতে সমর্থ। ১৩৫ قُلْ-আপনি বলুন ; يَٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; ٱعْمَلُوا۟-তোমরা কাজ করতে থাকো ; عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ-(على+مكانة+كم)-নিজ নিজ স্থানে থেকে ; إِنِّى-(ان+ى)-আমিও ; عَامِلٌ-তৎপর ; فَسَوْفَ-(ف+سوف)-অতপর শীঘ্রই ; تَعْلَمُونَ-তোমরা জানতে পারবে ;

প্রাণী নাফরমানী করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নেই, আর সবাই তাঁর হুকুমের আনুগত্য করলেও তাঁর কোনো লাভ নেই। কারো নিকট তাঁর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই তাঁর বিপুল ভাণ্ডার সবাইকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন।

আর অত্যন্ত দয়ালু হওয়ার অর্থ–তিনি তোমাদেরকে সত্যের পথে চলার নির্দেশ দান এবং সত্যের বিপরীত পথে চলতে নিষেধ এজন্য করেননি যে, সত্যের পথে চললে তাঁর লাভ এবং বিপরীত পথে চললে তাঁর ক্ষতি ; বরং সত্যপথে চললে আমাদেরই লাভ আর বিপরীত পথে চললে আমাদেরই ক্ষতি। সুতরাং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করার সুযোগ দান তাঁর দয়াশীলতারই পরিচায়ক।

১০৯. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর হাশরের মাঠে আগে-পরের সবাইকে একত্রিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّٰلِمُونَ ○

কার জন্য হবে মঙ্গলময় পরিণামের গৃহটি ; যালিমরা নিশ্চিত সফলকাম হবে না।

(১৩৬) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ

১৩৬. আর তারা[১১১] একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে, যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তিনি তা থেকে এবং বলে—'এটা আল্লাহর জন্য'—

بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ

তাদের ধারণা অনুযায়ী (বলে) 'এবং এটা আমাদের (বানানো) শরীকদের জন্য ; তারপর যে অংশ তাদের (বানানো আল্লাহর) শরীকদের জন্য[১১২] তা তো আল্লাহর নিকট পৌঁছে না ;

مَنْ-কার ; تَكُوْنُ لَهُ-জন্য হবে ; عَاقِبَةُ الدَّارِ-মঙ্গলময় পরিণামের গৃহটি; اِنَّهُ-নিশ্চিত ; لَايُفْلِحُ-সফলকাম হবে না ; الظّٰلِمُوْنَ-(ال+ظلمون)-যালিমরা। (১৩৬) وَ-আর ; جَعَلُوْا-তারা নির্দিষ্ট করে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; مِمَّا-তা থেকে যা ; ذَرَاَ-সৃষ্টি করেছেন তিনি ; مِنَ الْحَرْثِ-(من+ال+حرث)-শস্য থেকে ; وَ-ও ; الْاَنْعَامِ-(ال+انعام)-গবাদি পশু (থেকে) ; نَصِيْبًا-একটি অংশ ; فَقَالُوْا-এবং তারা বলে ; هٰذَا-এটা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; بِزَعْمِهِمْ-(ب+زعم+هم)-তাদের ধারণা অনুযায়ী ; وَ-এবং ; هٰذَا-এটা ; لِشُرَكَائِنَا-(ل+شركاء+نا)-আমাদের শরীকদের জন্য ; فَمَا-তারপর যা অংশ ; كَانَ-হতো ; لِشُرَكَائِهِمْ-(ل+شركاء+هم)-তাদের শরীকদের জন্য; فَلَا يَصِلُ-তাতো পৌঁছে না ; اِلَى-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

১১০. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার কথা মেনে না নাও, এবং নিজেদের মনগড়া ভ্রান্ত পথে চলতে থাকো তাহলে তোমরা সে পথেই চলো, আর আমি আমার কাজ করতে থাকি ; পরিশেষে উত্তম পরিণাম কার হবে তা তুমিও দেখবে আর আমিও দেখবো।

১১১. জাহেলিয়াতের উপর মক্কার কাফের-মুশরিকরা যে জিদ ধরে বসেছিল এবং কোনোক্রমেই তা ছাড়তে তারা প্রস্তুত ছিল না এখানে তা কিছুটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাদের সেই যুল্মের স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে যার কারণে তাদের উভয় জাহান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

১১২. মুশরিকরা তাদের ফল-ফসল ও গবাদি পশুর স্রষ্টা হিসেবে এসবের তিনের এক অংশ আল্লাহর নামে উৎসর্গ করতো। অপর এক অংশ উৎসর্গ করতো দেবদেবী, ফেরেশতা, জ্বিন, তারকা ও পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিদের নামে। আর এ অংশটিই তারা তাদের মন্দিরের সেবায়েত-পুরোহিত বা সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের জন্য ব্যয় করতো।

وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلٰى شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○

কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে যায়;[১১৩] তারা যা ফায়সালা করে তা নিকৃষ্ট।

(১৩৭) وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ

১৩৭. আর এভাবেই মুশরিকদের অধিকাংশের কাছে তাদের (বানানো) শরীকরা তাদের সন্তান হত্যা করাকে সুশোভিত করে দিয়েছে[১১৪]

وَ-কিন্তু ; مَا-যে অংশ; كَانَ لِلّٰه-হতো আল্লাহর জন্য ; فَهُوَ-তাতো ; يَصِلُ-পৌঁছে যায় ; اِلٰى-নিকট ; شُرَكَائِهِمْ-তাদের শরীকদের ; سَاءَ-তা নিকৃষ্ট ; مَا-যা ; يَحْكُمُونَ-তারা ফায়সালা করে। (১৩৭) وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; زَيَّنَ-সুশোভিত করে দিয়েছে ; لِكَثِيرٍ-(ل+كثير)-অধিকাংশের কাছে ; مِنَ الْمُشْرِكِينَ-(من+ال+مشركين)-মুশরিকদের ; قَتْلَ-হত্যা করাকে ; أَوْلَادَهُمْ-(اولاد+هم)-তাদের সন্তান ; شُرَكَاؤُهُمْ-(شركاء+هم)-তাদের (বানানো) শরীকরা ;

আল্লাহর নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনদেরকে দান করতো। আবার আল্লাহর অংশ থেকে অনেক সময় কেটে নিতো ; আর প্রতিমাদের অংশ ও নিজেদের অংশ পুরোপুরিই নিয়ে নিতো। অথচ এসব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। আল্লাহ তাদের এসব মনগড়া বিধানের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে বলছেন যে, এটা অত্যন্ত মন্দ বিচার-পদ্ধতি। এ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় রয়েছে যে, সকল প্রকার ইবাদাত তা শারিরীক হোক আর আর্থিক সবই একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এতে অন্য কোনো দেবদেবী, জ্বিন, ফেরেশতা বা পীর-পুরোহিত অথবা কোনো নেতা-নেত্রীকে অংশীদার করা সুস্পষ্ট শিরক। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুল্‌ম।

১১৩. এখানে মুশরিকদের মনগড়া ভাগ-বাটোয়ারার দিকে ইংগীত করা হয়েছে। কোনো বছর ফসল কম হলে তারা আল্লাহর নামের অংশ কমিয়ে দিতো ; কিন্তু নিজেদের বানানো মাবুদদের অংশ যথারীতি ঠিক রাখতো। তাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর নামের অংশ কম হলে ক্ষতি নেই ; কিন্তু তাদের শরীকদের অংশ কম হলে বিপদের আশংকা আছে, কারণ তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র।

১১৪. এখানে 'শরীক' দ্বারা মানুষ ও শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সন্তান হত্যাকে তাদের মতে বৈধ ও পসন্দনীয় কাজে পরিণত করেছিল। তাদেরকে এজন্য 'শরীক' বলা হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদাত-উপাসনা লাভের মালিক যেমন একমাত্র আল্লাহ, তেমনি বান্দার জন্য দুনিয়াতে আইন প্রণয়ন এবং বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণের মালিকও আল্লাহ। আর তাই আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদাত-

لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ

যেন ধ্বংস করে দিতে পারে তাদেরকে[১১৫] এবং তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিতে পারে তাদের দীন সম্পর্কে;[১১৬] আর আল্লাহ যদি চাইতেন তারা এ কাজ করতো না

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ

সুতরাং তারা যা মিথ্যা রচনা করে, তা নিয়ে তাদেরকে থাকতে দিন।[১১৭]

১৩৮. আর তারা বলে—এসব গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত নিষিদ্ধ ;

لِيُرْدُوهُمْ-(ليردو+هم)-যেন ধ্বংস করে দিতে পারে তাদেরকে; وَ-এবং ; لِيَلْبِسُوا-যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিতে পারে ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; دِينَهُمْ-(دين+هم)-তাদের দীন সম্পর্কে ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَا فَعَلُوهُ-(ما فعلوا+ه)-তারা এ কাজ করতো না ; فَذَرْهُمْ-(ف+ذر+هم)-সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন ; وَمَا-তা নিয়ে যা ; يَفْتَرُونَ-তারা মিথ্যা রচনা করে। ۝ وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলে ; هَٰذِهِ-এসব ; أَنْعَامٌ-গবাদি পশু ; وَ-ও ; حَرْثٌ-শস্যক্ষেত ; حِجْرٌ-নিষিদ্ধ ;

উপাসনার মালিক মনে করা যেমন শিরক, তেমনি কারো মনগড়া আইনের আনুগত্য করাও আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে শিরক করার শামিল।

আরবদের সন্তান হত্যার তিনটি পদ্ধতি ছিল ঃ এক-মেয়েকে কারো কাছে বিয়ে দিতে হবে এবং তাকে জামাতা গ্রহণ করতে হবে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহে শত্রুরা মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং এতে লজ্জিত হতে হবে—এসব চিন্তায় তারা মেয়েদেরকে হত্যা করতো।

দুই ঃ সন্তানদের লালন-পালনের বোঝা বহন করা কষ্টকর হবে এবং অর্থনৈতিক-ভাবে দুরাবস্থায় পড়তে হবে—এ ভয়ে সন্তান হত্যা করতো।

তিন ঃ নিজেদের উপাস্যদের সন্তুষ্টির জন্য তারা সন্তান হত্যা করতো।

১১৫. এখানে 'ধ্বংস' দ্বারা নৈতিক জাতীয় ও পরিণামগত এ তিন প্রকার ধ্বংস হতে পারে। সন্তান হত্যার মতো নির্মম কাজে যাদের অন্তরাত্মা কাঁপে না তাদের মধ্যে কোনো প্রকার নীতি-নৈতিকতার আশা করা যায় না। আবার সন্তান হত্যার অনিবার্য পরিণতি বংশ হ্রাস ও জনসংখ্যা কমে যাওয়া, যার ফলে জাতীয় বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়। এ ধরনের নির্মম ও মানবতা বহির্ভূত কাজ যারা করতে পারে তারা পশুত্বকে হার মানায় ; কারণ পশুদের মধ্যেও সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা থাকে। এরূপ ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কঠিনতম আযাবের উপযোগী করে তোলে।

لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا

যাকে আমরা চাই সে ছাড়া কেউ তা খেতে পারবে না—এটা তাদের ধারণা মতে[১১৮] এবং কিছু কিছু গবাদিপশুর পিঠে চড়া নিষেধ করা হয়েছে

وَأَنْعَٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم

-আর কিছু কিছু গবাদিপশু (যবেহকালীন) তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না[১১৯]—তাঁর প্রতি মিথ্যারোপের লক্ষে ;[১২০] অচিরেই তিনি তাদেরকে প্রতিফল দেবেন

لَّا يَطْعَمُهَا-(لايطعم+ها)-কেউ তা খেতে পারবে না ; اِلَّا-সে ছাড়া ; مَنْ-যাকে ; نَشَاءُ-আমরা চাই ; بِزَعْمِهِمْ-(ب+زعم+هم)-এটা তাদের ধারণা মতে ; وَ-এবং ; اَنْعَامٌ-কিছু কিছু গবাদি পশুর ; حُرِّمَتْ-নিষেধ করা হয়েছে ; ظُهُوْرُهَا-(ظهور+ها)-সেগুলোর পিঠে চড়া ; وَ-আর ; اَنْعَامٌ-কিছু কিছু গবাদি পশু ; لَّا يَذْكُرُوْنَ-তারা উচ্চারণ করে না (যবেহকালীন) ; اسْمَ-নাম ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَلَيْهَا-তার উপর ; افْتِرَاءً-মিথ্যারোপের লক্ষ্যে ; عَلَيْهِ-তাঁর প্রতি ; سَيَجْزِيْهِمْ-(سيجزى+هم)-অচিরেই তিনি তাদেরকে প্রতিফল দেবেন ;

১১৬. আরবের জাহেলী-সমাজ নিজেদেরকে দীনে ইবরাহীমের অনুসারী বলে মনে করতো এবং তাদের অনুসৃত ধর্মকেই আল্লাহর পসন্দনীয় ধর্ম মনে করতো। আসলে বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মনেতা, গোত্রপতি, পরিবারের বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং অন্যান্য লোকেরা ইবরাহীম (আ)-এর দীনের সাথে বিভিন্ন ধরনের আচার-বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ, বিদয়াত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠানে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইবরাহীমী ধর্মকে এমন অস্পষ্ট করে তুলেছে যে, এখন আর কোনো মতেই দীনে ইবরাহীমের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা এখানে সেকথাই বলেছেন।

১১৭. অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর দীনকে বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো চলতে চায় তখন আল্লাহ তাদেরকে সে পথেই চলতে দেন—এটাই আল্লাহর নিয়ম। এখন তারা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখেও তা অস্বীকার করে নিজেদের ভ্রান্ত পথেই চলতে আগ্রহী। সুতরাং আপনিও তাদেরকে তাদের পথেই চলতে দিন। তাদের পেছনে সময় অপচয় করে লাভ নেই।

১১৮. অর্থাৎ আরববাসী মুশরিকরা ফসল ও গবাদি পশুর ব্যাপারে যে বণ্টনরীতি মেনে চলতো তা আল্লাহর বিধান নয়। আল্লাহর দেয়া রিযকের মধ্যে গোত্রপতি, সেবায়েত ও মাযার-আস্তানার নযরানা আল্লাহ নির্ধারণ করে দেননি। এসব কিছু মুশরিকদের নিজেদের মনগড়া নিয়ম।

بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٩﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ

যে মিথ্যা তারা রচনা করতো তার জন্য। ১৩৯. আর তারা বলে—
এসব গবাদিপশুর গর্ভে যা আছে তা নির্দিষ্ট

لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ

আমাদের পুরুষদের জন্য এবং নিষিদ্ধ আমাদের স্ত্রীদের জন্য ;
আর তা যদি মৃত হয় তবে তারাও

فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

তাতে অংশীদার ;[১২১] শীঘ্রই তিনি তাদের এরূপ বক্তব্যের প্রতিফল দেবেন ;
নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

﴿١٤٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ

১৪০. যারা মূর্খতার কারণে নির্বুদ্ধিতা বশত নিজেদের সন্তান হত্যা করেছে, তারা
নিসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করে নিয়েছে, যে রিয্‌ক তাদেরকে দিয়েছেন

بِمَا-তার জন্য, যে ; كَانُوا يَفْتَرُونَ-মিথ্যা তারা রচনা করতো। (১৩৯) وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলে ; مَا-যা ; فِي بُطُونِ-গর্ভে আছে ; هَٰذِهِ-এসব ; الْأَنْعَامِ-গবাদি পশুর ; خَالِصَةٌ-তা নির্দিষ্ট ; لِذُكُورِنَا-(ل+ذكور+نا)-আমাদের পুরুষদের জন্য ; وَ-এবং ; مُحَرَّمٌ-নিষিদ্ধ ; عَلَىٰ-জন্য ; أَزْوَاجِنَا-(ازواج+نا)-আমাদের পুরুষদের ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; يَكُنْ-তা হয় ; مَيْتَةً-মৃত ; فَهُمْ-(ف+هم)-তবে তারাও ; فِيهِ-তাতে ; شُرَكَاءُ-অংশীদার ; سَيَجْزِيهِمْ-(سيجزى+هم)-শীঘ্রই তিনি প্রতিফল দেবেন তাদেরকে ; وَصْفَهُمْ-(وصف+هم)-তাদের এরূপ বক্তব্যের ; إِنَّهُ-নিশ্চিয়ই তিনি ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময় ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ। (১৪০) قَدْ خَسِرَ-নিসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; الَّذِينَ-তারা ; قَتَلُوا-যারা হত্যা করেছে ; أَوْلَادَهُمْ-(اولاد+هم)-নিজেদের সন্তান ; سَفَهًا-নিবুর্দ্ধিতা বশত ; بِغَيْرِ عِلْمٍ-মূর্খতার কারণে ; وَ-এবং ; حَرَّمُوا-নিষিদ্ধ করে নিয়েছে ; مَا-যে ; رَزَقَهُمُ-(رزق+هم)-রিয্‌ক তাদেরকে দিয়েছেন ;

১১৯. এখানে আরবদের বদ-রসমের কয়েকটি উল্লেখিত হয়েছে। তাদের নযরানা ও মানতের পশু যবেহর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং এসব পশুর পিঠে চড়ে হজ্জে যাওয়াকে তারা বৈধ মনে করতো না।

اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ ۖ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

আল্লাহ—আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপের উদ্দেশ্যে ; নিসন্দেহে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না।[১২২]

اللهُ -আল্লাহ ; افْتِرَاءً -মিথ্যারোপের উদ্দেশ্যে ; عَلَى -প্রতি ; الله -আল্লাহর ; قَدْ ; ضَلُّوا -নিসন্দেহে তারা বিপথগামী হয়েছে ; وَ -এবং ; مَا كَانُوا -তারা ছিল না ; مُهْتَدِينَ -সৎপথপ্রাপ্তও।

১২০. অর্থাৎ তাদের এসব নিয়ম-নীতি যদিও আল্লাহর নির্ধারিত নয় ; কিন্তু তারা এসবকে আল্লাহর বিধান মনে করেই মেনে চলে আসছিল। এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাপ-দাদাদের পালিত নিয়ম হিসেবেই এগুলো তারা মেনে চলছে। এগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে যে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে সেকথাই এখানে বলা হয়েছে।

১২১. এখানে আরবদের অপর একটি বদ-রসমের উল্লেখ হয়েছে। নযর-মানতের পশুর পেটে বাচ্চা হলে তার গোশ্ত মেয়েদের খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আর তা যদি মৃত হতো তখন সকলেই তার গোশ্ত খেতে পারতো।

১২২. অর্থাৎ তোমাদের পালিত হালাল-হারামের এসব ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি, সন্তান হত্যার মতো নির্মম বিধান যারা জারী করেছিল, তারা তোমাদের ধর্ম নেতা, গোত্রপতি, জাতীয় নেতা যা-ই হোক না কেন, তারা সৎপথের অনুসারী ছিল না ; কারণ তারা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তাদেরকে অবশ্যই এসব কাজের পরিণতি ভোগ করতেই হবে।

১৬ রুকূ' (১৩০-১৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হাশরের মাঠে জ্বিন ও মানুষের মধ্যকার কুফরী ও অবাধ্যতায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের কুফরী ও অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা কোনো কারণ দেখাতে পারবে না, ফলে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

২. মানব জাতিকে হিদায়াত দান করার জন্য নবী হিসেবে যেমন মানুষ প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জ্বিন জাতির হিদায়াতের জন্য জ্বিনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে জ্বিন ও মানুষ উভয় জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির নিকটই প্রথমে নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। অতপর তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেন। পূর্ব সতর্কতা ছাড়া কাউকে শাস্তি দেন না। এভাবে নবী-রাসূল পাঠানো আল্লাহর ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক।

৫. আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন জাতির প্রত্যেকের পদমর্যাদা তাদের কর্ম অনুযায়ীই নির্ধারণ করেন। আর তাদের প্রতিদান এবং শাস্তিও তাদের কর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

৬. আল্লাহ তাআলা মানুষের ইবাদাত পাওয়ার মুখাপেক্ষী নন। কারণ অযাচিতভাবে তিনি এ বিশ্ব ও তার মধ্যকার সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এ সঙ্গে তিনি অত্যন্ত দয়াশীলও বটে। মানুষ ও তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সৃষ্টি তাঁর দয়ার দান।

৭. মানুষকে আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করেননি। অমুখাপেক্ষীতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য। মানুষকে এ গুণে ভূষিত করলে তারা আরো বেশী অবাধ্য হয়ে যেতো।

৮. পৃথিবীতে সকলেই একে অপরের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন অর্থের জন্য ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি ধনী ব্যক্তিও সেবার জন্য দরিদ্রের মুখাপেক্ষী। এরূপ না হলে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা দেখা দিতো।

৯. আল্লাহর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ তেমনি তাঁর শক্তি সামর্থ প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত।

১০. আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সমস্ত সৃষ্টিজগত নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন, এতে তাঁর কুদরতের ব্যবস্থাপনায় বিন্দুমাত্র হেরফের হবে না।

১১. আল্লাহ তাআলা যদি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে নিশ্চিহ্ন করে দেন তবে তা ঠেকানোর শক্তি কারো নেই।

১২. রাসূলের দায়িত্ব আল্লাহর বিধান মানুষের নিকট পৌছে দেয়া। অতপর এ দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর উপর বর্তায়। রাসূলের দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে আনজাম দিয়েছেন। কেউ যদি তা না মানে তবে রাসূলের কোনো ক্ষতি নেই।

১৩. কাফেরদের প্রতি প্রদত্ত হুশিয়ারীতে মুসলমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। মুসলমানরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ও কর্মক্ষমতাকে বিভক্ত করে কিছু অংশ আল্লাহর জন্য এবং কিছু অংশ অন্যদের জন্য ব্যয় করে তবে তাদের পরিণতিও কাফির-মুশরিকদের চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু হবে না।

১৪. আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার কাজেই নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ ব্যয় করা ইনসাফের দাবী। দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণার্থে যতটুকু সময় ব্যয় করা আবশ্যক ততটুকুই তার জন্য ব্যয় করা যেতে পারে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿١٤١﴾ وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ

১৪১. আর তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন লতা জাতীয়[১২৩] ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের বাগানসমূহ এবং খেজুর বৃক্ষ,

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ

ও (সৃষ্টি করেছেন) বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, যায়তুন ও আনার এগুলো পরস্পর সদৃশ ও

غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖؗ

অসদৃশ ; এগুলো যখন ফলবান হয় তখন তার ফল তোমরা খাও এবং ফসল কাটার দিন তার হক আদায় করো ;

وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً

আর অপচয় করো না ; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।
১৪২. আর (সৃষ্টি করেছেন) গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী

(১৪১) وَ-আর ; هُوَ-তিনি সেই সত্তা ; الَّذِيٓ-যিনি ; اَنْشَاَ-সৃষ্টি করেছেন ; جَنّٰتٍ-বাগানসমূহ ; مَّعْرُوْشٰتٍ-লতা জাতীয় উদ্ভিদ ; وَّ-ও ; غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ-বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের ; وَّ-এবং ; النَّخْلَ-(ال+نخل)-খেজুর বৃক্ষ ; وَ-ও ; الزَّرْعَ-(ال+زرع)-খাদ্যশস্য ; مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ-(مختلفا+اكل+ه)-বিভিন্ন স্বাদের ; وَ-ও ; الزَّيْتُوْنَ-(ال+زيتون)-যায়তুন ; وَ-এবং ; الرُّمَّانَ-(ال+رمان)-আনার ; مُتَشَابِهًا-পরস্পর সদৃশ ; وَ-ও ; غَيْرَ مُتَشَابِهٍ-অসদৃশ ; كُلُوْا-তোমরা খাও ; مِنْ ثَمَرِهٖٓ-(من+ثمر+ه)-তার ফল ; اِذَآ-যখন ; اَثْمَرَ-তা ফলবান হয় ; وَ-এবং ; اٰتُوْا-আদায় করো ; حَقَّهٗ-(حق+ه)-তার হক ; يَوْمَ-দিন ; حَصَادِهٖ-(حصاده+ه)-ফসল তুলবার বা কাটার ; وَ-আর ; لَاتُسْرِفُوْا-অপচয় করো না ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; لَايُحِبُّ-ভালোবাসেন না ; الْمُسْرِفِيْنَ-(ال+مسرفين)-অপচয়কারীদেরকে। (১৪২) وَ-আর ; مِنَ الْاَنْعَامِ-(من+ال+انعام)-গবাদি পশুর মধ্যে ; حَمُوْلَةً-কতক ভারবাহী ;

وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

ও কতক খর্বাকৃতি বিশিষ্ট[১২৪] আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা খাও এবং শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলো না ;

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ

অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১২৫] ১৪৩. (তিনি সৃষ্টি করেছেন) আট জোড়া (নর ও মাদী) মেষের মধ্যে দুটো

وَ-ও ; فَرْشًا-খর্বাকৃতি বিশিষ্ট ; كُلُوا-তোমরা খাও ; مِمَّا-তা থেকে, যে ; رَزَقَكُمْ-(رزق+كم)-রিয্ক তোমাদেরকে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-এবং ; لَاتَتَّبِعُوا-অনুসরণ করে চলো না ; خُطُوٰتِ-পদচিহ্ন ; الشَّيْطٰنِ-(ال+شيطن)-শয়তানের ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই সে ; لَكُمْ-তোমাদের ; عَدُوٌّ-শত্রু ; مُبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ﴿١٤٣﴾ ثَمَانِيَةَ-আট ; اَزْوَاجٍ-জোড়া (নর ও মাদী) ; مِنَ-মধ্যে ; الضَّاْنِ-(ال+ضان)-মেষের ; اثْنَيْنِ-দুটো ;

১২৩. এখানে দু প্রকার উদ্ভিদের বাগানের কথা বলা হয়েছে—এক প্রকার উদ্ভিদ হলো লতাগুল্ম জাতীয় কোনো কিছুর আশ্রয় ছাড়া বাড়তে পারে না। অপর প্রকার উদ্ভিদ যেগুলো অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থেকে বাড়তে পারে। তবে 'বাগান' বলতে আমরা সাধারণত এ দ্বিতীয় প্রকার উদ্ভিদের বাগানকেই বুঝি।

১২৪. ছোট আকারের পশুকে 'ফারাশ' বলা হয়েছে যার অর্থ বিছানা। এগুলো যমীনের সাথে মিশে চলা-ফেরা করে বলে এগুলোকে 'ফারাশ' বলা হয়েছে। অথবা এগুলোর চামড়া ও লোম থেকে 'ফারাশ' বানানো হয় বলে এগুলোকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১২৫. এখানে তিনটি কথা বলা হয়েছে—(১) তোমাদের দেয়া ক্ষেত-খামার ও গবাদী পশু আল্লাহর দান। এ দানে অন্য কোনো সত্তার কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব নেই। সুতরাং তোমাদের কৃতজ্ঞতা পেশ করাও একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। অন্য কেউ এ কতৃজ্ঞতা পাওয়ার ব্যাপারে অংশীদার হতে পারবে না। (২) সম্পদ যেহেতু আল্লাহর দান, তাই এসব সম্পদ ব্যবহার করার বিধানও আল্লাহর দেয়া ; সুতরাং তা-ই মানতে হবে। কাউকে দেয়া বা না দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর আইন-ই অনুসরণ করতে হবে। (৩) আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন পানাহারের জন্য, কাউকে নযরানা বা ভেঁট-নযরানা দেয়ার জন্য নয় ; আর কারো প্রতি হারাম করে দেয়ার জন্যও নয়। নিজেদের মনগড়া নিয়মের ভিত্তিতে আল্লাহর দেয়া রিয্ক অন্যদেরকে নযরানা হিসেবে দেয়া আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট বিরোধী।

وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ

এবং ছাগলের মধ্যে দুটো ; আপনি বলুন—তিনি কি নর দুটো হারাম করেছেন না-কি মাদী দুটো

اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ نَبِّئُوْنِیْ بِعِلْمٍ

অথবা মাদী দুটোর গর্ভ যা ধারণ করেছে তা, তোমরা জেনেশুনে আমাকে জানাও

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ

যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[১২৬] ১৪৪. আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) উটের মধ্যে দুটো, গরুর মধ্যে দুটো ;

قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ

আপনি বলুন—তিনি কি নর দুটো হারাম করেছেন, অথবা মাদী দুটো কিংবা যা ধারণ করেছে

اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ

মাদী দুটোর গর্ভ ;[১২৭] অথবা আল্লাহ যখন তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দিয়েছেন তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে ?

وَ-এবং ; مِنَ-মধ্যে ; الْمَعْزِ-(ال+معز)-ছাগলের ; اثْنَيْنِ-দুটো ; قُلْ-আপনি বলুন ; ءَ الذَّكَرَيْنِ-(ء+ال+ذكرين)-নর দুটো কি ; حَرَّمَ-তিনি হারাম করেছেন ; اَمِ-না-কি ; الْاُنْثَيَيْنِ-(ال+انثيين)-মাদী দুটো ; اَمَّا-অথবা যা ; اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ-ধারণ করেছে তা ; اَرْحَامُ-গর্ভ ; الْاُنْثَيَيْنِ-মাদী দুটোর ; نَبِّئُوْنِیْ-তোমরা আমাকে জানাও ; بِعِلْمٍ-জেনে শুনে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿١٤٤﴾ وَ-আর ; مِنَ-মধ্যে ; الْاِبِلِ-(ال+ابل)-উটের ; اثْنَيْنِ-দুটো ; وَ-ও ; مِنَ-মধ্যে ; الْبَقَرِ-(ال+بقر)-গরুর ; اثْنَيْنِ-দুটো ; قُلْ-আপনি বলুন ; ءَ الذَّكَرَيْنِ-নর দুটো কি ; حَرَّمَ-তিনি হারাম করেছেন ; اَمِ-অথবা ; الْاُنْثَيَيْنِ-মাদী দুটো ; اَمَّا-কিংবা যা ; اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ-ধারণ করেছে তা ; اَرْحَامُ-গর্ভ ; الْاُنْثَيَيْنِ-মাদী দুটোর ; اَمْ-অথবা ; كُنْتُمْ-তোমরা ছিলে ; شُهَدَاءَ-উপস্থিত ; اِذْ-যখন ; وَصّٰكُمُ-(وصى+كم)-তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِهٰذَا-এসব ;

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ

সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ সম্পর্কে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

কোনো প্রকার জ্ঞান ছাড়া ; নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

فَمَنْ -(ف+من)-সুতরাং কে ; أَظْلَمُ -অধিক যালিম ; مِمَّنِ -(من+من)-তার চেয়ে ; افْتَرَىٰ -রচনা করে ; عَلَى اللَّهِ -আল্লাহ সম্পর্কে ; كَذِبًا -মিথ্যা ; لِّيُضِلَّ -পথভ্রষ্ট করার জন্য ; النَّاسَ -মানুষকে ; بِغَيْرِ -ছাড়া ; عِلْمٍ -কোনো প্রকার জ্ঞান ; إِنَّ -নিশ্চয়ই; اللَّهَ -আল্লাহ ; لَا يَهْدِي -হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ -(ال+قوم)-সম্প্রদায়কে ; الظَّالِمِينَ -যালিম।

১২৬. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের ব্যাপারে যে বণ্টন-রীতি অনুসরণ করে আসছো, তার পক্ষে যথার্থ ও সুনিশ্চিত তথ্য ও জ্ঞান তোমাদের নিকট থেকে থাকে তা পেশ করো। তোমাদের পৈত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কার এবং আন্দাজ-অনুমান, দেশচল ইত্যাদি আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

১২৭. এখানে আরবের মুশরিকদের ধারণা-অনুমানজনিত কুসংস্কারকে তাদের সামনে ফুটিয়ে তোলার জন্য এ প্রশ্নগুলো বিস্তারিতভাবেই তাদের সামনে উথাপন করা হয়েছে। হালাল-হারামের ব্যাপারে তাদের মনগড়া বিধান বিবেকের বিচারেও গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন মাজীদের বিধান যেহেতু সার্বজনীন, তাই এখানে আরবের মুশরিকরা সম্বোধিত হলেও পানাহার সংক্রান্ত অযৌক্তিক বিধি-বিধান দুনিয়ার যেসব জাতির মধ্যেই রয়েছে, তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য।

১৭ রুকূ' (১৪১-১৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পৃথিবীর সর্বপ্রকার তরুলতা ও গাছপালার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

২. উদ্ভিদ জগতের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আল্লাহর কুদরতের অপার মহিমার সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে আল্লাহকে জানার ও চেনার প্রচেষ্টা চালানো।

৩. ফল-ফসলের উশর দেয়াও যাকাতের মতো ফরয। ক্ষেতে পানি সেঁচ দিতে না হলে উৎপাদিত ফল-ফসলের $\frac{১}{১০}$ আর সেঁচ দিতে হলে বিশ-দশমাংশ $\frac{১}{২০}$ অংশ উশর হিসেবে দিতে হবে।

৪. গবাদি পশুর সংখ্যাও নিসাব পরিমাণ হলে তার উপরও যাকাত ওয়াজিব।

৫. পানাহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত হালাল-হারামের বিধান মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিজের মনগড়া বিধান প্রয়োগের অধিকার কারো নেই।

৬. যারা আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় নিজেদের মনগড়া বিধানানুসারে চলে তারা যালিম।

৭. যালিমদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿١٤٥﴾ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ

১৪৫. আপনি বলুন—আমার প্রতি যে অহী পাঠানো হয়েছে তাতে আমি কোনো আহারকারী যা আহার করে তার জন্য কোনো হারাম খাদ্য পাই না ;

اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ

মৃত, প্রবহমান রক্ত বা শূকরের মাংস ছাড়া ; কেননা এটা নিশ্চিত অপবিত্র ;

اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ

অথবা যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করার কারণে অবৈধ ;[১২৮] অতপর যে নিরুপায় হয়ে পড়েছে অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে

فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ

তবে আপনার প্রতিপালক অবশ্যই অতীব ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু। ১৪৬. আর যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছে তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম সর্বপ্রকার নখরযুক্ত পশু

(১৪৫) قُلْ-আপনি বলুন ; لَآاَجِدُ-আমি পাই না ; فِىْ-তাতে ; مَآ-যে ; اُوْحِىَ-অহী পাঠানো হয়েছে ; اِلَىَّ-আমার প্রতি ; مُحَرَّمًا-কোনো হারাম খাদ্য ; عَلٰى-তার জন্য; طَاعِمٍ-কোনো আহারকারী ; يَّطْعَمُهٗٓ-(يطعم+ه)-যা আহার করে ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَنْ يَّكُوْنَ-হলে ; مَيْتَةً-মৃত ; اَوْ-অথবা ; دَمًا-রক্ত ; مَّسْفُوْحًا প্রবহমান ; اَوْ-অথবা; لَحْمَ-মাংস ; خِنْزِيْرٍ-শুকরের ; فَاِنَّهٗ-(ف+ان+ه)-কেননা এটা নিশ্চিত ; رِجْسٌ-অপবিত্র ; اَوْ-অথবা ; فِسْقًا-অবৈধ ; اُهِلَّ-যবেহ করা হয়েছে ; لِغَيْرِ-ছাড়া অন্যের নামে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; بِهٖ-কারণে তা ; فَمَنِ-(ف+من)-অতপর যে ; اضْطُرَّ-নিরুপায় হয়ে পড়েছে ; غَيْرَ-না হয়ে ; بَاغٍ-অবাধ্য ; وَ-এবং ; لَاعَادٍ-সীমালংঘন না করে ; فَاِنَّ-তবে অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; غَفُوْرٌ-অতীব ক্ষমাশীল; رَّحِيْمٌ-অত্যন্ত দয়ালু। (১৪৬) وَ-আর ; عَلَى-জন্য ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা ; هَادُوْا-ইয়াহুদী হয়ে গেছে ; حَرَّمْنَا-আমি হারাম করেছিলাম ; كُلَّ-সর্বপ্রকার ; ذِىْ ظُفُرٍ-নখরযুক্ত পশু ;

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا

এবং গরু ও ছাগলের মধ্যে এতদুভয়ের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে যে চর্বি এদের পৃষ্ঠে ধারণ করে

أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ

অথবা আঁতের সাথে বা হাঁড়ের সাথে মিলিত থাকে তা ছাড়া ; এটা আমি শাস্তি হিসেবে দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার জন্য ;[১২৯]

وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ (١٤٦) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ

এবং আমি নিশ্চিত সত্যবাদী। ১৪৭. অতপর যদি তারা আপনাকে মিথ্যা মনে করে, তাহলে বলে দিন—তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপক রহমতের মালিক ;

وَ-এবং ; مِنَ-মধ্যে ; الْبَقَرِ-গরু ; وَ-ও ; الْغَنَمِ-ছাগলের ; حَرَّمْنَا-আমি হারাম করেছিলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; شُحُوْمَهُمَا-(شحوم+هما)-এতদুভয়ের চর্বি ; الَّا-তবে তা ছাড়া ; مَا-যে চর্বি ; حَمَلَتْ-ধারণ করে ; ظُهُوْرُهُمَا-(ظهور+هما)-এদের পৃষ্ঠে ; اَوِ-অথবা ; الْحَوَايَا-(ال+حوايا)-আঁতের সাথে ; اَوْ-বা ; مَا-যা ; اخْتَلَطَ-মিলিত থাকে ; بِعَظْمٍ-(ب+عظم)-হাঁড়ের সাথে ; ذٰلِكَ-এটা ; جَزَيْنٰهُمْ-(جزينا+هم)-আমি শাস্তি হিসেবে দিয়েছিলাম তাদেরকে ; بِبَغْيِهِمْ-(ب+بغى+هم)-তাদের অবাধ্যতার জন্য ; وَ-এবং ; اِنَّا-আমি নিশ্চিত ; لَصٰدِقُوْنَ-সত্যবাদী। (১৪৬) فَاِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; كَذَّبُوْكَ-(كذبوا+ك)-তারা আপনাকে মিথ্যা মনে করে ; فَقُلْ-(ف+قل)-তাহলে বলে দিন ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; ذُوْ رَحْمَةٍ-(ذو+رحمة)-রহমতের মালিক ; وَاسِعَةٍ-সর্বব্যাপক ;

১২৮. চিরস্থায়ী হারামের এ বিধানটি ২য় সূরা আল বাকারার ১৭৩ আয়াতে এবং ১৬ সূরা আন নাহলের ১১৫ আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ফকীহগণ পশু-পাখির হালাল-হারামের ব্যাপারে যে মূলনীতি পেশ করেছেন তা-ই মুসলিম উম্মাহর জন্য গ্রহণীয়।

১২৯. কুরআন মাজীদ ও তাওরাতে হালাল-হারামের যেসব বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে উভয়ের মধ্যে মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ উভয় কিতাবের উৎস একই। আর এ মিল বা সামঞ্জস্য আছেও ; কিন্তু ইসরাঈলরা তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বেই নিজেদের অপসন্দের কারণে কিছু কিছু জিনিস নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের ফকীহগণও সেসব জিনিস হারাম হিসেবে গণ্য করে।

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

আর অপরাধী সম্প্রদায় থেকে তার শাস্তি রদ করা হয় না।[১৩০]

১৪৮. যারা শির্‌ক করেছে তারা শীঘ্রই বলবে—

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ

আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্‌ক করতাম না, আর না আমাদের বাপ-দাদারা (শির্‌ক করতো) এবং আমরা কোনো কিছু হারামও করতাম না ;[১৩১]

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ؕ قُلْ

এভাবেই তারাও মিথ্যা মনে করেছিল যারা ছিল তাদের পূর্বে, অবশেষে তারা স্বাদ গ্রহণ করেছিল আমার শাস্তির ; আপনি বলুন—

وَ-আর ; لَا يُرَدُّ-রদ করা হয় না ; بَأْسُهُ-(باس+ه)-তার শাস্তি ; عَنْ-থেকে ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-সম্প্রদায় ; الْمُجْرِمِيْنَ-(ال+مجرمين)-অপরাধী। ﴿١٤٨﴾ سَيَقُوْلُ-শীঘ্রই বলবে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; اَشْرَكُوْا-শির্‌ক করেছে ; لَوْ شَاءَ-(لو+شاء)-যদি চাইতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَا اَشْرَكْنَا-আমরা শির্‌ক করতাম না ; وَ-আর ; لَا-না ; اٰبَاؤُنَا-আমাদের বাপ-দাদারা ; وَ-এবং ; لَا حَرَّمْنَا-আমরা হারামও করতাম না ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছু ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; كَذَّبَ-মিথ্যা মনে করেছিল ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ছিল ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে ; حَتّٰى-অবশেষে ; ذَاقُوْا-স্বাদ গ্রহণ করেছিল ; بَأْسَنَا-আমার শাস্তির ; قُلْ-আপনি বলুন ;

এভাবে উভয় কিতাবের বিধানে পার্থক্য দেখা যায়। তাই হালাল-হারামের সঠিক বিধান একমাত্র কুরআন মাজীদেই পাওয়া যেতে পারে ; কেননা অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলো অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান নেই।

১৩০. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা তখনই অনুধাবন করতে পারবে, যখন তোমরা নিজেদের নাফরমানীর নীতি ও কাজ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর ইবাদাতের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। আর যদি তোমরা তোমাদের গৃহীত বিদ্রোহী নীতিমালার উপর অনড় থাকো তাহলে আল্লাহর গযব থেকে তোমাদেরকে কেউ-ই রক্ষা করতে পারবে না।

১৩১. সর্বযুগের অপরাধী লোকেরা তাদের অপরাধের স্বপক্ষে একই ভাষায় সাফাই পেশ করে। আর তাহলো—অপরাধ করার জন্য আল্লাহই তো আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন। তিনি না চাইলে তো আমরা এমন কাজ করতে পারতাম না ; সুতরাং এজন্য

هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۚ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ

তোমাদের নিকট কোনো যুক্তি-প্রমাণ আছে কি ? তাহলে তা পেশ করো আমাদের সামনে ; তোমরাতো ধারণা-অনুমানের পেছনে ছাড়া দৌড়াচ্ছো না,

وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ

আর তোমরাতো ধারণা-অনুমান ছাড়া বলছো না। ১৪৯. আপনি বলুন—পরিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণতো আল্লাহর নিকটই রয়েছে ;

فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ

তিনি যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।[১৩২] ১৫০. বলে দিন—তোমাদের সেই সাক্ষীদের নিয়ে এসো

هَلْ عِنْدَكُمْ-(هل+عند+كم)-তোমাদের নিকট আছে কি ? مِنْ عِلْمٍ-(من+علم)-কোনো যুক্তি-প্রমাণ ; فَتُخْرِجُوْهُ-(ف+تخرجوا+ه)-তাহলে তা পেশ করো ; لَنَا-আমাদের সামনে ; اِنْ تَتَّبِعُوْنَ-তোমরাতো পেছনে দৌড়াচ্ছো না ; اِلاَّ-ছাড়া ; الظَّنَّ-(ال+ظن)-ধারণা-অনুমান ; وَ-আর ; اِنْ اَنْتُمْ-তোমরাতো করছো না ; اِلاَّ-ছাড়া ; تَخْرُصُوْنَ-ধারণা-অনুমান করে বলা। (১৪৯) قُلْ-আপনি বলুন ; فَلِلّٰهِ-আল্লাহর নিকটই রয়েছে ; الْحُجَّةُ-(ال+حجة)-যুক্তি-প্রমাণতো ; الْبَالِغَةُ-(ال+بالغة)-পরিপূর্ণ ; فَلَوْ شَاءَ-(ف+لو+شاء)-তিনি যদি চাইতেন ; لَهَدٰىكُمْ-(لهد+كم)-তাহলে তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতেন ; اَجْمَعِيْنَ-সবাইকে। (১৫০) قُلْ-বলে দিন ; هَلُمَّ-নিয়ে এসো ; شُهَدَاءَكُمُ-(شهداء+كم)-সেই সাক্ষীদের ;

আমরা দায়ী নই, এজন্য আল্লাহও দায়ী। কারণ আমরা যা করছি তার বাইরে কিছু করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

১৩২. এখানে মুশরিকদের অজুহাতের জবাব দেয়া হয়েছে। মুশরিকরা চিরদিনই সত্যপথ গ্রহণে অস্বীকৃতির অজুহাত হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছাকে পেশ করেছে ; যার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, তোমরাও সেই একই অজুহাত পেশ করছো, যদিও এর পেছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই। তোমাদের সকল কথাই অনুমান নির্ভর। আল্লাহর ইচ্ছাতো মূলত এটাই যে, হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে তোমরা যে পথই গ্রহণ করে নেবে আল্লাহ সে পথটিই তোমাদের জন্য সহজ করে দেবেন। সুতরাং তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আল্লাহর এমন ইচ্ছার আওতাধীনে

الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ

যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ নিশ্চিত এসব হারাম করেছেন, অতপর তারা সাক্ষ্য দিলেও আপনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না[১৩৩]

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

এবং আপনি এমন লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা মনে করে, আর যারা ঈমান রাখে না

بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

আখিরাতে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

اَلَّذِيْنَ -যারা ; يَشْهَدُوْنَ -সাক্ষ্য দেবে যে ; اَنَّ নিশ্চিত ; اللّٰهَ -আল্লাহ ; حَرَّمَ -হারাম করেছেন ; هٰذَا -এসব ; فَاِنْ شَهِدُوْا -(ف+ان+شهدوا)-তারা সাক্ষ্য দিলেও ; فَلَا تَشْهَدْ -আপনি সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না ; مَعَهُمْ -(مع+هم)-তাদের ; وَ-এবং ; لَاتَتَّبِعْ-আপনি অনুসরণ করবেন না ; اَهْوَآءَ-খেয়াল-খুশীর ; اَلَّذِيْنَ-এমন লোকদের যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা মনে করে ; بِاٰيٰتِنَا-আমার নিদর্শনাবলীকে ; وَ-আর ; اَلَّذِيْنَ -যারা ; لَايُؤْمِنُوْنَ -ঈমান রাখে না ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতে ; وَ-এবং ; هُمْ -তারা ; بِرَبِّهِمْ-(ب+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ; يَعْدِلُوْنَ -সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

যদি শির্‌ক করে ও পবিত্র জিনিসকে হারাম করে নিয়ে থাকো তার জন্য তোমরা দায়ী হবে না এমন তো হতে পারে না। কারণ পথটি তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছো। তবে তোমরা এমন বলতে পারতে যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের মতো জন্মগতভাবে আমাদেরকে সত্যানুসারী বানালে আমরাতো আর শির্‌ক ও পাপকাজ করতেই পারতাম না ; কিন্তু মানুষের ব্যাপারে এরূপ করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তাই যদি হতো তাহলে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেয়া কিসের ভিত্তিতে করা হতো ; অতএব তোমরা নিজেরা যে পথটি নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছো, আল্লাহ তোমাদেরকে তাতেই ফেলে রাখবেন।

১৩৩. অর্থাৎ তাদের নিকট সাক্ষ্য এজন্য চাওয়া হচ্ছে না যে, তাঁরা সাক্ষ্য দিলেই আপনি তা মেনে নেবেন ; বরং তাদের নিকট সাক্ষ্য এজন্য চাওয়া হচ্ছে যে, তাদের নিকট এমন কোনো প্রমাণ আছে কিনা যে, তাদের অনুসৃত বিধি-নিষেধগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তখন তারা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং যখন দেখবে এ

বিধি-নিষেধগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না তখন তারা এসব বর্জন করবে। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়ও তবে তা অবশ্যই মিথ্যা হতে বাধ্য; কারণ তাদের এসব বিধি-নিষেধের পক্ষে কোনো প্রমাণই নেই। অতএব আপনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন না।

১৮ রুকূ' (১৪৫-১৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া প্রথাকে মেনে চলা যাবে না।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া হারাম।

৩. অন্য কোনো খাদ্য পাওয়া না গেলে জীবন রক্ষা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাওয়া বৈধ।

৪. আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা তখনই অনুধাবন করা যাবে যখন আল্লাহর নাফরমানী ত্যাগ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে চলা শুরু হবে।

৫. আল্লাহর আইনের বিরোধীতায় অটল থেকে তাঁর রহমততো পাওয়া যাবেই না, অধিকন্তু তাঁর শাস্তি থেকেও বাঁচা যাবে না।

৬. কুফরী ও শিরক করে সেটাকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে মনে করা জঘন্য গুনাহ এবং সে জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

৮. হালাল-হারামের ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের অনুসরণ করা পথভ্রষ্টতা। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স) আনীত বিধানই অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে তাওরাত ও ইনজীলের বিধান বাতিল।

৯. কুরআন মাজীদের বিধানের পরিবর্তে যারা বর্তমানে তাওরাত ও ইনজীলের বিধানকে সঠিক মনে করবে, তারা পথভ্রষ্ট।

১০. ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের অনুসৃত বিধানাবলী ভ্রান্ত। এসব বিধান তাদের মনগড়া ও নিজেদের বানানো।

১১. কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ ও অবিকৃত আল্লাহর কিতাব এবং এর হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন সেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য এ বিধান-ই প্রযোজ্য।

১২. হালাল-হারামের ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বিধানই চূড়ান্ত।

১৩. যারা কুরআন মাজীদের বিধানকে সঠিক বলে না মানবে এবং যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করবে তারা মুশরিক।

১৪. ইহকাল ও পরকাল উভয় ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বিধানকে অকাট্য ও নির্ভুল মনে করা—ঈমানের দাবী।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿١٥١﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

১৫১. আপনি বলুন—এসো আমি পাঠ করি তা যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন,[১৩৪] তাহলো তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না[১৩৫]

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ

এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে ;[১৩৬] আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করবে না,

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

আমিই তোমাদেরকে রিয্ক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও ; আর তোমরা অশ্লীলতার নিকটেও যেও না তা প্রকাশ্য হোক

(١٥١) قُلْ-আপনি বলুন ; تَعَالَوْا-এসো ; اَتْلُ-আমি পাঠ করি ; مَا-তা যা ; حَرَّمَ-হারাম করেছেন ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের জন্য; اَلَّا تُشْرِكُوا-তাহলো তোমরা শরীক করবে না ; بِهِ-তার সাথে ; شَيْئًا-কোনো কিছুকে ; وَ-এবং ; بِالْوَالِدَيْنِ-(ب+ال+والدين)-মাতাপিতার সাথে ; اِحْسَانًا-সদ্ব্যবহার করবে ; وَ-আর ; لَاتَقْتُلُوا-তোমরা হত্যা করবে না ; اَوْلَادَكُمْ-(اولاد+كم)-নিজেদের সন্তানদেরকে ; مِنْ اِمْلَاقٍ-দারিদ্র্যের কারণে ; نَحْنُ-আমিই ; نَرْزُقُكُمْ-(نرزق+كم)-তোমাদেরকে রিয্ক দিয়ে থাকি ; وَ-এবং ; اِيَّاهُمْ-তাদেরকেও ; وَ-আর ; لَاتَقْرَبُوا-তোমরা নিকটেও যেও না ; الْفَوَاحِشَ-(ال+فواحش)-অশ্লীলতার ; مَا ظَهَرَ مِنْهَا-(ما+ظهر+من+ها)-তা প্রকাশ্য হোক ;

১৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন এবং যেসব বিধি-নিষেধ সার্বজনীন সেগুলোই হচ্ছে মানব জীবনকে সুন্দর ও সুসংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয়। তোমরা যেসব বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছো সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত নয়।

১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর ক্ষমতা-ইখতিয়ার অথবা তাঁর অধিকারের কোনো ক্ষেত্রে কাউকে তোমরা অংশীদার করো না।

وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

আর গোপন হোক ;[১৩৭] আর আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) নিষিদ্ধ করেছেন এমন কোনো ব্যক্তিকে আইনসঙ্গত কারণে ছাড়া তোমরা হত্যা করো না ;[১৩৮]

ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

তিনি তোমাদের এসব নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বোধশক্তি সম্পন্ন হবে। ১৫২. আর ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না

وَ-আর ; مَا بَطَنَ-গোপন হোক ; وَ-আর ; لَا تَقْتُلُوا-তোমরা হত্যা করো না ; النَّفْسَ-(ال+نفس)-এমন কোনো ব্যক্তিকে ; الَّتِي-যাকে ; حَرَّمَ-নিষিদ্ধ করেছেন (হত্যা করা) ; إِلَّا-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-আইনসঙ্গত কারণে ; ذَٰلِكُمْ-এসব ; وَصَّاكُمْ بِهِ-(وصى+كم)-তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَعْقِلُونَ-বোধশক্তি সম্পন্ন হবে। (১৫২) وَ-আর ; لَا تَقْرَبُوا-তোমরা কাছেও যেও না ; مَالَ-সম্পদের ; الْيَتِيمِ-(ال+يتيم)-ইয়াতীমের ;

১৩৬. কুরআন মাজীদে যেসব স্থানে আল্লাহর ইবাদাত করার কথা বলা হয়েছে তার প্রায় সকল স্থানেই মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব স্থানে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দানের পরপরই মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর পরে বান্দাহর অধিকারের মধ্যে মানুষের উপর তার মাতাপিতার অধিকার সর্বাগ্রে।

১৩৭. মন্দকাজ হিসেবে সর্বজন বিদিত কাজকে কুরআন মাজীদে 'ফাহেশা' কাজ হিসেবে গণ্য করেছে। ব্যভিচার সমকাম, নগ্নতা, মিথ্যা দোষারোপ এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা ইত্যাদি কাজকে 'ফাহেশা' কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হাদীসে এর সাথে চুরি, মদ পান, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কাজকেও ফাহেশা কাজ বলে উল্লেখ করেছে।

১৩৮. মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার প্রাণকে আল্লাহ হারাম ও মর্যাদার পাত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। কোনো আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া মানুষের প্রাণ হরণকে আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আইনসঙ্গত কারণ দ্বারা কুরআন মাজীদ নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থাকে বুঝিয়েছেন—(১) কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে জেনেবুঝে হত্যা করলে এবং হত্যাকারীর উপর কিসাস বা রক্তপণ ওয়াজিব হলে। (২) আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালে এবং তার সাথে যুদ্ধ করার বিকল্প না থাকলে। (৩) দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে ফাসাদ তথা বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে বা ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংসের পক্ষে কাজ করলে।

إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ

কোনো উত্তম ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য ছাড়া, যতক্ষণ না সে সাবালকত্বে পৌঁছে ;[১৩৯]
আর তোমরা পুরোপুরি দেবে পরিমাপ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ

ও ওযন ন্যায়সঙ্গতভাবে ; আমি কাউকে তার সামর্থের বাইরে বোঝা
চাপাই না ;[১৪০] আর যখন তোমরা কথা বলবে

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ

ন্যায়নীতি বজায় রাখবে যদিও সে তোমার নিকটাত্মীয় হয় ;
আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে ;[১৪১] এসব

الا -ছাড়া ; بِالَّتِى-কোনো ব্যবস্থা করা ; هِىَ-যা ; اَحْسَنُ-উত্তম ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَبْلُغَ -সে পৌঁছে ; اَشُدَّهُ-সাবালকত্বে ; وَ -আর ; اَوْفُوا- তোমরা পুরোপুরি দেবে ; الْكَيْلَ-পরিমাপ ; وَ-ও ; الْمِيزَانَ-(ال+ميزان)-ওজন ; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)- ন্যায়সঙ্গতভাবে ; لَانُكَلِّفُ-আমি বোঝা চাপাই না ; نَفْسًا-কাউকে ; الا وُسْعَهَا-(الا+ (وسع+ها)-তার সামর্থের বাইরে ; وَ-আর ; اِذَا -যখন ; قُلْتُمْ-তোমরা কথা বলবে ; فَاعْدِلُوا -(ف+اعدلوا)-তখন ন্যায়নীতি বজায় রাখবে ; وَلَوْ-যদিও ; كَانَ -সে হয় ; ذَاقُرْبٰى-নিকটাত্মীয় ; وَ -আর ; بِعَهْدِ اللّٰهِ -(ب+عهد+الله)-আল্লাহর কৃত অঙ্গীকার ; اَوْفُوا -পূর্ণ করবে ; ذٰلِكُمْ -এসব ;

হাদীসের মাধ্যমেও কোনো প্রাণ হত্যার দুটো আইনসঙ্গত কারণ জানা যায়—(১) কোনো ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা বা ব্যভিচার করলে। (২) কোনো ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে 'মুরতাদ' হয়ে গেলে।

উল্লেখিত পাঁচটি কারণ ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করা তথা কোনো মানুষের প্রাণ হরণ করা বৈধ নয়। সে মু'মিন, যিম্মি বা কাফির যে-ই হোক না কেন।

১৩৯. অর্থাৎ যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ইয়াতীমের প্রতি নিঃস্বার্থতা সৎ উদ্দেশ্য, সদিচ্ছা ও তার কল্যাণকামিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যেন সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের আপত্তি উত্থাপনের কোনো সুযোগই না থাকে।

১৪০. সামর্থের বাইরে দায়িত্বের বোঝা না চাপানো আল্লাহর শরীআতের স্থায়ী রীতি। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হলো—যে বা যারা নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে ওযন ও পরিমাপে এবং লেন-দেনের মধ্যে সততা ও ইনসাফ বজায় রাখবে, সে নিজের

وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا

নির্দেশ তিনি এজন্য দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।
১৫৩. আর আমার এ পথই নিশ্চিত সরল-সঠিক

فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ

অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো ; আর তোমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে ;[১৪২] এসব

وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا

নির্দেশ তিনি এজন্য তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা সতর্ক হবে।
১৫৪. অতপর আমি মূসাকে পরিপূর্ণ কিতাব দিয়েছিলাম

وَصّٰكُمْ بِهٖ-নির্দেশ তোমাদেরকে এজন্য দিয়েছেন ; لَعَلَّكُمْ- সম্ভবত তোমরা ; تَذَكَّرُوْنَ-উপদেশ গ্রহণ করবে। ﴿١٥٣﴾ وَ- আর ; اَنَّ -নিশ্চিত; هٰذَا-এ ; صِرَاطِيْ -(صراط+ى)- আমার পথ ; مُسْتَقِيْمًا- সরল-সঠিক ; فَاتَّبِعُوْهُ-(ف+اتبعوا+ه)-অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো ; وَ- আর ; لَا تَتَّبِعُوْا-তোমরা অনুসরণ করো না ; السُّبُلَ-(ال+سبل)-বিভিন্ন পথ ; فَتَفَرَّقَ-(ف+تفرق)-তাহলে তা বিচ্যুত করে দেবে ; بِكُمْ-তোমাদেরকে; عَنْ -থেকে ; سَبِيْلِهٖ -(سبيل+ه)-তাঁর পথ ; ذٰلِكُمْ-এসব ; وَصّٰكُمْ بِهٖ-নির্দেশ তোমাদেরকে এজন্য দিয়েছেন ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَتَّقُوْنَ- তোমরা সতর্ক হবে। ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ- অতপর ; اٰتَيْنَا -আমি দিয়েছিলাম ; مُوْسٰى-মূসাকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; تَمَامًا -পরিপূর্ণ ;

দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৪১. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার দ্বারা সেই অঙ্গীকারও হতে পারে যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। তখন সব মানুষকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন—'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তখন সবাই সমস্বরে জবাব দিয়েছিল—'হাঁ, নিসন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক'। এ অঙ্গীকারের দাবী হলো–প্রতিপালকের কোনো নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন তা করা যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। মোটকথা তাঁর আদেশ-নিষেধের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে।

عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً

তাদের জন্য যারা সৎকর্ম করে—এবং (তা) সকল কিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত সম্বলিত

لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

সম্ভবত তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে বিশ্বাসস্থাপন করবে।

عَلَى الَّذِيْٓ-তাদের জন্য যারা ; اَحْسَنَ-সৎকর্ম করে ; وَ-এবং ; تَفْصِيْلًا-(তা ছিল) বিশদ বিবরণ সম্বলিত ; لِّكُلِّ شَيْءٍ-সকল কিছুর ; وَّهُدًى-ও হিদায়াত ; وَّرَحْمَةً-এবং রহমত ; لَّعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ; بِلِقَآءِ-(ب+لقاء)-সাক্ষাত সম্পর্কে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; يُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাসস্থাপন করবে।

আল্লাহর অঙ্গীকার দ্বারা নযর-মান্নতও হতে পারে। আবার মানুষে মানুষে পরস্পরের মধ্যে কৃত অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত।

১৪২. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের দাবী হলো মানুষ তার প্রতিপালকের দেখানো পথে চলবে। এ দাবী পূরণ না করা মানুষের পক্ষ থেকে সে অঙ্গিকারের প্রথম বিরুদ্ধাচারণ বলে পরিগণিত হবে। আর এর ফলে মানুষ দু প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হবে—(১) অন্য পথ অবলম্বন করার কারণে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিলাভের পথ থেকে সে অনিবার্যভাবে সরে যায়। (২) সরল-সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার ফলে অসংখ্য সরু পথ তার সামনে এসে পড়ে। মানুষ তখন দিকভ্রান্ত হয়ে সেসব ভ্রান্ত পথে চলতে শুরু করে। এখানে তা-ই বলা হয়েছে যে, তোমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।'

১৪৩. 'প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে বিশ্বাসস্থাপন' করার অর্থ হলো–আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে দায়িত্বপূর্ণ জীবন-যাপন করা। অর্থাৎ বনী ইসরাঈল এ কিতাবের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার ফলে তাদের মধ্যে দীনের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। আর সাধারণ মানুষও এ কিতাবের শিক্ষা পেয়ে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, আখেরাত অস্বীকার করার ফলে যে জীবন গঠিত হয়, তার চেয়ে আখেরাত বিশ্বাসের ফলে সৃষ্ট জীবন অনেক উত্তম। আর এভাবে তার অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ তাকে কুফরী থেকে ঈমানের দিকে নিয়ে যাবে।

১৯ রুকূ' (১৫১-১৫৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আনীত জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

২. ইসলাম যেটাকে হালাল বলেছে তা হালাল এবং যেটাকে হারাম বলেছে তা হারাম মনে করতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে হালাল-হারামের ফতোয়া জারী করা যাবে না।

৩. অত্র রুকূতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয়—

(১) ইবাদাত ও আনুগত্যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা হারাম। (২) মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা হারাম, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা হারাম, (৪) অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে করা হারাম। (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম। (৬) ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করা। (৭) ওজন ও মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফায়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা, (৯) আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ না করা। (১০) আল্লাহ তাআলার সরল-সঠিক পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা।

৪. তাওরাতেও মূসা (আ)-এর প্রতি এ দশটি বিষয় নাযিল হয়েছিল ; কিন্তু ইয়াহুদীরা এসব পরিবর্তন করে ফেলেছে।

৫. আদম (আ) থেকে নিয়ে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবীর শরীআতেই এ বিধানগুলো ছিল। এগুলো কখনো কোনো শরীআতে মানসূখ হয়নি।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২০
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১১

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٥٥

১৫৫. আর এটা এমন কিতাব যা আমি নাযিল করেছি—অত্যন্ত বরকতময়, অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, সম্ভবত তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

١٥٦ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪

১৫৬. (এজন্য) তোমরা বলে না বসো যে, কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দু দলের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল[১৪৪]

وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝١٥٦ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا

এবং আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে অবশ্যই গাফিল ছিলাম। ১৫৭. অথবা তোমরা বলে বসবে যে, যদি আমাদের প্রতি নাযিল করা হতো

الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

কিতাব, তাদের চেয়ে আমরা অবশ্যই অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম ; অতএব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিসন্দেহে এসে পৌঁছেছে

(১৫৫) وَ-আর ; هٰذَا-এটা ; كِتٰبٌ-এমন কিতাব ; اَنْزَلْنٰهُ-যা আমি নাযিল করেছি ; مُبٰرَكٌ-অত্যন্ত বরকতময় ; فَاتَّبِعُوْهُ-অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো ; وَ-এবং ; اتَّقُوْا-তাকওয়া অবলম্বন করো ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমাদের প্রতি ; تُرْحَمُوْنَ-দয়া করা হবে। (১৫৬) اَنْ تَقُوْلُوْٓا-তোমরা যেন বলে না বসো যে ; اِنَّمَآ اُنْزِلَ-অবশ্যই নাযিল করা হয়েছিল ; الْكِتٰبُ-কিতাবতো ; عَلٰى-প্রতি ; طَآئِفَتَيْنِ-দু'দলের ; مِنْ قَبْلِنَا-আমাদের পূর্ববর্তী ; وَ-এবং ; اِنْ كُنَّا-আমরা ছিলাম ; عَنْ-সম্পর্কে ; دِرَاسَتِهِمْ-তাদের পঠন-পাঠন ; لَغٰفِلِيْنَ-অবশ্যই গাফিল। (১৫৭) اَوْ-অথবা ; تَقُوْلُوْا-তোমরা বলে বসবে যে ; لَوْ-যদি ; اَنَّآ-নিশ্চিত ; اُنْزِلَ-নাযিল করা হতো ; عَلَيْنَا-আমাদের প্রতি ; الْكِتٰبُ-কিতাব ; لَكُنَّآ-অবশ্যই আমরা হতাম ; اَهْدٰى-অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত ; مِنْهُمْ-তাদের চেয়ে ; فَقَدْ جَآءَكُمْ-অতএব তোমাদের নিকট নিসন্দেহে এসে পৌঁছেছে ; بَيِّنَةٌ-সুস্পষ্ট প্রমাণ ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের ;

وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ

এবং (পৌঁছেছে) হেদায়াত ও রহমত ; সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে, যে অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াতকে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তা থেকে ;[১৪৫]

سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ

যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আমি শীঘ্রই নিকৃষ্ট শাস্তি দেবো

بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ

কেননা তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (সত্য থেকে)। ১৫৮. তারা শুধু এটার জন্যই কি অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট আসবে

الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ

ফেরেশতাগণ অথবা আপনার প্রতিপালক আসবেন কিংবা আসবে আপনার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন[১৪৬]

وَ -এবং ; هُدًى -হিদায়াত ; وَّ -ও ; رَحْمَةٌ -রহমত ; فَمَنْ -(ف+من)-সুতরাং কে হতে পারে ; اَظْلَمُ -অধিক যালিম ; مِمَّنْ -তার চেয়ে যে ; كَذَّبَ -অস্বীকার করে ; بِاٰيٰتِ -আয়াতকে ; اللّٰهِ -আল্লাহর ; وَ -এবং ; صَدَفَ -মুখ ফিরিয়ে নেয় ; عَنْهَا -(عن+ها)-তা থেকে ; سَنَجْزِى -শীঘ্রই আমি বদলা দেবো ; الَّذِيْنَ -তাদেরকে যারা ; يَصْدِفُوْنَ -মুখ ফিরিয়ে নেয় ; عَنْ -থেকে ; اٰيٰتِنَا -আমার নিদর্শনাবলী ; سُوْٓءَ -নিকৃষ্ট ; الْعَذَابِ -শাস্তি ; بِمَا -কেননা ; كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ -তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ﴿١٥٨﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ -তারা কি শুধু অপেক্ষা করছে ; اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ -(الا+ان ياتى+هم)-যে, তাদের নিকট আসবে ; الْمَلٰٓئِكَةُ -ফেরেশতাগণ ; اَوْ -অথবা ; يَاْتِىَ -আসবেন ; رَبُّكَ -(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; اَوْ -কিংবা ; يَاْتِىَ -আসবে ; بَعْضُ -কোনো ; اٰيٰتِ -নিদর্শন ; رَبِّكَ -আপনার প্রতিপালকের ;

১৪৪. পূববর্তী দু'দল দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

১৪৫. 'আয়াত' দ্বারা কুরআনের বাণী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যক্তিত্ব, মু'মিনদের পবিত্র জীবনে প্রতিফলিত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং দীনী দাওয়াতের সমর্থনে কুরআন মাজীদে বিশ্বজাহানের যে নিদর্শনাবলী পেশ করা হয়েছে এসব কিছুই বুঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا

যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন এসে পড়বে (সেদিন) এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো কাজে আসবে না

لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ

যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা তার ঈমানের মাধ্যমে কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি ;[১৪৭]

قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝١٥٨ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ

আপনি বলে দিন—তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। ১৫৯. নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে রেখেছে এবং

كَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ

বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের কোনো ব্যাপারে আপনি সংশ্লিষ্ট নন,[১৪৮] তাদের বিষয়তো আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত

يَوْمَ-যেদিন ; يَأْتِيْ-এসে পড়বে ; بَعْضُ-কোনো ; اٰيٰتِ-নিদর্শন ; رَبِّكَ -আপনার প্রতিপালকের ; لَايَنْفَعُ-কোনো কাজে আসবে না ; نَفْسًا-এমন ব্যক্তির ; اِيْمَانُهَا-তার ঈমান ; لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ-যে ঈমান আনেনি ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; اَوْ-কিংবা ; كَسَبَتْ-অর্জন করেনি ; فِيْٓ اِيْمَانِهَا-(فى+ايمان+ها)-তার ঈমানের মাধ্যমে ; خَيْرًا-কোনো কল্যাণ; قُلْ -আপনি বলুন ; انْتَظِرُوْٓا-তোমরা অপেক্ষা করো ; اِنَّا-আমরাও ; مُنْتَظِرُوْنَ-অপেক্ষায় রইলাম।১৫৯ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; فَرَّقُوْا-টুকরো টুকরো করে রেখেছে ; دِيْنَهُمْ-(دين+هم)-তাদের দীনকে ; وَ-এবং ; كَانُوْا شِيَعًا-বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ; لَسْتَ-আপনি সংশ্লিষ্ট নন ; مِنْهُمْ-তাদের ; فِيْ ; شَيْءٍ-কোনো ব্যাপারে ; اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ-(انما+امر+هم)-তাদের বিষয়তো ; اِلَى اللّٰهِ-(الى+الله)-আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত ;

১৪৬. এখানে 'আয়াত' বা নিদর্শন দ্বারা কিয়ামতের নিদর্শন বা আযাব অথবা এমন কোনো নিদর্শন বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের উপর থেকে সকল আবরণ উঠে যাবে, যার ফলে আর কোনো পরীক্ষার প্রয়োজনই থাকবে না।

১৪৭. প্রকৃত সত্য যতক্ষণ পর্দার অন্তরালে থাকবে ততক্ষণই ঈমান ও আনুগত্যের

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ

অতপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা যা করতো সে সম্পর্কে। ১৬০. যে একটি নেককাজ নিয়ে আসবে, তার জন্য থাকবে

عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ

তার অনুরূপ দশটি ; আর যে একটি বদকাজ নিয়ে আসবে তার অনুরূপ একটি ছাড়া তাকে প্রতিদান দেয়া হবে না এবং তাদের প্রতি

لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

যুল্‌ম করা হবে না। ১৬১. আপনি বলুন—নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন ;

ثُمَّ -অতপর ; يُنَبِّئُهُمْ -(ينبئ+هم)-তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا -সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَفْعَلُونَ - তারা করতো। ﴿١٦٠﴾ مَنْ -যে ; جَاءَ -আসবে ; بِالْحَسَنَةِ -(ب+ال+حسنة)-একটি নেক কাজ নিয়ে ; فَلَهُ -তার জন্য থাকবে ; عَشْرُ -দশটি ; أَمْثَالِهَا -তার অনুরূপ ; وَ -আর ; مَنْ -যে ; جَاءَ -আসবে ; بِالسَّيِّئَةِ -(ب+ال+سيئة)-একটি বদকাজ নিয়ে ; فَلَا يُجْزَىٰ -তাকে প্রতিদান দেয়া হবে না ; إِلَّا -ছাড়া ; مِثْلَهَا -তার অনুরূপ একটি ; وَ -এবং ; هُمْ -তাদের প্রতি ; لَا يُظْلَمُونَ -যুল্‌ম করা হবে না। ﴿١٦١﴾ قُلْ -আপনি বলুন ; إِنَّنِي -(ان+نى)-নিশ্চয়ই আমাকে ; هَدَانِي -পরিচালিত করেছেন ; رَبِّي -(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; إِلَىٰ صِرَاطٍ -পথে ; مُسْتَقِيمٍ -সরল-সঠিক ;

মূল্য ও মর্যাদা থাকবে। আর যখন সত্যের উপর থেকে পর্দা সরে যাবে তখন ঈমান আনাটা হবে অর্থহীন। সত্য দেখে যদি কোনো কাফির তাওবা করে ঈমান আনে এবং মু'মিনের জীবনযাপন শুরু করে দেয় তাহলে তাও অর্থহীন হবে।

১৪৮. এখানে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করলেও তাঁর মাধ্যমে সত্য দীনের সকল অনুসারীকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার এ বক্তব্যের সারমর্ম–সত্য দীন হলো আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়া ; তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে কাউকে শরীক না করা ; আখিরাতে জবাবদিহির কথা স্মরণে রেখে তাতে ঈমান আনা ; আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যেসব মূলনীতি পেশ করেছেন সে অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলা। এগুলোই সত্য দীন হিসেবে চিরকাল বিবেচিত হয়ে আসছে এবং এখনো বিবেচিত হচ্ছে।

دِيۡنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبۡرٰهِيۡمَ حَنِيۡفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ○

(তা-ই হচ্ছে) সুদৃঢ় জীবনব্যবস্থা—একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত,[১৪৯] আর তিনি মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না।

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِىۡ وَنُسُكِىۡ وَمَحۡيَاىَ وَمَمَاتِىۡ لِلّٰهِ ﴿١٦٢﴾

১৬২. আপনি বলুন—'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সার্বিক ইবাদাত,[১৫০] আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্যই

رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرۡتُ وَاَنَا اَوَّلُ ﴿١٦٣﴾

যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ১৬৩. তাঁর কোনো অংশীদার নেই ; আর এর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম

دِيۡنًا -(তা-ই হচ্ছে) জীবন ব্যবস্থা ; قِيَمًا-সুদৃঢ় ; مِلَّةَ-মিল্লাত ; اِبۡرٰهِيۡمَ-ইবরাহীমের ; حَنِيۡفًا- একনিষ্ঠ ; وَ -আর ; مَا كَانَ-তিনি ছিলেন না ; مِنَ -মধ্যে শামিল ; الۡمُشۡرِكِيۡنَ -মুশরিকদের। ﴿١٦٢﴾ قُلۡ -আপনি বলুন ; اِنَّ -নিশ্চয়ই ; صَلَاتِىۡ-(صلاة+ى)- আমার নামায ; وَ-এবং ; نُسُكِىۡ-(نسك+ى)-আমার সার্বিক ইবাদাত ; وَ-ও ; مَحۡيَاىَ-(محيا+ى)-আমার জীবন ; وَ-ও ; مَمَاتِىۡ-(مماة+ى)-আমার মৃত্যু ; لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্যই ; رَبِّ -যিনি প্রতিপালক ; الۡعٰلَمِيۡنَ -সমগ্র জগতের। ﴿١٦٣﴾ لَاشَرِيۡكَ - কোনো অংশীদার নেই ; لَهٗ -তার ; وَ -আর ; بِذٰلِكَ -এজন্যই ; اُمِرۡتُ -আমি আদিষ্ট হয়েছি ; وَ -এবং ; اَنَا -আমিই ; اَوَّلُ -প্রথম ;

তবে কিছু কিছু লোক তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার সাহায্যে এবং নিজেদের ইচ্ছা-লালসার কারণে দীনকে বিকৃত করে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছে। দীনের মধ্যে মনগড়া বিদআত প্রবেশ করিয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করে ফেলেছে। দীনের মধ্যে নতুন নতুন কথা মিশিয়ে দিয়ে একমাত্র দীনকে বিভক্ত করে রেখেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মীয় ফিরকা ও সম্প্রদায়। সৃষ্টি হয়েছে এভাবে মানব সমাজে কলহ-বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘর্ষ। সুতরাং আসল দীনের অনুসারী এবং এ পথের 'দায়ী' তথা আহ্বানকারীদেরকে অবশ্যই এসব সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও রেষারেষী থেকে নিজেদেরকেও আলাদা করে নিতে হবে।

১৪৯. ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা তাদের ধর্মকে যথাক্রমে মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর আনীত ধর্ম বলে বিশ্বাস করে অথচ ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ তাঁদের আনীত ছিল না। উভয় দলই ইবরাহীম (আ)-কে সত্যানুসারী বলে স্বীকারও করতো এবং মুশরিকরাও

الْمُسْلِمِيْنَ ⑯ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۭ

মুসলিম। ১৬৪. আপনি বলুন—'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক খুঁজে ফিরবো, অথচ তিনিইতো সবকিছুর প্রতিপালক,[১৫১]

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ

আর প্রত্যেক ব্যক্তি এমন উপার্জন করে না যা তার উপর বর্তায় না এবং কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না ;[১৫২]

ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

অবশেষে তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, তারপর তিনি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।

⑯ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

১৬৫. আর তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তোমাদের কতককে উন্নত করেছেন কতকের উপর

الْمُسْلِمِيْنَ-মুসলিমদের মধ্যে। (১৬৪) قُلْ-আপনি বলুন ; اَغَيْرَ-ছাড়া অন্য কোনো ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; اَبْغِيْ-খুঁজে ফিরবো ; رَبًّا-প্রতিপালক ; وَ-অথচ ; هُوَ-তিনিইতো ; رَبُّ-প্রতিপালক ; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর ; وَ-আর ; لَاتَكْسِبُ-উপার্জন করে না ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; اِلاَّ عَلَيْهَا-যা তার উপর বর্তায় না ; وَ-এবং ; لَاتَزِرُ-কেউ বহন করে না ; وَازِرَةٌ-কোনো বোঝা ; وِزْرَ اُخْرٰى-(وزر+اخرى)-অন্যের বোঝা ; ثُمَّ-অবশেষে ; اِلٰى-নিকটই ; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের ; مَّرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ; فَيُنَبِّئُكُمْ-(ف+ينبئ+كم)-তারপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে ; كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-(كنتم+فى+ه+تختلفون)-যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে। (১৬৫) وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِيْ-যিনি ; جَعَلَكُمْ-(جعل+كم)-তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছেন ; خَلٰٓئِفَ-প্রতিনিধি ; الْاَرْضِ-পৃথিবীর ; وَ-এবং ; رَفَعَ-উন্নত করেছেন ; بَعْضَكُمْ-(بعض+كم)-তোমরা কতককে ; فَوْقَ-উপর ; بَعْضٍ-কতকের ;

তাঁকে সত্যপন্থী বলে স্বীকার করতো এবং নিজেদেরকে তাঁর দীনের অনুসারী বলে দাবী করতো ; তাই আল্লাহ সত্যদীন ইবরাহীম (আ)-এর দীনকেই উল্লেখ করেছেন। মিল্লাতে মূসা ও মিল্লাতে ঈসা বলেননি।

دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ڮ

মর্যাদায়,[১৫৩] যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন তাতে, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক শাস্তি দানে অত্যন্ত তৎপর ;

وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

আর নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

دَرَجٰتٍ-মর্যাদায় ; لِّيَبْلُوَكُمْ-(ليبلو+كم)-যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন ; فِيْ-তাতে ; مَآ-যা ; اٰتٰكُمْ-(اتى+كم)-তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; سَرِيْعُ-অত্যন্ত তৎপর ; الْعِقَابِ-শাস্তিদানে ; وَ-আর ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; لَغَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু।

১৫০. 'নুসুক' শব্দের অর্থ 'কুরবানী'-ও হতে পারে। আর ইবাদাতের বিভিন্ন প্রকার অবস্থাও হতে পারে।

১৫১. অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের সব কিছুরই প্রতিপালক আল্লাহ। আমি নিজে সেই নিখিল সৃষ্টিজগতের অংশ হিসেবে আমার অস্তিত্বের প্রতিপালকও আল্লাহ। তাহলে আমার চেতনা ও সীমিত ইচ্ছা-ক্ষমতার অধীনে সামান্য জীবনের জন্য অন্য একজন প্রতিপালক খুঁজে নেবো—এটা কি যুক্তি-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে। আমি মূর্খতাসুলভ কাজ করতে পারি, না-পারি না সমগ্র সৃষ্টিজগতের বিরুদ্ধাচারণ করতে।

১৫২. অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজের কাজের জন্য দায়ী। কারো কাজের দায়িত্ব অন্য কারো উপর চাপানো হবে না।

১৫৩. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। সৃষ্টিজগতের অনেক কিছু ব্যবহার করার স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। তাই সৃষ্টিজগতের সেসব জিনিস মানুষের নিকট আমানত। মানুষে মানুষে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। যোগ্যতাও কমবেশী দিয়েছেন মানুষে মানুষে। আর এসব করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। মানুষের সারা জীবনই পরীক্ষা ক্ষেত্র।

২০ রুকূ' (১৫৫-১৬৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের হিদায়াতের জন্য তথা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যেসব দিকনির্দেশনা আবশ্যক হতে পারে তার সবটুকুই কুরআন-মাজীদের মাধ্যমে মানুষের নিকট গেছে। সুতরাং সত্য দীন গ্রহণ করার কোনো প্রকার অজুহাত পেশ করার সুযোগ নেই।

২. তারপরও যে কেউ আল্লাহর দীন গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে সে অবশ্যই যালিম বলে বিবেচিত হবে।

৩. এসব যালিমদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত হয়ে আছে।

৪. মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তখনকার তাওবা ও ইসলাম গ্রহণ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

৫. হাশরের ময়দানে ফায়সালার জন্য আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এটা বিশ্বাস করতে হবে।

৬. সত্যের উপর থেকে পর্দা সরে গেলে তখন সবকিছু মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর তখন তাওবার দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে।

৭. শেষ মুহূর্তে কাফির কুফরী থেকে এবং পাপী ব্যক্তি পাপ থেকে তাওবা করলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না।

৮. পূর্ববর্তী নবীদের সময়ে তাদের দীন শরীআতের অনুসরণের উপর পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল ছিল তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত মুহাম্মাদ (স)-এর দীন শরীআতের অনুসরণের উপর পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল।

৯. আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত সরল-সঠিক পথ একটি আর বাকী সব পথই ভ্রান্ত।

১০. যারা সত্য দীনের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং নিজেদের মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি করে তারা ভ্রান্ত। তাদের ভ্রান্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে দেবেন। সত্য-সরল পথের পথিকদের তাদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই।

১১. আল্লাহ তাআলা একটি সৎকাজের জন্য সর্বনিম্ন দশগুণ প্রতিদান দেবেন, অপরদিকে অসৎকাজের প্রতিদানে কোনো বৃদ্ধি করা হবে না—একটি অসৎকাজের প্রতিদান অনুরূপ একটিই দেয়া হবে।

১২. ইসলাম-ই হলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসৃত নির্ভেজাল জীবন ব্যবস্থা। ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী বলে মুশরিকদের দাবী ভ্রান্ত।

১৩. মু'মিনের সকল প্রকার ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হবে—এটাই ঈমানের দাবী।

১৪. নামায যাবতীয় সৎকাজের প্রাণ ও দীনের স্তম্ভ। এজন্য নামাযের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

১৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'প্রথম মুসলিম' হওয়ার ঘোষণা দ্বারা সর্বপ্রথম তাঁর নূর সৃষ্টি হওয়ার দিকে ইংগীত হতে পারে।

১৬. কিয়ামতের দিন কারো পাপের বোঝা অন্য কেউ ভোগ করবে না। দুনিয়াতে একের অপরাধের সাজা অন্যের উপর চাপানো সম্ভব ; কিন্তু আখিরাতে এরূপ করা কোনোমতেই সম্ভব নয়।

১৭. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি মাত্র। এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বে অবহেলা করা যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তেমনি দায়িত্ব বহির্ভূত কাজ করাও অনুরূপ অপরাধ।

১৮. দুনিয়াতে মর্যাদার ভেদাভেদ শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য। মর্যাদার পার্থক্যের কারণে পরীক্ষার ফলাফলে কোনো প্রকার তারতম্য করা হবে না।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

শব্দে শব্দে
আল কুরআন
তৃতীয় খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান